যোগি-গীতা

— বা —

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্বয় ব্যাখ্যা সমন্বিত

যৌগিক ব্যাখ্যা।

শ্রীঅমূল্যধন ভট্টাচার্য্য

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১লা বৈশাখ, সন ১৩৩৯ সাল।

[মূল্য ১৲ টাকা।

Published by
Bijoy Gopal Dey Chowdhury.
80/1, Pathuriaghata Street,
Calcutta.

Printed by Panchkari Dey
At the Sulov Press,
84, Upper Chitpur Road,
Calcutta.

দ্রষ্টব্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে এখন নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত অন্বয় ব্যাখ্যা সমন্বিত যৌগিক ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইল। বাকী নয়টী অধ্যায় শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক।

নিবেদন।

পাড়াগাঁয়ে পুরোহিতগিরি আর ডাক্তারীগিরির মত গীতার ব্যাখ্যাও বাজারে আমাদের মত অনধিকারী অশিক্ষিতেরাও কর্ত্তে লেগেছেন গীতার ব্যাখ্যার রকমও অফুরন্ত। আমিও তাদের মধ্যে একজন হ'য়ে আর একখানা বাড়ইয়ে দিচ্ছি মাত্র। আমি এতে যে অন্বয় দিয়েছি সেটা প্রায়ই শঙ্করভাষ্য ও শ্রীধর স্বামীর টীকা থেকে নেওয়া। বঙ্গানুবাদটা আমার নিজের পাড়াগেঁয়ে ভাষায় লেখা আর একটা যৌগিক ব্যাখ্যাও আছে। সেটা আমার নিজস্ব বলবো আর কি ক'রে আমার গুরুদেব মহাত্মা স্বামী প্রণবানন্দ গিরি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গীতার যে যৌগিক ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁরই পদাশ্রয়ে লেখা, তবে জায়গায় জায়গায় বাড়ান কমান আছে আর ভাষাটাও আমার মত করে নেওয়া। আমার বলবার কিছুই নেই তবে পাঠকদের এইমাত্র বলি অনেক রকমইত তাঁরা পড়েছেন পাড়াগেঁয়ে ভাষায় লেখা একটাও পড়ুন।

সম্পাদক।

অবতরণিকা।

শিষ্য—গুরুদেব আজকাল ইংরেজী শিখে লোকে বড় আর পুরাণের কথা বিশ্বাস কর্ত্তে চায় না। সকল পুরাণের কর্ত্তাত এক বেদব্যাস ঋষি বলে আমাদের শাস্ত্রে বলেছেন, কিন্তু আজ-কালকার শিক্ষিতগণ সে কথা মোটেই মানেন না। পুরাণগুলির ভাষা ও ঘটনা দেখে এক একটা বয়স ঠিক করে দিচ্ছেন। অন্ত পুরাণেরত কথাই নাই, মহাভারত, যাকে শাস্ত্রে পঞ্চম বেদ বলে মেনে গেছেন তাকেও কবির কল্পনা বলে উড়িয়ে দেন। তারই মাঝে ভগবদ্গীতা বলে যে অধ্যায় আছে তার কিন্তু বড় আদর। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্ত্রী, পুরুষ, বামুন, শূদ্র, গীতা পড়ে না এমন লোক নেই। আবার ইউরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা তার চলনও কম নয়। তাই গীতাটা কি যদি ভাল করে বুঝিয়ে দেন তাহলে বড়ই ভাল হয়। বাজারে আজকাল গীতার অভাব নেই কত রকম যে ব্যাখ্যা উঠেছে তা বলে শেষ কর্ত্তে পারা যায় না কিন্তু চলিত ভাষায় এর তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিলে আমাদের মত অজ্ঞ লোকদের সুবিধা হয়।

গুরু—আজ তোমাদের কথায় বড় আনন্দ হলো। ভগবান বাসুদেব পরম ভক্ত অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাতে সেই সময়ে অর্জ্জুনের কি করা উচিত তা' ত বলেছেনই তা' ছাড়া সেই রকম অবস্থাপন্ন মূঢ় জীবগণেরও উদ্ধারের উপায় ঠিক করে দিয়েছেন। যুদ্ধ কর্ত্তে এসে যখন দুই পক্ষের সেনাদল প্রস্তুত হয়েছে সেই

সময় অর্জ্জুন মায়াবশে বুঝতে না পেরে আপনার কর্ত্তব্য ত্যাগ কর্ত্তে যাচ্ছিলেন, ভগবান তাঁর উপদেশে অর্জ্জুনের ভুল দেখিয়ে দিয়ে তাঁর সে সময় কি কর্ত্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। তার ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অতিশয় বীরত্ব দেখিয়ে পাণ্ডবেরা জয়লাভ করেছিলেন। এই গীতা আলোচনা করে কত মহাত্মা যে ভগবানের প্রিয় হ'তে পেরেছেন, তাও বলে শেষ করা যায় না। এখন তোমাদের বলতে গিয়ে সেই ভবভয়ত্রাতা বাসুদেবের মহিমা স্মরণ হওয়ায় তাঁর করুণাকণা যদি পাই সেই আশায় আজ আপনাকে ধন্য মনে কর্ত্তে অবসর আসছে তাই আজ আনন্দ।

শিষ্য—বেশ হয়েছে। এই গীতার ভিতর শুনতে পাই অধ্যাত্মভাব লুকান আছে। সাদাসিদে অর্থ অনেকেই লিখেছেন অধ্যাত্মভাব বুঝিয়ে দিতে যে দুই একজনকে দেখা যায় তাও আমাদের তৃপ্তিজনক হয়নি, আপনি আমাদের সন্দেহ মিটিয়ে বুঝিয়ে দিন্। শুনেছি আপনার গুরুদেব একখানি গীতা লিখেছেন তাতে খুব সহজ করে গীতার অধ্যাত্মভাব বোঝান আছে কিন্তু সেখানি আর পাওয়া যাচ্ছে না তাই আমাদের ইচ্ছে আপনি আমাদের মত মোটা বুদ্ধি লোকও যাতে বুঝতে পারে সেই রকম করে বুঝিয়ে দিন। তবে আমাদের মত লোককে অত কঠিন বিষয় বুঝিয়ে দিতে হলে আপনাকে একটু দৌরাত্ম্য সহ্য কর্ত্তে হবে কারণ যতক্ষণ না বেশ বুঝতে পার্ব্ব ততক্ষণ আমরা প্রশ্ন কর্ত্তে ছাড়ব না।

গুরু—দেখ বাপু, ভগবান গীতা মাহাত্ম্যে বলেছেন যে ব্যক্তি এই গীতা আলোচনা করে তার চেয়ে বেশী প্রিয় আর আমার কেউ নাই। সেইজন্য গীতা আলোচনা কর্ত্তে আনন্দ হচ্চে। কিন্তু গীতাটি হচ্চে সমস্ত শাস্ত্রের যা সার তত্ত্ব শ্রীভগবানের যা তত্ত্ব তাতেই ভর্ত্তি। তা' বলবার বা বোঝাবার অধিকারী ভগবান নিজে

তাই তিনি গীতাতে আপনিই প্রকাশ করেছেন। তবে আমাদের কাজ সেই ভগবানের শরণ নিয়ে প্রাণপণে বুঝতে চেষ্টা করা তাঁর যদি দয়া হয় তা'হলে বোবাও বক্তৃতা কর্ত্তে পারে আর ঘোড়াও পাহাড় ডিঙ্গুতে পারে। আমরা তাই সেই শরণাগতপালক আনন্দময় মাধবের চরণে প্রণাম করে এই গীতা শাস্ত্র আলোচনা কর্ত্তে তাঁর শরণ লই এস।

এই গীতার কথা বল্‌তে এসে তোমরা যে পুরাণের কথা বলছিলে সেটা সত্যি কথা। তার কারণ কি জান? পুরাণ হচ্চে আমাদের আর্য্যধর্ম্মের বিশেষত্ব। এর সঙ্গে ইতিহাসের কোন মিল নেই। ইতিহাসে লোকের জীবন আর ঘটনা সব যে রকম হয়েছে ও ঘটেছে তাই লেখা থাকে। তাতে ভগবানের কোন তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা নাই। পুরাণগুলি তা' নয়, এতে ভগবত্তত্ত্বের কথাই নানারকমে বলা হয়েছে। যে সব লোকের জীবনী দেওয়া আছে তাতে তার জীবনের যে অংশে বিশেষ গুণের কথা আছে তাই লেখা থাকে সাধারণ অংশ বাদ দেয়। আর জীবনীগুলি পড়লেও ভগবানেরই মহিমা প্রকাশ করে দেয়। নানা পুরাণে একই ভগবত্তত্ত্ব নানা আকারে বোঝান আছে। সে সবগুলিই সত্য ও অভ্রান্ত। পুরাণও আমাদের শাস্ত্র, এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ। ইতিহাস অংশ প্রসঙ্গ ক্রমে লেখা মাত্র। যাঁরা ভগবানে ভক্তি করেন তাঁরা ইংরেজী শিক্ষিত হলেও পুরাণ মিথ্যা বলেন না। তবে পূর্ব্বে ছাপা ছিল না হাতের লেখা পুঁথি দেখে নকল করা। এতে লিখিতে ভুল ও পড়তেও ভুল হয়ে যায় সেই জন্যই পাঠান্তর দেখতে পাওয়া যায়। আমরা ভ্রান্ত জীব। সব মানুষের রুচি প্রবৃত্তি বুদ্ধি এক রকম নয়। তাই কোন পুরাণে শিবই ব্রহ্ম, কোন পুরাণে বিষ্ণুই ব্রহ্ম, কোন পুরাণে কালীই ব্রহ্ম প্রভৃতি লেখা

আছে। যখন একটি ছাড়া দুটি নাই তখন তাঁকে যা বলবে তাই সত্য। যখন যে গুণ ও বিভূতির কথা বলা উদ্দেশ্য করেছেন তখন ভগবানকে সেই গুণ ও বিভূতিযুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে তদনুসারে রূপেরও ভেদ হয়েছে।

শিষ্য—হাঁ গুরো, পুরাণ সম্বন্ধে আমরা এখন বেশ বুঝতে পেরেছি।. আমাদের যে সংশয় ছিল তাও মিটে গেছে। এখনঃ গীতার কথা বেশ করে বুঝিয়ে দিলেই আমরা পরিতোষ লাভ করি। গীতার ভেতর যেন ধান ভান্‌তে শিবের গীত হয়ে আছে। অর্জ্জুন আপনার লোকদের মারতে হবে বলে ভয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে গিয়ে যুদ্ধ করবো না বল্লেন আর অম্নি শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যোগের কথা বলতে লাগলেন। প্রতি অধ্যায়ের শেষেও গীতাকে যোগশা উপনিষদ্ বলে বলা আছে। আবার যাই একবার করে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে অম্নি বলেছেন যুদ্ধ কর কখন বলছেন যোগী হও। কাজেই এই সব গোলমেলে কথা আমাদের মাথায় ঢোকে না কিছুই বুঝতে পারি না কিন্তু বোঝবার ইচ্ছেটাও খুব, তাই আপনাকে কষ্ট দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি।

গুরু—বাপু তোমাদের সঙ্কল্পে সুখী হ'লাম। কথাটা গোলমেলেই বটে। এই গীতা শাস্ত্রে ভগবান ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়েছেন। এতে অজ্ঞান দূরে যায় আর জীব ও ব্রহ্ম যে এক অভেদ তাই বুঝিয়ে দেয়। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে ও কথা বলবার কারণ আছে। তোমরা চলিত কথায় স্থান মাহাত্ম্য কাল মাহাত্ম্যের কথা বোধ হয় শুনে আস্‌ছো। এখানে স্থান মাহাত্ম্যের ব্যাপার ঘটে গেছে। মনে করো না যে ভগবান অর্জ্জুনকে প্রবৃত্তি দিয়ে এই প্রাণি হিংসাকর কার্য্য করালেন। তিনি ত যুদ্ধের পূর্ব্বে যাতে যুদ্ধ না হয় তার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। যুদ্ধেতেও তিনি

ব্যাপৃত হন নাই। দুর্য্যোধনকে নারায়ণী সেনা দিয়ে সাহায্য করলেন আর পাণ্ডবদের কাছে নিজে সারথি হয়ে রইলেন। কুরু পাণ্ডবেরা নিজেরাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়ায়েছে। কৃষ্ণ সারথি অর্জ্জুন সেই কুরুক্ষেত্রের স্থান মাহাত্ম্যে ভগবানের নিকটে থাকায় সত্ত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। প্রাণি হিংসাকর যুদ্ধকে অধর্ম্ম বলে মনে কুত্তে লাগ্‌লো। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হলো যুদ্ধ করা সেই ধর্ম্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অবলম্বন কর্ত্তে মনস্থ করলেন। ভগবান ত ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই শরীর গ্রহণ করেন। স্বধর্ম্মচ্যুত হৃদয়কে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করবার জন্যই তাঁর উপদেশ। অর্জ্জুনকে নিমিত্ত ক'রে জগৎবাসী জীবমাত্রকেই তিনি উপদেশ দিলেন। আবার যাতে সাক্ষাৎ প্রাণি হিংসা কর্ত্তে হচ্ছে এমন কাজকেও যে ধর্ম্ম বলে মনে করা সেও ত মলিন বুদ্ধি সম্পন্ন জীবের সম্ভব নয়। তাই তাঁর কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়ে দেবার জন্য অদ্বৈতভাবের অবতারণা কর্ত্তে হয়েছিল. আর সেই অদ্বৈতভাব লাভ কর্ত্তে হলে যে দুই রকম পথ অবলম্বন করা যায় সেই দুটো পথের কথাই বলেছেন। একটা জ্ঞানের পথ, তার অধিকারী সকলে হতে পারেন না, আর একটা কর্ম্মের পথ বা যোগের পথ তার বিষয়েই আমরা প্রধান ভাবে আলোচনা করবো।

শিষ্য—গুরুদেব, আপনি বল্লেন যে গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ অর্জ্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়েছেন আবার বল্লেন অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করে জগৎবাসী সকল জীবকেই তিনি উপদেশ দিয়েছেন। আমরা তা' বুঝতে পাচ্ছি না। অর্জ্জুন না হয় ভগবানের ভক্ত ও কৃপার পাত্র তাঁর উদ্ধারের জন্য তাঁকে উপদেশ দিতে পারেন। সকল জীব ত অর্জ্জুন নয় আর যুদ্ধ করাও সকলের ধর্ম্ম নয়, কুরুক্ষেত্রের মত স্থানেও সকলে থাকেন না আরও ভগবানের সান্নিধ্য লাভ ত কারুরই প্রায় ঘটে না, তবে অর্জ্জুনের উপদেশ সকল জীবের পক্ষে খাটবে কেন?

হাঁ বাপু বেশ প্রশ্ন করেছ, প্রকৃতপক্ষে গীতা পাঠ কর্ত্তে হ'লে ও তার অধিকারী হ'তে হ'লে সকলকেই অর্জ্জুনের অবস্থা পেতে হবে। অর্জ্জুনের পক্ষে সত্য সত্যই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব ও কৌরবদের যুদ্ধ হয়েছিল তাতে উভয় সেনাদলের মাঝখানে রথ নিয়ে কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন অর্জ্জুনের যুদ্ধ কর্ত্তে ইচ্ছে হয় না, ভগবান যুদ্ধ করাই তার কর্ত্তব্য এই কথা বুঝিয়ে দিলেন। এ ত কেবল ঘটনার বর্ণনা। কিন্তু গীতা কেবল ঘটনার বর্ণনা নয়। এতে জীবের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের রহস্য লুকান আছে। সেই রহস্য বুঝে কাজ কর্ত্তে পারলেই জীবের উদ্ধার হয়। ভগবান গীতায় যে সমস্ত পদ ও বাক্য প্রয়োগ করেছেন সবই রহস্যমূলক। প্রত্যেকটিরই দুই রকম অর্থ। মূল ইতিহাসের অর্থ ত আছেই তা' ছাড়া এক একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। সাধকের সাধনাকালে পর পর যেমন যেমন অবস্থা হয় তাই সাজান আছে। সাধন কর আর গীতার শ্লোকে যেমন লেখা আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে চল পরম আনন্দ লাভ কর্ব্বে। যেখান থেকে আর ফিরতে হয় না ভগবানের সেই পরম ধামে গমন করবে।

শিষ্য—গুরুদেব আপনার কথা শুনে আমাদের শোনবার ইচ্ছে বড় বেশী হয়েছে আপনি দয়া করে আমাদের গীতা রহস্য বুঝিয়ে দিন। আপনার শ্রীমুখের বাণীই ত আমাদের ভবসাগর পার করে দেবে। আপনি গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করুন। যেখানটা বুঝতে পারবো না সেই জায়গায় আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু গীতা আরম্ভ করার পূর্ব্বে আমাদের আরও দুই একটি সন্দেহ মিটিয়ে দিন। প্রথম কথা, যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে ঠিক পূর্ব্বকালে ভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে লাগ্‌লেন তাতে অনেক সময় লাগ্‌লো ততক্ষণ সৈন্যেরা চুপ করে থাকলো কেন তারা ত আর

গীতা শোনেনি? আরও আপনি বল্লেন গীতার ইতিহাসও সত্য আবার গীতা অধ্যাত্ম শাস্ত্র। তা'হলে গীতায় যে সব লোকের নাম আছে তাদের ধরে ত বল্‌তে হবে মনের এক একটা বৃত্তি। এত কষ্ট কল্পনা না ক'রে কবির কল্পনা বল্লেই ত মিটে যায়। ইতিহাস অংশ সত্য নয় এ কথা বল্লে ত হয়?

গুরু—বাপু তোমার প্রশ্নের উত্তর সহজেই বুঝতে পারবে। তোমরা কখন কখন স্বপ্ন দেখে থাকবে। পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়েছ তার মধ্যে হয় ত আধঘণ্টাকাল স্বপ্ন দেখেছ কিন্তু সেই আধ ঘণ্টার মধ্যে এমন ব্যাপার দেখা গেল যা' ঘট্‌তে দীর্ঘকাল লাগে? তা কেন হয় জান? স্বপ্নটা সূক্ষ্ম শরীরের কাজ কিনা তাই ওরকম ঘটে। সূক্ষ্ম শরীরে এক নিমিষে এক যুগের কাজও হতে পারে। স্বপ্নে যেমন সূক্ষ্ম শরীরের কাজ হয় যোগস্থ হ'লেও সেই রকম সূক্ষ্ম শরীরের কাজ হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান সর্ব্বশক্তিমান তাঁর ইচ্ছা হলেই ত অসম্ভব সম্ভব হয়, সামান্য মানুষে ত তাঁর শক্তির কথা বুঝতেই পারে না তাতে যখন তিনি গীতার উপদেশ করেছিলেন তখন যোগস্থ হয়েছিলেন অর্জ্জুনকেও যোগস্থ করেছিলেন সুতরাং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই গীতা বলা হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ইতিহাস অংশকেও অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ করবার জন্যই মানবদেহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই গীতায় বলেছেন যে জ্ঞান ধর্ম্ম ক্রমে লোপ পেয়ে গেছে এই জগতে যাতে পুনরায় তার প্রকাশ হয় তাই তাঁর ইচ্ছা। যে সব লোক তখন জন্মেছিল তারাও তাঁরই অংশ কারণ এই বিশ্বও ত তাঁরই রূপ, যা কিছু দেখা যায় শোনা যায় সবই তাঁতে আছে তা ছাড়া কিছুই নাই। এই জ্ঞান ধর্ম্ম প্রকাশের জন্য যে রকম প্রকৃতির ও চরিত্রের প্রয়োজন

তিনি সেই সেই প্রকৃতি ও চরিত্র স্থূলরূপে সৃজন করেছিলেন আপনিও দেহধারী হ'য়ে জন্মগ্রহণ কল্লেন। ঐ সব প্রকৃতি ও চরিত্র মানুষের বৃত্তিরূপে চিরকালই হৃদয়ে আছে সুতরাং সেই সেই স্থূল শরীরকে অন্তঃকরণের বৃত্তি বলে বর্ণনা করা অসুবিধা হয় না ইতিহাস অংশকেও মিথ্যা বলতে হয় না। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন আর স্থূল শরীরে নাই বটে কিন্তু তিনিই পরমাত্মা। সকল জীবের অন্তরে চিরকালই আছেন। আমরা বাসনার দাস হয়ে বিষয় নিয়ে থাকি তাই তাঁকে দেখতে পাই না তাঁর বাঁশীর স্বরও শুনতে পাই না। যে সাধক আত্মযোগের অনুষ্ঠান করেন তাঁর শরীরের মাঝখানে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধের মাঝে সারথি হয়ে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়েছেন দেখতে পান আর তাঁর শ্রীমুখেই গীতা শুনতে পান। এ কথা খুব সত্যি তবে ঐকান্তিক চেষ্টার দরকার।

শিষ্য—গুরুদেব, আপনি বল্লেন বাইরে সত্যি সত্যিই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধ কর্ত্তে যে সমস্ত বীর উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এক একটা অন্তঃকরণের বৃত্তি স্বরূপ। যোগ ধর্ম্ম লোপ পাচ্ছিল তার প্রকাশ কর্ত্তে ভগবান নিজেও জন্মগ্রহণ কল্লেন আর প্রবৃত্তিগুলোকেও শরীর দিয়ে সৃষ্টি কল্লেন। এ কথা বেশ বুঝতে হলে শরীরতত্ত্বটা ভাল করে বোঝার দরকার। দয়া ক'রে আগে শরীরতত্ত্বটা ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

গুরু—বেশ বলেছ। গীতার অধ্যাত্ম রহস্য জানতে হলে শরীর-তত্ত্বই জানবার দরকার। আমাদের শরীরে চোখ, কাণ, নাক, জিভ, আর ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এদের সাহায্যে আমরা জগতে জিনিষগুলি দেখি শুনি, শুঁকি, আস্বাদন করি আর স্পর্শ করি। আর হাত, পা, মুখ, পেট আর উপস্থ এ কয়েকটি কর্ম্মেন্দ্রিয়,

এদের সাহায্যে আমরা নানা কাজ করি। এই দশটা ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তা মন। মনই এদের চালায়। এই অংশটা শুধু মানুষ নয় পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিদেরও আছে। এই কটা নিয়েই আমরা ব্যতিব্যস্ত থাকি। এদের সাহায্যেই বিষয় ভোগ করি আর এই আমাদের অনিত্য তা'হলেও তারা এই প্রবৃত্তিমার্গকে ত্যাগ করতে পারেন। ধর্ম্মের দ্বারা দুই রকম লাভ হয়। হয় অভ্যুদয় না হয় নিঃশ্রেয়স। অভ্যুদয় লাভ করতে গেলে প্রবৃত্তিমার্গের উপাসনা করতে হয় আর নিঃশ্রেয়স লাভ করতে হলে নিবৃত্তিমার্গে চলতে হয়, ভগবান সৃষ্টি কয়বার সময় প্রথম সনকাদিকে সৃষ্টি করেন তাঁরা প্রবৃত্তিমার্গে চল্‌লেন না নিবৃত্তি পথ অবলন করলেন পরে আবার মরীচি প্রভৃতি পুত্রগণকে সৃষ্টি করেন তাঁহারা সবাই প্রবৃত্তিমার্গের লোক। এই প্রবৃত্তিমার্গে উপাসনাদি করে চিত্ত শুদ্ধ হ'লে যদি কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করা হয় তা'হলেও নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। ভাগবতে বলেছেন—

ধর্ম্মং স্বনুষ্ঠিতঃ পুং সাং বিষ্বক্‌সেন কথাসুখঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

অর্থাৎ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'রে যদি কামনার নাশ না হয় ও ভগবানে রতি না হয় তা'হলে সে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। এই বেদোক্ত সংহিতা অংশে নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মের কি ক'রে অনুষ্ঠান কর্ত্তে হয় ও সেই সেই কর্ম্মের কি ফল হয় তাও ঠিক করা আছে। ফলকামী হ'য়ে করলেই ফল হবে আবার তার ক্ষয়ে পুনরাবৃত্তি ঘটবে। আর ফল ত্যাগী হতে পারলেই নিঃশ্রেয়স লাভ হবে। বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমে আরণ্যক ও উপনিষদোক্ত নিয়মের অবলম্বন কর্ত্তে হয়। তাতে নিবৃত্তিমার্গেরই উপদেশ করা আছে। গীতা ও উপনিষদ্‌ সুতরাং নিবৃত্তি ধর্ম্মেরই উপদেশ এতে

আছে। এই নিবৃত্তিধর্ম্ম বা কর্ম্ম ত্যাগের অবস্থা পেতে হ'লে অষ্টাঙ্গ যোগই তার সহজ উপায়। এখন এই নিবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করতে গেলে আমাদের হৃদয়ে যে প্রবৃত্তির বীজ আছে তাদের নাশ কর্ত্তে হবে ত। এই নাশ করবার চেষ্টাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

শিষ্য—গুরুদেব, এখন ত আর বৈদিক ধর্ম্মের আচরণ দেখা যায় না। বেদত প্রায় কেহই জানেন না কাজেই বেদোক্ত ধর্ম্মের আচরণও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তবে আমাদের দেশে এখন মোটামুটি ছুটো শাস্ত্র আছে একটা স্মৃতি আর একটা ন্যায় প্রভৃতি দর্শন। এদের মধ্যে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি ধর্ম্ম কি রকম আছে তাই বলুন তা'হলে আমরা অনেকটা বুঝতে পারবো।

গুরু—দেখ বাপু কালে লোকে বেদ বুঝতে পারবে না বুঝেই আমাদের প্রতি দয়া করে আমাদের ঋষিরা শাস্ত্র প্রণয়ন করে গেছেন। মনু ও অত্রি প্রভৃতি উনিশ জন ঋষি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি করে পালন কর্ত্তে হবে তাই প্রকাশ ক'রে সংহিতা প্রণয়ন করেছেন তাঁরা সংহিতায় যা' লিখেছেন তা' সমস্তই বেদ থেকে সঙ্কলন করা। সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের কর্ত্তব্য সংহিতায় ঠিক্ করা আছে। তা' ছাড়া ভগবান বেদব্যাস স্ত্রীলোক ও শূদ্র জাতিরা পর্য্যন্ত যাতে ধর্ম্ম জানতে পারে তার জন্য নানা পুরাণ তৈয়ারী করে গেছেন। সেই সব সংহিতা ও পুরাণ থেকে সংগ্রহ করে আবার আমাদের দেশে রঘুনন্দন শূলপাণি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করেছেন। তা'হলেই বুঝতে হবে মূল বেদ থেকেই ক্রমে সংগ্রহকারকেরা বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড় করিয়েছেন। তবে স্মৃতিতে প্রবৃত্তি ধর্ম্মের কথাই লেখা আছে। আর নিবৃত্তি ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও উপনিষদ প্রভৃতি বেদের নিবৃত্তি পর অংশ থেকেই সঙ্কলন ক'রে ভগবান কপিল, গৌতম, কণাদ, পতঞ্জলি, জৈমিনী ও বেদব্যাস ঋষি ছয় জন ছয়টি দর্শন

প্রণয়ন করেছেন। নিবৃত্তি ধর্ম্মে বলে জ্ঞানই ব্রহ্ম, জ্ঞান লাভ হলেই জীব নিঃশ্রেয়স লাভ করিবে। সেই জ্ঞান লাভের জন্যই কেহ বা কর্ম্ম ক'রে কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্ম ত্যাগ করবার কথা উপদেশ দিয়েছেন কেহ বা যোগানুষ্ঠানের দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয় দেখিয়েছেন কেউ বা সদসৎ বস্তু বিবেক লাভের পরামর্শ দিয়েছেন, মোট কথা সকলেরই এক। গীতাতে সকলের কথারই সামঞ্জস্য আছে। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ আর তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের কথা বলেছেন। প্রথম গুরুবাক্যে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস ক'রে ক্রিয়া করতে হয়। পরে বিশ্বাস দৃঢ় হলেই ভক্তির উদয় হয় তারপর ভক্তির পরিপাক হলেই জ্ঞান হয়। তা'হলেই এক গীতা গুরুপদেশের সঙ্গে ভক্তিপূর্ব্বক অনুশীলন করলেই সব হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং" এ কথাটা খুব সত্যি। গীতাকে যে ভাবেই ব্যবহার করুক না কেন গীতা তার অনুকূল ফল দিবেনই।

শিষ্য—গুরুদেব আর এখন আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য নাই আপনি দয়া ক'রে গীতার্থ অর্থ প্রকাশ করুন। তার মধ্যে যে প্রশ্ন মনে উঠবে তাই তখন মীমাংসা করে দেবেন।

গুরু—নরোত্তম নারায়ণ, নর, দেবী সরস্বতী ও মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম ক'রে তবে জয় উচ্চারণ কর্ত্তে হয়।

এই কার্য্য যাতে সমাপ্তি হয় তার জন্য শ্রীমদ্দেব গণপতিকে প্রণাম ক'রে জ্ঞানের অবতার অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য ভগবানের চরণে শরণ ল'য়ে যিনি এই ভবসাগরের কর্ণধাররূপে আমাদের পরম পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সেই মহাত্মা শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ গিরি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গুরুদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ তাঁরই দেখান পথ ধরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

ব্যাখ্যা আরম্ভ করলাম। যিনি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের রথে সারথি হ'য়ে রথ চালনা করতে করতে তাঁরই সখা ও পরম ভক্ত অর্জ্জুনকে পরম পথের উপদেশ দিয়েছেন সেই ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের করুণা বিনা এই গীতাসমুদ্র পার হবার আর অন্য উপায় নাই। তাই আজ আমরা সকলে মিলে সেই পাণ্ডবসখার চরণে স্মরণ ল'য়ে ও তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ ক'রে এই গীতাশাস্ত্রের আলোচনা করি এস।

শ্রীহরি! শ্রীহরি! শ্রীহরি!



ওঁ তৎসদ্ব্রহ্মণে নমঃ।

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রারভ্যতে।

শ্রীগোপাল কৃষ্ণায় নমঃ।

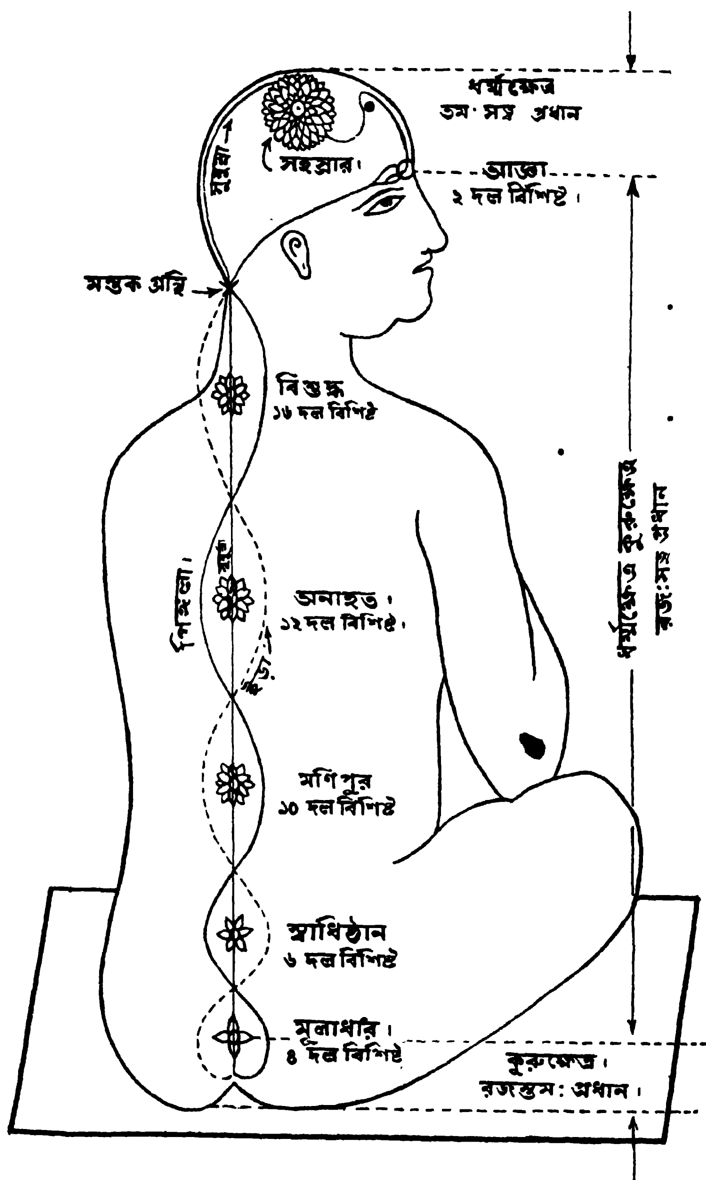
ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা। অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ইতিবীজং। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ইতি শক্তিঃ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ইতি কীলকম্।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ইতি অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ইতি তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ।
অচ্ছেদ্যোয় মদাহ্যোয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ইতি অনামিকাভ্যাং নমঃ।
পশ্যমে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ইতি করতল পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ইতি হৃদয়ায় নমঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ইতি শিরসে স্বাহা।
অচ্ছেদ্যোয় মদাহ্যোয় মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ ইতি শিখায়ৈবষট্।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ইতি কবচায় হুং।
পশ্যমে পার্থ রূপাণি শতশোহম সহস্রশঃ ইতি নেত্রত্রয়ায়বৌষট্।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণা কৃতানি চ ইতি অস্ত্রায় ফট্।
শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থ পাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতানারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনামধ্যে মহাভারতম্ ।
অদ্বৈতামৃত বর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীং
অম্বত্বা মনসা দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥১॥
নমোঽস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লার বিন্দায়তপত্রনেত্র ।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতোজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥২॥
প্রপন্নপারি জাতায় তোত্রবেত্রৈক পাণয়ে
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃত দুহে নমঃ ॥৩॥
সর্ব্বোপনিষদোগাবোদোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৪॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচানূরমর্দ্দনম্ ।
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুং ॥৫॥
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার নীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বাহিনী কর্ণেন বেলাকুলা ।
অশ্বত্থাম বিকর্ণঘোর মকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণ নদী কৈবর্ত্তকে কেশ[illegible]৬॥
পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থ গন্ধোৎকটং
নানাখ্যানক কেশরং হরিকথা সম্বোধনাবোধিতং ।
লোকে সজ্জন ষট্‌পদৈ রহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারত পঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়সে ॥৭॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥
ওঁ নমো স্বনন্তায় সহস্র মূর্ত্তয়ে
সহস্র পাদাক্ষি শিরোরুবাহবে ।
সহস্র নাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে
সহস্র কোটি যুগধারিনে নমঃ ॥

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ॥
যো বালার্ক পদাম্বুজেন রুচিরো হেমাম্বরো নিত্যশঃ
কণ্ঠান্তর্গত কৌস্তুভেন মণিনা সৌন্দর্য্য শোভাকরঃ।
আস্যাম্ভোজ বিকাশনেন সুভগো কালান্তকো দুঃখহা
তং দন্তং পরমেশ্বরং সুখকরং বন্দে পদং দৈবতম্॥
ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ে বিদ্যাগজেন্দ্রস্যকা
কা জাতি বিদুরস্য যাদবপতে রুগ্রস্য কিম্পৌরুষং।
কুব্জায়াঃ কমনীয়রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈঃ ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥
ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদগুরং নমামি॥
বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমান নগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষাৎ কুরুতে প্রবোধ সময়ে আত্মানমেবাদ্বয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরু মূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণা মূর্ত্তয়ে॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥


ধর্ম্মক্ষেত্র
তম·সত্ত্ব প্রধান
সহস্রার।
আজ্ঞা
২ দল বিশিষ্ট।
সুষুম্না
মস্তক গ্রন্থি
বিশুদ্ধ
১৬ দল বিশিষ্ট
অনাহত।
১২ দল বিশিষ্ট।
পিঙ্গলা।
মণিপুর
১০ দল বিশিষ্ট
স্বাধিষ্ঠান
৬ দল বিশিষ্ট
মূলাধার।
৪ দল বিশিষ্ট
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র
রজ:সত্ত্ব প্রধান
কুরুক্ষেত্র।
রজস্তম: প্রধান।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১॥

অন্বয়—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্ম পতনাৎ পরং সঞ্জয়ঃ হস্তিনাং প্রতিনিবৃত্তঃ। রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ তং যুদ্ধবার্ত্তাং পপ্রচ্ছ। হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (পুরাহিবহুধর্ম্মকার্য্যাস্য অনুষ্ঠানাৎ ধর্ম্মভাবোদ্দীপকে কুরুক্ষেত্র নামক ধর্ম্মস্থানে) মামকাঃ (মৎপুত্রাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ) পাণ্ডবাশ্চ (পাণ্ডুপুত্রাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ) যুযুৎসবঃ (যোদ্ধুমিচ্ছবঃ সমবেতাঃ মিলিতাঃসন্তঃ) কিং অকুর্ব্বত (কৃতবন্তঃ)?

বঙ্গানুবাদ—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্ম পতনের পর সঞ্জয় হস্তিনায় প্রতিনিবৃত্ত হইলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে পূর্ব্বে বহু ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান হ'য়েছে, সুতরাং সেখানে স্বভাবতঃই ধর্ম্ম ভাবের জাগরণ হয়। সেইজন্য উহা ধর্ম্মক্ষেত্র, সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় মিলিত আমার দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুর পুত্রগণ কি করিল?

যোগী—ক্রিয়া কর্ত্তে কর্ত্তে সুষুম্নার ভেতর বজ্রা আছে, সেই বজ্রার ভেতর চিত্রানাড়ী আছে, সেই চিত্রানাড়ীর ভেতর প্রাণ-বায়ু ঢুকে গেলেই কুলকুণ্ডলিনী জেগে যান। তখন সাধকের আমি আমার ভাবটা যেন আর থাকে না। সেই আমি আমার ভাবই অস্মিতা বা চিদাভাস (ভীষ্ম)।

ইহাই সকল দিকে জীবের জীবত্ব জাগায়ে দেয়। সেই অস্মিতা যখন নিস্তেজ হ'য়ে আবার কাজ করে না তখনই ভীষ্মের পতন হ'লো। এই ভীষ্মের পতনের জন্যই আঠার দিন যুদ্ধের দশ দিন কেটে গেল। অর্থাৎ অস্মিতা ভাবকে নিস্তেজ ক'রতেই সাধনার বেশী দিন কেটে যায়। কুল-কুণ্ডলিনী জেগে গেলেই একটা মানস চক্ষু ফুটে ওঠে. সেই দৃষ্টিই দিব্যদৃষ্টি বা সঞ্জয়। সেই চোখ ফোটবার জায়গা হচ্ছে আজ্ঞাচক্র। সেইখানেই মন থাকে। আজ্ঞাচক্রই হস্তিনা, সেইখানেই মন বা ধৃতরাষ্ট্র থাকেন। মনই এই দেহরাজ্যের রাজা। মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া নিজে কোন কাজ ক'রতে পারে না, তাই মন অন্ধ। সেই অবস্থায় সাধক স্থির থাকতে পারেন না, নেমে পড়তে হয়। তখন আত্মজ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ থাকেনা, পরোক্ষ হ'য়ে যায়। বিষয়গুলো অমনি চারিদিকে ঘিরে ফেলে। সেই সময় ক্রিয়ার প্রথম থেকে যা' যা' ঘটেছিল মনে হ'তে থাকে, সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উদয় হয়, সেই প্রশ্নই ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন। সেই দিব্যদৃষ্টি অর্থাৎ ক্রিয়াতে যে অন্তর্দৃষ্টি পেলে সেই দৃক্‌শক্তিই ঐ প্রশ্নগুলির মীমাংসা ক'রে দেয়। ইহাই ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ।

মন নিজে কাজ করতে পারে না, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যের দরকার। মনই অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র। মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয় ভোগ করে, তাতে আমি আমার ভাবটা খুব দৃঢ় হ'য়ে যায়। বিষয় ভোগ করায় মন থেকে যে সব বৃত্তি জন্মায়, যেমন "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধ"। সেই সব কাম ক্রোধাদি মনবৃত্তিগুলোই জীবকে সংসারে প্রবিষ্ট করায়, আর কিছুতেই বেরুতে দেয় না। সেইগুলিই মনের নিজের ভাব, তাই সেইগুলিই "মামকাঃ"। এ গুলির কাজই হচ্ছে বিপরীত জ্ঞানের প্রকাশ করা। তা' হ'লেই বিষয়ের দিকে মনের যে নিরন্তর গতি, সে গতি সহজে নষ্ট হয় না, আর তা থেকেই কামনাসমূহ নানারকমে উৎপন্ন হয়, এরাই দুর্য্যোধনাদি শতপুত্র।

পাণ্ডব হচ্ছে বুদ্ধি থেকে যে সব বৃত্তি জন্মায়। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ ক'রে কোন কাজ করতে গেলেই বুদ্ধি সেটাকে এগুতে ভাল কি মন্দ বিচার করতে যায়। আত্মার সঙ্গে তুলনা ক'রে যদি বোঝে যে এটা অপরিণামী বা নিত্য তা' হ'লেই বুদ্ধি করতে বলে আর যদি দেখে এটা পরিণামী অনিত্য, তা হ'লে নিবৃত্ত হয়। আত্মার দিকে বুদ্ধির যে অবিচ্ছিন্ন নিবৃত্তিজনক গতি, তা থেকে কতকগুলি বৃত্তি জন্মায় তারাই "পাণ্ডবা" কারণ পাণ্ডুই নির্ম্মলাবুদ্ধি।

আমাদের দেহটাকে তিন অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমাংশ হ'ল মন আর দশটা ইন্দ্রিয়। দ্বিতীয়াংশ হ'চ্ছে মেরুদণ্ড, তাকে আশ্রয় ক'রে যে সুষুম্না নাড়ী আছে, আর মূলাধার থেকে আজ্ঞা পর্য্যন্ত ছটা চক্র। তৃতীয়াংশ আজ্ঞাচক্রের উপরে সহস্রার পর্য্যন্ত যে স্থান। মন আর দশ ইন্দ্রিয় এরা বহির্জগতের সব কাজ করে সুতরাং শরীরের এটা কার্য্যক্ষেত্র বা কুরুক্ষেত্র। আর সুষুম্না নাড়ী ও ছয়টা চক্র এইখান থেকেই সূক্ষ্ম ভূত সকল বেরোয় আর ইন্দ্রিয়গুলোকে কাজ করায়। আবার ভেতরে ঢুকে ভেতরের জ্যোতিঃ প্রকাশ করে। চিরদিন অনন্তকাল ধ'রে বিষয় ভোগ ক'রে এসে যে সংস্কার জন্মে গেছে সে গুলো শীঘ্র যায় না, বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু গুরুর উপদেশ পেলে যে সংস্কার জন্মায় সেও 'নাছোর-বান্দা' পূর্ব্ব সংস্কারকে নষ্ট করবার চেষ্টা করে। এই ব্যাপারটা ঘটে মেরুদণ্ডের মাঝে যে ছয়টা চক্র আছে আর সুষুম্না নাড়ী আছে তারই মাঝে, কাজেই এটা হ'লো ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। আর আজ্ঞাচক্রে যখন মন স্থির হ'য়ে যায় তখন ইন্দ্রিয়গুলো আর কাজ করতে পারে না, মন তখন গুরুশক্তিতে সহস্রারে উঠে আনন্দে বিভোর হ'য়ে যায় কারণ তখন কুণ্ডলিনী শক্তি পরম শিবের সঙ্গে মিলিতা হন, তখনই যোগ হয়। ঐ ক্ষেত্রটাকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলে। এই তিন ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বিতীয় ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রই যুদ্ধের স্থান, ইহাই যোগমার্গ। এই যোগমার্গে মন গেলেই

সাধক দেখতে পান যে, পূর্ব্বে থেকে দৃঢ়মূল হ'য়ে রয়েছে যে বিষয় সংস্কার তাই রাশি রাশি এসে তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রে দিচ্ছে, আবার গুরুর কৃপা হওয়ায় সৎ-সংসর্গ থেকে উৎপন্ন কতকগুলো সংস্কার মনকে বিচার যুক্ত করে দিলে কিন্তু সিদ্ধান্ত একটা ঠিক হ'চ্ছে না, এইটাই যুদ্ধের অবস্থা। এই রকম যুদ্ধ করতে করতে যদি ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে, গুরূপদেশের অবলম্বন ত্যাগ না করা হয়, তা হ'লে শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক্ এই যে সৎ-সংস্কার বিষয় সংস্কারকে ধ্বংশ করবেই করবে। শেষে হৃদয়ে আত্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবেই হবে।

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়—ধৃতরাষ্ট্র-প্রশ্নস্য উত্তর ক্রমেণ সঞ্জয়ঃ কথিতবান্। তদা (পাণ্ডবকুরুষু যুদ্ধার্থং মিলিতেষু) রাজা দুর্য্যোধনঃ পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডবানাং সৈন্যং) ব্যূঢ়ং (ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতং) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) আচার্য্যং (গুরুং দ্রোণাচার্য্যং) উপসঙ্গম্য (অন্তিকংগত্বা) বচনং (বক্ষ্যমানং বাক্যং) অব্রবীৎ (কথিতবান্)।

বঙ্গানুবাদ—ধৃতরাষ্ট্রের সেই প্রশ্ন শুনে সঞ্জয় বল্লেন—উভয় সৈন্য যুদ্ধ করবার জন্য মিলিত হ'লে রাজা দুর্য্যোধন দেখলেন পাণ্ডবদের সৈন্য ব্যূহিত হয়েচে। তখন তিনি গুরু দ্রোণাচার্য্যের কাছে গিয়ে বল্লেন।

যোগী—ক্রিয়ার সময় মনে যখন প্রশ্ন উঠলো তখন সাধকের ধৃতরাষ্ট্র অবস্থা আবার যাই প্রশ্নের মীমাংসা হ'তে লাগ্‌লো তখন তার সঞ্জয় অবস্থা। সেই অবস্থা প্রাপ্ত সাধক বুঝলেন তার ক্রিয়ার প্রথম থেকে যা' যা' হয়েছিল তাই স্মরণ কর্ত্তে কর্ত্তে বুঝলেন যে যখন তিনি সাধনার জন্য প্রথম বস্‌লেন

তখন বিবেক, বৈরাগ্য শমদমাদি বুদ্ধি বৃত্তিগুলো উঠ্‌ছে, তারাই পাণ্ডব সৈন্য তারা বেশ সেজেগুজে উঠছে। তাদের উদ্দেশ্য কামনা প্রভৃতি মনোবৃত্তি গুলির নাশ করা সুতরাং কামাদি বৃত্তিগুলির যেটা পরিচালক ব'লে রাজা—সেই কাম—যার সঙ্গে অতি দুঃখে যুদ্ধ কর্ত্তে হয় বলে যার নাম দুর্য্যোধন, সে তা দেখে ফেল্‌লে। সাধক তখনই দুর্য্যোধন সাজ সেজে সেই মনোবৃত্তি আর বুদ্ধিবৃত্তি সকল বৃত্তির যে গুরু সংস্কার জাত বুদ্ধি, তার কাছে গেল আর বল্‌তে লাগ্‌লো।

যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতিতে এক লোকই সাজ বদ্‌লে অনেক রকম সেজে আসে কিন্তু এখানে সাধকের স্থূল শরীর ত বদলায় না তাকে আর সাজ সেজে আস্‌তে হয় না। সূক্ষ্ম শরীরটী যখন যে বৃত্তি প্রবল হয় তখনই তার ভাবে ভাবিত হ'য়ে তদাকার প্রাপ্ত হয়। যখন হৃদয়ে শম, দম প্রভৃতি ভাল ভাব আসে তখন মন্দভাব জায়গা পায় না, আবার যখন কাম ক্রোধাদি মন্দ ভাব আসে তখন ভাল ভাব ঠাঁই পায় না। ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন এ গুলিও ত এক একটা বৃত্তি সুতরাং সাধককে আর স্বতন্ত্র চেষ্টা করতে হয় না। গুরু যে পথের উপদেশ দিয়াছেন সেই পথে গেলেই আপনা আপনি ঐ সব ভাব এসে তাকে তদাকার বিশিষ্ট করে।

আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডব আর কৌরব উভয় পক্ষেরই গুরু ছিলেন। ব্রাহ্মণ বৃত্তিতে বেদ শিক্ষা দেন নাই, ধনুর্ব্বেদ শিখায়েছিলেন। ইনি কৌরবদের পক্ষে থেকেই যুদ্ধ ক'রেছিলেন। ঐ দ্রোণ সংস্কার জাত বুদ্ধি। ভাল মন্দ যে কাজই কর না তা থেকে একটা সংস্কার জন্মে যায়, সেই সংস্কার থেকে যে বুদ্ধি জন্মায়; তার সাহায্য ছাড়া কোন কাজই হয় না। দু' দিকেই ঐ বুদ্ধি জীবকে চালায়। কিন্তু যতদিন ঐ বুদ্ধি না নির্ম্মল হয় ততদিন সংসার ভাব ছাড়া যায় না। যদিও মাঝে মাঝে সৎবুদ্ধি আসে, মনে হয় বিবেক বৈরাগ্যাদি লওয়া যাক্ কিন্তু কাজে

কিছুতেই পরিণত হয় না। ক্রিয়ারম্ভ আরম্ভ ক'ল্লে ঐ বুদ্ধিই বলবান্ হ'য়ে মনোবৃত্তিদের পোষণ করে। বৈরাগ্য প্রভৃতিকে আসতে দেয় না। তাই কামের ঐ বুদ্ধির কাছে যাওয়া।

গুরূপদিষ্ট ক্রিয়া করতে গেলেই সূর্য্যের জ্যোতিঃ লক্ষ্য রাখ্তে হয় আর পুরোমাত্রায় না হ'লেও বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে বস্তে হয়। সেই সময় লক্ষ্য স্থির রাখতে গেলে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার জন্য কামনার অধীন মনোবৃত্তিগুলি এসে পড়ে তাকেই দুর্য্যোধনের পাণ্ডবব্যূহ দর্শন বলে।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূং।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

অন্বয়—দুর্য্যোধন উবাচ। হে আচার্য্য (হে গুরো) পাণ্ডুপুত্রাণাং (মৎবিপক্ষীয়ানাং) এতাং (পূর্ব্বমুখস্থিতাং) মহতীং চমূং (বৃহতীং সেনাং) তব ধীমতা (যুদ্ধ কুশলেন) শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (ধৃষ্টদ্যুম্নেন) ব্যূঢ়াং (ব্যূহাকারেণ রচিতাং) পশ্য (অবলোকয়)।

বঙ্গানুবাদ—দুর্য্যোধন বল্লেন, হে গুরো! ঐ দেখুন পাণ্ডুপুত্রদের মহতী সেনা আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যূহ রচনায় সজ্জিত ক'রেছেন।

যোগী—কামনা জাগরিত হ'য়ে সংস্কারজনিত বুদ্ধিকে উত্তেজনা করবার জন্য যেন দেখিয়ে দিচ্ছে, ঐ চৈতন্যজ্যোতিঃকে (ধৃষ্টদ্যুম্নকে) আশ্রয় ক'রে বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি কামনানাশকারী বৃত্তিগুলি কামনাদিগকে নাশ করতে প্রস্তুত হ'য়েছে। ঐ চৈতন্যজ্যোতিঃ হচ্ছে দ্রুপদের ছেলে। সাধনার অনুকূল যে তীব্রবেগ তাকেই দ্রুপদ বলে। সেই বেগ এলেই চৈতন্যজ্যোতিঃ নিরন্তর দেখা যায়, তখন কামনাশকারী বৃত্তিগুলি সতেজ হয়।

ভাল মন্দ যেমন কাজই করা যায় তা থেকে একটা সংস্কার জন্মায়। সেই সংস্কার থেকে যে বুদ্ধি আসে তাহাকেই দ্রোণ বলে। সেই বুদ্ধি থেকেই ত চৈতন্যজ্যোতিঃ প্রকাশ পায় কিন্তু চৈতন্যজ্যোতিঃ প্রকাশ হ'লেই সংস্কারজাত বুদ্ধিকে নাশ করবার চেষ্টা করে। তাই কামনা তখন জেগে উঠে, বিষয় বুদ্ধিকে উত্তেজিত করে।

অত্রশূরামহেষ্বাসাভীমার্জ্জুনসমাযুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চমহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎকুন্তীভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চবীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—অত্র (পাণ্ডবচম্বাং) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জ্জুনসমাঃ (ভীমার্জ্জুনতুল্যপরাক্রান্তাঃ) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্দ্ধরাঃ) শূরাঃ ([illegible]বাঃ) বিদ্যন্তে। তেষাং নামানি—যুযুধানঃ, (সাত্যকিঃ) বিরাটঃ মহারথঃ দ্রুপদঃ, ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীর্য্যবান্ কাশীরাজঃ, পুরুজিৎ কুন্তীভোজঃ, নরপুঙ্গবঃ, শৈব্যঃ বিক্রমশালী যুধামন্যুঃ, বীর্য্যশালী উত্তমৌজাঃ, সুভদ্রাতনয়ঃ অভিমন্যুঃ, দ্রৌপদীপুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ, সর্ব্বে উল্লিখিতবীরাঃ মহারথাঃ দশসহস্রধনুর্দ্ধারিণাং বিজেতারঃ।

বঙ্গানুবাদ—এই পাণ্ডব সৈন্যে, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনের মত পরাক্রমশালী মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ আছেন। তাঁদের নাম সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বলশালী কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তীভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ও প্রতিবিন্ধ্যাদি

দ্রৌপদীর পুত্রগণ। ইহাঁরা সকলেই মহারথ অর্থাৎ একলা দশ হাজার ধনুর্দ্ধারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন।

যোগী—নিবৃত্তিপক্ষীয় যোদ্ধাগণের নাম—(১) যুযুধান—যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। গুরু ও আপ্তবাক্যে পূর্ণ বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা। (২) বিরাট বিগত হ'য়েছে রাজ্য যার যে বৃত্তির উপস্থিতিতে দেহরাজ্য ভুলে যাওয়া যায়, সমাধি। (৩) দ্রুপদ—দ্রুতগমন, যে বৃত্তির উদয়ে শীঘ্র স্থিতিপদ আয়ত্ত হয়—তীব্র সম্বেগ। (৪) ধৃষ্টকেতু—ধৃষ্ট সংযত হয় কেতন যা' দ্বারা কেতন অর্থে স্থিতির স্থান। যে বৃত্তির উদয়ে প্রত্যেক চক্রেরই ক্রিয়া সংযত হয়। সেই বৃত্তি, যম। 'অহিংসা সত্যমস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ' পাতঞ্জল। অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গই 'যম। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য বা অলাভ, ব্রহ্মচর্য্য শুক্রধারণ, আর অপরিগ্রহ কারও কিছু না লওয়া এই ক'টী বৃত্তির সাধনে যম সাধন হয়। (৫) চেকিতান চিকি চিকি শব্দ, ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত শব্দ। (৬) কাশীরাজ কাশী বলে আজ্ঞাচক্রকে। সেই আজ্ঞাচক্রে যা' শোভা করে প্রকাশ শক্তির মধ্যে যেটী বড়। (৭) পুরুজিৎ—পুরুষকে যে জয় করে, পুরে যা থাকে তাহাকে পুরু বলে। দেহকেই পুর বলে, পুরে প্রধান ভাবে থাকে ইন্দ্রিয়গুলো তাহাদিগকে জয় করে, বলপূর্ব্বক বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে যে বৃত্তি তাকে বলে পুরুজিৎ, প্রত্যাহার। (৮) কুন্তীভোজ—কুন্তীর পিতা। কুন্তী নিবৃত্তি শক্তি, যা' থেকে নিবৃত্তি শক্তি জন্মায়, আসন। স্থিরভাবে আসনে বসতে পারলেই শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব জয় হয়। তাতেই প্রবৃত্তি দমিত হ'য়ে নিবৃত্তি শক্তি জন্মায়। (৯) শৈব্য—শিব হয় যা' থেকে অর্থাৎ যা' থেকে কল্যাণ লাভ হয়, নিয়ম। শৌচসন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ"। শৌচ পবিত্র থাকা, সন্তোষ যা' পাওয়া যায় তাতেই তৃপ্ত থাকা, তপস্যা, স্বাধ্যায় বেদ ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা, ঈশ্বর প্রণিধান শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির দেবতার পূজা

এটী যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ। (১০) যুধামন্যু—যুদ্ধে যার ক্রোধ উপস্থিত হয় প্রাণায়াম। (১১) উত্তমৌজা—শ্রেষ্ঠ ওজ শক্তি, যা' থেকে তেজের প্রাদুর্ভাব হয়। (১২) সৌভদ্র—সুভদ্রার পুত্র। সুভদ্রা অতিশয় মঙ্গল শক্তি। অর্জ্জুন তেজতত্ত্ব। তেজের সহিত মঙ্গল শক্তির মিলনে সংযম উৎপন্ন হয়। ধারণা, ধ্যান ও সমাধির একত্র সমাবেশকে সংযম বলে। (১৩) দ্রৌপদেয়—দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে। দ্রৌপদী কুণ্ডলিনী শক্তি আর পঞ্চপাণ্ডব ক্ষিতিতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, তেজতত্ত্ব ও আকাশতত্ত্ব। এদের সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির মিলনে যা' উৎপন্ন হয় পঞ্চবিন্দু। এদের প্রত্যেকেই প্রবৃত্তিপক্ষের শত শত যোদ্ধাকে দমন করতে পারে।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টাযে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মমসৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমিতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়—হে দ্বিজোত্তম (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) অস্মাকং (মামকানাং কৌরবানাং) যে বিশিষ্টা (শ্রেষ্ঠাঃ বিশেষগুণশীলাঃ) তান্ নিবোধ (অবেহি)। তে মম সৈন্যস্য (কুরু সৈন্যস্য) নায়কাঃ (পরিচালকাঃ) সংজ্ঞার্থং (তেষাং নাম বিজ্ঞাপনার্থং) তান্ (বীরান) তে (যুষ্মভ্যং) ব্রবীমি (কথায়ামি)।

বঙ্গানুবাদ—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, আমাদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ গুণশালী, তাঁদের কথা শুনুন। তাঁরা আমার সেনাগণের নায়ক তাঁদের নাম শোনাবার জন্যই বল্‌চি।

যোগী—এখানে প্রবৃত্তি পক্ষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলোর আলোচনা করা হচ্ছে। দ্রোণাচার্য্যকে দ্বিজোত্তম বলে ডাকার তাৎপর্য্য, তিনি বুদ্ধি, যেমন প্রবৃত্তি পক্ষেও আছেন তেমনি শমদমাদি নিবৃত্তি পক্ষেও থাকেন আর সেই বৃত্তিগুলোকে উত্তেজনা করেন তাই ব্রাহ্মণগুণ তাতে আছে আবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভেও ঐ বুদ্ধির প্রয়োগ হয় তিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। তাই

কিন্তু যতদিন মলিন বিষয়-বুদ্ধি না যায় ততদিন ঐ বুদ্ধি নির্ম্মল হয় না, তাই প্রবৃত্তি পক্ষেই দ্রোণ থাকেন সুতরাং দ্রোণ অর্থে অনির্ম্মলবুদ্ধি।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥
অন্যেচ বহবঃশূরাঃ মদর্থে ত্যক্ত জীবিতাঃ
নানাশস্ত্র প্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—ভবান্ (দ্রোণঃ) ভীষ্মশ্চ কর্ণঃ, সমিতিঞ্জয়ঃ (সংগ্রামজেতা) কৃপঃ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণঃ, সৌমদত্তিঃ (সোমদত্ততনয়ঃ ভূরিশ্রবা) জয়দ্রথঃ অন্যে (অপরে) বহবঃ (অনেকাঃ) শূরাঃ (বীরাঃ) বিদ্যন্তে। তে সর্ব্বে মদর্থে ত্যক্ত—জীবিতাঃ মম জয় লাভার্থং প্রাণানপি ত্যক্তুমিচ্ছন্তঃ) নানাশস্ত্র প্রহরণাঃ (অনেক শস্ত্রধারিণঃ) যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধকুশলাঃ)।

বঙ্গানুবাদ—আপনি, পিতামহ ভীষ্ম, সুতপুত্র কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ সোমদত্ততনয় ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ আরও অনেক বীর আমার পক্ষে আছেন, তাঁরা সবাই আমার জন্য প্রাণ ত্যাগ কর্ত্তেও প্রস্তুত। সকেলরই অনেক অস্ত্র ধারণ করা আছে আর সকলেই যুদ্ধনিপুণ।

যোগী—(১) আপনি মলিন বিষয়বুদ্ধি (২) ভীষ্ম অস্মিতা আমি আমার বলে, অবিদ্যাবশে জীবের যে অহঙ্কার থাকে সেই আভাস চৈতন্যই ভীষ্ম। (৩) কর্ণ বিষয়ে যে অনুরাগ। চৈতন্যশক্তি কুন্তীর শৈশবাবস্থায়—অপক্কাবস্থায়—চৈতন্যের সবিতার সঙ্গে মিলনে যার জন্ম হ'য়েছে পরে নিবৃত্তি শক্তির আশ্রয়ে বর্দ্ধিত না হ'য়ে মাতৃত্যক্ত হ'য়ে সুতজাতির শঙ্করজাতির অজ্ঞানীর আশ্রয়ে বর্দ্ধিত কর্ত্তব্যজ্ঞান যে কর্ত্তব্যজ্ঞানে দারা পুত্রাদির প্রতি মমতা না থাকিলেও অনুরাগ যায় না সুতরাং কামের পরম বন্ধু। (৪) কৃপাচার্য্য—কল্পনা যা থাকলে বিষয় না পেলেও বিষয়-

ভোগ হয়। ইনিও উভয় দলের গুরু ছিলেন কিন্তু প্রবৃত্তি পক্ষেই যোগ দিয়েছেন। সাধক যখন তোমার প্রথম প্রথম ক্ষিতিতত্ত্ব, জলতত্ত্ব প্রভৃতি সূক্ষ্ম নাড়ীসকল ও চক্রগুলির দর্শন হয়নি ততদিন কল্পনার সাহায্যে কাজ হ'য়েছিল তাই কল্পনা নিবৃত্তি পক্ষেরও গুরু কিন্তু দর্শন হ'লেই আর কল্পনা ত্যাগ হ'য়ে গেল। কিন্তু প্রবৃত্তি পক্ষে কামাদি কল্পনা বলেই পুষ্ট এ কল্পনা কাম থাকতে আর প্রবৃত্তি পক্ষ ছাড়ে না। (৫) অশ্বত্থামা কর্ম্মফল। ভাল মন্দ যে কর্ম্মই কর না কেন তার ফলে সুখ বা দুঃখ ভোগ কর্ত্তে হবেই, সংসার বন্ধন ঘটাবেই, এই যুদ্ধ শেষ হ'লেও যতদিন জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মফলের নাশ না হয় ততদিন এর কাছে ভুগতে হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হ'লেও অশ্বত্থামা যায়নি। কামনা গেল কিন্তু কর্ম্মফল যায়না তখনও পরীক্ষিৎকে মারবার চেষ্টা—শেষে যাই এর শিরচ্ছেদ ক'রে দেওয়া হ'লো, তাই নিবৃত্ত হ'লো। (৬) বিকর্ণ কর্ণের বিপরীত, কর্ণ অনুরাগ বিকর্ণ দ্বেষ। (৭) ভূরিশ্রবা যে অনেক শুনেছে সংসার (৮) জয়দ্রথ মৃত্যুভয় এর কাছে সকল তত্ত্বই পরাজিত হয় কেবল তেজতত্ত্ব কূটস্থ চৈতন্যের কাছে থাকায় পরাজিত হয় না। আজ্ঞায় চৈতন্যে তেজ মিশে গেলে মৃত্যুভয় আর থাকে না। তা' ছাড়াও প্রবৃত্তি পক্ষের অনেক যোদ্ধা আছে, যেমন (ক) কৃতবর্ম্মা শরীর রক্ষার চেষ্টা (খ) শল্য-সংস্কারজাত কর্ম্ম যার আকাশ তত্ত্বে লয় হয়। এরা সকলেই জীবকে মুক্তির পথ থেকে ভ্রষ্ট কর্ত্তে পারে।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং॥ ১০॥

অন্বয়—ভীষ্মাভিরক্ষিতং (ভীষ্মেন অভিরক্ষিতং) অস্মাকং বলং (কৌরবং বলং পূর্ব্বোক্তৈঃ বীরৈঃ যুক্তমপি অপর্য্যাপ্তং (পর্য্যাপ্তং ন তৈঃ সহযোদ্ধুমসমর্থং ভাতি) এতেষাং (পাণ্ডুপুত্রানাং) বলং পর্য্যাপ্তং

(সমর্থং ভাতি) যতঃ এতৎ ভীমাভিরক্ষিতং (একপক্ষ পাতিনা ভীমেন রক্ষিতং) ভীষ্মস্তু উভয় পক্ষপাতী।

বঙ্গানুবাদ—আমাদের পক্ষে যাদের নাম করা হলো সেই সব বীর আছেন বটে কিন্তু সেনাগণ ভীষ্ম দ্বারা রক্ষিত, তিনি উভয় পক্ষপাতী তাই মনে হচ্ছে এরা ওদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে পারিবে না। আর পাণ্ডবদের সৈন্য একপক্ষপাতী ভীম রক্ষা করচে তাই মনে হচ্ছে ওরাই সমর্থ হবে।

যোগী—যতদিন না ক্রিয়াহীন, নিষ্ক্রিয় অবস্থা আসে ততদিন জীবের দেহের প্রতি যে আত্মভাব তা' যায় না। সেইজন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মের পতন হ'ল বটে মৃত্যু হয়নি। কর্ম্ম কর্ত্তে গেলেই শরীরেরও দরকার আর শরীর যে আমার এ বোধেরও দরকার, নইলে সাধন কর্ব্বে কি নিয়ে? শাস্ত্র ব'লে গেছেন "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্" ধর্ম্ম সাধনের প্রথম উপকরণই শরীর। গীতাও বলেছেন "শরীর যাত্রাপিচতে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ" কর্ম্মহীন হ'লে তোমার শরীরযাত্রাও হবে না। এই যে সব সূক্ষ্ম বৃত্তি মন থেকে ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়েই উৎপন্ন হ'ক্ আর বুদ্ধি থেকেই উৎপন্ন হ'ক শরীরকে আশ্রয় ক'রে তবেত ওদের কাজ। মেরুদণ্ডকে আশ্রয় ক'রে যে সুষুম্না নাড়ী রয়েছে আর ছ'টা চক্র রয়েছে এওত শরীরের। আসন কর্ত্তে হবে সেওত শরীর দিয়ে। তাহ'লে শরীরকে তোমার নিজের ব'লে যদি মনে না হয়, শরীরের উপর তোমার আধিপত্য থাকবে কি ক'রে সাধন করবেইবা কি ক'রে? তাহ'লেই যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হবে, যতদিন পর্য্যন্ত সাধন কর্ত্তে হবে ততদিন শরীরে আত্মবোধ থাকবে। এ সময় শরীরে আত্মবোধ ত্যাগ কর্ত্তে হবে বল্লে বুঝতে হবে মন আর মনের দ্বারা পরিচালিত যে সব ইন্দ্রিয়, তাদের যে সব বৃত্তি, বিষয়ভোগেচ্ছা তাই ত্যাগ কর্ত্তে হবে। কাম, ক্রোধ আমার শরীরে উৎপন্ন অতএব ওগুলোও আমার প্রিয়, ইন্দ্রিয়গুলো আমার, ওদের ভোগে আমি ভোগ কল্লাম এই সব বোধই হচ্ছে প্রবৃত্তি পক্ষের অস্মিতা সাধনার পরিপন্থী

একে ত্যাগ কর্ত্তে হবে। দেহাত্মবোধ দু'পক্ষেই আছে তবে প্রবৃত্তি পক্ষে প্রকাশ্য ভাবে আর নিবৃত্তি পক্ষে গুপ্ত ভাবে। নিবৃত্তি পক্ষে দেহাত্মবোধের নিজের ইচ্ছায় পতন হয় নিজেই নিজের পতনের উপায় ব'লে দেয়। দুর্য্যোধন ভীষ্মের ভরসাই খুব করতো কারণ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর আর কেউ নেই। যতদিন অস্মিতা বজায় থাক্‌বে ততদিন জ্ঞানও হবে না মুক্তিও পাবে না। সংসারে যাতায়াতও ঘুচবে না কামের রাজ্য বজায় থাক্‌বে। কিন্তু তিনি শান্তনুর (নির্ব্বিকার ব্রহ্মচৈতন্যের) ঔরসে আর গঙ্গার (চৈতন্যা প্রকৃতির) গর্ভে জন্মছেন। নিবৃত্তি পথকেই তিনি মনে মনে খুব ভালবাসেন। আমার মোক্ষ হ'ক একথা বল্‌লেও দেহাত্মবোধ থাকে। সেটা থাকুক এ ইচ্ছা তখন থাকে না বটে কিন্তু না থেকেও হয় না। নিজে না ম'লে আর হবে না জেনে যদি ইচ্ছা ক'রে মরেন এ ভয়ও দুর্য্যোধনের হৃদয়ে ছিল তাই তিনি পরের শ্লোকে ভীষ্মকে রক্ষা কর্ত্তে অনুরোধ ক'রেছেন। অস্মিতা রক্ষা হ'ক এই তার ইচ্ছা।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥

অন্বয়—ভবন্তঃ সর্ব্বেএব (অস্মৎ পক্ষীয়াঃ বীরাঃ) সর্ব্বেষু অয়নেষু (ব্যূহপ্রবেশ দ্বারেষু) যথাভাগ মবস্থিতাঃ (যথাভাগেন বিভক্তাঃ স্বাং স্বাং রণভূমিং অপরিত্যজ্য অধিকর্ত্তারঃ সন্তঃ) ভীষ্মং এব অভিরক্ষন্তু (চতুর্দ্দিক্ষু রক্ষন্তু পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিৎনহন্যেত তথারক্ষন্তু)।

বঙ্গানুবাদ—অতএব আপনারা সকলে ব্যূহপ্রবেশ পথে আপন আপন জায়গায় থেকে চারিদিকে সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

যোগী—নিম্নের চিত্রে শরীরের সুষুম্না পথে ছয় চক্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পক্ষের যোদ্ধা কে কে থাকেন দেখান হচ্ছে। অশ্বত্থামা কর্ম্মফল সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া আছে কারণ কোথাও কর্ম্মফলের হাত থেকে এড়ান পাওয়া যায় না।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খংদধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—কুরুবৃদ্ধঃ (কৌরবানাং মধ্যে বয়সা সর্ব্বজ্যেষ্ঠঃ ভীষ্মঃ) প্রতাপবান্ (বিক্রান্তঃ) পিতামহঃ (ভীষ্মঃ) তস্য (দুর্য্যোধনস্য) হর্ষং (আনন্দং) সংজনয়ন্ (বিবর্দ্ধয়ন্) সিংহনাদং বিনদ্য (কৃত্বা) উচ্চৈঃ (উচ্চস্বরেণ) শঙ্খং দধ্মৌ (ধমিতবান্)।

বঙ্গানুবাদ—ভীষ্মকে এই রকম সম্মান দেখালে দ্রোণাচার্য্য উত্তর কল্লেন না কিন্তু কুরুবংশের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বিক্রমশালী যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদ ক'রে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজালেন। তাতে দুর্য্যোধনের আনন্দ হলো।

যোগী—প্রথম প্রথম ক্রিয়া কর্ত্তে বস্‌লে প্রাণায়াম কর্ত্তে বাতাসের কতক অংশ আটকে থাকে তখন অভ্যাস পাকা না হওয়ায় সেই বাতাসকে আবার ত্যাগ কর্ত্তে বাধ্য হ'তে হয়। সেই বাতাস ত্যাগের সময় একটা শব্দ হয় সেইটাকেই ভীষ্মের সিংহনাদ বল্‌চে তার সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ ওঠে সেটা মোটা আর গম্ভীর তাই ভীষ্মের শাঁকের শব্দ। আটকান নিশ্বাস ত্যাগ কর্ত্তে বেশ আরাম হয় সুরটাও বেশ লাগে। প্রাণায়াম কল্লেই মনটা প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে ওঠা নামা করে। বাতাস ছাড়লেই মনও খালাস পায় তাই মনের বৃত্তিগুলো প্রধানতঃ কাম যেন উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে তাই দুর্য্যোধনের হর্ষ।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পনবানক গোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত সশব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—ততঃ (ভীষ্মশঙ্খবাদনানন্তরং) শঙ্খাঃ ভের্য্যঃ পনবানকগোমুখাঃ (সর্ব্বপ্রকারাঃ বাদ্যাঃ) সহসৈব (যুগপদেব) অভ্যহন্যন্ত (শব্দিতাঃ

অভবন্ সৈন্যানাং উৎসাহসূচকাঃ শব্দাঃ বাদিতাঃ) সশব্দঃ (শঙ্খাদি শব্দঃ) তুমুলঃ (মহান্) অভবৎ (অভূৎ)।

বঙ্গানুবাদ—সেনাপতি ভীষ্ম উৎসাহসূচক শব্দ কর্ল্লে সৈন্যেরা উৎসাহিত হ'য়ে একবারে শাঁক, ভেরী, মাদল শিঙ্গা প্রভৃতি বাদ্য বাজালে আর সেই শব্দ ভয়ানক হলো।

যোগী—পূর্ব্বে যা' বলা হ'য়েছে সেই অবস্থা এলেই নানা ছিদ্র দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ায়। নানা বাদ্যযন্ত্র এক সঙ্গে বাজলে যে শব্দ হয় সেই রকম শব্দ শোনা যায় পরে দূরে হাটের গোলমালের মত শব্দ শোনা যায় তাকেই তুমুল বলচেন।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তেমহতিস্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌশঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—ততঃ (কৌরবানাং উল্লাসশব্দ শ্রবণানন্তরং) শ্বেতৈঃ (শুভ্রবর্ণৈ) হয়ৈঃ (চতুঃসংখ্যকৈঃ অশ্বৈঃ) যুক্তে মহতি স্যন্দনে রথে স্থিতৌ (আরূঢ়ৌ) মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনশ্চ) দিব্যৌ (স্বর্গাৎ প্রাপ্তৌ পাঞ্চজন্য দেবদত্ত নামানৌ) শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ (প্রকর্ষেণ বাদয়ামাসতুঃ)।

বঙ্গানুবাদ—কৌরবসৈন্যের সেই কোলাহল শুনে সাদা ঘোড়া জোরা রথে চ'ড়ে কৃষ্ণ আর অর্জ্জুন দিব্য শাঁখ দুটি জোরে বাজালেন।

যোগী—প্রবৃত্তির সেনাগুলো কর্ত্তৃক সাধক যেমন নেমে এলো কামাদি বৃত্তির তখন একটু সুবিধা মনে হলো। কিন্তু নিবৃত্তির সেনা আত্মমুখী বৃত্তি-গুলোত রয়েছে, তারা তাকে টেনে নিয়ে, একটা উঁচু জায়গায় আটকে দিলে, সেই জায়গাটাই আজ্ঞাক্ষেত্র, সেইখানে থাকাকেই রথে চাপা বলে। সেইখানে একটা সাদা জ্যোতি দেখ্‌তে পাওয়া যায় সেটা চারখণ্ড হ'য়ে সরে সরে যায় তাকেই শ্বেতাশ্ব বলে। সেই সাদা জ্যোতি পানে লক্ষ্য

ঠিক রাখলেই মাঝখানে কাল রংয়ের মণ্ডল দেখা যায় তিনিই মাধব লক্ষ্মীপতি। লক্ষ্মী সত্ত্বগুণা প্রকৃতি প্রকাশশক্তি। যাঁর কোলে লক্ষ্মী আছেন তিনিই মাধব। সেই প্রকাশশক্তির আশ্রয়ের মাধবের কাছেই আর একটা গাঢ় কাল রঙের বিন্দু দেখা যায় সেইটাই পাণ্ডব অর্জ্জুন। এখন ঐখানে আটকে থেকে লক্ষ্য ঠিক কর্ত্তে কর্ত্তে মন নড়ন চড়ন রহিত হ'য়ে যায় চাঞ্চল্য থাকে না। তখনই নীচে থেকে একটা বাতাস উপর দিকে বেগে উঠতে থাকে সেই বাতাস উঠে প্রথমেই আজ্ঞাচক্রে ধাক্কা দেয় আর সেই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ ওঠে। সেই শব্দকেই কৃষ্ণার্জ্জুনের শাঁখ বাজান বলে। এ সব মুখে ব'লে বোঝাবার জিনিষ নয়, সাধন কর্ত্তে কর্ত্তে নিজে দেখতে বুঝতে হয় তা' হ'লেই আনন্দ হয়।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডীচ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্‌দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
সঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীংচৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ—হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পাঞ্চজন্যং ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুনঃ) দেবদত্তং ভীমকর্ম্মা (ঘোরকর্ম্মকৃৎ) বৃকোদরঃ (ভীমঃ)

পৌণ্ড্রং মহাশঙ্খং, রাজা (পাণ্ডবানাং অধিপতিঃ) কুন্তীপুত্রঃ যুধিষ্ঠিরঃ অনন্ত-বিজয়ং (তন্নামশঙ্খং) নকুলঃ সুঘোষ-নামশঙ্খং সহদেবঃ মণিপুষ্পক-নামশঙ্খং পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্দ্ধরঃ) কাশ্যঃ (কাশীরাজঃ) মহারথঃ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটঃ, অপরাজিতঃ (অজেয়ঃ) সাত্যকিঃ, দ্রুপদঃ, দ্রৌপদেয়াঃ (দ্রৌপদীতনয়াঃ) মহাবাহুঃ (বিক্রান্তঃ) সৌভদ্রঃ (সুভদ্রাতনয়ঃ অভিমন্যুঃ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বেবীরাঃ) পৃথক্ পৃথক্ (স্বতন্ত্রং স্বকীয়ং শঙ্খং) দধ্মুঃ (বাদিতবন্তঃ)। স ঘোষঃ (শঙ্খানাং নাদঃ) তুমুলঃ (ভয়াবহঃ সন্) নভঃ (আকাশং) পৃথিবীং (ভূমিঞ্চ) অভ্যনুনাদয়ন্ (সমন্তাৎ প্রতিধ্বনিভিঃ আপূরয়ন্) ধার্ত্তরাষ্ট্রানাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ (বিদারিতবান্)।

বঙ্গানুবাদ—কে কোন শাঁখ বাজায়েছিলেন তাই বলছেন। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শাঁখ বাজালেন, অর্জ্জুন দেবদত্ত শাঁখ, ঘোর কর্ম্ম করেন যে ভীমসেন তিনি পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ, রাজা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শাঁখ, নকুল সুঘোষ শাঁখ, সহদেব মণিপুষ্পক নামে শাঁখ বাজালেন। মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর সকল ছেলেগুলি, মহাবাহু অভিমন্যু সবাই আলাদা আলাদা শাঁখ বাজালেন সেই শব্দের ব্যাপার ভয়জনক হয়েছিল, সেই শব্দে ধৃতরাষ্ট্র তনয়দের হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

যৌগিক—পূর্ব্বে যে নীচে থেকে বাতাস ওঠবার ও তারই শব্দের কথা বলে গেলাম সেই শব্দ পঞ্চচক্রের ভেতোর দিয়ে ওঠে কিন্তু শব্দটা আজ্ঞাতে প্রথম অনুভূত হয়, সেইজন্য ঐ শব্দকে পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ বলে। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রিয়গুলোর নিয়ন্তা বলে তাঁকে হৃষীকেশ বলেচেন সেইজন্য এই পাঞ্চজন্য শঙ্খের অধিকারীও তিনি। তারপর সেই শব্দের ভেতোর ঢোকবার চেষ্টা কল্লেই তেজতত্ত্বকে লক্ষ্য হয়, একটা জ্যোতি ফুটে উঠতে

দেখতে পাওয়া যায়—সেই তেজতত্ত্বই অর্জ্জুন আর সেখানে যে শব্দ শোনা যায় সেটা বীণার শব্দের মত মধুর তাকে দেবদত্ত শঙ্খ বলে। সেই বীণা শব্দের ভেতোর মন ঢোকাও উপরদিকে অমনি বায়ুতত্ত্বের প্রকাশ হয়। ভীমই সেই বায়ুতত্ত্ব। সেইখানে যে দীর্ঘঘণ্টার শব্দ শোনা যায় তাই পৌণ্ড্র শঙ্খের শব্দ। কপালে যে হাড়খানা আছে তার উপরে মাথায় একখানা হাড় আছে তাতে ৫১টা গর্ত্ত আছে—ওর মাঝের ছিদ্রটি বড় তাকে মহাশঙ্খ বলে সেইখানে গিয়ে ধাক্কা দেয় বলে পৌণ্ড্রকেও মহাশঙ্খ বলে। তারপরই সেই শব্দে মন ঢোকালে তখনই মনকে বিশুদ্ধ চক্রে উঠায়ে নিয়ে আকাশব্যাপী করে ফেলে সেই আকাশতত্ত্বই যুদ্ধে টলে না বলে যুধিষ্ঠির। সেখানে মেঘ গর্জ্জনের মত যে শব্দ হয় তাকে অনন্তবিজয় শঙ্খধ্বনি বলে। তারপর শব্দ আর ওপোরে ওঠে না কারণ বিশুদ্ধচক্রই পঞ্চভূতের শেষের স্থান। বাতাস তখন নীচের দিকে যায় একবারে রসতত্ত্বে স্বাধিষ্ঠানে গিয়া লাগে ঐ রসতত্ত্বের ভোগে কোন কূল পাওয়া যায় না—সেইজন্য উহার নাম নকুল। সেখানে বাঁশীর শব্দের মত শব্দ শোনা যায়—মনও আনন্দে বিভোর হয়ে পড়ে। বাতাসের বেগ তখন মূলাধারে গিয়ে পড়ে সেখানে ভোমরার মত গুন্‌গুন্ শব্দ শোনা যায়। ঐ শব্দ সহদেবের মণিপুষ্পক শাঁখের। সহদেবই ক্ষিতিতত্ত্ব, সেখানে মন মেতে ওঠে কিন্তু মাত্‌লে কি হবে বাতাস বেগে বাইরে গিয়ে পড়ে মনও সঙ্গে যায় আর সেখানে নিমেষের মধ্যে অন্য যে সব শব্দের কথা বলা আছে সব শুনে ফেলে। সে শব্দ ক্ষণস্থায়ী। যখন সাধক সেই শব্দ শুনতে পান তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর সব শরীরটা মূলাধার থেকে বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত শব্দে পূরে গেছে। তখন শব্দ ত্যাগ করবার জন্য ছট্‌ফটানি ধরে, মনে হয় শব্দগুলিই বুঝি কি বিপদ আন্‌বে। ত্যাগের জন্য ছট্‌ফটানি হলেও ত্যাগ কর্ত্তে পাঁরে না কাজেই মনে হয় যেন বুক ফেটে গেল, ইহাই ধৃতরাষ্ট্র তনয়দের হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া।

অথব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তেশস্ত্রসম্পাতে ধনু রুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্য মিদমাহ মহীপতে ॥২০॥

অন্বয়—হে মহীপতে রাজন্ অথ মহাশব্দানন্তরং কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ বানর কেতুঃ অর্জ্জুনঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ধৃতরাষ্ট্র তনয়পক্ষীয়ান্ ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগেন অবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা অবলোক্য শস্ত্রসম্পাতে অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্তে আরব্ধে ধনুরুদ্যম্য ধনুরুত্তোল্য তদাতস্মিন্কালে হৃষীকেশং শ্রীকৃষ্ণং ইদং বক্ষ্যমানং আহ উবাচ।

বঙ্গানুবাদ—হে রাজন্ সেই মহাশব্দ হওয়ার পর কপিধ্বজ অর্জ্জুন দুর্য্যোধন পক্ষীয় সেনাগণকে যুদ্ধ করতে অবস্থিত দেখে শস্ত্র নিক্ষেপ আরম্ভ হলে ধনু উত্তোলন করতঃ তখন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।

যৌগিক—গীতায় এইবারে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ আরম্ভ হলো। যদিও গীতাপাঠ করতে গেলে প্রথমেই ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ আরম্ভ কর্ত্তে হয়, কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের ঘটনা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদের পূর্ব্বে। সাধকের সাধনা অবস্থাতেও এগুতে অর্জ্জুন অবস্থা তারপর ধৃতরাষ্ট্র অবস্থা আসে। তোমরা মনে করে দেখ মন যখন ব্রহ্মনাড়ীর ভেতোর ঢুকে উপরে উঠ্তে থাকে অস্মিতা অর্থাৎ আমি আমার ভাব তখন নিস্তেজ হয়ে যায়, আর এক রকম সমাধি হয়ে যায়। সেই সমাধির সময় আর সাধন কর্ম্ম হয় না বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মগুলোত ফল দেবেই, তাই তারা টানাটানি করে একবারে সাধককে নামিয়ে এনে বাইরের বিষয়ে ফেলে দেয়। মন তখন অন্ধ হয়ে যায় কারণ তখন চৈতন্য জ্যোতি লোপ পায় কেবল গুরূপদেশ অনুসারে কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে যে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয় সেই দৃষ্টি বলে পূর্ব্বেকার সাধন ক্রিয়াগুলো স্মরণ হয় তাকেই ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ বলা হয়েছে।

অৰ্জ্জুন অবস্থা এর পূর্ব্বের অবস্থা কিন্তু তখন সাধনা ক্রিয়া চল্‌তে থাকে। ক্রিয়া কর্ত্তে কর্ত্তে যখন সুষুম্না পথে মনটা ঢুকে পড়ে মন তখন আর চঞ্চল থাকে না বাইরের বিষয় জ্ঞানও কমে যায় সুমুখে চৈতন্য জ্যোতি কূটস্থে ফুটে ওঠে সেইজন্য তাঁকে কৃষ্ণ সারথি বলা হয়। সেই সময় সাধকের মনে যা প্রশ্ন হয় কূটস্থ চৈতন্যের সেই জ্যোতি থেকেই তার উত্তর মনেতে উদয় হতে থাকে।

আমাদের শরীরে আলাদা আলাদা চব্বিশটে তত্ত্ব আছে সেই চব্বিশ তত্ত্বের যেটিতে চেতনাশক্তি ঢোকে সেইটাই তখন চেতনাযুক্ত হয়ে কাজ করে আর তদনুসারে সাধকেরও অবস্থা বদলে যায়। ক্রিয়ার প্রথম অবস্থায় এই সুষুম্নার দ্বার পর্য্যন্ত আসা হয়। সে সময় মন একবারে চঞ্চল থাকে। কিন্তু গুরু দয়া করে কূটস্থ জ্যোতি দেখায়ে দেন সেই দিকে মনটা পড়ে থাকায় কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে সাধকের হৃদয়ে বল বৃদ্ধি হতে থাকে। এই অবস্থাটি পাণ্ডবদের বনবাস বলে। তারপর সুষুম্নায় ঢুকলে তবে অৰ্জ্জুন অবস্থা হয় এটা দ্বিতীয় অবস্থা। ধৃতরাষ্ট্র অবস্থাটাকে তৃতীয় অবস্থা বলা যায়। এখন অৰ্জ্জুন অবস্থার কথাটা বেশ করে ভেবে দেখ। তখন জিব্‌টা উল্টে দিতে হয় আর নাকের ছিদ্রের উপরে যে জায়গাটায় শ্লেষ্মা থাকে সেইটাকে ছাড়য়ে জিবের ডগাটা একটু বাঁদিকে হেল্‌য়ে দিতে হয় এই রকম অবস্থা হলেই কপিধ্বজ অবস্থা হলো। এই কপিধ্বজ অৰ্জ্জুন অর্থাৎ পূর্ব্বের অবস্থা পেয়েছে যে সাধক শস্ত্রসম্পাত আরম্ভ হ'লে অর্থাৎ যে সময়ে ফাঁক পেলেই প্রবৃত্তিগুলো বিষয়ের দিকে দৌড়ুচ্চে আবার নিবৃত্তিগুলোও সাধককে আত্মার দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেই সময় ধনু উত্তোলন করে অর্থাৎ বুক্ চিত্‌য়ে মাথাটা সোজা করে দাড়িটে কণ্ঠার দিকে ঠিক করে শিরদাঁড়াটা পেছুন দিকে হুইচয় দিলে যে অবস্থা হয় তাকেই ধনু উত্তোলন বলে সেই রকমে স্থির হয়ে বসে কূটস্থ চৈতন্যের দিকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করচেন।

তখন ইন্দ্রিয়গুলো বিষয় ভোগ কর্ত্তে প্রস্তুত থাক্‌লেও সাধক তাদের বশে রাখ্‌তে পেরেছেন তাই শ্রীকৃষ্ণকে হৃষীকেশ বল্লেন।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয়মেহচ্যুত ॥২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধু কামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়াসহযোদ্ধব্য মস্মিন্‌রণ-সমুদ্যমে ॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধে যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

অন্বয়—হে অচ্যুত অস্মিন্ রণ সমুদ্যমে যুদ্ধ-চেষ্টায়াং কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং কেচ ন মে প্রতিপক্ষাঃ যোদ্ধু-কামান্ যুদ্ধ মিচ্ছতঃ অবস্থিতান্ রণস্থলে বর্ত্তমানান্ এতান্ বীরান্ যাবদহং যৎকাল পর্য্যন্তং অহং নিরীক্ষ্যে অবলোকয়িষ্যামি এবঞ্চ যুদ্ধে সমরকালে দুর্ব্বুদ্ধেঃ দুষ্টবুদ্ধি-যুক্তস্য ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ প্রিয়কর্ত্তু-মিচ্ছন্তঃ য এতে বীরাঃ কৃতবর্ম্মাদয়ঃ অত্র সমাগতাঃ রণস্থলে মিলিতাঃ তান্ যোৎস্য মানান্ অহং যাবদ্ অবেক্ষে যোদ্ধু মিচ্ছতঃ বীরান্ যৎকালং অবলোকয়িষ্যামি তাবৎ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে দ্বয়োঃ পক্ষয়োঃ মধ্যস্থলে মেরথং স্থাপয়।

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন বল্লেন হে অচ্যুত—এই রণাঙ্গণে কাদের সঙ্গে আমায় যুদ্ধ কর্ত্তে হবে যুদ্ধ কামনায় রণস্থলে অবস্থিত সেই সমস্ত বীর যতক্ষণ না দেখি আর দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের যুদ্ধে মঙ্গল হোক্ এই কামনায় যাঁরা রণস্থলে সমবেত হয়েছেন সেই যুদ্ধকামী বীরগণকে যতক্ষণ না দেখি, ততক্ষণ উভয় সৈন্যদলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর।

যৌগিক—অর্জ্জুন অবস্থায় সাধক সুষুম্নার মাঝপথে এসে চৈতন্য জ্যোতিকে স্থির ধীর দেখ্‌চেন্। তাই ভগবানকে অচ্যুত বলে সম্বোধন করলেন। এখন লক্ষ্য স্থির হয়ে গেছে, জ্যোতি নিরন্তর দেখা হচ্চে

প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি দুদলের মাঝখানে থাকবার চেষ্টা হচ্চে কেননা তখনও বিষয় বুদ্ধিরও ধ্বংস হয়নি। সেগুলোর টানও ঘোচেনি তাই সাধকের মনে হচ্চে দুদলের মাঝখানে থেকে একবার দেখা যাক— কোন্ কোন্ বৃত্তিগুলোর সঙ্গে আমায় যুদ্ধ কর্ত্তে হবে আর প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কোন কোন বৃত্তি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে আর বিষয় বাসনা-গুলিকে বলবান্ রাখ্‌বার জন্যই বা কোন কোন বৃত্তি মনে দাঁড়াচ্চে।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ কথিতবান্—হে ভারত ভরতবংশীয় রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! হৃষীকেশঃ শ্রীকৃষ্ণঃ গুড়াকেশেন নিদ্রাজয়িনা অর্জ্জুনেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ উক্তঃ কথিতঃ সন্ উভয়োঃ কুরুপাণ্ডবয়োঃ সেনয়োঃ সৈন্যয়োঃ মধ্যে মধ্যস্থলে ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ ভীষ্ম দ্রোণাদি সর্ব্বেষাং সকলানাং মহীক্ষিতাং রাজন্যবর্গাণাং সম্মুখে রথোত্তমম্ শ্রেষ্ঠরথং স্থাপয়িত্বা সংস্থাপ্য হে পার্থ হে অর্জ্জুন এতান্ কুরূন্ কুরুপক্ষীয় বীরান্ সমবেতান্ যুদ্ধার্থং মিলিতান পশ্য অবলোকয় ইতি বাক্যং উবাচ কথয়ামাস।

বঙ্গানুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত, হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইলে উভয় সেনাদলের মধ্যে ও ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মুখে উত্তম রথ স্থাপন করে বল্লেন, হে অর্জ্জুন, ঐ কৌরবগণ যুদ্ধার্থে সমবেত হয়েছে দেখ।

যৌগিক—সাধক এতক্ষণ নিবৃত্তি ধর্ম্মী ছিলেন তাঁর অর্জ্জুনের অবস্থা ছিল আবার মনোধর্ম্মী হয়ে পড়লেন, তাই দিব্যদৃষ্টি সঞ্জয় হয়ে বল্লেন, হে ভারত, দীপ্যমান জ্যোতিকে যিনি ত্যাগ করেন না তাঁরই ভারত অবস্থা অর্থাৎ প্রবৃত্তিধর্ম্মী হয়েচেন বটে কিন্তু আত্মচিন্তা কচ্চেন। সাধক আলস্য ত্যাগ ক'রে যদি ক্রমাগত ক্রিয়া নিযুক্ত হ'ন তাঁর অজ্ঞানোৎপন্ন নিদ্রা আয়ত্ত হ'য়ে পড়ে তাই তাঁর গুড়াকেশ বা নিদ্রাজয়ী অবস্থা। এই অবস্থার মাঝখানে থাকবার ইচ্ছা হলেই হৃষীকেশ ইন্দ্রিয়দমনের শক্তি এসে তার রথোত্তমকে শ্রেষ্ঠ স্থিতি স্থানকে দুই সেনার মাঝখানে রাখে। অর্থাৎ গুরু কৃপাবলে আজ্ঞার রুজুরুজু যে মস্তকগ্রন্থি আছে সেইখান থেকে আত্মমুখী আর বিষয়মুখী বৃত্তির মাঝখানে থাকতে পারে। কিন্তু আজন্ম যে বিষয়সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে তার প্রভাবে প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ কর্ত্তে ইচ্ছে হয় না। এদিকে আবার গুরূপদেশে পূর্ব্বমুখী হয়ে চৈতন্য দিকে লক্ষ্য থাকায় প্রবৃত্তিদলের প্রধান প্রধান ভীষ্ম দ্রোণাদি বৃত্তিগুলোকে সুমুখে দেখতে পান। পার্থ বলে পৃথার পুত্রকে। কুন্তীর নাম ছিল পৃথা। পৃথাই প্রকৃতি। তা হলেই মাতৃভাবাপন্ন বা প্রকৃতিভাবাপন্ন সাধকই পার্থ। যতদিন না সাধকের প্রকৃতিবশী অবস্থা আসে ততদিনই পার্থ অবস্থা থাকে।

স্থিতির স্থান মূলাধার থেকে আজ্ঞার মধ্যে তিনটী। মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানের মধ্যে যে কামপূরচক্র আছে সেইখানে একটা স্থিতির স্থান তাকে "দ" স্থান বলে। অনাহতচক্রে স্থিতির স্থানকে 'য' স্থান বলে। মস্তক গ্রন্থিকে 'প' স্থান বলে। 'দ' স্থানে মন রাখলে কেবল মূলাধার চক্রের অবস্থার বোধ হয়। 'য' স্থানে থাকিলে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান মণিপুর আর অনাহত এই চারিটি চক্রের জ্ঞান হয়। 'প' স্থানে থাকিলে ছয়টা চক্রেরই জ্ঞান হয়। তা হলেই সূক্ষ্মতত্ত্বসকল প্রত্যক্ষ হয়। ঐ অবস্থাকে কপিধ্বজ অবস্থা বলে ও "কৃষ্ণ সারথি" হওয়া যায়।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

অন্বয়—পার্থঃ অর্জ্জুনঃ তত্র সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থিতান্ অবস্থিতান্ পিতৄন্ পিতৃব্যান্ ভুরিশ্রবাদীন্ পিতামহান্ ভীষ্মসোমদত্তাদীন্ আচার্য্যান্ দ্রোণ কৃপাচার্য্যাদীন্ মাতুলান্ শকুনি শল্যাদীন্ ভ্রাতৄন্ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদীন্ পুত্রান্ অভিমন্যু লক্ষ্মণাদীন্, পৌত্রান্ লাক্ষ্মণেয়াদীন্ সখীন্ অশ্বত্থামা জয়দ্রথাদীন্ শ্বশুরান্ দ্রুপদ বিরাটাদীন্ সুহৃদঃ কৃতবর্ম্মা ভগদত্তাদীন্ অপশ্যৎ দদর্শ।

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন দেখিলেন উভয় সেনার মধ্যেই ভুরিশ্রবাদি পিতৃব্যগণ, ভীষ্ম সোমদত্তাদি পিতামহগণ, দ্রোণ কৃপাচার্য্যাদি আচার্য্যগণ, শকুনি শল্যাদি মাতুলগণ, যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ, অভিমন্যু লক্ষ্মণাদি পুত্রগণ, লাক্ষ্মণেয়াদি পৌত্রগণ, অশ্বত্থামা জয়দ্রথাদি মিত্রগণ, দ্রুপদ বিরাটাদি শ্বশুরগণ ও কৃত র্মা ভগদত্তাদি সুহৃদগণ রহিয়াছেন।

যৌগিক—সাধক তখন প্রকৃতির ভাবের অধীন, তাই তিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পক্ষীয় সকল বৃত্তিগুলোকেই যেন দেখিতে লাগিলেন। কতকগুলো বৃত্তি থেকে আবার অন্য কতকগুলো বৃত্তি জন্মাচ্ছে, তা থেকে আবার কতকগুলো জন্মাচ্ছে। নানাবৃত্তির কতকগুলো খাঁটি, কতকগুলো মিশোন, কতকগুলো উপকারী, বহুদিন থেকে দেহরক্ষার সম্বন্ধে উপকার করে আসচে। তাদেরই পিতা পিতামহ প্রভৃতি নাম দিয়ে বুঝয়ে দিচ্ছে তারা সাধকের আত্মীয়। তাদের ত্যাগ করাও যায় না, নাশ করাও যায় না।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূন বস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়া বিষ্টো বিষীদন্নিদম ব্রবীৎ ॥২৭॥

অন্বয়—সকৌন্তেয় কুন্তীপুত্রঃ অর্জ্জুনঃ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ ভীষ্ম দ্রোণাদীন্ অবস্থিতান্ রণোদযুক্তান্ সমীক্ষ্য দৃষ্ট্বা পরয়া কৃপয়া মহত্যাকরুণয়া আবিষ্ট ব্যাপ্তঃ বিষীদন্ বিষণ্ণঃ সন্ ইদং বক্ষ্যমানং অব্রবীৎ উবাচ।

বঙ্গানুবাদ—কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন উভয় সেনাদলের মধ্যে সেই সব বন্ধুগণকে দেখে করুণাযুক্ত হৃদয়ে বিষণ্ণ হয়ে বল্লেন।

যৌগিক—তখন সেই মাতৃভাবাপন্ন সাধক দেখ্‌লেন, যে সমস্ত বৃত্তি তার দেহরক্ষার অনুকূলে নিযুক্ত তাদের নাশ করবার জন্য অপর বৃত্তিগুলো প্রস্তুত রয়েছে। ঐ পরের বৃত্তিগুলো গুরুর উপদেশে জেগে উঠেছে। সাধক তখন দেখ্‌চে যে গুরুর উপদেশ মেনে চল্‌তে গেলে আর ভোগ করা হয় না তাই ভোগের বৃত্তিগুলোর উপর তার করুণা এল, আর সেগুলোকে নাশ করতে হবে বলে বিষাদও এলো সেইজন্য মনে করলে গুরুর আদেশ মেনে চলে গুরুকেও বশে রাখা যাক তা না হ'লে যোগী হওয়াত হয় না আর ভোগ করা যাক্, তাই ভোগ বাসনাকে রক্ষা করে যোগ করবার ইচ্ছা হলে যে রকম ভাবের উদয় হয় তাই পরে বলেচেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চজায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ কথিতবান্—হে কৃষ্ণ নির্ব্বাণ দায়িন্ ইমান্ পুরোঽবস্থিতান্ স্বজনান পিতৃপিতামহাদি আত্মীয়ান্ যুযুৎসূন্ যোদ্ধু মিচ্ছতঃ সমবস্থিতান্ স্থির নিশ্চয়ান্ দৃষ্ট্বা সমবলোক্য মম গাত্রাণি মম করচরণাদীনি

সীদন্তি বিশীর্য্যন্তে মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি শুষ্কতা মেতি মে শরীরে দেহে বেপথুশ্চ কম্পঃ রোমহর্ষশ্চ রোমাঞ্চশ্চ জায়তে উৎপদ্যতে হস্তাৎ গাণ্ডীবং ধনুঃ স্রংসতে নিপততি ত্বক্‌চ পরিদহ্যতে সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন বল্লেন—হে কৃষ্ণ, সম্মুখে আত্মীয়গণকে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাক্‌তে দেখে আমার হাত পা অবসন্ন হচ্চে, মুখ শুকিয়ে যাচ্চে, শরীর কাঁপচে রোমাঞ্চ হচ্চে, হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়চে আর গা যেন পুড়ে যাচ্চে।

যৌগিক—সেই সময় মনের চঞ্চলতা এলে সাধকের যে রকম ভাব আসে তাই বলেচেন। তখন আসনের বন্ধন শিথিল হ'য়ে যায় হাতের যে জ্ঞানমুদ্রা তাও খুলে যায়, মাজা টন্‌ টন্‌ করে, বুক চাড়া দিয়ে বসে থাক্‌তে পারা যায় না, শরীর এলিয়ে পড়ে, কাঁপতে থাকে, গা শিউরে উঠে, মুখ শুকিয়ে যায়। বুক চাড়া দিয়ে পিঠকে যে ধনুর মত করা হয়েছিল তা আর থাকে না তাকেই গাণ্ডীব পড়ে যাওয়া বল্‌চে।

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ যিনি নির্ব্বাণ দান করেন, এখানে সাধক নির্ব্বাণ পাবার জন্যই ক্রিয়ায় বসেছেন তাই তাঁর কৃষ্ণ বলে সম্বোধন।

নচ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মেমনঃ।
নিমিত্তাণি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥

অন্বয়—হে কেশব ক্ষয়োদয় বিকারশূন্য ভগবন্‌ অহং অবস্থাতুং স্থিরভাবেন স্থাতুং ন শক্নোমি ন পারয়ামি মেমনঃ ভ্রমতি ইব চঞ্চলং ভবতি বিপরীতানি নিমিত্তানি শকুনাদীনি চিহ্নানি চ পশ্যামি অবলোকয়ামি।

বঙ্গানুবাদ—হে কেশব আমি আর স্থির থাক্‌তে পাচ্চি না, আমার মন চঞ্চল হয়েচে আর বিপরীত চিহ্ন সকল দেখ্‌চি।

যৌগিক—চঞ্চলতা একবার এলে আর স্থির থাকা যায় না, সাধনায় এগুতে ত পারেই না মন একবারে উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করে আর সাধনার প্রতিকূল যে সব অবস্থা সেইগুলো প্রকাশ পায়, হয়তো ঘুম আসে রাজ্যের চিন্তা এসে পড়ে স্থিতির স্থানকে পাওয়া যায় না, তাই সাধক সেই সময় কেশব অবস্থার স্মরণ করেন। কেশব অবস্থা হচ্চে, যে অবস্থায় অচঞ্চল স্থিতি হয়, এখন ঠিক তার বিপরীত অবস্থা আসায় কেশব ভাব মনে পড়চে তাই কেশব বলে সম্বোধন করেচেন।

ন চ শ্রেয়োঽনু পশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

অন্বয়—হে কৃষ্ণ ভগবন্, আহবে যুদ্ধে স্বজনং আত্মীয়ং হত্বা বিনাশ্য শ্রেয়ঃ মঙ্গলং ন অনু পশ্যামি নাবলোকয়ামি বিজয়ং জয়লাভং ন কাঙ্ক্ষে নাভিলষামি রাজ্যং চ সুখানি চ ন অভিলষামি।

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ এই যুদ্ধে আত্মীয়গণকে নাশ করে কোনরূপ মঙ্গল দেখ্‌চি না। (যদি বলো জয়লাভ হবে) আমি বিজয় কামনাও করি না রাজ্য সুখভোগেরও আকাঙ্ক্ষা নাই।

যৌগিক—সাধক তখন মনে করচে যদি ভোগবাসনাকেই নাশ কর্ত্তে হলো ইন্দ্রিয়গুলো ত আপনার তাদের দিয়ে যদি বিষয় ভোগ না কর্ত্তে পেলাম তা হলে বেঁচে আর সুখ কি? জীয়ন্তেই যদি মরার মত থাকৃতে হয় তা হলে মঙ্গল কি হলো? তাই বলচেন যে, বিজয় অর্থাৎ সংযমের কথা বলেছিলে ধ্যান ধারণা সমাধির সমাবেশে যে সংযমাবস্থার কথা বলেছিলে তা আর চাইনে আর রাজ্যসুখ যোগসিদ্ধির কথা যা বলেছিলে তাও চাইনে। কিন্তু কূটস্থ চৈতন্যের যে জ্যোতি তা তখনও যায়নি সেই জ্যোতি দেখার নেশাই তখনও সাধককে টেনে রেখেচে নইলে উঠে পড়লেই হতো। ঐ.

কূটস্থ জ্যোতি জোর করে সাধককে নির্ব্বাণ পাইয়ে দেয় কারণ সে ত ক্রিয়া থেকে উঠতে পারে না তাই তাঁর নাম কৃষ্ণ। কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দঃ নশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্মকৃষ্ণ (ব্রহ্মানয়) ইত্যভিধীয়তে॥ অর্থাৎ যিনি আকর্ষণ শক্তি দ্বারা নির্বৃতিলাভ করান। সাধক মাত্রই সেই মন মাতানো রূপ জানেন, সেইরূপের নেশাতেই ক্রিয়া কর্ত্তে যান।

কিং নোরাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগা সুখানি চ ॥৩২॥
তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাং স্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তু মিচ্ছামিঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪॥

অন্বয়—হে গোবিন্দ বিশ্বপ্রকাশকারিণ্ নঃ অস্মাকম্ রাজ্যেন ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং (প্রয়োজনং? যেষাং অর্থে নিমিত্তং অস্মাকম্ রাজ্যং কাঙ্ক্ষিতং ভোগাঃ কাঙ্ক্ষিতাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতানি তেই মে পুরোঽবস্থিতাঃ আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ পিতামহাঃ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনঃ প্রাণান্ জীবিতাশাং ধনানি ধনাকাঙ্ক্ষাং চ ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য যুদ্ধে অবস্থিতাঃ যুদ্ধার্থং মিলিতাঃ। হে মধুসূদন বিপদনাশন-ঘ্নতোঽপি অস্মান্ মারয়তোঽপি এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি।

বঙ্গানুবাদ—হে গোবিন্দ, আমাদের রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি ভোগেই বা প্রয়োজন কি জীবনেই বা প্রয়োজন কি? যাদের জন্য রাজ্যভোগ সুখ আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম সেই সমস্ত আচার্য্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক ও সম্বন্ধীরা প্রাণের ও ধনের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য

এসেছেন। হে মধুসূদন, এঁরা যদি আমাদের মারেনও তা হলে আমরা এদিগকে মারতে ইচ্ছা করি না।

যৌগিক—ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে ভরত বহুলোকজন সঙ্গে এলেন। ভরদ্বাজ মুনি যোগবলে সকলকেই রাজার মত খাবার থাকবার জায়গা সব দিয়ে ফেল্লেন তা হলেই যোগবলে ইচ্ছামত ভোগ পাওয়া যায় অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ হয়, তাতে বাতাসের উপর দিয়ে জলের ওপোর দিয়ে যাওয়া যায় এই রকমের ভোগসুখ বেশী হবে বলেই যোগ কর্ত্তে যাওয়া। কিন্তু কর্ত্তে গেলে এক বিষম ব্যাপার ইন্দ্রিয়গুলোর বৃত্তি সব নিরোধ করে ফেল্‌তে হবে মনকেও থাক্‌তে দেওয়া হবে না শরীরের নানা রকম কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হবে, মনে করা যাচ্ছিল যে বিষয় সুখও বাড়াবাড়ি রকমের ভোগ হবে। অথচ ব্রহ্মানন্দ সুখও অমি হয়ে যাবে। সাধন কর্ত্তে গিয়ে দেখা যায় যে বিপরীত। ভোগসুখগুলোকে ত একদম বন্ধ কর্ত্তে হবেই চোখ্ কাণ আছে দেখা শোনা ত কাণা কালার মত দেখা শোনা তাতে মন দেওয়া হবে না। এই সব সাধন কষ্টে প্রথম প্রথম মনে হয় আর কাজ নেই যোগে যেমন আছি তেমনিই ভাল মরে যাওয়া যায় সেও ভাল তবু ভোগসুখ বন্ধ করে জড়পিণ্ডের মত থাক্‌তে পার্ব্বো না।

ওগুলো ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিকেই লক্ষ্য করেচেন। সাধকের বর্ত্তমান অবস্থা যে বৃত্তিগুলো থেকে জন্মেছে সেইগুলো তার পিতরঃ সেইগুলো আবার যা থেকে হয়েছে সেইগুলো পিতামহাঃ এই রকম সম্বন্ধ সাজায়ে নিয়ে দেখ্‌লেই বোঝা যায়। তবে ওগুলো ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত নিজে নিজে ক্রিয়া করতে করতে বোধ হয়। ধন অভাব পূরণ ক'রে মানুষকে স্বপদে ঠিক রাখে ও উচ্চপদ দেয়। এখানে বৃত্তি বা যে শক্তিতে স্বপদে থাক্‌তে পারে বরঞ্চ উঁচু হতে পায় সেই শক্তিকেই ধন বলেচেন।

অপি ত্রৈলোক্য রাজস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে।
নিহত্যধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কাপ্রীতিঃ স্যাজ্‌জনার্দ্দনঃ ॥৩৫॥

অন্বয়—ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য ত্রিভুবনাধিপত্যস্য হেতোঃ নিমিত্তং অপি ন হন্তু মিচ্ছমি কিংনু মহীকৃতে মহীপ্রাপ্তয়ে কদাচিদপি ন হনিষ্যে। হে জনার্দ্দন ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ধৃতরাষ্ট্র তনয়ান্ নিহত্য বিনাশ্য নঃ অস্মাকম্ কাপ্রীতিঃ ক আনন্দঃ স্যাৎ ভবেৎ।

বঙ্গানুবাদ—হে জনার্দ্দন! শুধু রাজ্যের লাভের জন্য আর কি কথা যদি ত্রিভুবনের আধিপত্য পাওয়া যায় তাহলেও ধৃতরাষ্ট্র তনয়দের মারতে ইচ্ছা করি না। তাদের মেরে আর আমাদের আনন্দ কি?

যৌগিক—এখানে সাধক বিশেষ চঞ্চল হয়ে পড়েচেন আর বলচেন যে প্রাণায়াম কর্ত্তে কর্ত্তে বায়ু আয়ত্ত হয়ে এলে দেহের সমস্ত অংশের উপর আধিপত্য হতে পারবে বটে তা হলেও ইন্দ্রিয়ভোগ বন্ধ করেই যদি দিতে হলো যদি ভোগ সুখই না হলো তা হলে আর আমাদের আনন্দ কি? সুখ লাভের জন্যই দেহ ধারণ আর দেহীর চেষ্টা, তাই যদি নিরোধ কর্ত্তে হলো তবে আর যোগৈশ্বর্য্যলাভের প্রয়োজন কি?

সাধন কর্ত্তে গেলে পূর্ব্বে যে তিনটি ক্ষেত্র সম্বন্ধে বলা গেছে সেই তিনটির সবগুলি আয়ত্ত হলে ত্রৈলোক্যাধিপত্য হলো। (১) কুরুক্ষেত্র (২) ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র (৩) ধর্ম্মক্ষেত্র এই তিনভাগের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েচে। দশ ইন্দ্রিয়যুক্ত এই সমস্ত শরীরটা কর্ম্মক্ষেত্র বা কুরুক্ষেত্র। এই শরীরে কেবল তমোগুণের আর রজোগুণের কায হয়। মূলাধার থেকে আজ্ঞা পর্য্যন্ত ছটা চক্রের কথা যা বলা হয়েচে মেরুদণ্ডের ভেতোর এই অংশটাকে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বলে। এখানে রজোগুণ আর সত্বগুণের কায হয়। আর আজ্ঞার উপর সহস্রার পর্য্যন্ত যে অংশ তাকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলে। এখানে সত্বগুণ আর তমোগুণের কায হয়। এই সমস্ত

তিনভাগকে ত্রৈলোক্য বলেচেন আর যেখানে যুদ্ধ হয় সেই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রকে মহী বলেচেন।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈ তানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥

অন্বয়—এতান আততায়িনঃ অগ্ন্যাদিদানেন নিহন্তুং চেষ্টাশীলান্ শত্রূন হত্বা বিনাশ্য অস্মান্ পাপং আশ্রয়েৎ এব বয়ং পাপিনঃ ভবিষ্যাম। তস্মাৎ হেতোঃ বয়ং স্ববান্ধবান্ নিজাত্মীয়ান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দুর্য্যোধনাদীন্ হন্তুং বিনষ্টুং ন অর্হাঃ যোগ্যভবামঃ। হে মাধব লক্ষ্মীপতে স্বজনং আত্মীয়ং হত্বানিহত্য কথং কেন প্রকারেণ সুখিনঃ স্যাম।

বঙ্গানুবাদ—যদি বলো ওরা আততায়ী অগ্নি বিষাদি দ্বারা তোমাদের মারতে চেষ্টা করেছিল আততায়ী বধ কর্ত্তে দোষ নাই, তা নয়, অর্থশাস্ত্রে দোষ নাই বলেচে বটে ধর্ম্মশাস্ত্রে তা বলেনি অতএব আততায়ী হলেও ওদের হত্যা করলে আমাদের পাপ হবে সেই কারণ আমাদের আত্মীয় বান্ধব ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণকে বধ করা আমাদের উচিত নয়। হে মাধব ওরা হ'লো আপনার লোক ওদের মেরে আমরা কি করে সুখী হবো?

যৌগিক—সাধক আবার ভাবচেন যে বিষয় বাসনা থাকলেই ত কাম ক্রোধাদি থাকবে আর তারাই ত বিবেক বৈরাগ্যকে নষ্ট করবার জন্য বরাবর চেষ্টা করে তারাই ত তা হলে শত্রু হচ্চে তাদের নাশ করার দোষ কি? কিন্তু বাসনা প্রবল হয়ে সাধককে নীচে নামাচ্চে তাই তখন আর ওভাব ভাল লাগলো না। তাই ভাবচেন ওদের নিরোধ করা ঠিক নয় কারণ ঐ ইন্দ্রিয়গুলোই ত আমার আপনার ওরাই যদি গেলো তা হলে আর সুখ কি? তাই এখানে মাধবকে স্মরণ করে ফেলেচেন মনে

করচেন মাধব ত লক্ষ্মীপতি সকল ভোগের উপরই তাঁর আধিপত্য আছে আবার এদিকে তিনিই যোগেশ্বর। তাই মনে করেচেন এ রকম চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে আর কাজ নেই এমন উপায় দেখায়ে দিন যাতে আপনার অনুকরণে যোগও হয় ভোগটিও বজায় থাকে।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভাপহত-চেতসঃ।
কুলক্ষয়ং কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ॥৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয় মস্মাভি পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয় কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন ॥৩৮॥

অন্বয়—যদ্যপি লোভাপহতচেতসঃ রাজ্যলোভেন ভ্রষ্ট-বিবেকাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ কুলক্ষয়-কৃতং দোষং বংশনাশজনিত দোষং মিত্রদ্রোহে বন্ধু বিনাশে চ পাতকং পাপং ন পশ্যন্তি ন বিচারয়ন্তি হে জনার্দ্দন কুলক্ষয়-কৃতং দোষং বংশনাশজনিতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ সম্যক্ বিচারয়দ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ দোষজনিতাৎ পাপাৎ পাতকাৎ নিবর্ত্তিতুং বিরমিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং। নিবৃত্তৌ এব বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ—দুর্য্যোধনাদি এখন রাজ্য লোভে বিবেকশূন্য হয়ে গেছে ওরা এখন কুলনাশের দোষ বা বন্ধুনাশের পাপের কথা মনে করচেন না। তা বলে আমরা যখন কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিতে পাচ্চি তখন নিবৃত্ত হবো না কেন?

যৌগিক—সাধকের এখন মন্দভাবটা খুব প্রবল হয়েচে ভাল ভাব আর মনে স্থান পাচ্চে না তাই গুরু উপদেশ চাপা দিয়ে নিজেই গুরু হয়ে ভাবচেন যে এই বৃত্তিগুলো কাম ক্রোধাদিই হোক্ আর বিবেক বৈরাগ্যাদিই হোক্ একই অন্তঃকরণ থেকে ত হয়েচে সুতরাং ওরা সব এক বংশেরই। ওদের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে তা হলে যেদিক্ দিয়েই হোক্ কুলেরই ক্ষয় হচ্ছে।

এখন বাসনাজাত বৃত্তিগুলো ভোগ বাসনার তৃপ্তির জন্য বিবেক বৈরাগ্যাদিকে আপনার কূলের মনে করে না, ওরা গেলে নিজেরাও থাক্‌তে পারবে না এটা না ভেবে ওদের নাশের জন্য প্রস্তুত হয়েচে। কিন্তু আমরা বুঝেছি যে ওরা গেলে আমাদের কোন সুখই হবে না বংশই নাশ হ'য়ে যাবে। এক দেহেরই দু'রকমের কাজ করলেও ওরা আমাদের বন্ধু, কারণ ওরা না থাক্‌লে ত আর সুখ হয় না। তবে নিজের বংশ নাশই বা করি কেন আর বংশনাশের জন্য পাপভাগীই বা হই কেন? সাধক এখন অর্জ্জুন ভাবাপন্ন হ'য়ে রয়েচেন তাই বিবেক বৈরাগ্যাদিকে আমার ব'লে বলেচেন।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯॥

অন্বয়—কুলক্ষয়ে বংশনাশে সনাতনাঃ পরম্পরা প্রাপ্তাঃ কুলধর্ম্মাঃ বংশ নিয়মাঃ প্রণশ্যন্তি নষ্টাঃ ভবন্তি। ধর্ম্মে নষ্টে বিনাশং প্রাপ্তে কৃৎস্নং সমগ্রং উত অপি কুলং বংশং অধর্ম্মঃ অভিভবতি প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—কুলক্ষয় হলে সনাতন যে কুলধর্ম্ম নষ্ট হবে। ধর্ম্ম নষ্ট হ'লে অবশিষ্ট কুলকে অধর্ম্ম অভিভব করবে।

যৌগিক—সাধক ভাবচেন যে যদি কুলক্ষয় হয় যদি বিষয় ভোগ বাসনা নষ্ট হ'য়ে যায় তা হ'লে ইন্দ্রিয়গুলোর যে ধর্ম্ম চিরকাল হ'য়ে আস্‌চে তা আর থাক্‌বে না। অর্থাৎ চোখে দেখবে না, কানে শুন্‌বে না— এই রকম হ'য়ে যাবে, তা' হ'লেও শরীরের যে সব বৃত্তি তা' থাকবে তাকে অধর্ম্ম অভিভব করবে দেখা শোনাগুলো আর ঠিক্ ঠিক্ থাক্‌বে না সব বদলে যাবে। বিষয় বাসনা সমাজ স্ত্রী পুত্র টাকা কড়ি ঘরবাড়ী বিষয় বৈভব পেলে মঙ্গল হলো বলে মনে হয় কিন্তু বাসনার ক্ষয় হলে আর ও গুলোর কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না।

অধর্ম্মাভিবাৎ কৃষ্ণপ্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীসু দুষ্টাষু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ শঙ্কর ॥ ৪০

অন্বয়—হে কৃষ্ণ অধর্ম্মাভিভ-বাৎকুলে অধর্ম্মেণ অভিভুতেসতি কুলাস্ত্রিয়ঃ কুলনার্য্যঃ প্রদুষ্যন্তি। হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিকুলসম্ভূত স্ত্রীষু দুষ্টাষু সতীষু বর্ণশঙ্করঃ ব্যভিচারোৎপন্নাসন্ততিঃ জায়তে উৎপদ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ, কুল অধর্ম্ম দ্বারা অভিভব প্রাপ্ত হ'লে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হবে, স্ত্রীগণ দুষ্টা হ'লেই বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন হয়।

যৌগিক—এই রকম বিপর্য্যয় হ'তে থাক্‌লে ইন্দ্রিয়গুলো থেকে যে যে মনোবৃত্তি জন্মে তাহা জন্মাবার শক্তি ভাল থাক্‌বে না। ত'াহলেই ইন্দ্রিয় মন শরীর যদি খারাপ হয়ে গেল শরীরের যে বাইরের রূপ লাবণ্য তাও খারাপ হয়ে যাবে, শরীরের ভাবগুলো কেমন কেমন হয়ে যাবে, শরীরটা যেন ব্যাধিগ্রস্ত হয়েচে ব'লে মনে হবে। এখানে স্ত্রী বল্‌ছে যাতে বৃত্তি-গুলো জন্মায় সেই শক্তিকে।

শঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্ত-পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১

অন্বয়—শঙ্করো ব্যভিচারাৎপন্নাসন্ততিঃ কুলঘ্নানাং কুলনাশিনীনাং কুলস্যচ নরকায় এবহি এষাং পিতরঃ পিতৃ পুরুষাঃ লুপ্ত পিণ্ডাদকক্রিয়াঃ পিণ্ডতর্পণ বিহীনাঃ সন্তঃ পতন্তি পতিতাঃ ভবন্তি।

বঙ্গানুবাদ—শঙ্কর কুলনাশনকরীদের ও কুলের নরকের জন্যই হয়। যেহেতু কুলনাশনকরীর পিতৃলোক পিণ্ডতর্পণ বর্জ্জিতা হ'য়ে পতিতা হয়।

যৌগিক—শরীর যদি ঠিক অবস্থায় না থাকে তা' হ'লে ত আর উচ্চ অবস্থা পাব এ আশাও থাক্‌বে না—এই নরক কিনা নীচ গতি হবে। ইন্দ্রিয়গুলো আর তাতে যে বৃত্তি জন্মাবার শক্তি আছে সেই শক্তিগুলো নষ্ট

হয়ে যাবে। তারপর সুস্থ অবস্থায় ক্রিয়া করলে স্থূল শরীরের কাজ বন্ধ হ'য়ে যায়, সূক্ষ্ম শরীরে কাজ হ'তে থাকে। সূক্ষ্ম শরীরে দশটা ইন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ-বায়ু আর মন বুদ্ধি। এই সতরোটা থাকে। বাইরের বিষয় নিয়ে চোখ কাণ নাক কাজ না করলেও ভেতরে আত্মমুখে রূপ রস নিয়ে ভোগ করে। তাতে অনেক মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হয়, ব্রহ্ম জ্যোতি দেখা যায়, সহস্রার থেকে অমৃত বেরোয় সব দেহটাকে পাষাণ করে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলো-কে ক্রমাগতঃ যদি নিরোধ করা যায় তা' হ'লে—ইন্দ্রিয়াদি অসুস্থ হ'য়ে পড়বে প্রাণায়াম আর ঠিক রাস্তায় হবে না। অদর্শন হলে অনুভব বন্ধ হয়ে যাবে তাকেই পিতৃলোকের পতন বলচে। ব্রহ্ম জ্যোতির অদর্শনকেই পিণ্ডলোপ বলচে আর সহস্রার থেকে যে অমৃত বার হয় তা' বন্ধ হ'লেই উদক লোপ হোলো।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণশঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতি ধর্ম্মাঃ কুল ধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ৪২ ॥

অন্বয়—কুলঘ্নানাং কুলনাশিনীনাং বর্ণশঙ্কর কারকৈঃ ব্যভিচারোৎপন্ন-সন্ততি জনকৈঃ এতৈঃ দোষৈ পাপৈঃ জাতি ধর্ম্মাঃ বর্ণ ধর্ম্মাঃ শাশ্বতাঃ চিরা-গতাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ধর্ম্মাঃ উৎসাদ্যন্তে উৎসন্নাভবন্তি।

বঙ্গানুবাদ—কুলনাশিনীদের শঙ্করোৎপত্তি জনিত দোষে বর্ণ ধর্ম্ম আর চিরাগত কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয়।

যৌগিক—ঐ পূর্ব্বোক্ত ভাবে শরীর নষ্ট হ'লে যে জাতীয় বৃত্তির যা ধর্ম্ম আর তারা চিরকাল যে রূপ বিষয় গ্রহণ করে আসছে সব নষ্ট হ'য়ে যাবে। যেমন ভাল খাদ্য দেখলে রসনার চিরদিনই খাদ্য গ্রহণের প্রবৃত্তি হয় এইটেই রসনার ধর্ম্ম কিন্তু নিরোধের পথে গেলে খাদ্য দেখলে বা পেলেও আর খেতে প্রবৃত্তি হবে না। ঐ রকম সকল ইন্দ্রিয়েরই গতি হবে

উৎসন্ন কুলধর্ম্মানাং মনুষ্যানাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতী ত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—হে জনার্দ্দন জন্মনাশন উৎসন্ন কুলধর্ম্মানাং কুলধর্ম্ম বিহীনানাং মনুষ্যানাং নরানাম্ নরকেনিয়তং বাসঃ চিরদিনং বসতিঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রূমঃ শ্রূতবন্তোবয়ম।

বঙ্গানুবাদ—হে জনার্দ্দন, যে সকল মনুষ্যের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয়েচে তাদের নিরন্তর নরকে বাস হয় ইহাই শুনেছি।

যৌগিক—সাধকের তখন জন্ম বন্ধন ঘুচে যাক এই ইচ্ছা আছে তাই জনার্দ্দনকে মুক্তি নাশকারী কূটস্থ চৈতন্যকে লক্ষ্য ক'রে বলচেন। যারা মনোধর্ম্মশীল তাদেরই মনুষ্য বলে সেই মনোধর্ম্মশীল সাধকের মনোধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকতে যদি ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম নষ্ট হ'য়ে গিয়ে শরীর পাত হবার মত হ'য়ে যায়, তখন আর তার উচ্চ চিন্তা থাকে না মনে আসতে পারে না, কাজেই নরকে নিয়ত বাস হয় অর্থাৎ নীচ চিন্তায় সর্ব্বদা কষ্টে শরীর পাত হয়।

অহোবতে মহৎ পাপম্ কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ বয়ং।
যদ্রাজ্য সুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ। ৪৪ ॥

অন্বয়—বন্ধু বধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ যৎ বয়ং রাজ্যসুখ লোভেন রাজ্য প্রাপ্ত্যাশয়া স্বজনং আত্মীয় হন্তুং বিনষ্টুং উদ্যতাঃ উদ্যমশীলাঃ ভবামঃ অহোবত অতি দুখজনকং এতৎ যৎ বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং পাপং চরিতুং ব্যবসিতাঃ কৃতাধ্যবসায়াঃ।

বঙ্গানুবাদ—হায় রাজ্যসুখের আশায় আত্মীয় গণকে মারবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আমরা মহাপাপের অনুষ্ঠান কর্ত্তে বসেছি।

যৌগিক—তখন সাধকের মনে খুব বিষাদ এসে উপস্থিত হ'য়েছে,

তাই বল্‌চেন যোগ ঐশ্বর্য্য হয়ে বিভূতি পাওয়াতে মজা আছে সেই সব পাব বলে যোগ কর্ত্তে এসেছি। ছিঃ মহাপাপইত হচ্চে।

যদি মাম প্রতীকার মশস্ত্রং শস্ত্র পাণয়ঃ।

ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যু স্তন্মেক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—যদি রণে যুদ্ধে অপ্রতীকারং প্রতীকাররহিতং অশস্ত্রং শস্ত্রহীনং মাং শস্ত্রপাণয়ঃ শস্ত্রধারিণঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ধৃতরাষ্ট্র তনয়াঃ হন্যুঃ বিনশ্যেয়ুঃ তৎ মে মমক্ষে মতরং অধিকতরং মঙ্গলং ভবেৎ।

বঙ্গানুবাদ—আমি শস্ত্রহীন হ'য়ে চুপ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে বসে থাক্‌লে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা যদি শস্ত্রধারী হ'য়ে আমাকে মেরেও ফেলে সেও এই মহাপাপ করার চেয়ে ভাল।

যৌগিক—যোগের রসাস্বাদন যতক্ষণ না হয়, তত্ত্ব যতক্ষণ না বোঝা যায় ততক্ষণ এই রকম বিকারই আসে। মনে হয় আমি আর যোগ করবো না। প্রাণায়াম রূপ শস্ত্র তাও আর গ্রহণ করবো না, ইন্দ্রিয় বৃত্তি-গুলো সংসারে ঢুকায় সংসারিক জ্বালায় যদি ছট্‌ফট্‌ ক'রে মেরে ফেলে তা' হ'লেও ইন্দ্রিয়গুলো ভোগ ত্যাগ করে জীয়ন্তে মরা, হয়ে গেলে সে যে কিম্ভূতকিমাকার হ'য়ে থাক্‌তে পারবে না।

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসং বিগ্ন মানসঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ উক্ত্বা কথয়িত্বা শোকসং বিগ্নমানসঃ শোকেন কম্পিতচিত্তঃ সন্ সশরং চাপং ধনুর্ব্বাণং বিসৃজ্য পরিত্যজ্য সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্যোপরি উপাবিশৎ উপবিবেশ।

বঙ্গানুবাদ—সঞ্জয় বল্লে—অর্জ্জুন এই কথা ব'লে শোকাকুল হ'য়ে ধনুর্ব্বান ত্যাগ ক'রে রথের উপর ব'সে পড়লেন।

যৌগিক—পূর্ব্বেই বলা গেছে অন্তদৃষ্টি মনোধর্ম্মা সাধককে সাধনার স্তরগুলি ক্রমে ক্রমে স্মরণ করিয়ে দেয় তাই ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ। মনোধর্ম্মা সাধকই ধৃতরাষ্ট্র আর দৃষ্টিশক্তিই সঞ্জয়। সাধনার প্রথমে সাধকের যেরূপ অবস্থা হয় তাহা অর্জ্জুন সেজে ব'লে গেলেন। সাধক নীচে নেমে পড়ে যখন মনে ঠিক কল্লে আর যোগাচরণ কর্ব্বো না তখন সে শর অর্থাৎ প্রাণায়াম ত্যাগ কল্লে আর চাপ অর্থাৎ সেই যে মাজা খাড়া করে বুক্ চিতয়ে মেরুদণ্ডটা ধনুর মত ক'রে বসেছিলেন সে রকম আর বসে রইলেন না। তাই ধনু ত্যাগ করলেন কারণ তিনি তখন শোকে আকুল হয়েচেন। বসাটা শিথিল হ'য়ে গেলে মস্তক গ্রন্থির সঙ্গে আর আজ্ঞা চক্রের সঙ্গে যে সম সূত্র ছিল তা আর রইল না একটু নীচু হ'য়ে পড়লো আজ্ঞাচক্র একটু ওপোরে উঠে পড়লো তাকেই রথোপস্থে বসাবলে। সাধক মাত্রেই জানেন যে প্রাণায়াম কর্ত্তে গেলেই জিব্ উল্টে দিয়ে চিবুকটা কণ্ঠার সঙ্গে লাগায়ে দিলে বুকটাকে চাড়া দিয়ে বসে মেরুদণ্ডকে ধনুর মত করে ঘাড় আর মাথার সঙ্গে সমান কল্লে আর সোজা করে নিলে বেশ টান টান হয় সেই অবস্থায় শাম্ভবী প্রয়োগ কল্লেই কূট ভেদ হয়ে যায় আর মনটা নীচে থেকে উঠে পরে উপে যাওয়া গোচ হয় তা হলেই চৈতন্য সমাধি লাভ হয়। আর কাতর হয়ে সব শিথিল ক'রে দিলে কাজের বেগ না থাকলে শুধু সাধন ক্লেশ মাত্রই হয় তখন আর এগুতে পারে না আশা থাকায় ছাড়তেও পারে না এই রকম মনের অবস্থা হয়।

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাংসং হিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বান শ্রীমদ্ভগবৎগীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মাবিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে অর্জ্জুনবিষাদ যোগে নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১॥

অন্বয়—তথা পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ কৃপয়াবিষ্টং করুণাযুক্তহৃদয়ং অশ্রুপূর্ণা কুলেক্ষণম্ অশ্রুভারক্লিষ্টনয়নম্ বিষীদন্তং বিষাদপ্রাপ্তং তং অর্জ্জুনং মধুসূদনঃ বিপদ্‌নাশনঃ হরিঃ ইদং বক্ষ্যমানং উবাচ অবদৎ

বঙ্গানুবাদ—সঞ্জয় বল্লেন—অর্জ্জুনের হৃদয় করুণাতে ভরা, কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেচে, কাতর হ'য়ে পড়েচে দেখে মধুসূদন বল্‌তে লাগ্‌লেন ।

যৌগিক—মনোধর্ম্মী সাধক তখন দিব্যদৃষ্টিতে মন দিয়ে ভাবতে লাগলেন । সংসারমুখী বৃত্তিতে নেমে এসে যখন সাধকের যোগ ভাল লাগচে না ইন্দ্রিয়গুলোকে নিরোধ করতে হবে বলে তাদের প্রতি কৃপা এসেছে, মনটা বিষাদে ভর্ত্তি হয়ে গেছে, চোখে জল এসে পড়েচে, যোগের আসন শিথিল করে ফেলেছে কিন্তু কূটস্থ চৈতন্যে লক্ষ্য স্থির থাকায় চোখে জল এসে বাইরের দৃষ্টি যেমন বন্ধ হ'য়ে গেল অম্‌নি অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাওয়ায় সাধকের বিপদ্‌বারণরূপে সংসারমুখী বৃত্তির সঙ্কোচ করবার জন্যই যেন কূটস্থ-চৈতন্য বল্‌তে লাগলেন, এই রকমই ঘটে, সংসারমুখী চিন্তাস্রোত খুব বেশী হলেও যদি তখনও ক্রিয়া ত্যাগ না করা হয় অন্তর্লক্ষ্য থাকে তাহ'লে

আবার আত্মমুখী চিন্তাস্রোত এসে উপস্থিত হয়। সেই আত্মমুখী চিন্তাই মধুসূদনের বাক্য।

শ্রীভগবান উবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥২॥

অন্বয়—হে অর্জ্জুন কুতঃ কস্মাদ্ধেতোঃ ত্বা ত্বাং বিষমে শঙ্কটে ইদং অনার্য্য জুষ্টং আর্য্যৈরসেবিতং অস্বর্গ্যং অধর্ম্ম্যং অকীর্ত্তিকরং অযশস্করং কশ্মলং মোহঃ সমুপস্থিতং প্রাপ্তঃ ?

বঙ্গানুবাদ—ভগবান বল্লেন—অর্জ্জুন কোথা থেকে এই শঙ্কট কালে তোমার মোহ এল ? এই মোহত আর্য্যগণের আসে না, এতে স্বর্গলাভের বাধা হয় আর যশও নাশ হয়।

যৌগিক—মন চঞ্চল হলেই সমভাব থাকে না। সেই যে ইন্দ্রিয়াদি সব স্থির হ'য়ে নিস্পন্দ হ'য়ে গিয়েছিল, আমি আমার বোধ যেন হারায়ে যাচ্ছিল সে ভাবটা নষ্ট হ'য়ে আবার আমি আমার প্রভৃতি যে সংসার ভাব জেগে ওঠে, সেইটেই সাধনার বিষম অবস্থা ; সেই অবস্থায় স্থির জ্যোতিতে মাঝে মাঝে কি একটা আবরণ এসে পড়ে, চাকা চাকা য্যাঁকা ব্যাঁকা নানা রংয়ের হিজির বিজির মত জিনিষগুলি দেখা যায় তাকেই কশ্মল বলে। সাধকের তখন বিষম অবস্থা কশ্মল দেখা দিচ্চে, তাই ভাবচেন এই কশ্মল কোথা থেকে এলো ? যারা আর্য্যশ্রেষ্ঠ তাদের এ রকম হয় না কারণ তাদের মনোবৃত্তি সূক্ষ্ম হয়ে গিয়ে সব চৈতন্যময় দর্শন হয় তখন চৈতন্যের পূর্ণজ্যোতি ফুটে ওঠে। আর অনার্য্যদের মনোবৃত্তি জগতের জড়ভাবের সঙ্গে মিশিয়ে যায়, তাদেরই ঐ জ্যোতির মাঝে কশ্মল দর্শন হয়। যাদের শ্বাস সূক্ষ্ম হয়ে উপে যাওয়া গোচ হয়েচে তারাই আত্ম

জ্যোতি পায়, যারা পায় না কশ্মল দর্শন করে তাদের স্বর্গজ্যোতিও দর্শন হয় না তাই কশ্মল অস্বর্গ। আর কীর্ত্তিমান্ তাকেই বলে, যে আপনার সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন ক'রে শেষ সীমায় পৌঁছেচে। যত বাধাই হোক না কেন সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারে, মায়ার বশে জড়-ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে না, সকল সাধনার পরিসমাপ্তি ব্রহ্মত্ব লাভ করে, সেই কীর্ত্তিমান্। কিন্তু যে মায়ার টানে এগুতে পারে না সুমুখেই কশ্মল আসে আর আত্মজ্যোতি কে ঢেকে দেয়। সেই জন্য কশ্মলের তিনটি বিশেষণ দিয়েছে (১) অনার্য্যসেবিত (২) অস্বর্গ্য (৩) অকীর্ত্তিকর। এখানে কূটস্থে লক্ষ্য হওয়ায় সাধক ভাবচেন একবারত স্বর্গে বেড়িয়ে এসেছি সেও ত ক্রিয়ার বলে, সহস্রদলে বেড়িয়ে, ব্রহ্মবিন্দু দর্শন করেছি ও তাতে মিশে গেছি সেও ক্রিয়ার বলে। এখন আবার আত্মজ্যোতির পূর্ণ দর্শন না হয়ে কশ্মল কোথা থেকে এলো ?

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩॥

অন্বয়—হে পার্থ অর্জ্জুন ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্মগমঃ মা প্রাপ্নুহি। যতস্ত্বয়ি এতৎ কাতর্য্যং ন উপপদ্যতে ন যোগ্যং ভবতি হে পরন্তপ শত্রু-তাপন ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা বিহায় যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন! এ রকম ক্লীবের মত কাতর হওনা। এ রকম কাতরতা তোমার উপযুক্ত নয়। মনের এই সামান্য দুর্ব্বলতা ত্যাগ ক'রে যুদ্ধের জন্য উঠে পড়।

যৌগিক—এখন সাধক বুঝচেন যে তিনি পৃথার পুত্র। পৃথা বলে সেই শক্তিকে, যে শক্তির বলে একভাব ত্যাগ করে অন্যভাব গ্রহণ কর্ত্তে পারা যায় অতএব পৃথার পুত্র হওয়ায় সাধকও সাংসারিক মায়ার বশে যে ভাব মনে এসেছে সেইভাব ত্যাগ ক'রে আত্মভাব, ব্রহ্মভাব গ্রহণ করতে

পারে না। অতএব এই রকম শক্তি সম্পন্ন হ'য়ে, সাধকের আর ক্লীবের মত পুরুষকার বিহীন হ'য়ে জড়ভাবাপন্ন হয়ে থাকা শোভা পায় না, কারণ তিনি পরন্তপ, অর্থাৎ প্রকৃতিকে বশে আনবার ক্ষমতা পেয়েছেন। সেই জন্ত এই মনের সামান্ত দুর্ব্বলতা ত্যাগ ক'রে এখন উৎ অর্থাৎ উর্দ্ধে স্থিত হওয়াই ঠিক। বিষাদ আসার পূর্ব্বে যে উচ্চ'প'স্থান থেকে নেমে পড়েছিলেন সাধকের আবার সেই পস্থানে থাকার ইচ্ছা হলো। সেই ইচ্ছা তাঁর কূটস্থ চৈতন্তের স্থির জ্যোতিতে লক্ষ্য পড়ায় হয়ে উঠলো তাই এই দুই শ্লোক ভগবানের বাক্য।

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪॥

অন্বয়—হে অরিসূদন শত্রুদমন মধুসূদন বিপদ্বারণ অহং সংখ্যে যুদ্ধে পূজার্হৌ পূজাযোগ্যৌ ভীষ্মঞ্চ দ্রোণঞ্চ দ্বৌগুরু ইষুভিঃ বাণৈঃ যৈঃ সহ বাগ্ যুদ্ধমপি অযুক্তং কথং তৈঃ সহ বাণৈঃ প্রতিযোৎস্যামি বিরুদ্ধে যুদ্ধং করিষ্যমি ইতি [illegible] বাণত্যাগস্ত কারণং নতু কাতরতা।

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন বল্লেন, ভীষ্ম দ্রোণ আমার গুরু তাঁদের সঙ্গে বাকযুদ্ধও অন্যায় অতএব হে শত্রুতাপন মধুসূদন আমি কেমন করে যুদ্ধে তাঁদের বিরুদ্ধে বাণত্যাগ করবো। এই আমার যুদ্ধ ত্যাগের কারণ, কাতরতা নয়।

যৌগিক—প্রাণায়াম কর্ত্তে প্রাণের যেমন একবার উঁচুতে একবার নীচুতে গতি হয়, মনেরও তেম্নি তার সঙ্গে একবার উচ্চভাব একবার নিম্ন ভাব আসে। মনের উচ্চভাব আসায় সাধক মনে করচেন, প'স্থানে থেকে সূক্ষ্ম প্রাণ চালিয়ে শ্বাসের ঘা দিয়ে মনকে নিরোধ করবো কিন্তু তখনি আবার নীচ ভাব আসায় মনে করচেন মনকে নিরোধ কর্ত্তে গেলেই যে

আমিত্বের বলে আমি আমার বুদ্ধি সংসারে ছড়িয়ে পড়েচে সেই আমিত্ব (ভীষ্ম)ত থাক্‌বে না তাকে নাশ করতে হবে। আর মনের দ্বারা পরিচালিত সংস্কারজাত যে বুদ্ধি (দ্রোণ) যার বলে সাংসারিক বিষয়ের জ্ঞান হচ্চে, সেটাওত থাক্‌বেনা তাকে নাশ করতে হবে। কিন্তু এরাত নাশ করবার বস্তু নয় এদের পূজা করাই দরকার। এদের নাশ করবার সময় মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারা যায় না, সূক্ষ্ম প্রাণ চালিয়ে শ্বাসের ঘা দোব কি করে? (একেই বাণ দ্বারা যুদ্ধ করা বলচেন)। সাধক সাধনায় সাংসারিক ভাব নষ্ট কর্ত্তে যাচ্চেন কিন্তু মায়ার টানে জ্ঞান ঢাকা পড়ে গিয়ে সন্দেহ আস্‌ছে। তাই মধুসূদনকে লক্ষ্য করে বলচেন। যতক্ষণ আত্ম-জ্যোতিতে লক্ষ্য স্থির থাকে, আত্মভাব প্রবল থাকে ততক্ষণ সাধকের নারায়ণ অবস্থা তখন ভগবান সেজে আত্মজ্ঞানের কথা বলেন, আর যাই চঞ্চলতা এসে মায়ার টানে পড়ে যান তখনই বিষয় জ্ঞান এসে পড়ে আর সংশয় হয়। সেইটাই জীবভাব তখন অর্জ্জুন সেজে সংশয় নাশের জন্য আত্মভাবকে গুরু বলে মেনে নেন আর আত্মভাবের কাছেই তার মীমাংসা হয়।

গুরূন হত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থ কামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্ ॥৫॥

অন্বয়—তর্হি তান হত্বা তব দেহ যাত্রাপিনস্যাদিতিচেৎ? তত্রাহ মহানুভাবানমহাত্মনঃ গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্ অহত্বা ন বিনাশ্য পরলোক বিরুদ্ধং গুরু বধং অকৃত্বা ইহলোকে জগতি ভৈক্ষ্যং ভোক্তুং ভিক্ষান্নেনাপি জীবিতুং শ্রেয়ঃ মঙ্গলজনকং ভবতি। অর্থকামান অর্থলুব্ধান্ গুরূন হত্বা যুদ্ধে বধং

কৃত্বা ইহ জগতি রুধির প্রদিগ্ধান্ শোণিতলিপ্তান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াম ?

বঙ্গানুবাদ—মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি গুরুদেব বধ না ক'রে যদি ইহলোকে ভিক্ষা করেও খেতে হয় সেও ভাল। কিন্তু অর্থলোভ বশতঃ যুদ্ধ কর্ত্তে হয়ে প্রস্তুত এই গুরুদেব বধ ক'রে যে ভোগ লাভ হবে সেত আত্মীয়ের রক্তমাখা, তাই কি কর্ব্বো ?

যৌগিক—এই যে ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরু অর্থাৎ বিষয় জ্ঞান যা না হলে যে আমিত্ব ও বিষয় বুদ্ধি না থাকলে চলে না কাজেই তারা জীব ভাবের পক্ষে ছোট নয় খুবই মহৎ সেই দুটিকে বজায় রেখে যদি সকাম কর্ম্ম দ্বারা শরীর পাত কর্ত্তে হয় তাহলেও প্রকৃতির অধীনে থাকাই ভাল প্রকৃতির উপরে যাওয়া ভাল নয়, কেননা তাহলে অর্থাৎ আমিত্ব আর বিষয় বুদ্ধি নষ্ট হলে যে ভোগ লাভ হবে তাত সুখের নয় কেননা যাদের দিয়ে ভোগ কর্ত্তে হবে সেই সবের নাশ অর্থাৎ চোখ্ কাণ নাককে যদি আমার ব'লে বোধ না হয় তাহলে ভোগের কোন তৃপ্তিই থাকবে না।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো
যদ্বাজয়েম যদি বানো জয়েয়ুঃ
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

অন্বয়—যৎ বাজয়েম বয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ জেষ্যামঃ যদি বা নঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ যদি অস্মান্ জয়েয়ুঃ জেষ্যন্তি এতদুভয়োর্ম্মধ্যে কতরং কিং নাম নঃ অস্মাকং গরীয়ঃ অধিকতরঃ মঙ্গলজনকঃ ভবতি এতৎ ন বিদ্মঃ ন জানীমঃ। অস্মাকং জয়েঽপি পরাজয় এব যতঃ যানেব ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ আত্মীয়ম্মন্যান্ হত্বা রণে নিহত্য ন জিজীবিষামঃ জীবিতু মিচ্ছামঃ তে অমী ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয়াঃ বীরাঃ প্রমুখে যুদ্ধক্ষেত্রস্য সম্মুখে অবস্থিতাঃ যোদ্ধুকামা আসতে

বঙ্গানুবাদ—আমরা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের যুদ্ধে হারাবো বা তারা আমাদের হারাবে এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা আমাদের ভাল তাই বুঝতে পাচ্চিনা কারণ যে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা ম'লে আমরাও বেঁচে থাক্তে চাই না, তারাইত যুদ্ধের সুমুখে দাঁড়িয়েছে, তাদের সঙ্গেইত যুদ্ধ কর্ত্তে হবে।

যৌগিক—পূর্ব্বের ভাবনার পর সাধক আবার ভাবচেন এখন কি করি? যদি সাধনের দ্বারা প্রকৃতিকে বশ করা যায় তা'হলেত যাদের নিয়ে বিষয় ভোগ কর্ত্তে হবে তারাইত সেই বিষয় বৃত্তিগুলোত এখন যুদ্ধ কর্ত্তে দাঁড়িয়েচে, তারা নষ্ট হলে আর বেঁচে থাকার সুখ কি? আবার প্রকৃতির বশে যদি থাকি তা'হলে সংসার ভাব যেমন তেম্নিই রইলো। তা'হলে প্রকৃতির বশে থাকা ভাল, না প্রকৃতিকে বশে আনা ভাল এ দুয়ের কোনটা ভাল তাত বুঝতে পাচ্চি না।

কার্পণ্যদোষাপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭॥

অন্বয়—এতান হত্বা কথং জিজীবিষাম ইতি কার্পণ্যং কুলক্ষয় কৃতদোষঃ চ, তাভ্যাং উপহতঃ অভিভূতঃ স্বভাবঃ য স্য স অহং ধর্ম্ম সংমূঢ় চেতাঃ যুদ্ধং পরিত্যজ্য ভিক্ষান্নং শ্রেয়ঃ ইতি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মঃ অধর্ম্মঃ বা ইতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্ ত্বাং পৃচ্ছামি জিজ্ঞাসয়ামি অতো মে যৎ নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ মঙ্গলজনকং স্যাৎ ভবেৎ তৎ ব্রূহি উপদিশ। অহং তে শিষ্যঃ শাসনার্হঃ অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং শাধি শিক্ষয়।

বঙ্গানুবাদ—ওরা মলে বাঁচবো কি কত্তে ও কুলক্ষয় হলে দোষ হবে এই চিন্তায় অভিভুত হয়েছি, যুদ্ধ না করে ভিক্ষা করে খাব এই বলেও ধর্ম্ম

বিষয়ে আমার বুদ্ধিতে সন্দেহ এসেছে। এখন আমার কি করলে শ্রেয় হবে তাই বলুন, আমি আপনার শিষ্য, শরণাপন্ন হলাম, আমাকে উপদেশ দিন।

যৌগিক—সাধকের একবার বিষয় জ্ঞানের ভাব আসচে একবার আত্মভাবের উদয় হচ্ছে সুতরাং সাধক এখন কি ভাল বুঝতে পাচ্চে না, তাই গুরুপদে আত্ম সমর্পন কচ্চেন। এই আত্ম সমর্পন না কল্লে কিছুতেই অন্তর্দৃষ্টি ফোটে না, তত্ত্বজ্ঞানও হয় না।

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণ মিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যং ॥৮॥

অন্বয়—ভূমৌ পৃথিব্যাং অসপত্নং নিষ্কণ্টকং ঋদ্ধং সমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণাং দেবানাং আধিপত্যং সুরেন্দ্রত্বং অবাপ্য প্রাপ্য অপি ইন্দ্রিয়াণাং উচ্ছোষণং অতি শোষণকরং মম শোকং যৎ কর্ম্ম অপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ তদহং ন প্রপশ্যামি।

বঙ্গানুবাদ—এই পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্যই পাই বা স্বর্গরাজত্বই পাই এমন কিছু দেখচি না যাতে আমার ইন্দ্রিয়গণের সন্তাপজনক এই শোক অপনীত হয়।

যৌগিক—ভূমি বল্‌তে এখানে শরীরকে বোঝাচ্চে এই শরীরের উপর যে নিষ্কণ্টক রাজ্য অর্থাৎ সকল বিঘ্ন শূন্য যে যোগসিদ্ধি ও বিভূতি আর সুরাধিপত্য স্বর্গরাজ্য সহস্রার তাতে যে অচঞ্চল স্থিতি। সাধক বলচেন যোগ সিদ্ধ হয়ে বিভূতিবানই হই আর সহস্রারে অচঞ্চল স্থিতি লাভই হোক্ ইন্দ্রিয়গুলো নষ্ট হয়ে যাবে বলে আমার মন খারাপ হয়েচে সে ভাবত যাচ্চে না।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দ মুক্ত্বাতুষ্ণীং বভূবহ ॥৯॥

অন্বয়—পরন্তপঃ শত্রুদমন গুড়াকেশঃ নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুনঃ হৃষীকেশং ইন্দ্রিয়নিয়ন্তারং ভগবন্তং এবং পূর্ব্বপ্রকারেণ উক্ত্বা কথয়িত্বা ন যোৎস্যে যুদ্ধং ন করিষ্যামি ইতি গোবিন্দং উক্ত্বা তুষ্ণীং নীরবং বভূব হ স্থিতঃ।

বঙ্গানুবাদ—সঞ্জয় বল্লেন, শত্রুদমনকারী নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুন ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা হৃষীকেশকে এই কথা বলার পর আমি যুদ্ধ করবো না এই কথা গোবিন্দকে ব'লে চুপ করে রইলেন।

যৌগিক—সাধকের তখনও নিদ্রাজয়ী অবস্থা অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত ভাবে নিদ্রা ভোগ করেন আর পরন্তপ অবস্থা যে সব বিঘ্ন এসে পড়ে তারাই পর অর্থাৎ শত্রু সেই শত্রুগুলোকে যিনি দমন কর্ত্তে পেরেচেন, শীত উষ্ণ প্রভৃতি ভাব যাকে ক্রিয়া থেকে বিরত কর্ত্তে পারে না সেই আসন সিদ্ধ অবস্থা। সেই অবস্থা আছে বলেই তিনি দেখেন যে কূটস্থ চৈতন্যই ইন্দ্রিয়গুলোর নিয়ন্তারূপে রয়েচেন। তারপর যাই মনে হয় আর ক্রিয়া করবো না তাই গোবিন্দ ভাবের দর্শন হয়। দেখেন যে কূটস্থ চৈতন্যই (গো অর্থে পৃথিবী) তার শরীর কোষের (বিন্দতি পালয়তি) পালকরূপে অধিষ্ঠিত তাই তখনই নিস্তব্ধ অবস্থা পান সেই সময় ইন্দ্রিয়গুলো আর কাজ করে না মনও চেষ্টা শূন্য হয় আর নিরালম্ব অবস্থা আসে সেই অবস্থায় কূটস্থ পানে দৃষ্টি স্থির হয় আর সংশয়ের মীমাংসা হ'তে থাকে।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০॥

অন্বয়—হে ভারত বংশোৎপন্ন হৃষীকেশঃ ইন্দ্রিয় নিয়ন্তা ভগবান্ প্রহসন্ ইব প্রসন্নমুখঃ সন্ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং বিষাদযুক্তং তং অর্জ্জুনং ইদং বচঃ ইদং বাক্যং উবাচ কথয়ামাস।

বঙ্গানুবাদ—হে ভরত বংশজ! হৃষীকেশ প্রসন্নমুখে উভয় সেনার মধ্যে বিষাদযুক্ত অর্জ্জুনকে এই কথা বল্লেন।

যৌগিক—সেই নিরালম্ব অবস্থা এলেই কূটে আলো জ্বলে ওঠে, চিদাকাশ জ্যোতির্ম্ময় হয়, তাই প্রহসন্ বলেচেন আর দুদিকে দুরকমের বৃত্তি দেখ্‌তে পেয়ে মন কোন বৃত্তি না লয়ে আপনাতে আপনি থাকায় বিষয় পাইনি ব'লে যে বিষাদ হয়েছিল সেটা তখনও যায় না তাই উভয় সেনার মাঝখানে বিষাদযুক্তাবস্থা বলেচেন। সেই অবস্থায় কূটস্থ মধ্যবর্ত্তী যে শ্রী বিন্দু আছে তাথেকেই যেন এই মীমাংসিত কথা শোনা যায়, সেই সেই ভাবের জাগরণ হয়।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূন গতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

অন্বয়—পরমার্থারূপেণনিত্যত্বাৎ অশোচ্যান্ শোকস্যাবিষয়ীভূতান্ বন্ধুং স্বমন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি তে ম্রিয়ন্তেমন্নিমিত্তং অহং তৈর্ব্বিনাভূতঃ কিং করিষ্যামি রাজ্য সুখাদিনা ইতি ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ প্রজ্ঞাবতাং বুদ্ধি মতাং বাদাংশ্চ কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে ইত্যাদি বচনানি ভাষসে ত্বং এতৎ মৌঢ্যং পাণ্ডিত্যং চ বিরুদ্ধমাত্মনি দর্শয়সি যতঃ গতাসূন্ গতপ্রাণান্ মৃতান্ অগতাসূন্ অগতপ্রাণান্ জীবতশ্চ পণ্ডিতাঃ আত্মজ্ঞাঃ বিবেচিনঃ ন অনুশোচন্তি।

বঙ্গানুবাদ—তুমি এই যে ভীষ্ম দ্রোণাদির জন্য শোক করচো তারা শোকের বস্তু নয় কারণ পরমার্থ স্বরূপে তারা নিত্য, তাহলেই অবিবেকের

পরিচয় দিচ্ছ, আবার বিবেকীর মত বল্‌চ তাঁরা গুরু তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে বাণ প্রয়োগ করে মারবো কি করে? কিন্তু যাঁরা আত্মজ্ঞ বিবেকী তাঁরা মৃতের জন্যই বলো আর জীবিতের জন্যই বলো কারুরই জন্য শোক করেন না।

যৌগিক—যখন বৃত্তিগুলো চঞ্চল থেকে কাজ করে তখন তাদের জীবিত বলা যায়; তারা স্থির হয়ে আত্মায় মিশে গেলেই মরে গেল। ক্রিয়ার পরাবস্থা যে সাধক পেয়েছেন, তাঁর তখন ঐ সব বৃত্তিগুলো চঞ্চল আছে কি স্থির হয়েচে তাহা তিনি দেখেন না। "ইন্দ্রিয়ান্ ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্" ইন্দ্রিয়গুলো ইন্দ্রিয়ের কাজ করে করুক, না করে না করুক এই অবস্থা আসে। সাধক তখন শ্রীবিন্দু থেকে এই শুন্‌চেন অর্থাৎ তাঁর এই ভাবের উদয় হচ্চে যে, স্থিতিপদ লাভ হলে তাঁর পূর্ব্বের অবস্থা আসে কিন্তু আমার তা হয়নি কেননা পাছে অস্মিতা বা বিষয় বুদ্ধি যায় আমি সেই জন্য শোকে আকুল হয়েছি; অথচ নিজে গুরু সেজে এরা নাশের বস্তু নয় পূজা করবারই বস্তু প্রভৃতি পাকাম কথা কচ্চি তা' হলেই বোঝা যাচ্চে আমার স্থিতি পদ লাভ হয়নি।

নত্বেবাঽহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥১২॥

অন্বয়—অহং জাতু কদাচিৎ ন আসং ইতি ন কিন্তু আসমেব। তথা ন ত্বং নাসীঃ কিন্তু আসীরেব। তথা ন ইমে জনাধিপাঃ ন আসন্ কিন্তু আসন্ এব। তথা ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ কিন্তু সর্ব্বে বয়ং অতঃ দেহ-বিনাশাৎ পরং উত্তরকালেঽপি ভবিষ্যামঃ।

বঙ্গানুবাদ—আমি এর পূর্ব্বে কখন ছিলাম না তা নয়, তুমি ছিলে না তাও নয়, এই সব লোকেরা ছিল না তাও নয়, অর্থাৎ আমরা সবাই এই দেহের পূর্ব্বে ছিলাম, আবার এই দেহ নাশের পরও সবাই থাক্‌বো।

যৌগিক—আমি বলতে আত্মভাব, তুমি বলতে জীবভাব আর জনাধিপ বলতে প্রধান প্রধান বৃত্তিগুলো, জীব যতক্ষণ না মোক্ষ লাভ করে ততক্ষণ তাকে দেহ থেকে দেহান্তর পেতে হয় তা' হলেই এই দেহের পূর্ব্ব দেহে জীবের আত্মভাব জীবভাব আর প্রধান প্রধান বৃত্তিগুলো ছিল আবার যদি দেহ বিলয় না হয় পুনর্ব্বার দেহ ধারণ কর্ত্তে হয় তা' হলেও সব থাকবে। জন বলতে যাহা জন্মায়, আর অধিপ বলতে শ্রেষ্ঠ। মনোবৃত্তিগুলো জন্মায় সেই জন্য জনাধিপ বলতে শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তিসমূহ।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র নমুহ্যতি ॥১৩॥

অন্বয়—দেহিনঃ দেহাভিমানিনঃ জীবস্য অস্মিন দেহে স্থূল শরীরে যথা কৌমারং বাল্যাবস্থা যৌবনং মধ্যমাবস্থা তরুণাবস্থা জরা জীর্ণাবস্থা তাসাং প্রথমাবস্থানাশে ন নাশঃন্ দ্বিতীয়াবস্থোপজননে ন উপজননং তথা দেহাদন্যদেহো দেহান্তরং তস্য প্রাপ্তিঃ অবিক্রিয়স্য এব আত্মনঃ, ধীরঃ ধীমান্ তত্র দেহনাশোৎপত্তৌ নমুহ্যতি ন মোহমাপদ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—দেহধারী জীবের বর্ত্তমান দেহে একবার বাল্যকাল, একবার যৌবন একবার বৃদ্ধকাল হয়, কিন্তু জীব যা তাই থাকে তার নাশ হয় না। তেমনি এক দেহ গিয়ে অন্য দেহ পেলেও আত্মার নাশ হয় না। যারা বুদ্ধিমান তারা দেহ নাশ হবে বলে মোহ প্রাপ্ত হয় না।

যৌগিক—এক দেহেরই পৃথক পৃথক অবস্থার মত জীবের ভিন্ন ভিন্ন দেহ হয় যারা ধীর অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি স্থির হয়েচে তারা মোহে পড়ে আলাদা আত্মা মনে করে না।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥

অন্বয়—হে কৌন্তেয় কুন্তিনন্দন অর্জ্জুন, মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিঃ ইতি মাত্রা ইন্দ্রিয় বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়ৈঃ সম্বন্ধাঃ মাত্রাস্পর্শাঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখদা শীতং উষ্ণং সুখং দুঃখঞ্চ প্রযচ্ছন্তি ইতি তে আগমাপায়িনঃ অতএব অনিত্যাঃ উৎপত্তিবিলয়রূপত্বাৎ হে ভারত তান্ তিতিক্ষস্ব শীতোষ্ণাদীন্ সহস্ব। তেষু চ হর্ষ বিষাদং মাকার্ষীঃ।

বঙ্গানুবাদ—হে কুন্তিনন্দন, ইন্দ্রিয়গুলোর সঙ্গে যখন বিষয়ের সম্বন্ধ হয় তখন কখন শীত হয় কখন গরম হয় কখন সুখ হয় কখন বা দুঃখ হয়। কিন্তু সে ভাব অনিত্য—আসে আবার চলে যায়। হে ভারত, তাদের সহ্য কর। তাতে হর্ষ বিষাদ করো না।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

অন্বয়—হে পুরুষর্ষভ নরশ্রেষ্ঠ যং সমদুঃখসুখং ধীরং সুখদুঃখপ্রাপ্তৌ হর্ষ বিষাদরহিতং ধীমন্তং যং পুরুষং পৌরুষযুক্তং জীবং এতে মাত্রাস্পর্শাদয়ঃ ন ব্যথয়ন্তি চালয়ন্তি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুঃ স অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—হে নরশ্রেষ্ঠ, যে বুদ্ধিমান ব্যক্তির সুখে দুঃখে সমান হ'য়ে গেছে, যাকে শীত গরম সুখ দুঃখে ব্যথা দিতে পারে না, সে মোক্ষ লাভ কর্ত্তে পারে।

যৌগিক—সুষুম্নার ভিতর দিয়ে প্রাণ চালাতে চালাতে রূপ-রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ কত রকম আনন্দজনক রূপ ধরে এসে সাধককে মোহিত করতে চেষ্টা করে, সেগুলো অনিত্য—স্থায়ী হয় না; কখন বা সুখ দেয় কখন বা দুঃখ দেয়। কিন্তু সেগুলোকে সহ্য ক'রে তাদের মোহে না ভুলে যে সাধক স্থির বিন্দুতে মন স্থির করতে পারে সেই মোক্ষ লাভের অধিকারী।

নাহসতো বিদ্যতে ভাবঃ নাভাবো বিদ্যতে সতঃ
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

অন্বয়—অসতঃ অনাত্ম ধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ আত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে তথা সতঃ সৎ স্বভাবস্য আত্মনঃ অভাবঃ নাশঃ ন বিদ্যতে। এবং উভয়োঃ অনয়োঃ সদসতোঃ অন্তঃ নির্ণয়ঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ যাথার্থ্যবেদিভিঃ দৃষ্টঃ। ত্বমপি তত্ত্বদর্শিনাং দৃষ্টিমাশ্রিত্য শোকং মোহং চ হিত্বা শীতোষ্ণাদীনি নিয়তানিয়তরূপানি দ্বন্দ্বানি —বিকারোহয়ং অসন্ এব মরীচি জলবৎ মিথ্যা অবভাসতে ইতি মনসি নিশ্চিত্য তিতিক্ষস্ব।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল শীত উষ্ণ প্রভৃতি ভাব সহ্য করা কঠিন কি করে সহ্য করবো? তাই বলচেন আত্মার শীতোষ্ণাদি ভাব নাই, সুতরাং অনাত্মধর্ম্মী শীতোষ্ণাদি সদ্‌বস্তু নয়; আর আত্মাই সদ্‌বস্তু—কিছুতেই এর অভাব হয় না। তা'হলে আত্মা নিত্য পদার্থ আর শীতোষ্ণাদি বিকার অনিত্য, মিথ্যা জ্ঞান থেকে উৎপন্ন, এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানীদের মত মনে স্থির করে সহ্য করো।

যৌগিক—প্রাণায়াম কর্ত্তে কর্ত্তে যখন সমাধির অবস্থা আসে তখন বেশ বোঝা যায় একটা ক'রে কার্য্য তার কারণে মিশে লয় পেয়ে যাচ্চে। পৃথ্বিতত্ত্বটা জলে মিশে গেল, জল তেজে মিশলো, তেজ বাতাসে, বাতাস আকাশে, আকাশ মনে, মন বুদ্ধিতে—এই রকম করে কার্য্যগুলো কারণে লয় হ'তে হ'তে শেষকালে যা বাকী থাকে সেইটাই সৎ, তার আর লয় হয় না। আর ঐ কার্য্যগুলো সবই অসৎ কারণ তারা সবই থাকে না লয় হ'য়ে যায়। এই কার্য্য থেকে কারণের দর্শনকেই তত্ত্বদর্শন বলে। সেই তত্ত্বদর্শী যাঁরা, তাঁরা অনুলোমক্রমে যেমন দেখেন কার্য্য কারণে লয় হচ্ছে আবার সমাধি ভঙ্গে তেমনি দেখেন সেই কারণ থেকেই আবার বিলোমক্রমে কার্য্যগুলো একে একে সব উপস্থিত হচ্ছে। মন স্থির কর্ত্তে না পেরে কার্য্যে

যদি আটকে যায়, তা' হলেই বাঁধা পড়ে যেতে হয়। আর লক্ষ্য স্থির রেখে সর্ব্ব কারণের কারণে পৌছুতে পারলেই মুক্তি লাভ হয়।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭॥

অন্বয়—তৎতু সদ্বস্তু অবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি অবেহি যেন সতা ব্রহ্মণা ইদং সর্ব্বং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তং। অস্য অব্যয়স্য উপচয়াপচয়হীনস্য• ব্রহ্মণঃ বিনাশং অভাবং কর্ত্তুং সাধয়িতুং ন কশ্চিৎ ঈশ্বরোঽপি অর্হতি শক্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—আকাশ যেমন ঘটাদিকে বেপে থাকে, সেই রকম আকাশের সহিত এই সমগ্র বিশ্বকে যিনি বেপে আছেন সেই ব্রহ্মের বিনাশ নাই। সেই হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য যে আত্মা ব্রহ্ম, তাকে বিনাশ কর্ত্তে কেউ পারে না, ঈশ্বরও পারেন না।

যৌগিক—এই সবিকল্প সমাধিকালে সাধক দেখেন তাঁর চব্বিশ তত্ত্ব এক একটী ক্রমে ক্রমে লয় হ'তে হ'তে আত্মামাত্র বাকী থাকে আবার সমাধিভঙ্গে সব পূর্ব্বের মতন হয়, সুতরাং তার সংশয় হয় যে তার দেহটা যদি না থাকে, নাশ পায়, তাহলে আত্মাও নাশ পাবে। সেই সংশয় নাশ করবার জন্য ভগবানের এই শ্লোকে সাধক বুঝতে পারচেন যে তাঁর ঐ আত্মাই শুধু তাঁরদেহটীর সব জায়গা বেপে আছে তা নয়, সমস্ত বিশ্বই বেপে আছে—দেহটা থাকুক আর না থাকুক আত্মা কখন নাশপ্রাপ্ত হয় না। তার উৎপত্তিও নাই বিনাশও নাই—একে নাশ কর্ত্তে কেউ পারে না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮॥

অন্বয়—নিত্যস্য সর্ব্বদা একরূপস্য অনাশিনঃ বিনাশরহিতস্য অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছিন্নস্য শরীরিণঃ শরীরবতঃ আত্মনঃ ইমে দেহা সুখদুঃখাদিধর্ম্মকাঃ দেহা অন্তবন্তঃ নাশশীলাঃ উক্তাঃ কথিতাঃ তস্মাৎ হেতোঃ হে ভারত যুধ্যস্ব যুদ্ধাদুপরমং মাকার্ষীঃ।

বঙ্গানুবাদ—ত্রিলোকের মধ্যে যত রকম প্রাণি দেহ আছে সমস্তই এক জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মারই অধিষ্ঠান ভূমি। এই আত্মা চিরকাল এক রকম থাকে কাজেই নিত্য ; কালের ধ্বংস যদি হয় তা' হলেও আত্মার ধ্বংস হয় না, সুতরাং আত্মা অবিনাশী আর চৈতন্যস্বরূপ। আত্মার প্রমাণ প্রমেয়াদির অপেক্ষা নাই—আত্মা অপ্রমেয়। কিন্তু আত্মার অধিষ্ঠান ভূমি প্রাণি দেহ মাত্রই নাশশীল—থাকবার নয়। তবে আত্মার নাশ হবে সেই ভয়ে যুদ্ধে বিরত থাকবার দরকার নাই। আর ভীষ্ম দ্রোণাদির দেহও থাকবার নয়। সুতরাং তাহার নাশ ভয়ে তোমার কর্ত্তব্য ব'লে যে যুদ্ধে নিযুক্ত হ'য়েছিলে তা থেকে বিরত হইও না।

যৌগিক—সাধকের কূটস্থ থেকে ভাবের জাগরণ হচ্চে যে, আত্মা নিত্য, কখন নাশ হবে না—আত্মা অনন্ত, আর তুলনা শূন্য। শরীর মায়ার বিকার মাত্র, অনিত্য। যে সব বৃত্তি নাশপ্রাপ্ত হবে বলে সাধনা ত্যাগ করবার ইচ্ছা হয়েছিল সে সব বৃত্তি থাকবার নয়, ধ্বংস হবেই। তা' হলেই আত্মার নাশপ্রাপ্ত হবার আশঙ্কাও নেই, আর বিষয়মুখী বৃত্তিগুলো থাকেও না থাকবেও না, তবে আর সাধন থেকে বিরত হই কেন ?

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

অন্বয়—যত্তু মন্যসে যুদ্ধে ভীষ্মাদয়ো ময়া হন্যন্তে—অহমেব এষাং হন্তা—এষা বুদ্ধি মৃষৈবতে। কথং ? যঃ এনং আত্মানং হন্তারং হনন ক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তারং বেত্তি জানাতি যশ্চ অবিবেকী এনং আত্মানং হতং হনন ক্রিয়ায়াঃ,

কর্ম্মভূতং মন্যতে তৌ উভৌ আত্মস্বরূপানভিজ্ঞৌ ন বিজানীতঃ ন জ্ঞাতবন্তৌ যৎ অয়ং আত্মা ন হন্তি ন হনন ক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা ভবতি ন হন্যন্তে ন চ কর্ম্ম ভবতীত্যর্থঃ অবিক্রিয়ত্বাৎ॥

বঙ্গানুবাদ—তুমি যে মনে করচো ভীষ্মাদি আমার দ্বারা হত হবে, আমি তাদের হন্তা হবো এটা তোমার ভ্রান্ত বুদ্ধি, কারণ যে আত্মাকে হন্তা মনে করে, আর যে আত্মাকে হত মনে করে তারা দুজনেই জানে না যে, আত্মা মারেও না, মরেও না।

যৌগিক—উপরে স্থিতিপদ লাভ হলেই যখন আত্মা এক ব'লে মনে হলো, তখন কে কাকে মারবে, কেবা মরবে—আত্মা ত অমর, সুতরাং ও ভাবনাটা মিছে। সমুদ্রের তরঙ্গের মত যখন আত্মা থেকেই ঐসব বৃত্তি আপনিই ওঠে আবার আত্মাতেই আপনিই লয় হয়, তখন 'আমি'কে আত্মা থেকে স্বতন্ত্র মনে ক'রে আর বৃত্তিগুলোকেও আলাদা মনে ক'রে ভুলই হয়েছে, কারণ আমিও সেই আত্মা, বৃত্তিগুলোও সেই আত্মা—এক ছাড়া দুটো ভাবাই ভুল।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০॥

অন্বয়—আত্মা কদাচিৎ ন জায়তে ন উৎপদ্যতে জনি লক্ষণা বস্ত বিক্রিয়া আত্মনো ন বিদ্যতে। ন ম্রিয়তে বা বিনাশলক্ষণা বিক্রিয় ন বিদ্যতে চ। অয়ং ভূত্বা উৎপদ্য ন ভবিতা অস্তিত্বং ভজতে জন্মানন্তরাস্তি লক্ষণ বিকার নাস্তি। অয়মাত্মা অভূত্বা বা ন ভূয় ভবিতা দেহবন্ন পুনঃ জায়তে। অতঃ অজঃ ন জায়তে নিত্যঃ ন ম্রিয়তে যৌবনাদিমধ্যবিকার-শূন্য অতঃ শাশ্বতঃ ন অপক্ষীয়তে অয়ং পুরাণঃ অয়মাত্মা নিরবয়বত্বাৎ

পুরাঽপি নব এব ইতি পুরাণঃ ন বর্দ্ধতে ইত্যর্থ শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে ন বিনশ্যতি ইতি ষড়বিকাররহিতঃ। ন জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি ইত্যেবং ষড়ভাববিকাররহিতঃ অয়ং আত্মা ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ—শাস্ত্রে দেহের ছয়টা বিকারের কথা আছে। (১) জন্ম (২) অস্তিত্ব (৩) বৃদ্ধি (৪) বিপরিণাম (৫) অপক্ষয় (৬) বিনাশ। আত্মার বিকার নাই। কারণ, আত্মা জন্মায় না—প্রথম বিকার নাই; মরেও না, শেষ বিকার নাই। জন্ম মরণ না থাকায় নিত্য সৎ স্বরূপ, কাজেই অস্তি বিকারও নাই। নিত্য সর্ব্বদা একরূপ অর্থাৎ বৃদ্ধিবিকার নাই। শাশ্বত অর্থাৎ অপক্ষয়-বিকার শূন্য ও পুরাণ—পরিণাম বিকারশূন্য। আত্মা এই রকম বিকার শূন্য তাকে অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি দ্বার কোন রকমেই মারা যায় না।

যৌগিক—সাধক এখন বুঝেচেন যে শরীর ও শরীরের বৃত্তিগুলির ছয় রকম বিকার হয় বটে, কিন্তু আত্মার বিকার হয় না। বিকারি বস্তুগুলি সবই ঐ অবিকারি আত্মাতেই পরিণত হয়। আত্মাকে কোন রকমেই ধ্বংস করা যায় না।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১॥

অন্বয়—য এনং আত্মানং অবিনাশিনং অন্ত্যভাববিকাররহিতং নিত্যং বিপরিণামরহিতং অজং জন্মরহিতং অব্যয়ং অপক্ষয়রহিতং বেদ জানাতি হে পার্থ স পুরুষঃ বিবেকী জনঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি এবং ভূতস্য বধে সাধনাভাবাৎ তথা স্বয়ং প্রয়োজকোভূত্বা অন্যেন কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি ন কঞ্চিদপি ন কুথঞ্চিদপি ইত্যর্থঃ। অনেন যদ্যপি প্রযোজকত্বাৎ দোষদৃষ্টিং ব্যাকার্যীরিতি।

বঙ্গানুবাদ—হে পার্থ, যে বিদ্বান ব্যক্তি জানেন যে, আত্মা মরে না জন্মায়ও না, এর পরিণামও নাই, অপক্ষয়ও নাই, সেই বিবেকী কাহাকেই বা মারবে আর কেমন করেই বা মারবে, অথবা নিজে প্রযোজক হয়ে কাহাকেই বা হত্যা করাবে, কেমন করেই বা হত্যা করাবে, আমি প্রযোজক হচ্চি ব'লে আমার যে দোষ দিবে, তা নয়।

যৌগিক—ক্রিয়া দ্বারা যখন বোঝা যায় যে, আত্মা বিকারশূন্য তখন পরাগতি লাভ হয়—তখন আর আমি বধ করবো বা অমুক বধ করবার জন্য বলচে একথা অর্থ শূন্য হয়ে যায়, কারণ যখন আত্মা এক ভিন্ন দুটি নাই তখন বধ করবেই বা কে, বধ হচ্চেই বা কে, অথবা বধ করাচ্চেই বা কে ?

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

অন্বয়—নরো মনুষ্যঃ যথা জীর্ণানি দুর্ব্বলতাং গতানি বাসাংসি বস্ত্রাণি বিহায় পরিত্যজ্য অপরাণি নবানি নূতনানি বাসাংসি গৃহ্ণাতি আদত্তে তথা দহী আত্মা জীর্ণানি জরসাশীর্ণানি শরীরাণি দেহানি বিহায় পরিত্যজ্য অন্যানি অপরানি নবানি নূতনানি সংযাতি সমাশ্রয়তে।

বঙ্গানুবাদ—কাপড় পচে গেলে মানুষ যেমন তাকে ছেড়ে নূতন কাপড় পরে, সেই রকম শরীরও জীর্ণ হলে সেই শরীর ত্যাগ ক'রে আত্মা নূতন দেহ আশ্রয় করে।

যৌগিক—আত্মার বিকার নেই কিন্তু সংসারে ত রোজ জীব মরচে দেখা যায়, সে-মরণটা কি রকম তাই বোঝাবার জন্য ভগবান বলচেন পুরাণো

কাপড় ছেড়ে ফেলে যেমন নূতন কাপড় পরে সেই রকম পুরাণ অপটু দেহটাকেও ছেড়ে আত্মা নূতন দেহে প্রবেশ করে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—এনং আত্মানং শস্ত্রানি অস্ত্রাদীনি ন ছিন্দন্তি নিরবয়বত্বান্নাবয়ববিভাগং কুর্ব্বন্তি পাবকঃ অগ্নিঃ এনং আত্মানং ন দহতি ভস্মী করোতি আপো এনং আত্মানং ন ক্লেদয়ন্তি অপাং হি সাবয়বস্থবস্তনঃ আদ্রীভাব করণেন অবয়ব বিশ্লেষাপাদনে সামর্থ্যং তন্ননিরবয়ব আত্মনি সম্ভবতি। মারুতঃ বায়ুরপি এনং ন শোষয়তি স্নেহশোষণেন নাশয়তি।

বঙ্গানুবাদ—যে সব জিনিষের অবয়ব আছে তাদেরই শস্ত্র দ্বারা কাটতে পারা যায়, আগুনে পোড়াতে পারে, জলে পচাতে পারে ও বাতাসে শুকাতে পারে। কিন্তু আত্মার ত আর অবয়ব নাই, তাই আত্মাকেও সব দ্বারা নাশ কর্ত্তে পারা যায় না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—অয়ং আত্মা অচ্ছেদ্যঃ ছেদনাযোগ্যঃ অদাহ্যঃ দাহনাযোগ্যঃ অক্লেদ্যঃ ক্লেদনাযোগ্যঃ অশোষ্যঃ এব শোষণাযোগ্যঃ এব চ। এতৈঃ শস্ত্রাদিভিঃ অবিনাশ্যঃ অতঃ নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপঃ নিত্যত্বাৎ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বত্রবিস্তৃতঃ সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাণুঃ স্থাণুরিবস্থিরঃ এবং স্থিরত্বাৎ অয়ং আত্মা অচলঃ পূর্ব্বরূপোঽপরিত্যাগী অতঃ সনাতনঃ চিরন্তনঃ ন কারণাৎ কুতশ্চিন্নিষ্পন্নঃ।

বঙ্গানুবাদ—শস্ত্র, আগুন, জল ও বাতাসের দ্বারা আত্মাকে নাশ করা যায় না, সেই জন্য আত্মা নিত্য সর্ব্বস্থানেই আছে, স্থিরভাবে আছে, অতএব

পূর্ব্বরূপ ত্যাগ করে না আর কোন কারণেও নিষ্পন্ন হয় না—চিরন্তন। আত্মা দুর্ব্বোধ্য বস্তু ব'লে এক কথার পুনরুক্তি করেছেন।

যৌগিক—আত্মা অবিকারী বস্তু আর শস্ত্র, অগ্নি, জল, বায়ু এরা সবই মায়িক বিকারে উৎপন্ন, কাজেই এদের শক্তি আত্মার উপর থাকবে কি করে? নির্ব্বিকারকে বিকারে কিছুই করতে পারে না তাতেই আত্মা আগুনে পোড়ে না, জলে পচে না, বাতাসে শুকোয় না, আর শস্ত্রেও কাটা যায় না; তাই আত্মা নিত্য জিনিষ, সকল বস্তু বেপে আছে, স্থির হয়েই আছে, কানরূপ বদল হয় না, যেমন তেমনই থাকে; কাজেই সনাতন বস্তু।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—অয়মাত্মা অব্যক্তঃ চক্ষুরাদিসর্ব্বকরণাবিষয়ঃ অচিন্ত্যঃ মনসোঽপ্য-বিষয়ঃ অতএব অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ানাং অপি অবিষয়ঃ ইতি উচ্যতে নিত্যত্বাদাবভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি তস্মাৎ এনং আত্মানং এবং যথোক্ত-প্রকারেণ বিদিত্বা জ্ঞাত্বা ত্বং অনুশোচিতুং ন অর্হষি হন্তাঽহমেষাং ময়ৈতে হন্যন্তে ইতি।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হয়েচে যে, এই আত্মাকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ স্পর্শ করতে পারে না, এমন দেখাচ্ছেন যে আত্মা সকল ইন্দ্রিয়েরই অবিষয়, আকাশেরও অবিষয়, কেননা শব্দের অবিষয় কর্ণের অবিষয় আর মনের অবিষয় তাহলেই পঞ্চভূত দশ ইন্দ্রিয় আর মন এ সকলের দ্বারা আত্মা গ্রহণীয় নয়। অতএব আত্মাকে এ রকম জেনে আর তোমার শোক করা উচিত নয়।

যৌগিক—সাধকের যে বিষাদ হয়েছিল, সেই জন্য বলেছিলেন যে ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলোকে নাশ করতে হবে ব'লে আমার যে শোক হচ্ছে তা যোগ-

সিদ্ধি পেলেও যাবে না আর স্থিতিপদ লাভ হলেও যাবে না। সেইজন্য তার উত্তরে ভগবান আত্মজ্ঞান দিয়ে তার শোক নাশ কচ্চেন। শ্রুতিতে বলে "তরতি শোকমাত্মবিৎ" আত্মজ্ঞান হলেই শোক থাকে না। আত্মজ্ঞানের উপদেশ করতে এক কথা পুনঃ পুনঃ বলতে হয়েচে, তা না হ'লে ধারণা হয় না। সাধক কূটস্থে লক্ষ্য করে বুঝতে পাচ্চেন আত্মা কোন বস্তু বা ভাবের বা বিষয়ের অধীন নয় এই আত্মভাব লাভ করতে গেলে ইন্দ্রিয়াদির জন্য এমন কি দেহের জন্যও শোক করা চলে না। এ অবস্থা ওপোরে উঠতে পারলে অনুভবের দ্বারা নিজ বোধে আসে। সাধক পূর্ব্বে মনে করেছিলেন যে ইন্দ্রিয়াদিকে রক্ষা ক'রে যদি আত্মজ্ঞান লাভের কোন উপায় থাকে তিনি তা নিতে প্রস্তুত, কিন্তু ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলোকে নাশ ক'রে তিনি আত্মজ্ঞান পেতে চান না ; তার উত্তরেও এখানে কয় শ্লোকে দেখান হলো যে আত্মা ইন্দ্রিয়গণের পঞ্চ মহাভূতের মনেরও বিষয়ীভূত নয়, সুতরাং ওদের দ্বারা কোন রকমে আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—অথ চ যদ্যপি এনং আত্মানং নিত্যজাতং নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে তথা তত্তদ্দেহেমৃতেচ মৃতং মন্যসে পুণ্যপাপয়োস্তৎ-ফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্মগামিত্বাৎ তথাপিত্বং শোচিতুং ন অর্হসি জন্মবতোনাশো নাশবতো জন্ম চৈতাববশ্যম্ভাবিনাবিতি।

বঙ্গানুবাদ—তুমি যদি মনে কর পুণ্য পাপের ফল আত্মাতে গমন করে, দেহ জন্মালে আত্মাতে জন্মায়, দেহ মলে আত্মাও মরে, তাহলেও তোমার শোক করা উচিত নয়। কারণ জন্ম হলেই নাশ, আর নাশ হলেই জন্ম নিশ্চয়ই ঘটবে।

যৌগিক—আত্মজ্ঞানের কথা ছেড়ে দিয়ে সাধারণ জাগতিক নিয়ম ধরে, ঘর পুড়ে গেলে ঘরের ভিতরের জিনিষও পোড়ে। এই নিয়মে দেহ হ'লে আত্মা হয় আর মলে আত্মা মরে যদি এই মনে কর, তাহলেও জন্মালেই মরণ হবে আর মলেই জন্মাবে এও জাগতিক নিয়ম আর খুব সত্যি, তবে শোক করছ কেন ?

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদ পরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭॥

অন্বয়—হি যতঃ জাতস্য স্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ নিশ্চিতঃ। মৃতস্য চ তদ্দেহকৃতেনকর্ম্মণা জন্মোঽপি ধ্রুবং নিশ্চিতং। তস্মাদ্ এবং অপরিহার্য্যেঽর্থে অবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং ন অর্হসি যোগ্যোভবসি।

বঙ্গানুবাদ—জন্মালেই মরবে একথা খুব সত্যি। আবার যদি বাসনা ক্ষয় হবার পূর্ব্বেই মরে, তাহলে আবার জন্মাবেই। এ নিয়ম আর ত্যাগ করবার যো নাই, তবে শোক করচ কেন ?

যৌগিক— এখন ২৬।২৭ শ্লোকে ভগবান জন্ম মৃত্যুর কথা দেখাচ্চেন। জীবের তিনটী শরীর (১) স্থূল শরীর (২) সূক্ষ্ম শরীর ও (৩) কারণ শরীর। জাগ্রদবস্থায় আমরা যে শরীর নিয়ে বিষয় ভোগ করি সেই-টাকে সবাই জানে, সেইটেই স্থূল শরীর। আর স্বপ্ন দেখবার সময় আমরা স্থূল শরীরটা নিয়ে যেতে পারি না বটে, কিন্তু সুখ দুঃখাদি ভোগ করি। সেই সময় সতেরটা কলাযুক্ত সূক্ষ্ম শরীর থাকে। আর সুষুপ্তিকালে আমাদের কারণ শরীর থাকে। শরীর ক্ষয় হলেই স্থূল শরীরটা সবারই যায়, থাকে না; তাকেই আমরা মরণ বলে জানি। সেই মরণের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গুলো অবসন্ন হয়ে যায়, স্থূল শরীর কাজ করতে পারে না। কাজেই জীব সূক্ষ্ম শরীরে থাকে, আর সারা জীবনটী যে সব কাজ করেছে সেগুলো

ফল দেবার জন্য উপস্থিত হয়। যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়, তাঁদের চৈতন্যের আবরণ ঘুচে যায় আর স্থূলের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম, কারণ দেহ দুটোও ধ্বংস হয়, জীব মুক্তিলাভ করে। যার আত্মজ্ঞান হয়নি সে আবরণ ভেদ করতে পারে না। কাজেই স্থূল শরীর গেলেও সূক্ষ্ম, কারণ শরীর যায় না— থেকে যায়। সেই সূক্ষ্ম শরীরে মৃত্যুর পর জীব থাকে, তাকেই প্রেতাত্মা বলে। সেই সময় সব বৃত্তি আর সংস্কার নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু যথাকালে আবার সংস্কার বশে যে ভাব নিয়ে স্থূল শরীরে গিয়েছিল, সেই ভাব অনুসারে নূতন স্থূল শরীর হয়, ইহাই মৃত্যুর পর জন্ম। সুতরাং যতদিন না কর্ম্মক্ষয় আবরণ ভেদ কর্ত্তে না পারে, ততদিন এই জন্মের পর মৃত্যু আর মৃত্যুর পর জন্ম হবেই হবে, এ প্রভাব ত্যাগ করা যায় না।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮॥

অন্বয়—অব্যক্তাদীনি অব্যক্তং অদর্শনমনুপলব্ধিরাদির্যেষাং তানি প্রাগুৎপত্তেঃ। ব্যক্তমধ্যানি ব্যক্তং অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি, উৎপন্নানি চ প্রাঙ্ মরণাৎ ব্যক্তমধ্যানি অব্যক্তনিধনানি অব্যক্তং অদর্শনং নিধনং মরণং যেষাং তানি মরণা দূর্দ্ধামব্যক্ততামেব প্রতিপদ্যন্তো এবং ভূতানি ভূতানি। তথাচোক্তং অদর্শনাদাপতিতং পুনশ্চাদর্শনং গতঃ। নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা! অদৃষ্টদৃষ্টপ্রণষ্টভ্রান্তিভূতেষু ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ—জীবগণ জন্মাবার পূর্ব্বে আর মরণের পরে অব্যক্ত থাকে। কোথা থেকে জন্মেচে আর কোথায় যাচ্চে তা জানা যায় না। স্বপ্নে যা দেখা যায় সে যেমন ক্ষণস্থায়ী, জীবনটাও সেই রকম মাঝখানে কিছু জানা থাকে মাত্র—সবই অলীক তার জন্য আর শোক কি?

যৌগিক—সাধক পূর্ব্ব শ্লোকে দেখে গেছেন যে এই বিশ্বে যে রকম ব্যাপার নিত্যই ঘটে তাঁর শরীর রূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও তাই ঘটে। সাধারণ জীবের জন্ম মৃত্যুর কথা পূর্ব্ব শ্লোকে বোঝান হয়েচে। যে সাধকের নিত্য সমাধি হ'য়ে জীবনমুক্ত অবস্থা আসে, তখন তাঁর দেহ থাকলেও দেহেতে ও ইন্দ্রিয়াদিতে আমি বুদ্ধি থাকে না, ইন্দ্রিয়েয় কার্য্য আপনা আপনি হয়, আপনা আপনি বন্ধ হয়। যে সাধকের সে অবস্থা আসে নি তাঁর ক্রিয়া কর্ত্তে কর্ত্তে ঐ সব বৃত্তি মনে ফুরিয়ে যায়, আবার মন আত্মাতে মিশে যায়, শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যায় তখন তাদের মৃত্যু। আবার সে ভাব ঘুচে ঐ সব বৃত্তি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়—তাই তাদের জন্ম। এই জন্ম ও মরণ অনিবার্য্য। এই শ্লোকে ঐ বিষয়টা স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিচ্চেন। ইন্দ্রিয়াদির সহিত মন ও বুদ্ধি অব্যক্তে মিশে যায়। অব্যক্তই মূলা প্রকৃতি বিশ্বজননী। আর যা উৎপন্ন হয়, নাশ হয়, মাঝে কাজগুলোই সব ভূত। মনোবৃত্তিগুলো, এই শরীরটা, শিরাচক্রাদির কাজ সবই ভূত। এই ভূতগুলো অব্যক্ত থেকেই উৎপন্ন হয় আবার অব্যক্তেই মিশে যায়। মাঝখানে কেবল তাদের কাজ প্রকাশ পায়। তবে তাদের নিরোধ কর্ত্তে আর শোক কি? নিরুদ্ধ অবস্থা গেলেই তাদের আবার জন্ম হবে।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥

অন্বয়—দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽয়ং প্রকৃত আত্মা। কথং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ঃ অতঃ বদতি—কশ্চিৎ শাস্ত্রাচার্য্যৈরুপদিষ্টঃ এনমাত্মানং আশ্চর্য্যবৎ অদৃষ্টপূর্ব্বমদ্ভুত—মকস্মাদ্দৃশ্যমানম্ ইব পশ্যতি অবলোকয়তি। এনং অন্যঃ অপরঃ আশ্চর্য্যবৎ

বদতি তথা এব আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি চ। যো বদতি যশ্চ শৃণোতি সোঽনেকসহস্রেষু কশ্চিদেব ভবতি। কশ্চিৎ পুনঃ বিপরীতভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি এনং নৈব বেদ জানাতি।

বঙ্গানুবাদ—এই আত্মা অনায়াসে জানবার জিনিষ নয়। বহু সহস্রের মধ্যে এক আধ জন ভাগ্যবান শাস্ত্রের আর গুরুর উপদেশ পেয়ে আত্ম-দর্শন কর্ত্তে পারেন। কিন্তু এই আত্মদর্শনরূপ কার্য্যও আশ্চর্য্যবৎ। আত্মাও আশ্চর্য্যরূপ, আত্মদর্শনও আশ্চর্য্য ব্যাপার, আত্মদর্শনকারীও আশ্চর্য্য। আত্মা সম্বন্ধে বলাও আশ্চর্য্য ব্যাপার কারণ আত্ম তত্ত্ব বলবার জিনিষ নয় সুতরাং আত্মতত্ত্ব কথন আশ্চর্য্যজনক আবার আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করাও কম আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, কারণ শ্রোতাকে জন্ম জন্মান্তরে তপস্যা দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হ'তে হয়, নইলে আত্মোপদেশের অধিকারী হয় না। তারপর গুরুবাক্যে, শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাও সহজে লাভ হয় না, তবেই আত্মজ্ঞানের কথা শোনাও আশ্চর্য্যবৎ। তারপর শুনলে পরেই কি সব হলো! তা হয় না। কারণ অনেকের শুনেও জ্ঞান হয় না কাজেই আত্মাকে জানতে পারে না।

যৌগিক—ক্রিয়াবান মাত্রেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য কিছু জানেন। যেদিনে ভগবান গুরুদেব দয়া ক'রে তাঁকে আত্মদর্শন করিয়ে দিয়েচেন, সেদিন তিনি সেই আশ্চর্য্যরূপ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সে রূপের কথা বলাওত যায় না, কাজেই সেত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—বল্‌বো মনে কচ্চি, বল্‌তে পাচ্চি না এই আশ্চর্য্য। তারপর ক্রিয়ায় রত হলেই গুরুবাক্যে শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা এলেই, ক্রমে নাদের উত্থান হয়—মণিপুর-চক্র থেকে নাদ উঠে সমস্ত শরীরকে ভর্ত্তি ক'রে ফেলে। ক্রমে নাদ সূক্ষ্ম হ'য়ে বিন্দুতে লয় পায়। সেই বিন্দু থেকে আবার নানারকমের সুরে বেদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়—সে দিনও সেই শব্দ শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। তারপর সেই ধ্বনি আবার যখন ফুরিয়ে যায়, সাধকও তখন ফুরিয়ে যান

কোথায় ফুরিয়ে গেলেন সাধকের তখন বোধ থাকে না কারণ তাঁর আমিত্ব আর তখন থাকে না, কাজেই জানার অতীত অবস্থায় গিয়ে পড়েন।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥

অন্বয়—হে ভারত ভরতবংশোৎপন্ন অর্জ্জুন সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য দেহে শরীরমধ্যস্থ অয়ং দেহী আত্মা নিত্যং অতঃ সর্ব্বাবস্থাসু অবধ্যঃ নাশিতুমশক্যঃ অয়ং আত্মা সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাবরাদিষু স্থিতোঽপি প্রাণিনাং দেহে অবধ্যঃ তস্মাৎ অতএব ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি ভীষ্মাদীনি তানুদ্দিশ্য শোচিতুং ন অর্হসি যোগ্যঃ ভবসি।

বঙ্গানুবাদ—সকল প্রাণীর দেহেই আত্মা অবধ্য, কারণ আত্মা নিত্য ও সর্ব্বগত। অতএব কোন জীবের জন্যই তোমার শোক করা উচিত নয়। ঘটকে ভেঙ্গে ফেল্লে ঘটটার নাশ হবে, কিন্তু ঘটের ভিতর যে আকাশ সে যেমন তেমনই থাকবে। সেই রকম এই বিশ্বে যত প্রাণী আছে তাদের দেহটা নষ্ট হলেও, দেহের মধ্যে যে আত্মা সে যেমন তেমনই থাকে, তার নাশ হয় না। ভীষ্মাদির দেহের নাশেও তাদের নাশ হবে না; তবে আর শোক কিসের?

যৌগিক—ভারত অর্থে ভা দীপ্তি—আত্মজ্যোতি তাতে রত নিবিষ্টচিত্ত তাই সাধককে ভগবান ভারত বলে সম্বোধন কচ্চেন, আর বল্‌চেন তুমি আত্মার পূর্ণ জ্যোতিতে চিত্ত লাগিয়ে আছ। তুমি নিজেই দেখচো যে ঐ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার ধ্বংস হয় না। চিরদিন সমানভাবে থাকে—নিত্য, তবে এই নিত্য বস্তুকে ছেড়ে, অনিত্য—বারবার আস্‌চে যাচ্চে, যে ভূতগুলো, মানসিক বৃত্তিগুলো, তার জন্য আর শোক করচো কেন? এ শোক করা তোমার ভাল দেখায় না।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥

অন্বয়—স্বধর্ম্মং ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মং যুদ্ধং তমপি অবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ন বিচলিতুং অর্হসি যোগ্যঃ ভবসি। হি যতঃ ক্ষত্রিয়স্য ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বিনঃ জনস্য ধর্ম্মাৎ ন্যায্যাৎ যুদ্ধাৎ অন্যৎ শ্রেয়ঃ মঙ্গলকরং ন বিদ্যতে নাস্তি।

বঙ্গানুবাদ—পরমার্থতত্ত্বের কথা ছেড়ে দিলেও তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করা তোমার ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম পানে তাকালেও তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কারণ ন্যায্য যুদ্ধ করা চেয়ে ক্ষত্রিয়ের আর অধিক মঙ্গলকর কিছু নাই।

যৌগিক—স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম। আত্মধর্ম্মটা যে কি, যখন তুমি আমিই সব, আমিই আমি, এই রকম অবস্থা পেয়েছ, যখন তোমার বুদ্ধি-ক্ষেত্রের পর যে বিশুদ্ধ অহঙ্কার আছে, সেই অহঙ্কারের ক্ষেত্রও দেখা হ'য়ে গেছে, উজ্জ্বল আমিরূপকে দেখেচ—সদ্‌গুরুর কৃপায় যখন বিষ্ণুপদে মিশে যাবার ক্ষমতা পেয়েছ, তখন আর এ রকম কাঁপচো কেন? তুমিত আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাধন করচো, ক্ষত্রিয়ভাব গ্রহণ করেচো, এখন দেহেতে যে আত্মাভিমান ও বিষয় লাভের জন্য মলিন বুদ্ধি, তাদের নাশের জন্য যুদ্ধ অর্থাৎ প্রাণায়াম করাই তোমার মঙ্গলজনক।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং ॥৩২॥

অন্বয়—হে পার্থ অর্জ্জুন যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমেব উপপন্নং আগতং অপাবৃতং আবরণহীনং উদ্ঘাটিতং স্বর্গদ্বারমিব ঈদৃশং যুদ্ধং এবম্ভূতং যুদ্ধং সুখিনঃ ভাগ্যবন্তঃ এব ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বিনঃ জনাঃ লভন্তে প্রাপ্নুবন্তি।

বঙ্গানুবাদ—প্রার্থনা করবার পূর্ব্বেই উপস্থিত, স্বর্গের খোলা দ্বারের স্বরূপ, এ রকম ন্যায্য যুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই পেয়ে থাকেন।

যৌগিক—আত্মার পূর্ণ জ্যোতি যাতে ফুটে বেরোয় সেই জন্য যে সাধক চেষ্টা করেন, তিনিই ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন সাধক। আর যিনি সুখ লাভ করেছেন অর্থাৎ বিষয় দুঃখময় ব'লে যিনি বিষয় ছেড়ে নিত্য আত্ম-ভাবে থাকেন, তিনিই আত্মানন্দ লাভ করেন, তিনিই সুখী। সুখী যে অর্থাৎ যে সাধক বিষয়শূন্য অবস্থা পেয়েছেন, আর আত্মজ্যোতির পূর্ণ বিকাশ লাভের চেষ্টা কচ্চেন, তিনিই দেখেন যে মনোবৃত্তিগুলো তাঁকে নীচে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করচে, কাজেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ আপনা আপনিই উপস্থিত। আর সেই যুদ্ধ করলে স্বর্গের অর্থাৎ আত্মগতির দোয়ার খুলে যায়। ঠিক পথে প্রাণ চালাতে পারলেই, কোটি সূর্য্যের মত প্রভাযুক্ত অথচ কোটি চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ জ্যোতি ফুটে ওঠে, তাই এ রকম অবস্থা পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥

অন্বয়—চেৎ যদি ত্বং ইমং ধর্ম্ম্যং বিহিতং ন্যায্যং সংগ্রামং যুদ্ধং ন করিষ্যসি ততস্তদকরণাৎ স্বধর্ম্মং স্বকীয়ং ধর্ম্মং কীর্ত্তিং যশশ্চ হিত্বা অপ্রাপ্য কেবলং পাপং অবাপ্স্যসি লপ্স্যসে।

বঙ্গানুবাদ—যদি তুমি এই ন্যায্য যুদ্ধ না কর, তাহ'লে ধর্ম্মও থাক্‌বে না, যশও পাবে না, কেবল পাপভাগী হবে।

যৌগিক—এখন যদি তুমি ক্রিয়া ত্যাগ করে প্রাণায়ামাদি না করে উঠে পর, তাহ'লে আত্মধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মপদে স্থিতিলাভ তোমার হবে না। আর কীর্ত্তি, যশ অর্থাৎ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসও থাক্‌বে না। কারণ ক্রিয়া ঠিক করলেই সিদ্ধিলাভ হয়, তাতেই বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তাও হবে না কাজেই পাপভাগী হবে, সংসার বন্ধনে বাঁধা পড়বে।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তিতেঽব্যয়াং
সম্ভাবিতস্থ চাকীর্ত্তি র্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥

অন্বয়—ভূতানি সর্ব্বেজনাঃ তে তব অব্যয়াং শাশ্বতীং অকীর্ত্তিং অখ্যাতিং কথয়িষ্যন্তি বদিষ্যন্তি সম্ভাবিতস্থ বহুমতস্থ জনস্থ অকীর্ত্তিঃ অখ্যাতিঃ মরণাৎ মৃত্যোঃ অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—সকল লোকে চিরদিন তোমার অখ্যাতি ঘোষণা করবে। যারা গুণবান, লোকে যার সম্মান করে এমন লোকের অকীর্ত্তি, মরণ চেয়েও বড় অর্থাৎ বরং মরণ ভাল তবু অকীর্ত্তি কিছু নয়।

যৌগিক—অকীর্ত্তি বলে আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস, সাধক যে কাজ কর্ত্তে গেলেন তা কর্ত্তে না পেরে যদি উঠে পড়েন তাহ'লে আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস এসে পড়বে, তার ফলে এ জীবনেত অনুশোচনা হবেই তাছাড়া সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে সাধকের মনে দাগ লেগে থাকবে, পরজন্মে আবার সেই অনুশোচনা আস্‌বে, তাহলেই ওটা অব্যয় হ'য়ে পড়লো, জন্মান্তরে যেতে লাগ্‌লো। মন আর তার সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলো মুক্তি না হলে জীবের সঙ্গে সঙ্গে যায়—সেই গুলোই সাধকের পূর্ব্ব সংস্কার জাগিয়ে তুলবে, আর সাধককে তখন বলতে হবে "পূর্ব্বজন্মে কতই না পাপ করেচি তাই এ রকম কষ্ট পাচ্চি।" তাই ভগবান বলেচেন সাধক সম্ভাবিত, অর্থাৎ এই সব ভূত চেয়ে অনেক বড়, কারণ মন বুদ্ধির উপরে তার স্থিতিলাভ হয়েচে, এখন যদি সাধক নিজেরই ইচ্ছায় এই অবিশ্বাসের বশে উঠে পড়েন, আর ঐ রকম অকীর্ত্তি লাভ করেন, তাহ'লে তাঁর মরণ বরং ভাল ছিল, কারণ মৃত্যু হ'লে দেহটা যায় সাধারণ সংস্কার জেগে থাকে কিন্তু এ রকম যন্ত্রণাদায়ক সংস্কারত থাকেনা।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবং ॥৩৫॥

অন্বয়—মহারথাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ ত্বাং ভয়াৎ কর্ণাদিভ্যঃ ভয়ঃ হেতোঃ রণাৎ সংগ্রামাৎ উপরতং নিবৃত্তং মংস্যন্তে চিন্তয়িষ্যন্তি নতু কৃপয়া। ত্বং যেষাং দুর্য্যোধনাদীনাং বহুমতঃ বহুভিং গুণৈর্যুতঃ ইত্যেবং। বহুমতঃ ভূত্বা পুনস্ত্বং লাঘবং লঘুভাবং যাস্যসি প্রাপ্স্যসি।

বঙ্গানুবাদ—দুর্য্যোধনাদি বীরগণ মনে করবে যে ভয় খেয়ে যুদ্ধ থেকে পালিয়েছে, কাজেই যাদের কাছে তুমি অনেক গুণশালী বলে খ্যাত ছিলে তাদের কাছেই লাঘব হবে।

যৌগিক—সাধক তুমি উঠে পড়লেই তোমার আত্মগ্লানি আসবে, আর দুপক্ষেরই যে সব বৃত্তিগুলো বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেগুলোকে মনে পড়বে, আর আপনাকে ধিক্কার দিয়ে বলবে "হায় আমি ভয়ে পেছুলাম আমাকে ধিক্।" আর যে সব বৃত্তিগুলোকে তুমি আয়ত্ত করে এনেছিলে তারা আবার প্রবল হয়ে উঠবে, কাজেই তুমি খাটো হ'য়ে পড়বে।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিং ॥৩৬॥

অন্বয়—তব অহিতাঃ শত্রবঃ বহূন্ অনেকান্ অবাচ্যবাদান্ অবক্তব্য-বচনানি বদিষ্যন্তি বক্ষ্যন্তি, তে তব সামর্থ্যং যুদ্ধকৌশলাদিকং নিন্দন্তঃ নিন্দয়িষ্যন্তি ততোদুঃখতরং কিং নু কিমপি নাস্তি।

বঙ্গানুবাদ—তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা ক'রে অনেক অকথ্য বলবে, তার চেয়ে আর দুঃখের বিষয় কি ?

যৌগিক—তোমার শত্রুগণ, যারা তোমাকে মায়ার বন্ধনে ফেলতে যাচ্চে, অর্থাৎ তোমার সেই সব ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলো তখন সুবিধা পেয়েচে বলে নিজের মনে আত্মগ্লানি হ'তে থাকবে, কারণ মনের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকলে লোকে আপনার সামর্থকে নিন্দা করেই থাকে।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥

অন্বয়—হে কৌন্তেয়, কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন, বা হতো যদি যুদ্ধে নিহতোঽসি স্বর্গং প্রাপ্স্যসি স্বর্গলাভং করিষ্যসি বা জিত্বা যদি জেষ্যসি তদা মহীং ভোক্ষ্যসে রাজ্যং লপ্স্যসে তস্মাৎ হেতোঃ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ সন্ শত্রূন্ জেষ্যামি অথবা মরিষ্যামি ইতি প্রতিজ্ঞায় উত্তিষ্ঠ।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন যদি যুদ্ধে হত হও তা' হ'লে স্বর্গলাভ হবে, যদি জয়ী হও তা' হ'লে রাজ্যলাভ হবে, দুপক্ষেই তোমার লাভ। অতএব শত্রুগণকে মারবো, না হয় মরবো এই প্রতিজ্ঞা ক'রে উঠে পর।

যৌগিক—এই রকম সাধন করবার সময় পূর্ণ জ্ঞান লাভ হবার এগুতেই যদি দেহপাত হয়, তা হ'লে আত্মগতি লাভ হবে, কারণ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা কখন দুর্গতি লাভ করে না। আর যদি সাধনে উত্তীর্ণ হ'তে পার, তা হ'লেত জীবন্মুক্তি লাভ হবে। তবে মায়ার টানে নীচে না নেমে উচ্চ স্থানে থাক অর্থাৎ 'প'স্থানে স্থিতিলাভ কর।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮॥

অন্বয়—সুখদুঃখে সুখং দুঃখঞ্চ তুল্যমেব ইতি মত্বা তয়োঃ সুখদুঃখয়োরপি কারণভূতৌ লাভং অলাভং চ তুল্যং এবঞ্চ তয়োঃ কারণভূতৌ জয়াজয়ৌ জয়ং পরাজয়ঞ্চ তুল্যং মত্বা সুখাভিলাষং ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা এব যুদ্ধায় যুদ্ধং কর্ত্তব্যং ইতি মত্বা ততঃ যুজ্যস্ব যুদ্ধং কুরু এবং কৃতে পাপং ন অবাপ্স্যসি প্রাপ্স্যসি।

বঙ্গানুবাদ—জয়ই হোক আর পরাজয়ই হোক দুইই তুল্য। অতএব রাজ্যলাভ হোক বা না হোক, দুইই সমান, তজ্জনিত সুখ বা দুঃখ দুইই

সমান মনে ক'রে, আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করা আমার স্বধর্ম্ম ব'লে যুদ্ধ ক'রো, তা হ'লে আর পাপ হবে না।

যৌগিক—খ বলে আকাশকে, আর সু বলে সুন্দরকে, তাহলে সুখ বলতে সুন্দর আকাশকে বোঝায়। যে সময় চিদাকাশে চিজ্জ্যোতি ফুটে ওঠে তাই সুখ, আর দুঃখ বলে দুঃ অর্থাৎ দুষ্ট, কলুষিত আকাশ যখন অন্তরাকাশ ঢাকা থাকে, অন্ধকারময় দেখা যায়। সাধন কর্ত্তে কর্ত্তে যখন বিষয় বৃত্তিগুলো হেরে যায়, তখনই সাধকের স্থিতিপদ লাভ হয় আর চিজ্জ্যোতি ফুটে ওঠে, আর যখন আত্মমুখী বৃত্তিগুলো হেরে যায়, তখন সাধকের কিছুই লাভ হয় না, অন্তরাকাশও অন্ধকারময় থাকে, এই দুই অবস্থাই হ'তে পারে। এই দু রকম অবস্থার যে অবস্থাই হোক, তা তুল্যই। কারণ যদি গুরু বলেচেন আমায় কর্ত্তেই হবে এই জ্ঞানে কাজ ক'রে যাও, তা হ'লে আর পাপস্পর্শ হবে না অর্থাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়তে হবে না, ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হবেই।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগেত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥

অন্বয়—হে পার্থ এষা পূর্ব্বকথিতা তে তুভ্যং সাংখ্যে পরমার্থ বস্তু বিবেক বিষয়ে বুদ্ধিঃ জ্ঞানং সাক্ষাচ্ছোকমোহাদিসংসারহেতুদোষনিবৃত্তি-কারণং অভিহিতা কথিতা যোগেতু তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্ব প্রহাণ পূর্ব্বকমীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মযোগে ইমাং অনন্তরমেবোচ্যমানাং শৃণু আকর্ণয় যয়া যোগ বিষয়য়া বুদ্ধ্যা যুক্তো কর্ম্মবন্ধং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যবন্ধং প্রহাস্যসি ত্যক্ষ্যসি।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন এতক্ষণ তোমায় সাংখ্যজ্ঞানের কথা বল্লাম, অধিকারী আত্মজ্ঞানী যাঁরা এই জ্ঞানে তাঁদের সকল অনর্থ নাশ হয়। এই বারে তোমায় কর্ম্মযোগের কথা বল্‌ছি, শুনে এই কর্ম্মযোগ বিষয়ে বুদ্ধি পেলেও কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হবে।

যৌগিক—"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" এই শ্লোক যে থেকে সকল ভাব সাধকের মনে উপস্থিত হয়েছিল; সেগুলো সব আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ। এ বিষয়ে বুদ্ধি অনুভবদ্বারা লাভ হয়, একে সাংখ্যজ্ঞান বলে। এই সাংখ্যজ্ঞানে পৃথিবী থেকে আত্মা পর্য্যন্ত পঁচিশ তত্ত্বের সত্তা প্রত্যক্ষ হয়। এই সাংখ্যজ্ঞান লাভের অবস্থা সাধকের আসেনি, কাজেই এই জ্ঞানের বিশ্লেষণ ক'রে যোগের কথা বল্‌তে যাচ্চেন এই যোগের ফল সেই জ্ঞান, তাই মোক্ষ যোগ ব'লে উক্ত হ'য়েচে। যোগে সকল তত্ত্বের সত্তা প্রত্যক্ষ না হ'য়ে এক একটা তত্ত্ব পর পর তত্ত্বে লয় কর্ত্তে হয়। একটা তত্ত্বকে আর একটা তত্ত্বে মিশিয়ে, পৃথ্বিকে গুটিয়ে নিয়ে রসের আকারে পরিণত কর্ত্তে পাল্লেই যোগ হলো। ঐ রকম লয় ক'রে গুটিয়ে আন্‌তে আন্‌তে পাঁচ মহাভূত পাঁচ সূক্ষ্ম ভূতে, আবার সূক্ষ্ম ভূতগুলোকে মনে, মনবুদ্ধিতে, বুদ্ধি অহঙ্কারে, অহঙ্কার চিত্তে, চিত্ত প্রকৃতিতে, প্রকৃতি পুরুষে মিশে এক হ'য়ে গেলেই, জ্ঞানলাভেও যে ফল হয় এতেও সেই ফল লাভ হয়। ভগবান এখন যোগের কথা বল্‌তে যাচ্চেন।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥

অন্বয়—ইহ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে অভিক্রমনাশঃ অভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশঃ নিষ্ফলত্বং ন অস্তি প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে। ঈশ্বরোদ্দেশেন বিঘ্ন-বৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চ অস্য ধর্ম্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মযোগস্য অনুষ্ঠিতস্য স্বল্পং অপি উপক্রমমাত্রমপি মহতঃ ভয়াৎ সংসার লক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি। নতু কামকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গ বৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যং।

বঙ্গানুবাদ—যোগ হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম্ম। এর আরম্ভ কল্লে নিষ্ফল হবার ভয় নাই, কাম্য কর্ম্মে সে সব আশঙ্কা আছে। সকাম কর্ম্মের

অনুষ্ঠানে সমস্ত অঙ্গ যদি না কর্ত্তে পারা যায় তা হ'লে বৈগুণ্য হয়, কিন্তু যোগের তা নাই। কেননা এতে ফলের ত কোন আকাঙ্ক্ষা নাই যে ফল হানি হবে? আর এই যোগ ধর্ম্ম যদি সামান্যও অনুষ্ঠান করা যায়, তা হ'লে জন্ম-মরণরূপ সংসারের মহাভয়, তা থেকে নিস্তার পাওয়া যায়।

যৌগিক—অভিক্রম বলে সম্মুখদিকের গতিকে অর্থাৎ আত্মার দিকে যে মনের গতি হয় তাকে অভিক্রম বলে। এই যোগানুষ্ঠানে আত্মার দিকে যে গতি হয়, তার আর নাশ হয় না আর প্রত্যবায়ও হয় না অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গের জন্য বিপরীত গতি হয় না। যেমন ক'রেই হোক সাধককে আত্মাভিমুখে নিয়ে যায়, কারণ ভ্রষ্ট যোগীরাও এ জন্মে না হোক পরজন্মে আবার পূর্ব্বের সংস্কার অনুসারে যোগ পথেই যেতে পায়, সংসারের যে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন তা কেটে যায়। বিষয় অনিত্য বস্তু, বিষয়ের দিকে যদি জীবের লক্ষ্য থাকে তা হ'লে একটা বিষয় চিরদিন ভোগ করা যায় না, অন্য বিষয় আবার গ্রহণ কর্ত্তে হয়ই। কাজেই জন্ম মৃত্যু ঘটবেই, এর আর শেষ নাই। কিন্তু নিবৃত্তি পথে একটুও এগুতে পাল্লে, নিত্যবস্তুতে লক্ষ্য হওয়ায় তাকে নিত্যবস্তু যে আত্মা, তার দিকে যেতে হয়। তা হ'লেই একজন্মে যদি মৃত্যু প্রবাহনা এড়ান যায়, দুই এক জন্ম পরেও মুক্তিলাভ হয়ই।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি রেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং ॥৪১॥

অন্বয়—হে কুরুনন্দন ইহ শ্রেয়োমার্গে বুদ্ধিঃ ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয় স্বভাবা একা যা সাংখ্যে উক্তা যোগে চ সাএব ইতরা বিপরীতা বুদ্ধি শাখা ভেদস্তবাধিকা। অব্যবসায়িনাং প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিরহিতানাং বুদ্ধয়ঃ বহুশাখা বহুভেদাঃ প্রতিশাখা ভেদেন চ অনন্তাঃ।

বঙ্গানুবাদ—হে কুরু নন্দন আত্মজ্ঞান বিষয়েও যে বুদ্ধি, যোগ বিষয়েও সেই বুদ্ধি। এই বুদ্ধি নিশ্চয় স্বভাব, বহু নয় শাখাহীন ও একমাত্র। যাঁরা অব্যবসায়ী, যাদের কামনা পূরণের সাধনা, তাঁদের বুদ্ধি অনন্ত, আর নানা শাখাযুক্ত।

যৌগিক—এখানে সাধককে কুরুনন্দন বলে সম্বোধন করা হয়েচে। কুরু অর্থে কর্ম্মে আর নন্দন অর্থে আনন্দ কর্ম্মে যে আনন্দ লাভ করে তাকেই কুরুনন্দন বলে। যে যোগের কথা বলা হচ্চে, সেই যোগে বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি একটী। আত্মাকেই পেতে হবে এই রকম একটা বৃত্তির প্রবাহ ছোটে, আর সেই বৃত্তিটা ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ এতে বিশেষ লক্ষ্য ঠিক রেখে প্রাণায়ামরূপ ক্রিয়া করা হয় অথবা মননাদি ক্রিয়া করা হয়, কাজেই পরিশেষে ব্রহ্মকেই পাইয়ে দেয়। আর যারা অব্যবসায়ী অর্থাৎ যারা বিশেষ নিশ্চয়তার সহিত কার্য্য করে না, তাদের লক্ষ্য ঠিক থাকেনা। কাজেই এক ছেড়ে নানাতে পড়ে যায়, তাই বহু শাখা আর রকমেরও শেষ নাই, তাই অনন্ত। তারা সেই অনন্ত বিষয়ের ফাঁদে পড়ে, জন্ম মৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে সংসারে ঘুরে বেড়ায়।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥৪২॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

অন্বয়—হে পার্থ অর্জ্জুন অবিপশ্চিতঃ অল্পমেধসঃ অবিবেকিনঃ বেদাবাদরতাঃ বহ্বর্থবাদফলসাধনপ্রকাশেষু বেদবাক্যষু রতাঃ নান্যৎ স্বর্গপশ্বাদিফলসাধনেভ্যঃ কর্ম্মভ্যো অস্তি ইতি এবং বাদিনঃ কথনশীলাঃ

জনাঃ যাং ইমাং বক্ষ্যমানাং পুষ্পিতাং শোভমানাং শ্রূয়মানরমণীয়াং বাচং বাক্য লক্ষণাং প্রবদন্তি। তেচ কামাত্মানঃ কামস্বভাবাঃ স্বর্গপরাঃ স্বর্গ প্রধানাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং জন্ম এব কর্ম্মনঃ ফলং তৎ প্রদদাতি যাতাং ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ গতিঃ প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতক্রিয়াবিশেষবহুলাং যে ক্রিয়া বিশেষ্যস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তঃ মূঢ়াঃ। তেষাং ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং ভোগৈশ্বর্য্যয়োরেব প্রণয়বতাং তদাত্ম্য ভূতানাং তয়া ক্রিয়া-বিশেষ বহুলয়া বাচা অপহৃতচেতসাং আচ্ছাদিত বিবেক প্রজ্ঞানাম্ ব্যবসায়া-ত্মিকা সাংখ্যে যোগে বা বুদ্ধিঃ তস্মিন্ সমাধৌ ন বিধীয়তে স্থিরী ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন বেদে যে কর্ম্ম কাণ্ড আছে তার কথাগুলি বেশ শুনতে ভাল, যাঁরা বিবেক শূন্য আর বেদ বাক্যেতেই রত তাছড়া আর কিছু নেই বলেন, কামনাই তাঁদের স্বভাব, স্বর্গই তাঁদের শ্রেষ্ঠ ফল, জন্মরূপ কর্ম্মফল প্রদানকারী ভোগ আর ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনভূত অনেক ক্রিয়া বিশেষ আছে, এই বলেন যে সকল মূঢ় তাঁরা সেই সকল ভোগ ঐশ্বর্য্যেই প্রণয়বান। সেই সকল ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা বিনষ্টচিত্ত মূঢ়গণের সমাধিতে ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মায় না। বেদ চারিটি (১) সামবেদ (২) ঋগ্বেদ (৩) যজুর্ব্বেদ (৪) অথর্ব্ববেদ। এই চারি বেদের চারিটি ক'রে ভাগ (১) ব্রাহ্মণ (২) সংহিতা (৩) আরণ্যক (৪) উপনিষদ এই চার ভাগের মধ্যে ব্রহ্মচারীদের কর্ত্তব্য ঠিক করা আছে ব্রাহ্মণ ভাগে। সংহিতাভাগেই কর্ম্মকাণ্ড সমূহের ব্যবস্থা, ইহা গৃহস্থদিগের পালনীয়। এই সংহিতাভাগেই কর্ম্ম সকলের ফলেরও নির্দ্দেশ আছে। কতক কার্য্যের ফলে ইহ জগতে ধন-পুত্র ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হয়, আর কতক কার্য্যের ফলে পরজন্মে স্বর্গাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ হয়। আবার অপকর্ম্মেরও ফল নির্দ্দেশ আছে। তাতেও ইহ জগতে দারিদ্র্য মূর্খতা বংশহীনতা রোগিতা প্রভৃতি হয়, আর পরলোকেও নরকাদি দুঃখময়লোকে বাস হয়। পুণ্য-কর্ম্মের সকল ফল বেশ মধুর কথায় জীবের মনে যাতে করবার ইচ্ছা হয়,

এই রকম ভাবে সাজান আছে। জীব জীবত্ব নিয়ে সংসারে এলেই, মায়ার বশে বিষয়ে মজে যায় কাজেই ভোগের কথা ঐশ্বর্য্যের কথা শুন্‌লে, মন সেই কাজ করবার জন্যই মেতে যায়। তাদের মনে হয় "এ কাজ ছাড়া আবার কি আছে? ইহ সংসারে ধন-পুত্রাদি নিয়ে সুখে বাস করবো, পরলোকেও অপ্সরাগণ এসে সেবা করবে, স্বর্গের সুখভোগ করবো এইত কাজ, অন্য কাজ সব এ চেয়ে অনেক গুণে নীচ।" এই মনে করে পুণ্য কার্য্য করে, কখনও পাপ কার্য্য ক'রে ফেলে তাতে পুনঃ পুনঃ চৌদ্দভুবনে, ঘুরে বেড়াতে হয়, সুখ-দুঃখের বন্ধনে চিরদিনই আসক্ত হয়, জন্ম-মৃত্যু আর ঘোচেনা। তাই ভগবান বল্‌চেন যে বেদের ঐ যে মন ভুলোনো কর্ম্ম-কাণ্ডের কথা শুনে যারা মজে যায়, তাদের ব্রহ্মলাভের জন্য যে একনিষ্ঠা বুদ্ধি, তা জন্মায় না।

যৌগিক—যাঁরা বিবেকী, সাধনতুষ্টয়-সম্পন্ন তাঁরাও বিপশ্চিৎ অথবা যাঁরা বিপঃ (বিগত হয়েচে পবন যার) হয়ে অর্থাৎ প্রাণায়ামে শ্বাস সূক্ষ্ম হতে হতে শ্বাস শূন্য অবস্থা পেয়ে 'চিৎ' এ স্থিতি লাভ করেচেন, তাঁরাও বিপশ্চিৎ। সাংখ্যমতাবলম্বী জ্ঞানী চতুঃসাধন-সম্পন্ন হলেও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি পান, আর যাঁরা যোগী তাঁরাও যদি প্রাণায়াম দ্বারা স্থিরত্বকে লাভ করেন, তাঁরাও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি পান। যাঁরা সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন নহেন অথবা কোন রকমেই আত্মাতে স্থির চিত্ত হতে পারেননি, বেদের কাম্য-কর্ম্মকে লক্ষ্য ক'রে স্বর্গলাভই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল তা ছাড়া আর কিছু নাই মনে করেন, তাঁরা যদি প্রাণায়ামও করেন, তাহলেও পঞ্চচক্রের ভেতোর যে সব বিষয় ভোগ হয় তাতেই মেতে যান। তাহলেও তাদের কর্ম্ম যখন ফুরিয়ে যায়, নিশ্চেষ্টতা আসে তাকেই সমাধি বলে। কিন্তু কর্ম্ম নিষ্কাম হলেই কামনা থাকে না। চৈতন্যই লক্ষ্য থাকে আর সেই চৈতন্যেই মিশিয়ে যায় কাজেই তাঁদের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা হয়। যাঁদের সকাম কর্ম্ম, তাঁরা ফুরিয়ে যাবার সময় বিষয়ে ফুরিয়ে যায়। আবার সমাধি ভঙ্গে বিষয়ের

স্মৃতি জেগেও ওঠে। সুতরাং তাদের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা হয় না। এখন সাধন চতুষ্টয়ের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলি। চারিটি সাধনের (১) নিত্যা-নিত্য-বস্তু-বিবেক—ব্রহ্মই নিত্য বস্তু তা ছাড়া সবই অনিত্য, এই রকম বুদ্ধি পাকা হলেই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক হ'লো। (২) ইহামুত্রফলবৈরাগ্য—এই সংসারে স্ত্রী-পুত্র ধন ঐশ্বর্য্য বিদ্যা যশ সবই অনিত্য সুতরাং এই ফল লাভের অনুরাগহীনতা বিরক্তি, আর অমুত্র ফল স্বর্গ থেকে ব্রহ্মলোক, পর্য্যন্ত অমুত্র ফল, তাতে বিরক্তি অনাকাঙ্ক্ষা। (৩) শমাদি ষট্‌সম্পত্তি—শমদমতিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা সমাধান। এই ছয়টি সম্পদের লাভকেই তৃতীয় সাধন বলে (৪) মুমুক্ষুত্ব—হে ভগবান্ আমার মোক্ষ হোক্, এইরূপ নিরন্তর অভিলাষ।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্য্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

অন্বয়—হে অর্জ্জুন বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যংসংসারো-বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যঃযেষাংতে কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকাঃ ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যো[illegible] নিষ্কামঃভব নির্দ্বন্দ্বঃ শীতোষ্ণাদিরহিতঃ নিত্যসত্ত্বস্থঃ সত্ত্বগুণাশ্রিতঃ নির্য্যোগক্ষেমঃ অনুপাওস্যপ্রাপ্তির্যোগঃ উপাওস্যরক্ষণংক্ষেমঃ যোগক্ষেমবিহীনঃ আত্মবান অপ্রমত্তশ্চ ভব।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডগুলি তিনগুণযুক্ত, কাজেই সকাম। তুমি নিষ্কাম হও। সুখদুঃখ শীতোষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-রহিত হও, সর্ব্বদা সত্ত্বগুণযুক্ত থাক, বস্তুকে পাবার জন্য অথবা পেলে তার রক্ষার জন্য চেষ্টা শূন্য হও এবং আত্মবান অর্থাৎ প্রমাদশূন্য হও।

যৌগিক—ঋক্, যজু, সাম, আর অথর্ব্ব এই চার বেদের সংহিতা অংশ হচ্চে সকাম। ঋক্ যজু সাম এই তিন বেদের অধিষ্ঠাত্রী জননী

গায়ত্রী দেবীকে আমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরূপে চিন্তা করি। রাত্রিকালে আমরা তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকি, তমোগুণ অপগত হয়ে প্রাতঃকালে রজো-গুণের আরম্ভ হয় সেই সময়ে আমরা ঋগ্বেদযুক্তা কুমারী ব্রহ্মরূপা গায়ত্রীর উপাসনা করি। সেই রজোগুণ সাম্য হয়ে মধ্যাহ্নে যখন সত্বগুণ উদয় হয় তখন আবার যুবতী বিষ্ণুরূপা যজুর্ব্বেদযুক্তা গায়ত্রীর উপাসনা করি। সায়ংকালে যখন সত্বগুণ রাত্রির তমোগুণের সঙ্গে মিশতে যায় তখন আমরা সামবেদযুক্তা বৃদ্ধা ত্রিনয়না শিবরূপা গায়ত্রীর উপাসনা করি। এই উপাসনা কামনা শূন্য হলেও প্রত্যবায়যুক্ত, না করলে প্রত্যবায় হয়। এই উপাসনার প্রথমে যে প্রাণায়াম করতে হয় তাতে ঠিক কাজ কর্ত্তে পার্লে প্রথম ভূলোক মূলাধার থেকে বায়ুর আকর্ষণ কর্ত্তে কর্ত্তে স্বাধিষ্ঠান ভুবঃ-লোক অতিক্রম করে স্বর্লোক মণিপুরে চতুর্ব্বদন রক্তবসন রজোগুণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাকে, পরে মহলোকে অনাহতে শ্যামবরণ পীতবসন চতুর্ভূজ সত্বগুণাধিপতি বিষ্ণুকে শেষে জনলোক বিশুদ্ধ অতিক্রম করতঃ তপলোকে আজ্ঞাতে উজ্জ্বল শ্বেতবরণ, ত্রিশূল-ডমরুধারী শশিশেখর ত্রিনয়ন শিবকে—দর্শন করতে হয়, পরে সেইরূপে মনোনিবেশ করলেই দেবরূপ ওঁকারে অন্তর্হিত হয় ও তন্মধ্যে ত্রিপাদ গায়ত্রী উচ্চারিত হইতে শোনা যায় ইহাই শ্রবণ, পরে মনে মনে সেই পরম দেবের স্বরূপ লাভ করবার ও তাতে আমার আমিত্ব মিশায়ে দেবার জন্য যে একান্ত অবিচ্ছিন্ন চিন্তা ইহাই মনন ও সেই পরমাত্মার 'তৎ' পদের ভর্গোদেবের পূর্ণ ধ্যানকেই নিদি-ধ্যাসন বলে। এই ধ্যান প্রবাহ তপোলোক পর্য্যন্ত ছোটবার কালে পূর্ণ সত্বগুণে থাকতে হয়, শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ লোপ পায়, নির্ব্বিষয় হওয়ায় কিছু পাবার আশাও থাকে না, কিছু রাখবার ইচ্ছা থাকে না, মায়া কর্ত্তৃক যে জগৎ ভ্রান্তি তা ঘুচে যায়, তারপর যখন সত্যলোকের চিন্তা আসে তখন নিষ্ক্রিয় গুণহীন অবস্থা আসে কারণ সত্যলোকে পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় নিত্য নিরঞ্জন ব্রহ্মের উপলব্ধি হওয়ায় ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা এক হয়ে যায়।

এইবারে সাধক তোমার সাধনার সঙ্গে মিলিয়ে দ্যাখ। তুমি সাধনার জন্য আসনে বস্‌লেই তোমায় রজোগুণকে আশ্রয় কর্ত্তে হয় কারণ ইন্দ্রিয়-গুলোর উপর একটু বল করে আসক্তি পূর্ব্বক প্রাণ চালাতে হয়। এই প্রাণ চালাতে চালাতে যখন বজ্রার ভেতোর প্রাণ ঢুকে পরে আর মনকে নিয়ে মণিপুরে উপস্থিত হয়, তখন রজোগুণ সত্ত্বগুণে মিশে সমান সমান-হয়ে যাওয়ায় মনের চঞ্চলতা কমে যায়, চারিদিকে যে অস্পষ্ট বিদ্যুৎ চমকানির মত দেখতে পাচ্ছিলে তা আর দেখা যায় না, দূরে আকাশে কুমারী ব্রহ্মরূপা গায়ত্রী দেখা দেন, চারিদিক যেন চম্‌চম্‌ কর্ত্তে থাকে, সেই চম্‌চমানি শব্দে মন দিলে শিশুর কথা যখন স্পষ্ট বেরোয় না সেই সময়কার কথার মত কথা বল্‌চে শোনা যায় সেই কথাটি আর কিছু নয় গায়ত্রী মন্ত্র। তারপর প্রাণকে যাই চিত্রার মধ্যে ঢোকালে কত রকম কত ধরণের রং দেখা যায়। অনাহতে পৌছুলেই রজোগুণ খুব কমে গেল সত্ত্বের পরিমাণ বেশী হওয়ায় অন্তরাকাশ আলোতে জ্বলে উঠ্‌লো তখন অনাহতের দ্বাদশ-দল-পদ্ম ও তার মাঝে একটা অষ্টদল পদ্ম ফুটে উঠ্‌লো তখনই সেই বিষ্ণুরূপা চতুর্ভূর্জা যুবতী সাবিত্রীদেবী দেখা দেন।

আস্তে আস্তে মধুরস্বরে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারিত হ'তে শোনা যায়। আর একটু লক্ষ্য ঠিক রেখে শাম্ভবী প্রয়োগ কল্লেই উপরে বিশুদ্ধে ষোড়শ-দল কমলও দেখা যায়, সেখানে ঐ দেবী শুক্লবর্ণ ধারণ করেন, তাই যজুর্ব্বেদ দু-রকম—কৃষ্ণযজু আর শুক্লযজু। তারপর ভেতোরে ভেতোরে কোন পাপরীকে না ছুঁয়ে ব্রহ্মাকাশের ভিতর দিয়ে যাই প্রাণটিকে নিয়ে আজ্ঞায় পৌছুলে, নীচে থেকে অতি সূক্ষ্ম হয়ে রজোগুণ সত্ত্বের সঙ্গে মিশে রইলো, সত্ত্বের ওপোরই তমোগুণ সেও এসে মিশ্‌লো, কাজেই একদিক স্থির অন্য দিকে চঞ্চল, মাঝে প্রকাশ। ঐ রজোগুণ যেখানে তমোর সঙ্গে মিশ্‌চে সেইখানে লক্ষ্য ঠিক কর্ত্তে পাল্লেই সেই শিবরূপা ত্রিনয়না উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণা বৃদ্ধা, সরস্বতী দেখা দেন। সেই মিলন স্থানকেই কূট বলে। সেই কূটে

পূর্ণ সত্বপ্রকাশের মাঝখানে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের প্রকাশ হয়, দেবতাগণ গন্ধর্ব্বগণ, ঋষিগণ প্রভৃতি সকলেই সেখানে রয়েছেন দেখা যায়। আর বাগবাদিনীযুক্ত নানাছন্দে গীতের ঝঙ্কার প্রণবের সহিত গায়ত্রীও সুললিত স্বরে উচ্চারিত হতে শোনা যায়। মনপ্রাণ মোহিত হয়ে যায়। এখানে যা শোনা যায় তাই সামবেদ। আবার ঐ কূটের মধ্যেই বিন্দু। সেই বিন্দুর সোণার মত রং। সেই বিন্দুকেই মহেশ্বর বলে, তিনি অনাদি। এই মহেশ্বরের মুখ থেকেই গায়ত্রী উৎপন্ন হয়েচেন। সেইজন্যই মহেশ্বর বদনোৎপন্না বলে। এই গায়ত্রী সর্ব্বদা প্রকাশময় সত্বগুণে স্থিতি লাভ করেন, তাই বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা। আবার সকল জায়গাতেই উচ্চারণ করবার সময় চেষ্টার দরকার—রজোগুণের সমনুজ্ঞাতা। এই ত্রিপাদ গায়ত্রীই ব্রাহ্মণ উপনয়নের সময় শিক্ষা করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ কল্লে তবে চতুর্থ-পাদ গায়ত্রীর শিক্ষা দেওয়া হয়। কূটভেদ করে সহস্রারে উপস্থিত না হলে আর গায়ত্রীর চতুর্থপাদ জানা যায় না। এই কূট ভেদ হলেই রজোগুণ ফুরিয়ে যায়, সুতরাং কার্য্যও আর থাকে না। নিষ্ক্রিয় অবস্থা আসে। প্রাণক্রিয়াও সেখানে শেষ হয়। সহস্রার ফুটে ওঠে। জ্ঞানের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নয়ন-পথে আসে, জ্ঞানের উপস্থিতিতে মায়া অপসারিত হয়, ভেদ বোধ আর থাকে না। তখন সমস্ত শব্দই প্রণবে শেষ হয়। একসুরো অনাহত নাদ ওঠে। নাদের ভেতর একটা জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু দেখা যায় মন তখন আটকে যায়। ইন্দ্রিয়গুলো তখন আপ্না-আপ্নি কাজ করে। তখন সাধকের 'আমি' কেবল মাত্র স্বাক্ষী-স্বরূপ হয়ে থাকে ও সর্ব্বদাই আনন্দময় অবস্থা আসে। এই অবস্থাই অথর্ব্ববেদ। ঐ যে নাদের ভেতরের জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু, ঐ বিন্দুর মাঝখানে এক স্বর্ণময়-মূর্ত্তি দেখা যায় তিনিই সদাশিব—নারায়ণ। ঐ নিরঞ্জন পুরুষ নারায়ণে মন আটকে লয়-হয়ে যায়, সেইটেই নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা। তার পূর্ব্বে মূলাধার থেকে সহস্রার পর্য্যন্ত যা কিছু দেখা যায় শোনা যায়, সবই ত্রিগুণের কাজ।

তাই ভগবান বল্‌চেন হে অর্জ্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য হও। অর্থাৎ ঐ রকম পরম পদে লীন হয়ে থাক। সেইরূপ অবস্থায় যা হয় তাই বলে দিয়েচেন (১) নির্দ্বন্দ্বো—তখন সুখদুঃখ শীতোষ্ণাদির বোধ থাকে না (২) নিত্য সত্ত্বস্থো—যেখানে সর্ব্বদা বিরাজমান সেই ব্রহ্মাকাশকেই নিত্য সত্ত্ব বলে, সেই ব্রহ্মাকাশে স্থিতি লাভ হলেই নিরঞ্জন পুরুষ দেখা দেন, তাই সর্ব্বদা ব্রহ্মাকাশে থাকৃতে বল্‌চেন। (৩) নির্যোগক্ষেম—বিষয়াতীত অবস্থা পেলেই পাবার জিনিষও আর কিছু থাকে না, তাই নির্যোগক্ষেম হতে বলেচেন। (৪) আত্মবান—যে অবস্থায় আত্মা-আমি ছাড়া আর কিছু থাকে না, জ্ঞেয়ও আমি, জ্ঞানও আমি, জ্ঞাতাও আমি, সেই অবস্থা পেতে বলেচেন।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥

অন্বয়—সর্ব্বতঃ সর্ব্বাস্মিন্‌স্থানে সংপ্লুতোদকে উদকপ্লাবিতে যতি উদপানে বাপীকূপ-তড়াগাদি পরিচ্ছিন্নোদকে যাবান্ অর্থঃ প্রয়োজনং নাস্ত্যেব যতঃ স্নান পানাদি প্রয়োজনং সর্ব্বত্রৈব সম্পদ্যতে বাপীকূপ তড়াগাদীনাং কিং প্রয়োজনং বিজানতঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতঃ বিজ্ঞানশীলস্য ব্রাহ্মণস্য সন্ন্যাসিনঃ সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু সর্ব্ব কর্ম্মসু তাবানর্থঃ তাবদেব প্রয়োজনং প্রয়োজনং নাস্ত্যেব ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ—সমস্ত দেশ যদি জলে ডুবে যায় তাহলে স্নান পানের জন্য বাপীকূপাদির যেমন আলাদা দরকার হয় না তেমনি পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসীর বেদোক্ত কর্ম্ম সাধনেরও তেমনি আলাদা দরকার হয় না। যে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে তার আর ভোগানন্দের অভাব থাকে না।

কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭॥

অন্বয়—তে তব কর্ম্মণি এব অধিকারঃ জ্ঞাননিষ্ঠায়াং ন কিন্তু কর্ম্ম-কুর্ব্বতস্তব কর্ম্মফলেষু কদাচন অধিকারঃ কামঃ অস্তু। কর্ম্মফলহেতুঃ মাভূঃ যদি তে কর্ম্মফলতৃষ্ণা স্যাৎ তদাকর্ম্মফলপ্রাপ্তেঃ হেতুঃ স্যাঃ, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগেন কৃতেঽপি কর্ম্মণি ফললাভো ন স্যাৎ। অকর্ম্মণি কর্ম্মকরণে তে সঙ্গঃ নিষ্ঠা মা অস্তু ভবতু।

বঙ্গানুবাদ—তোমার জ্ঞান নিষ্ঠায় অধিকার নাই কর্ম্মযোগেই অধিকার, কিন্তু কর্ম্ম ফলে যেন কামনা না থাকে কারণ এখনও তোমার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় নাই। ফললাভ করাই যে কর্ম্মীদিগের উদ্দেশ্য তুমি আপনাকে সে শ্রেণীভুক্ত করোনা। যদি ফলই হবে না তবে কর্ম্মের দরকার কি? তাই বলচেন ও কথা ত্যাগ করো, যেন কর্ম্ম ত্যাগ করো না।

যৌগিক—ক্রিয়া করবার সময় ব্রহ্মাকাশের ভেতোর দিয়ে প্রাণ চালনা করাই কর্ম্ম, এই কর্ম্মেই সাধকের অধিকার কারণ এখনও সবই ব্রহ্ম এরূপ জ্ঞান হবার অবস্থা আসেনি। কর্ম্ম কল্লেই ফল হয়। সুষুম্নার ভেতোর যে সব পদ্ম আছে সেই সব পদ্মের পাপরীগুলো মাতৃকাবর্ণে তৈয়ারী, তাদের সঙ্গে মন প্রাণের মেশামেশি হলেই আপ্নাআপ্নি শক্তি বা বিভূতি হয়, আর সেই বিভূতি সাধককে আশ্রয় কর্ত্তে আসে। সেই বিভূতিই কর্ম্মফল। তাহাকে কখন গ্রহণ করো না। আর সেই কর্ম্মফল যাতে হয় এমন কাজ করো না। পাপড়ী গুলোতে যদি মন আটকে যায় তাহলে সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দর্শন হয় ও তাঁরা ফল দেন, তবে মন প্রাণ থেকে না সরলে, আসক্তি যদি প্রাণ ছাড়া না হয়, তাহলে কামনা উৎপন্ন হয় না, ফলও হয় না। ভগবান ঐ দুটি কথা বলাচেন, আর বলচেন যে "অকর্ম্মের সঙ্গ করোনা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কর্ম্ম করা যায় তাই অকর্ম্ম, আবার যখন আজ্ঞা পার হলে কর্ম্ম ফুরিয়ে যায়, তখন যে অবস্থা হয় তাকেও অকর্ম্ম বলে। এই দু-রকমের অকর্ম্মেই আসক্তি করতে বারণ করচেন। প্রথম ইন্দ্রিয় তৃপ্তির

জন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করলেত সংসারের বিষম পাকে পড়তে হবে আর যদি নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে লক্ষ্য করে কামনা করো, তাহলে কূটজ্যোতি প্রকাশ পাবে না কশ্মল আসবে, কাজেই কূট ভেদ হবে না। তাই গুরুর উপদেশ পালন করা কর্ত্তব্য মনে করে কামনা শূন্য হয়ে আসক্তি না রেখে কাজ কর, ইহাই ভগবানের উপদেশ।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

অন্বয়—হে ধনঞ্জয় যোগস্থঃ সন্ কেবলমীশ্বরার্থং কর্ম্মাণি কুরু, তত্রৈব-সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসক্তিং বিহায় কর্ম্ম কুরু এবঞ্চ ফলতৃষ্ণাশূন্যেন ক্রিয়-মানে কর্ম্মণি সত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তি লক্ষণা সিদ্ধিঃ, তদ্বিপর্য্যয়াসিদ্ধিঃ অপি সমো তুল্যোভূত্বা কুরু। কোঽসৌ যোগঃ ইতি প্রশ্নসমাধামার্থং বদতি সিদ্ধ্যো-সিদ্ধ্যোঃ সমত্বং তুল্যত্বং এব যোগ ইতি কথ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সিদ্ধি হোক বা অসিদ্ধি হোক দুই তুচ্ছ মনে করে কর্ম্ম কর। যোগ কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তরে বলচেন, সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে যে হর্ষ হয় বা বিষাদ হয় তা না হওয়ার অবস্থাকেই যোগ বলে।

যৌগিক—আজ্ঞার নীচে যে কয়টি চক্র তাতে ক্রিয়া করবার সময় মন-প্রাণ গতিযুক্ত, চঞ্চল থাকে। তার উপরে গেলেই স্থির হয়ে ক্রিয়া হীন হয় সুতরাং আজ্ঞাতে ঐ দু-অবস্থার যোগ হয়, তাই কূটস্থ যোগস্থান, সেই কূটে মনকে বেঁধে লক্ষ্য স্থির রেখে প্রাণ চালালেই যোগস্থ হয়ে কর্ম্ম করা হয়। সেই কর্ম্ম করবার সময় ব্রহ্মাকাশের মাঝে মাঝে পাশের কোন দিকে কিছু না ছুঁয়ে প্রাণ চালালেই সঙ্গ ত্যাগ করা হলো। আর গুরুর আদেশানুসারে সুষুম্না পথে প্রাণ চালালেই আপ্নাআপ্নি নিষ্ক্রিয় অবস্থা আসে, তাই সিদ্ধি, আর সেই অবস্থা না পেলেই অসিদ্ধি। তাই

বলচেন সিদ্ধি হয় হোক্, না হয় নষ্ট হোক্ এই ভেবে আমার কর্ত্তব্য আমি ক্রিয়া কর্ব্বো বলে কূটস্থে লক্ষ্য ঠিক রেখে ব্রহ্ম-নাড়ীর মাঝখান দিয়ে প্রাণ চালালেই শ্বাস ক্রমে সূক্ষ্ম হয়ে যায়, ক্রমে আর থাকে না, ফুরিয়ে গিয়ে কূট পার হয়ে পরম জ্যোতিতে মিশে যায়, আর কিছুই জ্ঞান থাকে না তাকেই সমত্ব বলে, ইহাই যোগের অবস্থা।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়—হে ধনঞ্জয় অর্জ্জুন কর্ম্ম ফলার্থিনা ক্রিয়মানং কর্ম্ম বুদ্ধি যোগাৎ সমত্ববুদ্ধি যুক্তাৎকর্ম্মণঃ দূরেন অতি বিপ্রকর্ষেণ অবরং নিকৃষ্টং জন্মমরণাদি হেতুনাৎ অতঃ যোগ বিষয়ায়াং বুদ্ধৌ তৎ পরিপাকজায়াং বাসাংখ্য বুদ্ধৌ শরণং আশ্রয়ং অভয়প্রাপ্তিকারণং অন্বিচ্ছ প্রার্থয়স্ব যতো অবরং কর্ম্মকুর্ব্বানা কৃপণাঃ দীনাঃ ফলহেতবঃ ফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তাসন্তঃ। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সকৃপণ ইতি শ্রুতেঃ।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন ফলাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্ম সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট তুমি সেই যোগ বিষয়িনী বা জ্ঞান বিষয়িনী বুদ্ধিকে অবলম্বন কর। যারা ফলের জন্য কর্ম্ম করে শাস্ত্রে তাদের কৃপণ বলে।

যৌগিক—হে অর্জ্জুন যোগস্থ হয়ে কর্ম্ম করলে ব্রহ্ম দর্শন হয়, কারণ প্রাণের সঙ্গে মন যেখানেই যায় সেইখানেই জ্যোতি ফুটে বেরোয়, বৈষয়িক বৃত্তিগুলো সেই জ্যোতিতে অভিভূত হয়ে থাকে কিন্তু সেই সময় মন যদি প্রাণ থেকে সরে এসে কল্পনায় বিষয় ভোগ করে, তাহলে সেইটা নিকৃষ্ট কর্ম্ম হলো, কারণ তাতে কামনা নাশ না হয়ে বরং বৃদ্ধি পায়, আর সাধককে আবদ্ধ করে ফেলে। তুমি বুদ্ধিকে আশ্রয় করে চারিদিকে আশে পাশে কি হচ্চে না দেখে কর্ম্ম করতে থাক। আশেপাশে তাকালেই ফল

তোমাকে আশ্রয় করবে, তুমিই ফলের হেতু হয়ে পড়বে। যারা ফলের হেতু হন ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারেন না, কৃপণ যেমন দান ভোগ করতে না পেরে কেবল ধনের বোঝা বয়ে মরে নিজে কোন সুখ পায় না, সেই রকম জন্ম-জন্মান্তর কেবল কামনার বোঝা বয়ে মরবে, আত্মজ্ঞানের পরমানন্দ কখনো পাবে না।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥

অন্বয়—বুদ্ধিযুক্তঃ সমত্ববিষয়য়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ ইহ অস্মিন্‌লোকে, সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে উভে দ্বে অপি জহাতি পরিত্যজতি। তস্মাৎ হেতোঃ যোগায় সমত্ববুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব। যোগোহি কর্ম্মসু কৌশলং স্বধর্ম্মাখ্যেষু কর্ম্মসুবর্ত্তমানস্য যঃ সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমত্ববুদ্ধিরীশ্বরার্পিতচেতস্তয়া তৎকৌশলং কুশলভাবঃ। তদ্ধিকৌশলং যদ্বন্ধস্বভাবান্যপি কর্ম্মাণি সমত্ববুদ্ধ্যা স্বভাবৎ নিবর্ত্তন্তে। তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তো ভব।

বঙ্গানুবাদ—পাপপুণ্যময় কর্ম্মগুলোই জীবের বন্ধনের কারণ সেইজন্য সকাম পুরুষেরা পুণ্য পাপময় কার্য্যকরতঃ সুখদুঃখ ভোগ করে, কখন মুক্তি পায় না। তুমি সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত হয়ে পাপ বা পুণ্য কার্য্য ত্যাগ কর। সমত্ববুদ্ধিযোগও কর্ম্ম বটে কিন্তু সেটা কর্ম্মের মধ্যে কুশল ভাবাপন্ন, কারণ নিজে কর্ম্ম হলেও সকাম কর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করে। অতএব তুমি সমত্ব-বুদ্ধিরূপ যোগের জন্য নিষ্ঠাবান হও।

যৌগিক—বুদ্ধিকে আশ্রয় করে আশেপাশে না তাকিয়ে স্থির লক্ষ্যে মনকে লাগাতে পাল্লেই মন বিষয় বিহীন হ'য়ে তারক বিন্দুতে লয় পেয়ে যায়, তখন মন থাকে না বলে মনেরই কল্পিত জগতও লোপ পায়, কাজেই সাধক তখন ব্রহ্মই হয়ে যান, তাকেই চৈতন্য সমাধি বলে। সেই সমাধির সময় সাধক জীবভাব থেকে সরে যাওয়ায় তার ইহজন্ম বা পূর্ব্বজন্মকৃত

কর্ম্মফল দিতে এসে তাকে খুঁজে পায় না সুতরাং আশ্রয় না পেয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাহলেই বুদ্ধি আশ্রয় ক'রে যোগ কত্তে পাল্লেই সুকৃত দুষ্কৃত ত্যাগ হয়ে যায়। তাই ভগবান বলচেন যোগ কর। যোগটা কর্ম্মের কৌশল মাত্র অর্থাৎ এমন কৌশলে কাজ করতে হবে যাতে কর্ম্মের ফল হবে না, তা ছাড়া পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মের ফল—পাপ আর আসতে পাবে না। গুরুর বাক্যে পূর্ণ শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে অকপট চিত্তে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর উপদিষ্ট কর্ম্ম অনুষ্ঠান কল্লেই, কি করে যে নিত্য প্রাণপ্রবাহ শরীরে চল্‌ছে তাকে আপনার আয়ত্ত করে এনে আত্মার স্থির জ্যোতিতে তাকে আহুতি দিতে হবে, সেই কৌশল জানতে পারা যায়।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিনঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তা পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং ॥ ৫১ ॥

অন্বয়—বুদ্ধিযুক্তাঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাঃ জনাঃ কর্ম্মজং ইষ্টানিষ্টকর্ম্মভ্যঃজাতং ফলং ইষ্টানিষ্টদেহপ্রাপ্তিরূপং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য মনীষিণঃ জ্ঞানিনঃ ভূত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ জন্মৈঃববন্ধঃতেন বিনির্ম্মুক্তাং নিষ্কৃতাঃ জীবন্তএব জন্মবন্ধ বিহীনাসন্তঃ অনাময়ং সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতপদং বিষ্ণোমোক্ষাখ্যং পরমং পদং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি।

বঙ্গানুবাদ—সমত্ববুদ্ধিযুক্ত সাধক জ্ঞান বা যোগ আশ্রয় ক'রে ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে যে সমস্ত কার্য্য করেচেন তার ফলরূপ ভালমন্দ দেহপ্রাপ্তি বা সুখদুঃখরূপ ফল ত্যাগ করতে পারেন। তখন জ্ঞানী হয়ে এই দেহেই জীবিতকালে জন্মরূপবন্ধনহীন হয়েন ও সকল উপদ্রব শূন্য মোক্ষ নামক বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন।

যৌগিক—পূর্ব্ব শ্লোকে বুদ্ধি আশ্রয় করে সাধক পূর্ব্বকর্ম্মজাত ফল ত্যাগ করতে পারেন কি করে বলা হয়েচে। এখন সেই কর্ম্মফল ত্যাগ হলেই তার মনের উপর আধিপত্য আসে, তাই মনীষী অবস্থা। সেই

অবস্থায় মন নিজের অধীনে এলেই, তখন জীবিত থাকলেও জন্মের বন্ধন খসে যায় কারণ ইন্দ্রিয়ের কাজই ইন্দ্রিয় করে, জীবকে তার ফল ভোগ কর্ত্তে হয় না, কাজেই মায়ার যে দুটি শক্তি জীবের উপর কাজ করে তা আর থাকে না, আবরণও থাকে না, বিক্ষিপ্তও হতে হয় না, পরম শান্তি-নিলয় বিষ্ণুপদই লাভ হয়।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ ॥৫২॥

অন্বয়—যদা যস্মিনকালে তে তব বুদ্ধিঃ মোহকলিলং মোহাত্মকম্ বিবেক-রূপংকালুষ্যং ব্যতিতরিষ্যতি ব্যতিক্রমিষ্যতি তদা তস্মিনকালে শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ অর্থসা নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি তদা শ্রোতব্যং শ্রুতং তে নিস্ফলং প্রতিপদ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—যখন তোমার বুদ্ধি অবিবেকরূপ কলুষ ত্যাগ করবে, তখন তোমার শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্ম্মফলে বৈরাগ্য জন্মাবে।

যৌগিক—সমত্ব বুদ্ধি আশ্রয় করে ক্রিয়া করতে পারলেই রূপরসাদি বিষয়ের নেশা ঘুচে যাবে, তাহলেই মহামোহরূপ যে ভীষণ আবরণ ছুটে যায় তখন শোনবারও কিছু থাকে না, যা শোনা হয়েছে তার জ্ঞানও থাকে না, ভূত ভবিষ্যৎ লোপ পায়, কালের বন্ধন ছুটে যায়, আমিই আমি এই ভাবই জন্মায় আমি ছাড়া কিছু থাকে না, সেই অদ্বিতীয় আমিতে পরিণত হতে হয়।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলাবুদ্ধিস্তদাযোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়—শ্রুতিবিপ্রতিপন্না অধ্যাত্ম শাস্ত্রস্যাতিরিক্ত শাস্ত্রস্য-শ্রবণে বিক্ষিপ্তা তেবুদ্ধি যদা নিশ্চলা বিক্ষেপ চলন বর্জিতা সমাধৌ আত্মনি অচলা বিকল্প-

বর্জিতা স্থাস্যতি স্থিরীভূতা ভবিষ্যতি তদা তস্মিন্‌কালে যোগং বিবেক প্রজ্ঞাং অবাপ্স্যসি প্রাপ্স্যসি।

বঙ্গানুবাদ—অন্য শাস্ত্রের নানাকথা শুনে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত। এই বুদ্ধি যখন বিক্ষেপ ও নড়ন চড়ন রহিত হয়ে আত্মায় অচল হয়েও স্থির থাক্‌বে, তখন বিবেক প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হবে ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হবে।

যৌগিক—বিষয়ের ভেতোর দিয়ে ধাবিত হয়ে তোমার বুদ্ধি নানা পথে বিক্ষিপ্ত হয়েচে, একবার মনে করচো আত্মজ্ঞান লাভ করাই ভাল, আবার মনে করচো বিষয় ত্যাগ কর্ত্তে পারবো না, তোমার এই বুদ্ধির চঞ্চলতা যখন ক্রিয়া দ্বারা বিক্ষেপ রহিত হয়ে কূটস্থ আত্ম-জ্যোতিতে স্থির হয়ে যাবে, তখন বিষয়ের বোধরহিত হওয়ায় নিস্পন্দ, নড়ন চড়ন রহিত অবস্থা আসবে, সেইটাই যোগের অবস্থা।

অর্জ্জুন-উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কাভাষা সমাধিস্থস্য কেশব
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং ॥৫৪॥

অন্বয়—হে কেশব সর্ব্বান্তযামিন্‌ স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা অহমস্মি পরংব্রহ্ম ইতিপ্রজ্ঞা যস্যতস্য ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ কাভাষা কিংভাষনং বচনং? কথমসৌপরৈঃভাষ্যতে? সমাধিস্থিতস্য সমাধৌস্থিতস্য ব্রহ্মজ্ঞস্য বা কিং লক্ষণং? স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ কিং প্রভাষেত? কিমানীত কিংব্রজেত? আসনং ব্রজনং বাকথং?

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন হে কেশব সমাধিস্থিত, স্থিতপ্রজ্ঞ—যার আমিই ব্রহ্ম এই যুক্তি স্থির হয়েচে তাঁর কথা কি রকম? অর্থাৎ স্তুতি নিন্দা প্রভৃতিতে তিনি কি বলেন? তিনি কি রকম থাকেন কি রকম বেড়ান? সাধারণ লোকের আর স্থিতপ্রজ্ঞের কথায় ব্যবহারে কি বৈলক্ষণ্য তাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

যৌগিক—যোগাবস্থা পেয়ে বিস্ময়বোধ রহিত, নড়ন চড়ন হীন নিস্পন্দ ভাব যে সাধক একবার পেয়েছেন তাঁর আর নীচে নেমে এসে সাধারণ লোকের মত বিষয় ভোগ করা হয় না কারণ তাঁর যে যোগ বিষয়িনী বুদ্ধি জন্মায় তাকেই প্রজ্ঞা বলে। সেই প্রজ্ঞা যাঁর হয়ে গেছে তাঁর চলন, ধরণ কথাবার্ত্তা, শোয়া বসা সবই একটু স্বতন্ত্র রকমের কারণ সকল সময়ই তাঁর মন ব্রহ্মে থাকতে চায় সেই রকমে ব্রহ্মে থাকতে থাকতে সকল বস্তুতেই তিনি ব্রহ্ম দেখেন জাগ্রত অবস্থায়ও তিনি সমাধিস্থ থাকার মত থাকেন। সেইরকম জাগ্রত সমাধিগ্রস্ত চৈতন্য-সমাধিস্থ সাধকের চারিটি প্রশ্ন এল ? (১) তার লক্ষণ কি ? (২) তিনি কি বলেন (৩) কি রকমে থাকেন (৪) কি রকম বেড়ান।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজাহাতিযদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥

অন্বয়—যদা যস্মিন্‌কালে সর্ব্বান্ সমস্তান মনোগতান্ হৃদিপ্রবিষ্টান্ কামান্ ইচ্ছাভেদান্ প্রজহাতি পরিত্যজতি পরিত্যাগে তুষ্টিকারণাভাবাৎ শরীরধারণনিমিত্তশেষেচ সতিউন্মত্ত প্রমত্তস্যেব প্রবৃত্তি প্রাপ্নোতি ? অত উচ্যতে আত্মনি প্রত্যগাত্ম স্বরূপএব আত্মনা স্বেনৈব বাহ্যলাভ নিরপেক্ষস্তুষ্টঃ পরমার্থদর্শনামৃতরসলাভেন অন্যস্মাদলং প্রত্যযবান ভবতি হে পার্থ সত্ত্ববজনঃ তদাতস্মিন্নেব সময়েস্থিতঃপ্রজ্ঞঃ আত্মারামঃ বিদ্বান ইতি উচ্যতে কথ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন যখন সাধক হৃদয়ের যাবতীয় বাসনা ত্যাগ করে এবং পরমানন্দ রূপ যে আত্মা তাঁরই লাভে বাহ্য বিষয় লাভের অপেক্ষা না করে সন্তুষ্ট থাকে তখনই তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মারাম বলে।

যৌগিক—যোগাবস্থা পেলে আর সাধক বিষয় ভোগের জন্য নেমে আসেন না জগৎকে ব্রহ্মময় দেখেন আর সর্ব্বদাই ব্রহ্মানন্দ রস উপভোগ করেন কাজেই মলিন কামনাগুলো আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না সেই অবস্থা পেলেই তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা আত্মারাম বলা হয়।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃস্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬॥

অন্বয়—দুঃখেষু আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিকেষু আগতেষু অনুদ্বিগ্নমনা অক্ষোভিতচিত্তঃ সুখেষু প্রাপ্তেষু বিগতস্পৃহঃ বিতৃষ্ণঃ বীতরাগ-ভয়ক্রোধঃ অনুরাগভয়কোপহীনঃ যদাভবেৎতদাস্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃমুনিঃ উচ্যতে কথ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—যার কোন রকম দুঃখে মনউদ্বিগ্ন হয় না সুখ লাভেও স্পৃহা থাকে না অনুরাগ ভয় ক্রোধ ত্যাগ হয়ে যায় তখনই স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসী বলা হয়।

যৌগিক—সাধকের মন যখন সর্ব্বদাই ব্রহ্মে সংলগ্ন বিষয় গ্রহণ কর্ত্তে পারেনা তখন সুখ বা দুঃখ এলে তাঁর আর হর্ষ বিষাদ হবে কেন? তিনিও বিষয় ভোগ কচ্চেন না কাজেই তাঁর অনুরাগও থাকে না, যে পেতে বাধা দেয় তার উপর রাগও থাকে না সেই অবস্থা পেলেই তাঁকে স্থিতধী মুনি বলে।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥

অন্বয়—যঃ সর্ব্বত্র দেহজীবিতাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ স্নেহবর্জ্জিতঃ তত্তৎ শুভাশুভং শুভং অশুভং বা প্রাপ্য লব্ধা ন অভিনন্দতি নহৃষ্যতি নৈবদ্বেষ্টি ননিন্দতিচ তস্য হর্ষবিষাদরহিতস্য বিবেকজা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা স্থিরা ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—যিনি আপনার দেহ প্রাণেরও উপর স্নেহশূন্য, মঙ্গল লাভে যিনি হৃষ্ট হন না অথবা অমঙ্গল লাভে বিষণ্ণ হন না সেই হর্ষ বিষাদ শূন্য পুরুষেরই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দুই শ্লোকে 'কি বলেন' প্রশ্নের উত্তর।

যৌগিক—সাধক সর্ব্বদাই আত্মারাম থাকেন কাজেই দেহেন্দ্রিয় প্রাণাদিতে তাঁর আত্মার বুদ্ধি থাকেনা আমার বলে যে বদ্ধ জীবের বুদ্ধি তার তা লোপ পায়। কাজেই তিনি যখন 'আমিই আমি, সবই ব্রহ্মময় বোঝেন তখন তাঁর আর ভালমন্দ কি? দুটো নেই তা চিন্তা কি করবেন? এই অবস্থা পেলেই প্রজ্ঞাস্থিত হয়।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥

অন্বয়—কূর্ম্মঃ কচ্ছপঃ ভয়াৎ অঙ্গানি যথাসংহরতে করচরণাদীনি আকর্ষতিতথা যদা অয়ং যোগী সর্ব্বশঃ সমস্তেভ্যঃ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ বিষয়েভ্যঃ ইন্দ্রিয়ানি সংহরতে প্রত্যাহরতি তদাতস্য প্রজ্ঞাবুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—কচ্ছপ যেমন ভয়ে আপনার সমস্ত অঙ্গ শরীরে ঢুকিয়ে নেয় সেইরকম যখন যোগী তাঁর ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করেন তখনই তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যৌগিক—আমরা নাসিকাদ্বারা গন্ধ, জিহ্বাদ্বারা রস, চক্ষুদ্বারা রূপ, ত্বকেরদ্বারা স্পর্শ আর কর্ণদ্বারা শব্দ গ্রহণ করি এই সকল ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। গুরুপদেশ অনুসারে আসনে বসে বাইরে থেকে এই ইন্দ্রিয়গুলোকে গুটিয়ে এনে মনের ভেতোর ঢোকাতে হয় তাহলেই ভেতোর দিকে আবার রূপ-রসাদির উপভোগ হতে থাকে, তখন ক্রমে লয় যোগে গন্ধকে রসে রসকে তেজে তেজকে বায়ুতে বায়ুকে শব্দে ঢোকাতে পারলেই সবগুলি গুটিয়ে এলো পরে সেই শব্দে মন দিতে পারলেই আত্মজ্যোতি ফুটে

ওঠে আর সাধককে আত্মভাবাপন্ন করে ফেলে এই অবস্থা পেলেই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হলো।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্যদেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯॥

অন্বয়—নিরাহারস্য অনাহ্রিয়মানবিষয়স্য দেহিনঃ দেহবতঃ কষ্টেস্থিতস্য মূর্খস্য আতুরস্যচ দেহাভিমানিনঃ অজ্ঞস্যাপি বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে সংহৃতাভবন্তি কিন্তু রসবর্জ্জং রসো বিষয়ানুরাগঃ ন নিবর্ত্ততে অস্য বিষয়স্য রসঃ অনুরাগঃ অপি পরংদৃষ্ট্বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেণ অহমেব তদিতি বর্ত্তমানস্য সাধকস্য যোগিনঃ নিবর্ত্ততে নিবৃত্তঃ ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—যারা রোগী অথবা যে মূর্খেরা কষ্ট তপস্যা করে তারাও বিষয় গ্রহণ না করায় তাদেরও বিষয়গুলো ইন্দ্রিয় থেকে সংযত কিন্তু বিষয়ানুরাগ অপগত হয় না পরমাত্মা সাক্ষাৎকারী যোগীরই কেবল বিষয় বাসনা পর্য্যন্ত অপগত হয়।

যৌগিক—বিষয় ভোগ না করলেও যার দেহে আমি বোধ আছে তার বিষয় ভোলা হয় না কারণ যদিও মনকে সংযত করে উপরে উঠে সবিকল্প সমাধি লাভ হয় তাহলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত কূটভেদ হয়ে আত্মপদে প্রতিষ্ঠা লাভ না হবে, ততক্ষণ আবার সমাধিভঙ্গে যা তাই হতে হয় আত্ম দর্শনে আমিই আত্মা এই বোধ পাকা হলে আর বিষয়ানুরাগ মনে আসতে পায় না।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়—হে কৌন্তেয়, কুন্তিনন্দন, যততঃ প্রযত্নং কুর্ব্বতঃঅপি বিপশ্চিতঃ মেধাবিনঃ পুরুষস্য প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি ক্ষোভকাণি ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বিজ্ঞানযুক্তমপি মনঃ প্রসভং বলাৎহরন্তি বিষয়াভিমুখং কুর্ব্বন্তি।

বঙ্গানুবাদ--হে কুন্তিনন্দন সাধকাবস্থাতে অতি যত্নশীল বিবেকী পুরুষেরও মনকে বিষয় লাভে আকুল করে দিতে পারে এমন ইন্দ্রিয় সকল জোর করে বিষয়মুখী করে।

যৌগিক—যে সাধক গুরুদেবের উপদেশ পেয়ে ভালমন্দ বুঝতে পেরেচেন আর খুব চেষ্টা কচ্চেন তিনিও যতক্ষণ আপনার আয়ত্তে ইন্দ্রিয়-গুলোকে না আনতে পারেন, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলো হৃদয়ে চঞ্চলতা এনে দেবে আর তার মনকে বিষয়ের দিকে নিয়ে যাবে।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশেহি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

অন্বয়—তানি সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য বশীকৃত্য যুক্তঃযোগী মৎপরঃসন্ অহং বাসুদেবঃ সর্ব্বপ্রত্যয়াত্মা পরোযস্য স মৎপরঃ নান্যোঽহং তস্মাংইতি আসীত এবমাসীনস্য যতেঃ যস্য ইন্দ্রিয়াণিবশে বশীভূতানিবর্ত্তন্তে অভ্যাস-বশাৎ তস্যপ্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিতা।

বঙ্গানুবাদ—যুক্ত যোগী যাঁরা সেই সকল ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত ক'রে মৎপরায়ণ হয়ে আমিই সেই বাসুদেব তাঁ ছাড়া অন্য কিছু নাই এই দৃঢ় বিশ্বাস করে থাকেন, সুতরাং তাঁদের ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত হয়, ইন্দ্রিয়গণ বশে থাকলেই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যৌগিক—এই জন্য যাঁরা যুক্তযোগী তাঁরা ইন্দ্রিয় থেকে মনকে সরিয়ে এনে আত্মাতে আটকে দেন সেই বাসুদেবরূপী হিরণ্ময় পুরুষে মন আটকে গেলেই মৎপর হওয়া হলো মৎপর হলে তাঁদের উপর মন আর অধিপত্য করতে পারে না সুতরাং তাঁর প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু মনকে যদি প্রকৃতিতে আটকে দাও তাহলে ইন্দ্রিয়ের বশীভুভ হবেই হবে তাই মৎপর হইল না।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥৬২॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি ॥৬৩॥

অন্বয়—বিষয়ান্ শব্দাদি বিষয়বিশেষান্ ধ্যায়তঃ আলোচয়তঃ পুং সঃ পুরুষস্যতেষু বিষয়েষুসঙ্গঃ আসক্তিঃ উপজায়তে উৎপদ্যতে। সঙ্গাৎ আসক্তেঃ কামস্তৃষ্ণা সংজায়তে সমুৎপদ্যতে তস্মাৎকামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে ভবতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্য বিবেকাভাবঃ ভবতি সম্মোহাৎ বিবেকাভাবাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রাচার্য উপদিষ্টার্থস্মৃতেঃ বিভ্রমঃ প্রচলনং ভ্রংশঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ চেতনায়াঃনাশঃ বৃক্ষাদিষুইব অভিভবঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি মৃত্যু তুল্যোভবতি।

বঙ্গানুবাদ—পুরুষ বিষয়ের চিন্তা করলেই তাতে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে তৃষ্ণা জন্মায়, সেই কামনা কারও কাছে বাধা পেলেই ক্রোধ হয় ক্রোধ হলেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা থাকে না, সেই অবিবেক থেকে শাস্ত্র বা গুরু কি উপদেশ দিয়েছেন তা ভুলে যেতে হয়, তা থেকেই চেতনা শূন্য হয়ে যায় তারপরই মৃত্যুতুল্য হতে হয়।

যৌগিক—যাঁরা মৎপর হয়ে যুক্ত হয়েছেন তাঁদের মন বিষয়ের সঙ্গে মেলে না কাজেই আসক্তিও হয় না ইন্দ্রিয়গুলো বশে এসে যায়। মৎপর হতে না পাল্লেই মনকে উর্দ্ধে রাখলেও সে কল্পনার সাহায্যেও বিষয়ের চিন্তা কর্ত্তে ছাড়ে না কাজেই আসক্তি ঘোচে না, আসক্তি প্রবল হলেই পাবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, যথেষ্ট থাকলেও অপুর কামকে পূরণ করা যায় না। না পেলেই যে বাধা দেয়, তার উপর রাগ আসে, রাগ এলেই কি করা উচিত নয় এ বুদ্ধি থাকে না, অবিবেক এলেই আমি আত্মা সৎস্বরূপ চিৎ-স্বরূপ আনন্দস্বরূপ ইন্দ্রিয় দেহ প্রাণ এসব আমি নই এ কথা ভুলে যেতে

হয়, কাজেই ভ্রান্ত হয়ে আমি আমার ভাব বেশী করে জেগে উঠে, আমিই আমি এ যে নিশ্চয় ছিল সে বুদ্ধি যায়, বুদ্ধি গেলে মনের সংশযাত্মিকা বৃত্তি জেগে ওঠে অবিশ্বাস জন্মায়। অবিশ্বাসীর মন কিছুতেই নিস্তার পায়না বার বার সংসারে যাওয়া আসা করে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈ র্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়--রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ প্রিয়ানুরাগ অপ্রিয়বিদ্বেষবিহীনৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ শ্রোত্রাদিভিঃ বিষয়ান্ শব্দাদীন চরন্ উপভুঞ্জানঃ আত্মবশ্যৈঃ আত্মনোমনসো-বশীভূতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিধেয়াত্মা বিধেয়ঃ বশীভূতঃ আত্মা মনঃ যস্য স নিগৃহীতমনা প্রসাদং আত্মপ্রসাদং প্রসন্নতাং অধিগচ্ছতি লভতে।

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে যদি মনকে নিগ্রহ কর্ত্তে না পারে তার ফল উপুরে বলে এলেন এখন মন নিগ্রহ কর্ত্তে যিনি পেরেচেন তাঁর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না হলেও কোন দোষ হয় না তাই দেখাচ্চেন। প্রিয় বস্তু পাবার জন্য অনুরাগ আর অপ্রিয়ের প্রতি বিদ্বেষ ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ভাব। যাঁর ইন্দ্রিয় রাগদ্বেষ শূন্য হয়েছে এমন মনের বশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যিনি মনকে নিগ্রহ কর্ত্তে পেরেচেন এমন পুরুষ যদি বিষয় ভোগও করেন তাহলেও তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ কর্ত্তে পারেন।

যৌগিক—মন যাঁর আত্মাতে সংলীন হয়েচে তখন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলো বিষয়ে বিচরণ কল্লেও আসক্তি বা কাম উৎপন্ন হয় না, অনুরাগও জন্মায়না বিদ্বেষও হয় না, কাজেই আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়ই। এই শ্লোকটি কিংব্রজেত এই প্রশ্নের উত্তর। চিদাকাশের মলিনতা গিয়ে স্বচ্ছ ভাব এলেই প্রসাদ লাভ হয়।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়—প্রসাদে চিত্তপ্রসন্নেসতি অস্য পুরুষস্য সর্ব্বদুঃখানাং আধ্যাত্মি-কাদীনাং হানিঃ বিনাশঃ উপজায়তে ভবতি প্রসন্নচেতসঃ স্বচ্ছান্তঃকরণস্য আশুশীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতাভবতি আত্মস্বরূপেনৈব নিশ্চলাভবতি।

বঙ্গানুবাদ—চিত্ত প্রসন্ন হলে পুরুষের আধ্যাত্মিকাদি সকল দুঃখ নাশ হয় প্রসন্নচিত্তের বুদ্ধিও শীঘ্রই আত্মাতে নিশ্চল ভাব প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক—চিদাকাশ নির্ম্মল হলেই অন্তর্জ্যোতি ফুটে ওঠে কাজেই সর্ব্বজনিত যে দুঃখ অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত যে কশ্মল উৎপন্ন করেছিল তা আর থাকেনা। জ্যোতির প্রভায় সব ময়লা যখন কেটে যায় তখনই চিত্ত প্রসন্ন হয় আর তার চাঞ্চল্য থাকেনা আত্মজ্যোতিতে মিশে স্থির হয়ে যায়। এইটাই তুরীয় অবস্থা দেহও আছে দেহবুদ্ধি নাই বুদ্ধি ব্রহ্মে মিশে একই হয়ে আছে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখং ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়—অযুক্তস্য অসমাহিত চিত্তস্য বুদ্ধিঃ আত্মস্বরূপ বিষয়াবুদ্ধিঃ নাস্তি নবিদ্যতে। তথা অযুক্তস্য অসমাহিতান্তঃ করণস্য ভাবনাচ আত্মজ্ঞানাভি-নিবেশশ্চ নাস্তি নবিদ্যতে অভাবয়তঃ আত্মজ্ঞানাভিনিবেশমকুর্ব্বতঃ শান্তিঃ উপশমঃ নবিদ্যতে। অশান্তস্য অনুপরতচিত্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দঃ? ইন্দ্রিয়াণাংহি বিষয়তৃষ্ণাতো নিবৃত্তির্যা তৎ সুখং, ন বিষয়বিষয়াতৃষ্ণা, দুঃখমেবহি সা। নতৃষ্ণায়াং সত্যাং সুখস্য গন্ধমাত্রমপি উৎপদ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—মনকে জয় কর্ত্তে না পারলে, চিত্ত আত্মাতে সমাহিত না হলে আত্মবোধিনী বুদ্ধির উদয় হয় না কারণ শ্রবণ মননাদি বিচার করা সম্ভব হয় না। যাঁর আত্ম বিষয়াবুদ্ধি হয়নি তার নিদিধ্যাসন রূপ ভাবনাও হয় না আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশ হয় না সুতরাং জীব ব্রহ্মে অভেদ বুদ্ধি

জন্মায় না, আত্মসাক্ষাৎকারে যে শান্তি হয়, সে শান্তিও হয় না। শান্তি-বিহীন ব্যক্তি মোক্ষানন্দ-সুখ কোথায় পাবে ?

যৌগিক—জ্ঞানমার্গে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হ'লে, পুরুষ বেদান্ত বিচারের অধিকার পায়, দর্শন শ্রবণ মননাদি সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে, তাতেই বুদ্ধি আত্মবোধিনী হয়, পরে নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য প্রতিপন্ন হ'তে থাকে—জীব ব্রহ্ম এক, এই বোধ জন্মায়। তখনই পরম জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মা সাক্ষাৎকার হওয়ায় পরম শান্তি লাভ হয়, ফলে কৈবল্য লাভ হয়। যোগমার্গে প্রাণায়াম কর্ত্তে কর্ত্তে ব্রহ্মাকাশের মাঝখান দিয়ে প্রাণ চালাতে পাল্লেই বহিরিন্দ্রিয় সংযত হ'য়ে অন্তরিন্দ্রিয় সংযত হ'য়ে যায়, সূক্ষ্মভূতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলো মনে ঢুকে পড়ে। আজ্ঞাচক্রে শ্বাস সূক্ষ্ম হ'লে কূট ভেদ হ'য়ে আত্মজ্যোতি ফুটে ওঠে, তাতে মন প্রাণ মিশে এক হ'য়ে নড়ন চড়ন বিহীন নিস্পন্দ অবস্থা আসে, সেইটেই যুক্তাবস্থা। এই যুক্তাবস্থা না এলে, মনের সংশয়বৃত্তি ঘোচেনা নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তি বুদ্ধির উদয় হয় না। সেই বুদ্ধি না এলে 'আমিই আমি' এ ভাবনা আসে না। ঐ ভাবনা উদয় হ'য়ে স্থির হ'য়ে গেলে, আমি ছাড়া কিছু নেই, সবই আমির খেলা দেখে বুঝে মনে পরম শান্তি আসে। এই রকম আত্মজ্ঞান নিরন্তর হলেই মোক্ষানন্দ লাভ হয়, তাই পরম সুখ। তা ছাড়া যা কিছু সবই দুঃখ।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥৬৭॥

অন্বয়—যন্মনঃ যস্য মনঃ চরতাং স্ববিষয়ে প্রবর্ত্তমানানাং ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং অনুবিধীয়তে অনুপ্রবর্ত্ততে তদিন্দ্রিয়বিষয়বিকল্পনেন মনঃ অস্য যতেঃ প্রজ্ঞাং বিবেকজাং বুদ্ধিং অম্ভসি জলে নাবং তরণীং বায়ুরিব

হরতি নাশয়তি। উদকে জিগমিষতাং মার্গাদুদ্ধৃত্য উন্মার্গে যথা বায়ুর্নাবং প্রবর্ত্তয়তি এবং আত্মবিষয়াং প্রজ্ঞাং হৃত্বা মনো বিষয়বিষয়াং করোতি।

বঙ্গানুবাদ—জলে যখন নৌকা একদিকে যেতে চায়, বাতাস প্রবল হ'লে তাকে সে দিকে যেতে দেয় না, অপথে চালিয়ে দেয়। তেমনি মন যদি একটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগকালে তার পেছু যায়, তাহ'লে পুরুষের প্রজ্ঞাকে 'সৎ' পাবার পথে যেতে না দিয়ে ইন্দ্রিয়ের বশ করে ফেলে।

যৌগিক—ক্রিয়াবান্ মাত্রেই জানেন ক্রিয়া করবার সময়ও যদি কল্পনায় কোন চিন্তা এসে পড়ে, তাহ'লে মন তখনি আপনার জায়গা থেকে নেমে এসে তাতে ঢুকে পড়ে, আর এগুতে দেয় না।

তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥

অন্বয়—হে মহাবাহো বৈরিনিগ্রহসমর্থ, তস্মাৎ হেতোঃ যস্য সাধকস্য ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারেণ নিগৃহীতানি সংযমীকৃতানি তস্য প্রজ্ঞা বিবেকজা বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা স্থিরা ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—অতএব হে মহাবাহো যাঁর ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সমূহ থেকে সর্ব্বপ্রকারে প্রত্যাহৃত হয়েচে, তার বিবেক বুদ্ধি স্থির হয়েচে।

যৌগিক—সেইজন্য মনে যাতে কোন বৃত্তি না আসতে পারে, সেই রকম ক'রে সাবধান হ'য়ে ক্রিয়া কর্ত্তে হয়, ব্রহ্মাকাশের ফাঁকে ফাঁকে প্রাণ চালাতে হয়, তাহ'লেই কূটভেদ করে আত্মজ্যোতিতে মন প্রাণ মিশে এক হ'য়ে যায়। সেই যুক্তাবস্থায় তখনই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি স্থির হ'য়ে যায়।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥৬৯॥

অন্বয়—সর্ব্বভূতানাং অজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং জীবানাং যা আত্মনিষ্ঠা নিশা ইব দর্শনাদি ব্যাপারাভাবাৎ তস্যাং পরমার্থতত্ত্বলক্ষণায়াং জ্ঞাননিশায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে। যস্যাং বিষয়নিষ্ঠায়াং ভূতানি অন্যে ইন্দ্রিয়পরাঃ জীবাঃ জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে সা বিষয়নিষ্ঠা আত্মতত্ত্বং পশ্যতঃ মুনেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য জিতেন্দ্রিয়-যোগিনঃ নিশা ইব তস্যাং তস্যদর্শনাদিব্যাপারঃ নাস্তি।

বঙ্গানুবাদ—জীব ও ব্রহ্মে অভেদ জ্ঞানই প্রজ্ঞা। সাধারণ বিষয়ী জীব এই প্রজ্ঞাকে অন্ধকারময় রাত্রি বিবেচনা করে, পেঁচার দিবালোকের মত তাদের দৃষ্টিতে প্রজ্ঞালোক দর্শনের অযোগ্য, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় যোগীরা এই প্রজ্ঞালোকেই বিচরণ করে। আবার বিষয় বুদ্ধিতে সাধারণ বিষয়ী জীব দিবালোকের মত আনন্দে বিচরণ করে, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় যোগীরা ঐ বিষয়ে অন্ধের মত থাকে, তাই তাদের রাত্রি স্বরূপ।

যৌগিক—আত্মনিষ্ঠাই সংযম। যার আত্মনিষ্ঠা আছে, সে নিরন্তর ধ্যান ধারণা সমাধি যোগে আত্মাতেই থাকায় তাকে সংযমী বলে। সংযমীর মন সর্ব্বদাই আত্মাতে থাকে। ইন্দ্রিয়গুলোকে ভূত বলে, ভূতগুলো সেখানে যেতে পারে না, বরঞ্চ রাত্রিতে যেমন সাধারণ জীব চেষ্টাহীন হ'য়ে অভিভূত থাকে, সেই রকম ইন্দ্রিয়গুলো, মন আত্মাতে থাক্‌লে অভিভূত ও চেষ্টাহীন থাকে। সেই জন্যই মন যখন আত্মাতে জাগ্রত, ইন্দ্রিয়গুলোর তখন নিশা; আবার বিষয় পেলেই ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হ'য়ে কাজ করে। তখন মন আত্মায় লীন থাকায় তিনি মুনি, স্বাক্ষী-স্বরূপ থাকেন বলে 'পশ্যতঃ' আত্মায় লীন হয়ে দ্রষ্টা-স্বরূপ থাকেন, বিষয় ভোগের আস্বাদ গ্রহণ করেন না, তাই তাঁর নিশা। বোধ হয় তোমরা ত্রিলিঙ্গ

স্বামীকে অনেক পরিমাণে গন্ধক খাওয়ানর কথা শুনেছ। চৈতন্যদেবেরও এক সময়ে সকল শিষ্যের জন্য সংগ্রহ করা অনেক খাদ্য খাওয়ার কথা শুনেছ, এই সেই যুক্তাবস্থা। রসনেন্দ্রিয় আহার করচে, মন কিন্তু আত্মায় লীন।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

অন্বয়—আপূর্য্যমাণং নানানদনদীভিরাপূর্য্যমাণমপি অচলপ্রতিষ্ঠং অনতিক্রান্তমর্য্যাদং সমুদ্রং আপঃ সর্ব্বতো গতাঃ আপঃ যথাপ্রবিশন্তি বিকারয়িতুং ন সমর্থাঃ এব তথা যং মুনিং অন্তর্দৃষ্টিং সর্ব্বে কামাঃ ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিঃ বা ক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি ন স্বাত্মবশং কুর্ব্বন্তি স শান্তিং মোক্ষং আপ্নোতি। কামকামী ভোগকামনাশীলঃ ন প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—নানা নদ নদীর জলে পূর্ণ সমুদ্রে, বর্ষাকাল প্রভৃতিতে নানা দিক থেকে জলস্রোত পড়লেও সে যেমন তেমনিই থাকে, সেই রকম প্রারব্ধ কর্ম্ম বশে যে সব শব্দাদি বিষয় এসে পড়ে, তাতে যাকে টলাতে পারে না, সেই মোক্ষলাভের অধিকারী। ভোগকামী কখনই মোক্ষ লাভ করে না।

যৌগিক—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সম্পন্ন যুক্ত যোগী আত্মার অমৃতময় হ্রদে ডুবে থাকেন। তাঁর কাছে বিষয় এসে উপস্থিত হলে, তিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করলেও, তাতে মনও লাগে না, কামনা জেগে বিষয়ের দিকে টেনে নিয়েও যায় না, তিনিই শান্তি লাভ করেন। আর যাঁরা কামনার

বাঁধনে বাঁধা পড়েচেন, তাঁরা বিষয়ের মোহেই মজে থাকেন, শান্তি পাবেন আর কি করে ?

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১॥

অন্বয়—যঃ পুমান্ সন্ন্যাসী সর্ব্বান্ অশেষতঃ কাৎস্নেন কামান্ অভিলাষান্ বিহায় পরিত্যজ্য নির্ম্মমঃ মমেদমিত্যভিনিবেশবর্জিত নিরহঙ্কারঃ বিদ্যাবত্ত্বাদি-নিমিত্তাত্মসম্ভাবনারহিতঃ নিস্পৃহঃ শরীরজীবনমাত্রেঽপি স্পৃহাশূন্যঃ চরতি জীবনমাত্র চেষ্টাশেষঃ পর্য্যটতি স এব স্থিতপ্রজ্ঞঃ ব্রহ্মবিদ্ শান্তিং সর্ব্বসংসার-দুঃখোপরমলক্ষণাং নির্ব্বাণাখ্যাং শান্তিং অধিগচ্ছতি লভতে।

বঙ্গানুবাদ—যে পুরুষ সমগ্র কামনা ত্যাগ ক'রে, আমি আমার জ্ঞান বর্জিত হয়ে, বিদ্যাবত্ত্বাদির জন্য কোন রূপ গর্ব্ব না রেখে, শরীর বা জীবন থাক্ বা যাক্ সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করেন না ব্রহ্মপদকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে জীবনটী মাত্র থাকে এই রকম চেষ্টায় যিনি পর্য্যটন ক'রেন, যেখানে সেখানে থাকেন, তিনিই শান্তিলাভ করেন।

যৌগিক—এই অবস্থা যোগের সিদ্ধাবস্থা, তখন ভোগের বিষয় রাশি রাশি আসে কিন্তু সিদ্ধ যোগী সে সব গ্রহণ করেন না, তাঁর কামনাই আসে না, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় হয়ে যাওয়ায় তখন তাঁর সব 'আমি' হয়ে যায়, 'আমার' থাকে না। তিনি নির্গুণ হয়ে যান, কুল, মান, বিষয়, ধন এসব কিছুই নয় বলে মনে হওয়ায় কোন বিষয়ে স্পৃহা থাকে না। তাঁর মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত এই চারিটি মনস্তত্ত্বও ক্রমে লোপ পায়। তিনি ব্রহ্মেই বিচরণ ক'রে ব্রহ্মই হয়ে যান, নিত্যানন্দ লাভ করেন।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

অন্বয়—হে পার্থ এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ এবংবিধা ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এনাং স্থিতিং প্রাপ্য লব্ধ্বা ন বিমুহ্যতি মোহং ন প্রাপ্নোতি অন্তকালেঽপি মৃত্যু-সময়েঽপি অস্যাং ক্ষণমাত্রমপি স্থিত্বা নির্ব্বাণং ব্রহ্মনিলয়ং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—হে পার্থ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এই রকম যে এই নিষ্ঠা লাভ হলে আর মোহ পেতে হয় না, মৃত্যুকালে ক্ষণমাত্রও যদি এই নিষ্ঠা আসে, তাহলেও ব্রহ্মে লয় হয়।

যৌগিক—পূর্ব্বে যে অবস্থার কথা বলা হলো, সেইটেই ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। এ অবস্থা পেলে বিশ্বময় ব্রহ্ম দর্শন হয়, কাজেই ভেদজ্ঞান থাকে না, বিষয় ভোগ হলেও মোহ আসতে পায় না। এই অবস্থায় থাকলে শেষ কালেও যখন দেহত্যাগ হয়, তখনও ব্রহ্মেই মিশে যায় তাকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণপ্রাপ্তি বলে।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে—সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।



তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

অন্বয়—হে জনার্দ্দন! অভিলষিতপ্রদভগবন্ চেৎ যদি কর্ম্মণঃ সকাশাৎ বুদ্ধিঃ জ্ঞানং জ্যায়সী শ্রেয়সী তে তব মতা অভিপ্রেতা তৎ কিং কথং হে কেশব মাং তব ভক্তমপি শরণাগতং ঘোরে ক্রূরে হিংসাত্মকে কর্ম্মণি নিযোজয়সি প্রবর্ত্তয়সি।

বঙ্গানুবাদ—হে জনার্দ্দন, জীবের বাঞ্ছিত প্রদানকারী ভগবান, যদি তোমার মতে জ্ঞান কর্ম্ম চেয়ে শ্রেষ্ঠ, 'দূরেনহ্যবরং কর্ম্ম' শ্লোক বলেছ, তা হ'লে 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে' বলে হিংসাত্মক ক্রূর কর্ম্মে তোমার শরণাগত ভক্ত আমাকে নিয়োগ করছো কেন?

যৌগিক—পূর্ব্ব অধ্যায়ে সাধক কূটস্থ শ্রী-বিন্দুতে মনকে অতি নিবিষ্ট ক'রে নিঃশ্রেয়স্ লাভের দুটী পথ দেখছেন। একটী জ্ঞানের পথ, আর একটী কর্ম্মের পথ। জ্ঞানের পথটী বেশ ভাল, কোন ঝঞ্ঝাট নেই। কূটস্থের ওপোরে মনকে তুলে নিয়ে কূটস্থে লক্ষ্য স্থির করে 'শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন' করা বৈত নয়। কর্ম্মে অনেক হাঙ্গাম—প্রাণ ফাঁকে ফাঁকে চালাও, ইন্দ্রিয়গুলো বাগ্ পেলেই বিষয়াভিমুখী হবে, আবার তাদের আত্মমুখী করতে হবে, তার জন্যই মনোবৃত্তিগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাহা-

দিগকে নাশ করতে হবে। তাই বুলচেন আপনি জনার্দ্দন—পুনর্জন্ম নাশ করেন; আর কেশব—কৈবল্যপদ দান করেন। আমি শরণাগত ভক্ত, আমাকে সহজ পথে না নিয়ে গিয়ে হাঙ্গামের পথে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? যিনিই সাধন করেন তিনিই আসন প্রাণায়াম করতে যে কষ্ট হয় তা জানেন, আর কূটস্থ পানে নিঝ্ঝুম মেরে তাকিয়ে বসে থাকতে পারলে যে আনন্দ হয় তাও জানেন, কাজেই কর্ম্ম যে কষ্টকর তা বোধ হয়।

ব্যামিশ্রেনৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়—ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা ক্বচিৎ জ্ঞানপ্রশংসা ইত্যেবং ব্যামিশ্রেন সন্দেহোৎপাদকেন বাক্যেন উপদেশেন, মে মম বুদ্ধিং উভয়ত্র দোলয়িতাং কুর্ব্বন্ মোহয়সি ইব পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্তি তথাপি ভ্রান্ত্যা মম এবং ভাতি। তৎ উভয়োর্মধ্যে একং বুদ্ধিং কর্ম্ম বা—মম বুদ্ধিশক্ত্য-বস্থানুরূপং হি বদ ব্রুহি যেন অনুষ্ঠিতেন অহং শ্রেয়ঃ মোক্ষং আপ্নুয়াম প্রাপ্স্যামি।

বঙ্গানুবাদ—কখন বা কর্ম্মের প্রশংসা, কখন বা জ্ঞানের প্রশংসা করে আমার বুদ্ধিকে গোলযোগে ফেলে দিয়েছ, একবার বল্‌লে "ত্রৈগুণ্যবিষয়া-বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভব" বৈদিক কর্ম্ম ক'র না। আবার বল্‌লে "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে" তুমি কর্ম্মই কর। একবার বল্‌লে "নির্দ্বন্দ্বোনিত্যসত্বস্থো" নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ কর, আবার বল্‌লে "ধর্ম্ম্যাদ্ধিযুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ" যুদ্ধ করাই ভাল। তোমার অভিপ্রায় যাই হোক্ আমি কিন্তু গোলে পড়িলাম। তুমি ত লোকের ভ্রম দূর কর, তোমার কাছেও আমার মোহ এলো? কর্ম্ম ও জ্ঞানের অধিকারী কি এক ব্যক্তি? যা হোক দুয়ের মধ্যে আমার বুদ্ধি-সামর্থ্য বিবেচনা ক'রে আমার পক্ষে যাহা শ্রেয় তাই বল।

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—হে অনঘ অপাপ অস্মিন্‌লোকে শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানাধিকৃতানাং ত্রৈবর্ণিকানাং দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতিঃ। অনুষ্ঠেয় তাৎপর্য্যং পুরা পূর্ব্বং সর্গাদৌপ্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিসাধনং বেদার্থ-সম্প্রদায়মাবিষ্কুর্ব্বতা সর্ব্বজনেশ্বরেণ ময়া প্রোক্তা কথিতা। তত্র কা সা দ্বিবিধানিষ্ঠা উচ্যতে সাংখ্যানাং আত্মানাত্মবিষয়বিবেকবতাং ব্রহ্মচর্য্যা-শ্রমাদেবকৃতসন্ন্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংসপরিব্রাজ-কানাং ব্রহ্মণ্যেবাবস্থিতানাং জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমেবযোগঃ তেন নিষ্ঠা প্রোক্তা যোগিনাং কর্ম্মিণাং কর্ম্মযোগেন কর্ম্মএবযোগঃ তেন নিষ্ঠা প্রোক্তা।

বঙ্গানুবাদ—হে নিষ্পাপ, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে সৃষ্ট প্রজাগণের অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি সাধন বেদার্থ সম্প্রদায় আবিষ্কার করতঃ আমি দু' রকম নিষ্ঠার কথা বলেছিলাম। যাঁরা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম থেকে একবারে সন্ন্যাসী হয়েচেন অথবা আত্মজ্ঞানকুশল ব্রহ্মে অবস্থিত পরমহংস পরিব্রাজক যাঁরা তাঁদের জন্য জ্ঞান যোগের নিষ্ঠা, আর যাঁরা কর্ম্মী তাঁদের জন্য কর্ম্ম-যোগের নিষ্ঠা।

যৌগিক—এখানে সাধক সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ পেয়ে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হয়েচেন তাই তাঁকে অনঘ—নিষ্পাপ বলে সম্বোধন করেছেন। ভগবান বল্‌লেন দু' রকমের নিষ্ঠার কথাই পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ২০—৩৮ শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠা, আর ৪০—৫৩ শ্লোকে কর্ম্মনিষ্ঠার কথা বলা হয়েচে। তাতে দেখান হয়েছে যে আত্মার ওপোরে মনকে তুলে সেই মনে মন দিয়ে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করাই হচ্চে জ্ঞানযোগের কাজ, আর ব্রহ্মনাড়ীর মাঝ দিয়ে প্রাণ চালায়ে, শেষে নিরালম্ব হ'য়ে ব্রহ্মাবকাশে

মিশে যাওয়াই কর্ম্মযোগের কাজ। জ্ঞান যোগেতেও তত্ত্ব নির্ণয় কর্‌তে কর্‌তে মন বিষ্ণুপদে লীন হয়। ফল একই, কেবল রকম আলাদা।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়—জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োঃ পরস্পরবিরোধাদেকেন পুরুষেণ যুগপদ-নুষ্ঠাতুমশক্যত্বে সতি ইতরেতরানপেক্ষয়োরেব পুরুষার্থহেতুত্বে প্রাপ্তে, কর্ম্মনিষ্ঠায়াম্ জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতুত্বে ন পুরুষার্থহেতুত্বং। ন স্বাতন্ত্র্যেণ। জ্ঞাননিষ্ঠা তু কর্ম্মনিষ্ঠোপায়লব্ধাত্মিকা সতী স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুর-ন্যানপেক্ষা ইতি। অতঃ ভগবান আহ কর্ম্মণাং ক্রিয়ানাং যজ্ঞাদীনাং ইহ জন্মনি জন্মান্তরেবা অনুষ্ঠিতানাং উপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বেন সত্ত্বশুদ্ধি-কারণানাং তৎকারণত্বেন চ জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ জ্ঞাননিষ্ঠাহেতুনাং "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ। যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মা-নমাত্মনি।" ইত্যাদি স্মরণাৎ অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানাৎ পুরুষোনৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্মভাবং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেণাবস্থানম্ ন অশ্নুতে নাপ্নোতি। ন চ সন্ন্যাসনাদেব কর্ম্মপরিত্যাগমাত্রাৎ কেবলাৎ জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞাননিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুনের মনে হ'য়েছিল যখন কর্ম্ম না করেও নিষ্কর্ম্মে সিদ্ধি পাওয়া যায়, তখন আমাকে সেই পথ দিলেই হ'তো। তাই ভগবান বলচেন কর্ম্ম না করলে কেউ জ্ঞাননিষ্ঠা পাবার অধিকারী নয়। এ জন্মেই হোক আর জন্মান্তরেই হোক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে পাপক্ষয় ও চিত্তশুদ্ধি না হ'লে কর্ম্মহীন জ্ঞাননিষ্ঠার অবস্থা কেউ পায় না। কেবল গেরুয়া পরে দণ্ড ধারণ ক'রে সন্ন্যাসী সাজলে সিদ্ধিলাভ হয় না। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম দ্বারা যাদের চিত্তশুদ্ধি হ'য়েছিল তাদেরই প্রথম বয়স থেকে সংসার-বাসনা থাকে না। তারাই ব্রহ্মচর্য্যের পরই সন্ন্যাস গ্রহণ করে। যাদের কিছু

বাকী ছিল এ জন্মে সেটী পূর্ণ হ'লে তাদের সন্ন্যাস বাসনা হয়, জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়।

যৌগিক—আমরা বাইরে যে স্বাভাবিক শ্বাস নিই, প্রশ্বাস ফেলি তাতে আপনা আপনি বাইরের বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটে গিয়ে কতকগুলো জিনিস পাবার ইচ্ছা মনেতে জেগে যায়, সে গুলো যদি ভোগ করা যায়, তা হলে বাসনা না কমে আরও বাড়ে। যদি না ভোগ ক'রে সন্ন্যাসী সেজে কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় তা হ'লেও ভগবান বলেচেন (২য় অধ্যায় ৫৯ শ্লোক) বাসনার যে ছাপ লেগে গেছে তা মোছা যায় না, কাজেই জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয় না। তা হ'লে ঐ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করতে গেলেই বাসনার ছাপটী যাতে মুছে যায় তা করতে হবে, তা হলেই কর্ম্ম করতে হবে। কিন্তু ব্রাহ্মীস্থিতিতে কর্ম্ম মাত্রেরই অভাব ; আর কর্ম্মে কেবল চঞ্চলতা, দেখলে মনে হয় দুটী বিরুদ্ধ ভাব, কিন্তু তা নয়। ঐ চঞ্চলতাময় কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করলে মনের বৃত্তিগুলোকে নাশ করা যায় না। আর মনোবৃত্তি একটীও থাকলে কর্ম্মের বিশ্রাম যে ব্রাহ্মীস্থিতি তা পাওয়া যায় না। এতেই বোঝা যাচ্চে যে কর্ম্ম না করলে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হয় না। দুই একজনকে এমন দেখা যায় যে বাল্যকাল থেকেই জ্ঞানীর ভাব পেয়েচেন। তাঁরা যোগভ্রষ্ট, পূর্ব্ব জন্মে কর্ম্ম করে জ্ঞানলাভের অবস্থায় দেহ ত্যাগ হয়েছিল। রাজা ভরতের উপাখ্যান পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক ক্রিয়াবানই মূলাধারের মধ্যে ব্রহ্মনাড়ীতে প্রাণপাত করবার সময় কত চঞ্চলতার ভেতোর দিয়ে মনকে স্থির করতে হয়েছিল জানেন। যখন আজ্ঞাভেদ করে ক্রিয়াহীন গুরুপদে লক্ষ্য হ'লো, তখনই কর্ম্মহীনতার আরম্ভ হ'লো। যেই সেই পদে মিশে গেলেন তখনই তাঁর প্রাণচালান কর্ম্ম একেবারে ছুটে গেল।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—হি যতঃ কশ্চিদপি সন্ন্যাসী বিষয়ীবা অকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মহীনঃ সন্ ক্ষণমপি জাতু কদাচিৎ ন তিষ্ঠতি। যতঃ সর্ব্বঃ জনঃ প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিজাতৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ গুণৈঃ অবশঃ সন্ অস্বতন্ত্রঃ সন্ কর্ম্ম কার্য্যতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে।

বঙ্গানুবাদ—কোন ব্যক্তিই—জ্ঞানীই হোক, অজ্ঞানীই হোক, কখন ক্ষণকালমাত্র কর্ম্ম না করে থাকতে পারে না। প্রকৃতিজাত সত্ত্ব রজঃ তমঃ প্রভৃতি গুণ সকল সকলকে অবশ ক'রে কর্ম্মে নিযুক্ত করে। জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানীর কর্ম্মফলে অনুরাগ থাকে না। সেইজন্য তাঁকে কর্ম্মজন্য দোষ স্পর্শ করে না।

যৌগিক—প্রাণের ক্রিয়াই কর্ম্ম। এই কর্ম্ম না ক'রে কেউ থাক্‌তে পারে না। ঘুমুলেও তার হাত থেকে এড়াবার যো নাই। প্রকৃতির তিনটী গুণ। সত্ত্ব রজঃ আর তমঃ। সত্ত্ব গুণ বেশী হ'লে সুষুম্নায় শ্বাস চলে; রজঃ তমঃ গুণে ইড়ায় পিঙ্গলায় চলে। এই তিন গুণের কার্য্য যতক্ষণ হবে, ততক্ষণ শ্বাস চলা ফেরা করবেই। প্রণবপুটিত ক'রে গুরুর উপদেশ মত প্রাণ চালাতে পারলে, ক্রমে তিন গুণের অতীত হ'য়ে কর্ম্মত্যাগ হয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

অন্বয়—যঃ অজ্ঞঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি হস্তপদাদীনি সংযম্য বাহ্যতঃ বিষয়-নিবৃত্তানি কৃত্বা মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্ আস্তে ধ্যানচ্ছলেন তিষ্ঠতি বিমূঢ়াত্মা মূঢ়ান্তঃকরণঃ স মিথ্যাচারঃ কপটাচারঃ উচ্যতে কথ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—যে মূর্খ বাইরে ইন্দ্রিয়গুলোকে নিগ্রহ করে মনে মনে বিষয়ের স্মরণ করে, সে কপটাচারী।

যস্ত্বিন্দ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭॥

অন্বয়—হে অর্জ্জুন যস্তু সাধকঃ মনসা ইন্দ্রিয়ানি নিয়ম্য বুদ্ধিং জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ানিচ নিগৃহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ হস্তপাদাদিভিঃ কর্ম্মযোগং অসক্তঃ ফলাভিসন্ধিরহিতঃ সন্ আরভতে অনুতিষ্ঠতি স বিশিষ্যতে বিশিষ্টোভবতি চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন, যে সাধক ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হ'য়ে মনে মনেই ইন্দ্রিয় সংযম করতঃ বাহিরে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনি চিত্তশুদ্ধি হওয়ায় জ্ঞান লাভ করেন।

যৌগিক—গুরুর উপদেশ অনুসারে সিদ্ধাসন বা স্বস্তিকাসনে বসে শিরডাঁরা ঘার আর মাথা সমান করে সোজা করে নিয়ে কূটস্থে লক্ষ্য রেখে, সেইখানে চোখ, কাণ প্রভৃতির কাজ মনে মনে ঢুকিয়ে দিয়ে স্থির করে ফেলে প্রাণায়াম করতে লাগলেই খানিক বাদে ইন্দ্রিয়গুলোর আর অস্তিত্ব বোধ থাকে না। তারপর গুরুর উপদেশ অনুসারে চোখ, কাণ, নাক ও মুখ, দুহাতের আঙ্গুল ক'টা দিয়ে বন্ধ ক'রে খুব স্থিরভাবে ভেতোরে ভেতোরে তাকালেই আত্মদর্শন হয়। এইরূপ সাধনে যিনি যত্ন করেন, তিনিই বিশিষ্ট, ক্রমে জ্ঞান লাভের অধিকারী হন।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৮॥

অন্বয়—ত্বং নিয়তং নিত্যং শাস্ত্রোপদিষ্টং কর্ম্ম কুরুত আচর হি যতঃ অকর্ম্মণঃ কর্ম্মানারম্ভাৎ কর্ম্মজ্যায়ঃ অধিকতরং ফলবৎ। কথং অকর্ম্মণঃ কর্ম্মণঃ অকরণাৎ তে তব শরীরযাত্রাপি শরীরস্থিতিরপি ন প্রসিধ্যেৎ প্রসিদ্ধিং ন গচ্ছেৎ।

বঙ্গানুবাদ—তুমি নিত্য শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম কর, কারণ কর্ম্ম না করা চেয়ে কর্ম্ম করা অনেক ভাল। দেখ তোমার শরীর রক্ষা করতে হলেও কর্ম্ম না ক'রলে হবে না।

যৌগিক—সন্ন্যাসী—যাঁরা ত্যাগী, তাঁরা কর্ম্ম করেন না, তাই দেখে ত্যাগী সেজে যদি কর্ম্ম না করো তাহ'লে পূর্ব্ব কর্ম্মফলে বিষয়ে বাঁধা পড়তে হবেই, কাজেই নিঃশ্রেয়স্ লাভ হবে না। কিন্তু গুরুর উপদেশমত প্রাণ-কর্ম্ম ক'রলে কর্ম্মক্ষয় হ'য়ে গিয়ে কর্ম্মবিহীন অবস্থা আস্‌বে, সে অনেক ভাল। তা' হলেই ত্যাগী সাজা চেয়ে কর্ম্ম করা অনেক ভাল। তবে ক্রিয়া যথা সময়ে যথা নিয়মে কর্ত্তে হয়। মনকে দৃঢ় করে গুরুদেব যে কৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন সেই কৌশলমত কাজ কল্লেই, শ্রেয়োলাভ নিশ্চিত। তোমার শরীর রাখতে গেলে প্রাণ চালাতে হবেই, তবে কৌশলটি না জেনে যথাসময়ে যথানিয়মে না কল্লে কোন ফল হয় না।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

অন্বয়—যজ্ঞার্থাৎ যজ্ঞ বিষ্ণুঃ তদর্থং তন্নিমিত্তং বিষ্ণুপ্রীতিকামার্থং কর্ম্মণঃ অন্যত্র অন্যস্মিন্ কর্ম্মণি অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্ব্বধ্যতে। হে কৌন্তেয় কুন্তিনন্দন মুক্তসঙ্গঃ কর্ম্মফলসঙ্গবর্জ্জিতঃ সন্ তদর্থং যজ্ঞার্থং কর্ম্ম সমাচর কুরু।

বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞের বিষ্ণুর জন্য যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম ছাড়া অন্য কর্ম্মে লোক বদ্ধ হয়। অতএব সঙ্গত্যাগ করে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম কর।

যৌগিক—কর্ম্মফলই জীবকে সংসারে বদ্ধ করে, আর সেই বন্ধনেই জীবের দেহ হয়। দেহের বন্ধন কাটলেই নিশ্রেয়স্ লাভ হয়। দেহ জীবের দু রকম—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ। এই দেহরূপ বন্ধন কাটাতে গেলে মুক্তসঙ্গ হয়ে তদর্থ কর্ম্ম কর্ত্তে হয়। যজ্ঞার্থ কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। এই যজ্ঞার্থ কর্ম্ম

কি রকম তা সাধক মাত্রই জানেন। কূটে লক্ষ্য রেখে গুরুর উপদেশমত প্রতি চক্র মধ্যে প্রণবের সঙ্গে প্রাণ আহুতি দেওয়াই যজ্ঞ। একে প্রাণযজ্ঞ বা অন্তর্যাগও বলে। এই আহুতি দিতে দিতে যাই মনোবৃত্তি উপে যায় তাই নাদ উত্থিত হয়, সহস্রার থেকে অমৃত বেরুতে থাকে, গলকূপের ভেতোর দিয়ে জিভ্ চালাতে পাল্লে সেই সুধা জিহ্বায় এসে পড়ে আর সেই অমৃত. মণিপুরে যে আগুন আছে তাতে আহুতি দিতে হয় এইরূপ কল্লে যজ্ঞেশ্বর তুষ্ট হন একে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বলে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্রষ্টা পুরা পূর্ব্বং সর্গাদৌ সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞসহিতাঃ প্রজাঃ এয়োবর্ণাঃ সৃষ্ট্বা উৎপাদ্য উবাচ উক্তবান্ অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং বৃদ্ধিং কুরুদ্ধম্। এষ যজ্ঞঃ বো যুষ্মাকং ইষ্টকামধুক্ অভীষ্টফলপ্রদঃ অস্তু ভবতু।

বঙ্গানুবাদ—সৃষ্টিকালে প্রজাপতি সৃজন করেন, আর তার সঙ্গে যজ্ঞের সৃষ্টি করেন। তিনি বল্লেন এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, এবং এই যজ্ঞই তোমাদের অভীষ্ট ফল দেবে। (১০-১২ শ্লোক)।

যৌগিক—ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যখন গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা হয়, তখন তাদের আর এক জন্ম হয় ব'লে, তাদের দ্বিজ বলে। তা হ'লেই গুরু উপদেশকালে জনক হ'য়ে যান। আর জন্মদাতা পিতাও জনক; এই দুজনেই প্রজা সৃষ্টি করেন—এঁরা প্রজাপতি। যখন প্রজাসৃষ্টি হয় তখন যজ্ঞও সৃষ্টি হয়। পিতার শরীর থেকে জীব মাতৃগর্ভে এলেই, পিতার প্রাণ তাতে সঞ্চারিত হয়, আর অতি ক্ষুদ্রাকারে সপ্তচক্রও নির্ম্মিত হয়। সেই সাত জায়গায় প্রাণের আহুতি দিয়ে জীবের শরীরে কোষ বাড়ে। সেই জন্য জীবের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের সৃষ্টি হয়। গুরুদেবও দীক্ষাকালে যখন নূতন

জীবন দান করেন, তখন তিনি জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণআহুতিরূপ যজ্ঞেরও সৃষ্টি করে দেন। সেই জন্য প্রজার সৃজন যজ্ঞের সহিত। তারপর যাই শিষ্য বাইরে থেকে অন্তর্জগতের প্রজা হয়ে পড়লো, তখন তাকে প্রাণায়াম শিখায়ে প্রাণযজ্ঞ লক্ষ্য করিয়ে দেন আর বলেন এতেই তোমার উন্নতি হবে, মুক্তিও হবে।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—অনেন যজ্ঞেন দেবান্ ইন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত বর্দ্ধয়ত তে দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ বঃ যুষ্মান্ ভাবয়ন্তু আপ্যায়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা। এবং পরস্পরং অন্যোন্যং ভাবয়ন্তঃ আপ্যায়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ মোক্ষং অবাপ্স্যথ প্রাপ্স্যথ।

বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে তোমরা তৃপ্ত কর, তাহ'লে দেবগণ বৃষ্টি দ্বারা তোমাদের আপ্যায়িত ক'রবেন। এই রকম পরস্পরকে সংবর্দ্ধনা ক'রে উভয় দলেই পরম শ্রেয়—মোক্ষ লাভ করবে।

যৌগিক—মূলাধার থেকে বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত পাঁচটি চক্র পঞ্চ দেবতার ক্রীড়াভূমি। মূলাধারে গণেশ, স্বাধিষ্ঠানে শক্তি, মণিপূরে সূর্য্য, অনাহতে বিষ্ণু, আর বিশুদ্ধে শিব অধিষ্ঠাতারূপে থাকেন। আজ্ঞাতে কূটস্থ হিরণ্ময় পুরুষ, আর সহস্রারে পরম ব্রহ্মের স্থান। সাধককে এই কয় স্থান নিয়েই ত কাজ কর্ত্তে হবে। তাই ভগবান বলচেন, এই সব দেবকে যজ্ঞের দ্বারা ভাবাও অর্থাৎ দৃষ্টি কূটে আবদ্ধ রাখ আর প্রতি পদ্মের ফাঁকে ফাঁকে ব্রহ্মাকাশ দিয়ে প্রাণের আহুতি দাও, কোথাও কিছু ইচ্ছা ক'রোনা, কারণ কামনাই বন্ধনের কারণ। এই রকমে পূরক রেচকরূপ প্রাণায়াম কর্ত্তে থাকলে, যেমন পথে বাতাসের ধাক্কা লাগতে থাকে অমনি সেইখানকার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আর দেবতার আঁধার পথটি পর্য্যন্ত জ্যোতিতে ভ'রে যায়। আর যে সহস্রার সুধা আপনা আপনি মণিপুরে আসে, সেই সুধাও প্রাণায়াম

দ্বারা ঊর্দ্ধমুখী হয়ে দেবগণকে তৃপ্ত করে। তাতে সেই সেই দেবতাগণ তুষ্ট হয়ে, সেই সেই স্থানের পৃথিব্যাদি তত্ত্বের জ্ঞান জন্মে দেন। একেই দেবতাগণের সাধককে ভাবান বলে। ফলে সাধকের তত্ত্বজ্ঞানের চরম যে ব্রহ্মজ্ঞান তা লাভ হয়, তখন দেবগণও চরম চৈতন্যজ্যোতিতে বিকাশ পান, উভয় পক্ষেই এইরকমে পরম শ্রেয় যা তাই লাভ করেন।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২॥

অন্বয়—দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ যজ্ঞভাবিতাঃ যজ্ঞৈর্ব্বর্দ্ধিতাঃ সন্তঃ বঃ যুস্মভ্যং ইষ্টান্ অভিপ্রেতান্ ভোগান্ স্ত্রীপশুপুত্রাদীন্ দাস্যন্তে বিতরিষ্যন্তি। তৈঃ দেবৈঃ দত্তান্ ভোগান্ এভ্যঃ দেবেভ্যঃ অপ্রদায় অদত্বা আনৃণ্যমকৃত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে স্বদেহেন্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি সএব স্তেনঃ তস্করঃ দেবস্বাপহরণকারী।

বঙ্গানুবাদ—দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে, তোমাদের অভীষ্ট প্রদান ক'রবেন। দেবতাদিগকে তাঁদেরই দত্তবস্তু প্রদান না ক'রে যে আপনার দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ভক্ষণ করে, সে চোর—দেবস্ব-অপহরণকারী।

যৌগিক—পূর্ব্বে যেমন বলা গেছে, সেইরকম প্রাণের আহুতির সঙ্গে সঙ্গে সুধা দেবগণকে দিলে তাঁরা পরিতুষ্ট হ'য়ে সাধককে বিভূতি দেন। নিজের দেহেন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য যদি সেই বিভূতি ভোগ করা যায়, তাহ'লে বাঁধা পড়তে হয়। কিন্তু সেই বিভূতি না গ্রহণ ক'রলে বিষয়ের অধিকার পার হওয়া যায়, তাহ'লেই তাঁদের জ্যোতি ব্রহ্মজ্যোতিতে পরিণত হয়। আর তাঁদের দানও ব্রহ্মানন্দরূপে আসে। যাঁরা এ রকমে দেবগণকে ভাবাতে পারেন না, তাঁদের সহস্রার সুধা নিজের দেহপুষ্টির জন্যই যায়, দেবগণের পোষণ করে না। কিন্তু এই শরীরের প্রাণক্রিয়া আর সুধার

বিস্তার বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের দ্বারাই সম্পন্ন হয়; তাঁরাই উহা জীব শরীরে প্রদান করেন। তাই তাঁদের জিনিষ তাঁদের না দিয়ে ভোগ ক'ল্লেই চোর হ'তে হয় ও বন্ধন পেতে হয়।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—দেবযজ্ঞাদীন্‌নির্ব্বর্ত্ত্য তচ্ছিষ্টমশনমমৃতাখ্যং অশিতুং শীলং যেষাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ সর্ব্বৈঃ কিল্বিষৈঃ চুল্ল্যাদিপঞ্চসূনাকৃতৈঃ পাপৈঃ মুচ্যন্তে যেতু আত্মম্ভরয়ঃ আত্মকারণাৎ আত্মনঃ ভোজনার্থমেব পচন্তি ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং তে পাপাঃ দুরাচারাঃ অঘং পাপং ভুঞ্জতে অশ্নন্তি।

বঙ্গানুবাদ—যাঁরা যজ্ঞ ক'রে অবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁরা সমস্ত পঞ্চসূনাকৃত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন। আর যে আত্মম্ভরিরা বৈশ্বদেবাদি পঞ্চ-যজ্ঞ না ক'রে নিজের জন্য পাক করে, সেই পাপিষ্ঠেরা পাপ ভোজন করে।

যৌগিক—পদ্মে পদ্মে প্রাণ আহুতি দেওয়াকেই যজ্ঞ বলে। পূরক রেচকরূপ প্রাণায়াম করতে গেলেই, ঐ যজ্ঞ করা হয়। সেই যজ্ঞের শেষে প্রাণ স্থির হয়। যিনি সেই স্থির বায়ুকে শরীর মধ্যে ধারণ করতে পারেন, তিনিই যজ্ঞের শেষ ভোজন করেন এবং একাগ্র হ'য়ে তন্ময় হ'য়ে যান, তাঁর আর কোন পাপ থাকে না। যারা তাহা না করে, কেবল কামনাপরায়ণ হ'য়ে কাজ করে, তারা পাপী হ'য়ে বন্ধনে পড়ে।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

অন্বয়—অন্নাৎ ভক্তাল্লোহিতরেতঃ পরিণতাৎ ভূতানি প্রত্যক্ষং ভবন্তি জায়ন্তে। পর্জ্জন্যাদ্ বৃষ্টেঃ অন্নস্য সম্ভবঃ যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যং বৃষ্টিঃ ভবতি। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তেবৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।" যজ্ঞঃ অপূর্ব্বং। স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ঋত্বিক্-যজমানয়োশ্চ ব্যাপারঃ কর্ম্ম ততঃ সমুদ্ভবোযস্য। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বেদেভ্যঃ উৎপদ্যতে বিদ্ধি জানীহি ব্রহ্ম বেদঃ অক্ষরসমুদ্ভবম্ পরমাত্মাসম্ভবঃ তস্মাৎ সর্ব্বগতং অপি অক্ষরং ব্রহ্ম নিত্য সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।

বঙ্গানুবাদ—ভুক্তান্নই পরিণত হ'য়ে জীবরূপে উৎপন্ন হয়। অন্ন, ধান, যব প্রভৃতি বৃষ্টি থেকে হয়, আবার যজ্ঞ থেকে অর্থাৎ যজ্ঞের আচরণ ক'রলেই বৃষ্টি হয়। পুরোহিত যজমানে যে কর্ম্ম করে, তাই যজ্ঞ। এই যে কর্ম্ম এর বেদে উপদেশ আছে। তা হ'লে বেদ থেকেই কর্ম্ম, আবার বেদও ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন। তা হ'লেই কার্য্য-কারণ-পরম্পরায় ব্রহ্ম সর্ব্বগত হ'লেও, সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

যৌগিক—এই দুই শ্লোকে সৃষ্টি প্রকরণ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। অন্ন বলচেন পৃথিবী তত্ত্বকে, এই অন্ন থেকেই ভূত—প্রাণী সকল জন্মায়। যখন জীব সূক্ষ্ম অবস্থা ছেড়ে ঐ মাটীর আবরণের মাঝে ঢোকে, তখনই প্রাণী রূপে তাকে বুঝতে পারা যায়, তাই অন্ন থেকে ভূতের সৃষ্টি। আবার যখন রেচক করে প্রাণকে মূলাধারের বার ক'রে দেওয়া হয়, আবার মূলাধারের ভিতর প্রাণকে প্রবেশ না করান পর্য্যন্ত জীবত্ব থাকে না, কারণ যদি আর না ঢোকে তা হ'লেই জীবের শেষ হ'য়ে গেল। তাই যখন প্রাণ মূলাধারে—পৃথ্বিতত্ত্বে প্রবেশ করে, তখন জীবত্ব আরম্ভ হয়। সেইজন্যই বলেছেন অন্ন থেকে প্রাণী হয়। আবার পর্জ্জন্য অর্থাৎ নিম্নগামী জলতত্ত্ব বা রসতত্ত্ব থেকে পৃথ্বিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। এই রসতত্ত্বের স্থান স্বাধিষ্ঠান। যজ্ঞ বলেচেন প্রাণযজ্ঞকে। প্রাণের আকর্ষণ বিকর্ষণ রূপ কাজই প্রাণযজ্ঞ। সে কাজটী তেজের সাহায্যেই হয়, তাই যজ্ঞকে

তেজতত্ত্ব বলা যায়, এর স্থান মণিপুর। এই তেজতত্ত্ব থেকেই রসতত্ত্বের উৎপত্তি। এই মণিপুরচক্র পর্য্যন্ত যতক্ষণ থাকতে হয়, ততক্ষণ তমোগুণের টানে নীচে পড়ে যেতে হয়, তাই কারণ থেকে কার্য্যে পরিণত হবার ভাব ভূত, অন্ন আর পর্জ্জন্যের সৃষ্টিতে দেখিয়ে গেলেন। যেই সাধক মণিপুর পার হন, তখন গতি উর্দ্ধদিকে হয়, তাই বলেছেন তেজতত্ত্বটী কর্ম্ম থেকে উৎপন্ন। এখন কর্ম্ম বল্‌তে প্রাণ-কর্ম্মকে বোঝাচ্চে। কারণ প্রাণ আছে ব'লেই জগৎ আছে। প্রাণ না থাকলে জগতের অস্তিত্ব থাকে না। প্রাণ ব'লচেন বায়ুতত্ত্বকে, তার স্থান অনাহত। তেজতত্ত্ব বায়ুতত্ত্ব থেকে হয়েচে। কর্ম্ম বা বায়ুতত্ত্ব ব্রহ্ম, শব্দ ব্রহ্ম বা প্রণব থেকে হয়েচে। শব্দের বিকাশই আকাশতত্ত্ব। বায়ুতত্ত্ব হয়েচে আকাশতত্ত্ব থেকে। আকাশতত্ত্বের স্থান বিশুদ্ধচক্র। এই মূলাধার থেকে যে পঞ্চচক্র বলা হ'লো, এদের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণকে ক্ষরব্রহ্ম বলে। এর ওপোরে আজ্ঞাচক্র, সেখানে অক্ষর ব্রহ্ম বা কূটস্থ চৈতন্য। এই শব্দতত্ত্ব বা প্রণব অক্ষর ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন। এই হ'লো সৃষ্টি-প্রকরণ। কিন্তু প্রণবের সাহায্যে আবার আজ্ঞায় ও সহস্রারে যাওয়া যায়। প্রণবই শব্দ-ব্রহ্ম। এই প্রণব মূলাধার থেকে সহস্রার পর্য্যন্ত সব স্থানেই আছে, তাই ব্রহ্ম সর্ব্বগত। এই ব্রহ্মই আবার যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তেজতত্ত্বকেই যজ্ঞ বলে। এই তেজের প্রভাবেই সকল স্থানে বায়ু চলে, আর সেই বায়ুর ঘাত-প্রতিঘাতে সর্ব্বদা সকল স্থান থেকে বাঁশের চোঁঙে বাতাস ঢুকলে যেমন শব্দ হয় সেই শব্দ হচ্চে। কাণ টিপে বাইরের শব্দ বন্ধ করলে, তারপর মন দিয়ে শুন্‌লে নিরন্তর শব্দ হ'চ্চে শোনা যায়। সেই রকম বাইরে থেকে মনকে নিয়ে গিয়ে একাগ্র করলেও সেই শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। সেই শব্দটা প্রাণের শব্দ, ঐ শব্দের ব্যঞ্জন ত্যাগ করলেই প্রণব। সেই শব্দের বিরামও নাই, তাই নিত্য।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—এবং ঈশ্বরেন প্রবর্ত্তিতং জগৎচক্রং ইহলোকে যঃ ন অনুবর্ত্তয়তি অনুতিষ্ঠতি অঘায়ু পাপজীবনঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ বিষয়াসক্তঃ স মোঘং বৃথা জীবতি। অত্র অধিকৃতস্য অনাত্মবিদঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে বহু কারণ মুক্তং।

বঙ্গানুবাদ—পার্থ, মনুষ্যদেহ পেয়ে যে এই কর্ম্মচক্রানুসারে না চলে, তার জীবন পাপময়, কারণ সে বিষয়াসক্ত। অতএব তার জীবন-ধারণই বৃথা।

যৌগিক—এই রকমে আজ্ঞা থেকে মূলাধার পর্য্যন্ত যে সকল চক্র প্রবর্ত্তিত হয়েচে, তারই অনুবর্ত্তন করতে হবে। আজ্ঞাতেই প্রথম কর্ম্মের আরম্ভ, তার উপরে সহস্রারে কেবল স্থির প্রকাশ। চৈতন্য প্রথমে আজ্ঞাতে নেমে এসেই ক্রিয়াশীল মত দেখান, পরে নাম্‌তে নাম্‌তে মূলাধার পার হ'লেই জীব হ'য়ে যান ; তাই আবার জীবকে চৈতন্যে যেতে হ'লো। ঐ সব চক্রের উল্টো গতি ধ'রে মূলাধার থেকে ক্রমে আজ্ঞা পার হ'য়ে ক্রিয়াহীন অবস্থা পেতে হয়। এই উল্টো গতিতে যে জীব না চলতে পারেন, তিনি ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হ'য়ে যান, আর তাতেই আরাম বোধ করেন; সুতরাং তাঁর জীবন পাপময় হ'য়ে ওঠে। তাঁর জীবন বৃথা। কারণ ভোগ-সুখে থাকলে যাই একটা ক্ষয়ে যায়, আর একটা পাবার চেষ্টা আসে, তাতে দৌড়াদৌড়ি ক'রে জন্মবন্ধ আর কাটাতে পারেন না, সুতরাং তাঁর জীবনও ডাঁশ ও মশার জীবনের মত বৃথা।

যস্ত্বাত্মরিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—অজ্ঞস্য "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনা অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মণ্যুপযোগমাহ যস্ত্বাত্মরতিরিতিদ্বাভ্যাং। যস্তু আত্মজ্ঞাননিষ্ঠঃ আত্মরতিঃ আত্মনিএব রতিঃ যস্য ন বিষয়েষু, আত্মতৃপ্ত

আত্মনাএব তৃপ্ত ন অন্নরসাদিনা আত্মনিএব চ সন্তুষ্টঃ সর্ব্বতঃ বীতভৃষ্ণঃ তস্য এবম্ভূতস্য আত্মবিদঃ কার্য্যং করণীয়ং ন বিদ্যতে নাস্তি।

বঙ্গানুবাদ—যাঁরা অজ্ঞ তাঁদেরই কর্ম্মের কথা ব'লে, জ্ঞানীদের কর্ম্মের প্রয়োজন নাই, তাই বলচেন। জ্ঞানীরা স্রক্‌চন্দনবণিতাদিতে রতি করেন না, বিষয়ী অজ্ঞেরাই ক'রে থাকেন। অন্ন, পান বিষয়ে, বিষয়ী তৃপ্তি লাভ করেন, কিন্তু জ্ঞানীরা আত্মাতেই তৃপ্তি লাভ করেন। বিষয়ী অজ্ঞেরা ধন, পুত্র, পশু পেলেই তুষ্ট থাকেন; জ্ঞানীরা আত্মাতেই সন্তুষ্ট; তাঁদের তুষ্টির জন্য ধন পুত্রাদির আবশ্যক হয় না। অজ্ঞানীরা মনো-বিলাসের জিনিস না হ'লে রতি, তৃপ্তি বা তুষ্টি লাভ করতে পারেন না। তাই তাঁদের চিত্ত-শুদ্ধির জন্য কর্ম্মের কথা বলে গেছেন। কিন্তু জ্ঞানীরা অদ্বৈতবুদ্ধিতে আনন্দস্বরূপ আত্মাকে জেনে তাতেই সন্তোষ ও শান্তি লাভ করেন, সুতরাং তাঁদের আর কর্ম্ম নাই।

যৌগিক—কর্ম্ম ব'লতে গেলেই জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় আর মনের দরকার। যতক্ষণ প্রাণের চঞ্চলগতি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হ'য়ে না উপে যাবে, কূট ভেদ না হবে, ততক্ষণ কর্ম্মের দরকার। কূট ভেদ হ'লেই আনন্দময়কোষ পার হ'লেই, সত্যের স্থিরালোকে অচঞ্চল স্থিতি হয়। যাঁদের সেইরূপ স্থিতি লাভ হ'য়েচে, তাঁরা পরমানন্দস্বরূপ আত্মাকে জেনে তাতেই মেতে যান। তাঁদের রতি, তৃপ্তি বা তুষ্টির জন্য বাইরের কোন জিনিষই দরকার হয় না, এক আত্মাতেই তাঁদের পরম সন্তোষ ও শান্তি লাভ হয় সুতরাং তাঁদের আর কোন কর্ম্মই থাকে না।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—তস্য আত্মারামস্য জ্ঞানিনঃ কৃতেন কর্ম্মণা অর্থঃ প্রয়োজনং নৈব নাস্তি অকৃতেন অকরণেন ইহলোকে কশ্চন কশ্চিদপি প্রত্যবায়ো নাস্তি।

অস্য জ্ঞানিনঃ সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ প্রয়োজননিমিত্তক্রিয়াসাধ্যমালম্বনং নাস্তি কঞ্চিদ্‌ভূতবিশেষমাশ্রিত্য কশ্চিৎ অর্থঃ সাধ্যঃ নাস্তি।

বঙ্গানুবাদ—পুণ্য কর্ম্ম কর্‌লে স্বর্গ থেকে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ হয়। কিন্তু সে সমস্ত অনিত্য বলে জ্ঞানীরা তা চাননা, নিত্য মোক্ষই তাঁদের আকাঙ্ক্ষার জিনিষ; সুতরাং তাঁরা পুণ্যকর্ম্ম করবার প্রয়োজন রাখেন না। আবার নিত্যকর্ম্ম না ক'র্‌লে যে প্রত্যবায় হয়, এ শাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্‌ জ্ঞানীদের জন্য নয় সুতরাং নিত্যকর্ম্মও তাঁদের নাই, আবার অদ্বৈতজ্ঞানসিদ্ধি হ'লে ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্য্যন্ত কাহারও সাহায্য প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানীগণের সাধ্যও নাই, কার্য্যও নাই, সুতরাং বিঘ্ন কিসের হবে? সেইজন্য বিঘ্ননাশের জন্য যে সব দেবতা-উপাসনাদি কর্‌তে হয়, তাও তাঁদের নাই।

যৌগিক—নৈষ্কর্ম্ম্য বা কর্ম্মহীন অবস্থা পাবার জন্যই প্রাণায়ামাদি নিত্যকর্ম্ম কর্‌তে হয়। যদি আত্মাতে নিরন্তর স্থিতিলাভ হ'য়ে জগৎ আত্মময় হ'য়ে গেল, তখনই ত নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি হ'লো, তার আর কর্ম্ম কিছুই রইল না। আবার নিরন্তর গুরুপদে অবস্থিত হওয়ায় গুরূপদিষ্ট ক্রিয়ার অকরণে যে প্রত্যবায় হ'তো তাও হয় না। মূলাধার থেকে আজ্ঞা পর্য্যন্ত প্রতি চক্রের পাপ্‌ড়ীতে মন দিলেই দেবদর্শন হয়, তাঁরা বিঘ্ন করেন, এগুতে দেন না। সুতরাং তাঁদের সন্তোষের জন্য কর্ম্মের দরকার হয়। জ্ঞানী সে সকল এড়িয়ে গেছেন, সুতরাং তাও আর তাঁর দরকার নাই।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯॥

অন্বয়—ন ত্বমেতস্মিন্ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে সম্যগ্‌দর্শনে বর্ত্তসে (অতঃ)। তস্মাৎ (অতঃ) অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সততং সর্ব্বদা কার্য্যং

কর্ত্তব্যঃ নিত্যকরণীয়ং কর্ম্ম সমাচর কুরু। হি যতঃ অসক্তঃ সঙ্গহীনঃ সন্ কর্ম্ম আচরন্ ঈশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং আপ্নোতি লভতে।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন, তুমি সেরূপ জ্ঞানীর অধিকার লাভ করনি সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হ'য়ে নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ফল-কামনাহীন হ'য়ে কর্ম্ম ক'রলে সাধক মোক্ষলাভ করে।

যৌগিক—নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি লাভ হ'লে তবে কর্ম্ম থাকবে না। কিন্তু সাধকের যতক্ষণ তা' না হয়. ততক্ষণ তাকে কর্ম্ম ক'ত্তে হবে; বিবেক, বৈরাগ্যের আশ্রয়ও নিতে হবে। তবে আসক্তিশূন্য হ'তে হবে—চক্রের আশে পাশে মন না দিয়ে ফাঁকে ফাঁকে আকাশ মার্গে প্রাণচালনা কর্ত্তে হবে, তাহ'লেই শেষকালে কূট ভেদ হ'য়ে পরমপদ লাভ হবে।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০॥

অন্বয়—জনকাদয়ঃ জনকাশ্বপতিপ্রভৃতয়ঃ পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়াঃ কর্ম্মণা সত্ব-শুদ্ধি সাধনভূতেন কর্ম্মণা এব হি সংসিদ্ধিং মোক্ষং প্রাপ্তুং আস্থিতাঃ প্রবৃত্তাঃ। সংপশ্যন্ যদ্যপি ত্বং আত্মানং সম্যগ্জ্ঞানিনং মন্যসে তদাপি লোকসংগ্রহং লোকস্য উন্মার্গপ্রবৃত্তিনিবারণং কর্ত্তুং অর্হসি যোগ্যো ভবসি।

বঙ্গানুবাদ—জনক প্রভৃতি পূর্ব্ব ক্ষত্রিয়গণও কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। যদি সম্যগ্দর্শনলাভ তোমার হয়ে থাকে ব'লে মনে কর, তাহলেও লোকের উন্মার্গপ্রবৃত্তি নিবারণের জন্যও কর্ম্ম করা তোমার কর্ত্তব্য।

যৌগিক—পুরাণে বলে জনক হল চালনা ক'রে সীতাকে পেয়ে-ছিলেন। সাধক আপনার শরীররূপ ক্ষেত্রে প্রাণায়ামরূপ লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ করলে, যে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করেন, সে সকলেই জানেন।

সেই জন্য জনকের নাম ক'রে আদি শব্দের দ্বারা ঐরূপ অবস্থাপন্ন সকল সাধককেই বলচেন। তাঁরা প্রাণকর্ম্ম ক'রে সংসিদ্ধি অর্থাৎ ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেছেন। অতএব গুরুর উপদেশমত সম্যক্‌রূপে লক্ষ্য স্থির রেখে ক্রমে ক্রমে পৃথিবী প্রভৃতি লোক সকলের প্রথমকে দ্বিতীয়ে লয় করে, মূলাধারের পৃথিবীতত্ত্বকে স্বাধিষ্ঠানে জলতত্ত্বে, এইরূপে জল তেজে, তেজ বাতাসে, বাতাস আকাশে, আকাশ মনচক্রে, আজ্ঞায় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্তকে লয় করে, সত্যলোক লাভ করাই কর্ত্তব্য।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১॥

অন্বয়—শ্রেষ্ঠঃ প্রধানঃ যৎ যৎ কর্ম্ম আচরতি ইতরঃ তদনুগতঃ জনঃ তত্তৎ কর্ম্ম এব করোতি স শ্রেষ্ঠঃ যৎ কর্ম্মশাস্ত্রং নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা প্রমাণং করোতি মন্যতে লোকঃ অনুগতঃ তদেব অনুবর্ত্ততে অনুসরতি।

বঙ্গানুবাদ—প্রধান লোকে যে রকম আচরণ করেন, তাঁর অনুগতেরা সেই রকম ক'রে থাকে। তিনি যাকে প্রমাণ ব'লে স্বীকার করেন, লোকে তারই অনুসরণ করে।

যৌগিক—এই যে পূর্ব্ব শ্লোকে লোক সংগ্রহের কথা বলা হয়েচে, সেইরূপে সকল তত্ত্বের লয় করে, সত্যলোকমাত্রে স্থির দৃষ্টি কর্‌তে হলে যে রকম উপায়ে কর্ত্তে হয়, তাই বলেচেন। মনই হচ্চে প্রবৃত্তি মার্গে উত্তেজনাকারি ইন্দ্রিয় সকলের শ্রেষ্ঠ, সুতরাং মন যে পথে চলে ইন্দ্রিয়-গুলোও তারই অনুসরণ করে থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায় একটা জিনিষ পানে তাকিয়ে আছি, কিন্তু মনসংযোগ না হলে সে জিনিষটা দেখা যায় না। তাহলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিই মনের অনুগামী। মনকে যদি মূলাধার থেকে সহস্রারে উঠিয়ে নিয়ে আত্মায় মিশিয়ে দেওয়া

যায়, তা'হলে মনের অধীন যে সব ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলো থাকে, সেগুলোও মনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মায় মিশে সব আত্মাময় বা ব্রহ্মময় হয়ে যায়। অনাসক্ত হয়ে প্রাণক্রিয়া কর্ত্তে পাল্লেই আপ্নিই হয়, অন্য চেষ্টা ক'র্‌তে হয় না।

নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২॥

অন্বয়—হে পার্থ অর্জ্জুন ত্রিষু লোকেষু ত্রিভুবনেষু মে মম অবাপ্তসর্ব্ব কামস্য কিঞ্চন কর্ত্তব্যং নাস্তি যতঃ ফলার্থিনা কর্ম্মানুষ্ঠেয়ম্। অনবাপ্তং অপ্রাপ্তং অবাপ্তব্যং প্রাপ্যংচ কিঞ্চিৎ নাস্তি তথাপি অহং কর্ম্মণি এব বর্ত্তে শাস্ত্র-বিহিতং কর্ম্ম অনুতিষ্ঠামি।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন, আমার ত তিনলোকে অপ্রাপ্ত বা অভিলাষ-যোগ্য কিছুই নাই, তাহলেও আমি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি।

যৌগিক—যতক্ষণ ত্রিলোকের মধ্যে বিশ্বকোষের মাঝারে মায়ায় মেতে থাকবে, ততক্ষণ ভ্রমে পড়ে আমার এ চাই ও চাই ব'লে ছুটোছুটি কর্ত্তে হবে। সমাধি-অবস্থার পর ক্রিয়ার পরাবস্থা পেলে দেখা যায় আত্মা কিছুই করেন না কেবল স্বাক্ষী হয়ে থাক'তেই বিশ্বকর্ম্ম সম্পন্ন হয়ে যাচ্চে। এই পরমাত্মাই বিশ্বের সকল পদার্থের আশ্রয়, তাঁর আশ্রয় কিছুই নেই। তাহ'লেই তাঁর আর পাবার কিছুই নাই, পাওয়া যায়নি এমন কিছুই নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ 'আমি'র অবস্থা নিয়ত না থাকায়, গুরূপদেশ মত অনাসক্ত হ'য়ে প্রাণকর্ম্ম করতে হবেই।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ ॥
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩॥

অন্বয়—হে পার্থ অর্জ্জুন যদি অহং সর্ব্বেশ্বরো সর্ব্বজ্ঞঃ অবাপ্তকামোঽপি অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ সন্ জাতু কদাচিৎ কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং

তহি মনুষ্যাঃ ইতরে জনাঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ মম শ্রেষ্ঠস্য সতঃ বর্ত্ম মার্গং অনুবর্ত্তন্তে।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন আমার কর্ম্মের প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু যদি অনলস হয়ে কর্ম্ম না করি, ঔদাসীন্য দেখাই, তা'হলে সকল লোকেই আমার দেখাদেখি কর্ম্ম করবে না, জগতের অনিষ্ট ঘটবে।

যৌগিক—লক্ষ্য ঠিক না রেখে এলোমেলো ভাবে কাজ কল্লেই তন্দ্রাবস্থা বলে, লক্ষ্য ঠিক রেখে কাজ কর্ত্তে পাল্লেই অতন্দ্রিত হওয়া হলো। এইরূপ অতন্দ্রিত হয়ে কর্ম্ম না কর্ত্তে পাল্লেই মনুষ্যগণ অর্থাৎ মন থেকে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গুলো আত্মার যে রাস্তা—যাতে নির্লিপ্ত আত্মভাব আসে তারই অনুবর্ত্তন ক'রে সেই সূক্ষ্ম পথকে চঞ্চল করে দেবে। সুতরাং কোনরূপেই প্রকৃতিজয়ী হতে পারা যাবে না।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্ উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

অন্বয়—অহং চেৎ যদি কর্ম্ম ন কুর্য্যাং নানুতিষ্ঠেম ইমে লোকাঃ সর্ব্বে উৎসীদেয়ুঃ বিনশ্যেয়ুঃ অহং উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যাং অতোঽহং কর্ম্মণি প্রবৃত্তঃ প্রজানামনুগ্রহায় এব।

বঙ্গানুবাদ—আমি যদি কর্ম্ম না করি, লোক সকল পথভ্রষ্ট হ'তে থাকবে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে, জগতের বিশেষ হানি হ'য়ে পড়বে।

যৌগিক—যদি কর্ম্মের অবস্থা অতিক্রম করতে পারা যায়, তা'হলেই নিম্নতম লোকগুলো শীর্ণ হ'য়ে একটা আর একটায় মিশতে মিশতে তাদের অস্তিত্ব হারায়ে ফেল্‌বে, তখন পৃথিবী প্রভৃতি কোন তত্ত্বই থাকবে না। আর যার সঙ্গে যার মেলা উচিত নয়, তার সঙ্গে মিলে যদি ফল উৎপন্ন হয় তা'হলেই সঙ্কর হয়। এখানে প্রকৃতিজাত পৃথিব্যাদি তত্ত্ব, আত্মতত্ত্বের

সঙ্গে মিলে সঙ্কর উৎপন্ন হবে। স্বাভাবিক সৃষ্টিমুখী বৃত্তি যা হতো, তা না হয়ে ব্রহ্মমুখী বৃত্তি হয়ে যাবে, কাজেই সৃষ্টিবিস্তার আর হবে না; তাই প্রজা নষ্ট হয়ে যাবে।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥

অন্বয়—হে ভারত ভরতবংশাবতংস অবিদ্বাংসঃ অজ্ঞানিনঃ জনাঃ কর্ম্মণি সক্তাঃ ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্তা যথা কুর্ব্বন্তি তথা বিদ্বান্ আত্মবিৎজনঃ অসক্তঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিতঃ লোকসংগ্রহং চিকীর্ষু লোকান্ সৎপথগামিনঃ কর্ত্তুমিচ্ছুঃ তথা কুর্য্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ—যেমন বিষয়াসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তিরা ফললাভের জন্যই কর্ম্ম করেন—তাঁদের ইন্দ্রিয়প্রীতিই উদ্দেশ্য। সেই রকম আত্মজ্ঞানী আসক্তি-শূন্য হয়ে কেবল লোককে সৎপথগামী করবার জন্যই কার্য্য করবেন।

যৌগিক—সাধারণ জীব অজ্ঞান বশতঃ ধনপুত্রাদি ঐহিক বা স্বর্গাদি পারত্রিক মঙ্গল লাভের জন্যই সারাজীবন খেটে মরেন, তাতে তাঁদের বন্ধন দৃঢ়ই হয়ে যায়। আত্মজ্ঞানীদেরত আর বিষয়ানন্দ নাই, তাঁরা ব্রহ্মানন্দ লাভ করবার জন্যই যত্নবান্। তাঁদের খাটুনিত কম কল্লে চলবে না, কারণ তাঁদের লোক সংগ্রহ ক'রতে হবে—রূপ রসাদি সমস্ত বৃত্তিগুলোকে লয়-যোগে মূলাধার প্রভৃতি স্থিতির স্থান থেকে টেনে নিয়ে পরমব্রহ্মে লীন ক'রতে হবে।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬॥

অন্বয়—কর্ম্মসঙ্গিনাম্ কর্ম্মাসক্তানাং অজ্ঞানাং অজ্ঞানিনাং বুদ্ধিভেদং আত্মা অকর্ত্তা ইতি উপদেশেন বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ

কিন্তু বিদ্বান্ জ্ঞানবান্ জনঃ যুক্তঃ অবহিতোভূত্বা সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ স্বয়মাচরন্ অজ্ঞান্ জনান্ যোজয়েৎ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তিদের, 'আত্মা কিছু করেন না,' 'কাম্য কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ হয় না,' প্রভৃতি জ্ঞান-বাক্য বলে বুদ্ধি-ভেদ জন্মে দিবে না। নিজে আত্মাতে যুক্ত হয়ে সকল কর্ম্ম ক'রবে ও অজ্ঞদিগকে করাবে।

যৌগিক—যারা অজ্ঞ, মূর্খ ও বিষয়াসক্ত তাদের বুদ্ধি ভেদ হয় না। কারণ বুদ্ধিতত্ত্ব হ'চ্চে কূটস্থের কেন্দ্র আজ্ঞাচক্রের ঠিক মাঝ খানে। যারা মূর্খ আবার বিষয়াসক্ত তাদের বিষয়ের টানে মন স্থিরই হয় না সুতরাং তাদের আর কূট ভেদ করবার কথাত নাইই। তাদের বুদ্ধি ভেদের উপদেশ দিতে নাই, কারণ তাহলে 'ইতোনষ্ট ততোভ্রষ্ট' হ'য়ে যায়। তবে সাধক নিজেই যুক্ত হয়ে আজ্ঞায় লক্ষ্য ঠিক রেখে প্রতি চক্রে চক্রে প্রাণপাত ক'রে প্রণবের ঠোক্কোর মেরে (তা হ'লেই সর্ব্ব কর্ম্ম সম্যক্ আচরণ হ'লো) প্রাণায়াম কর্ত্তে থাকবে, বুদ্ধিভেদ আপনিই হয়ে যাবে। তা হ'লেই আজ্ঞাচক্রের মাঝে ধর্ম্মগুহা প্রকাশ পাবে। সেই গুহা অতি উজ্জ্বল সোণার রঙের, কিন্তু গুহাতে মন স্থির করা বড় শক্ত! ঐখানে মহামায়া তাঁর দুটী প্রধান শক্তির প্রয়োগ করেন। ঐ দুই শক্তির নাম আবরণী ও বিক্ষেপণী। গুহাপানে তাকিয়ে থাকৃলে চোখ ঠিকৃরে অন্যদিকে চলে যায়—সেটা মায়ার বিক্ষেপণী-শক্তি। আবার কখন কখন একটা পর্দ্দার মত ঢেকে যায়, সেটা তাঁর আবরণী-শক্তি। লক্ষ্য ঠিক রেখে কাজ কর্ত্তে পাল্লে আর তা হয় না, গুহাতে মন ঢুকে যায় আর সেই অনন্ত বিস্তৃত গুহাতে মন লয় হয়ে যায়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—প্রকৃতেঃ প্রধানস্য গুণৈঃ কার্য্যকরণরূপৈর্ব্বিকারৈঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ক্রিয়মানানি কর্ম্মাণি লৌকিকাণি শাস্ত্রীয়ানি চ কর্ম্মাণি অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা অহঙ্কারেন কার্য্যকরণসংঘাতাত্মপ্রত্যয়েন বিমূঢ়ঃ মুগ্ধভাবাপন্নঃ আত্মা যস্য সঃ অহং কার্য্যকরণধর্ম্মা কার্য্যকরণাভিমানবিদ্যয়া কর্ম্মাণি আত্মনি মন্যমানস্তত্তৎকর্ম্মণামহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে।

বঙ্গানুবাদ—লৌকিকই বলো আর শাস্ত্রীয়ই বলো, সকল রকম কর্ম্ম প্রকৃতির সত্ত্বরজতমোগুণ দ্বারা সম্পন্ন হয়, জীব অবিদ্যাবশে অহঙ্কারমুগ্ধ হ'য়ে আমি করচি বলে মনে করে।

যৌগিক—বুদ্ধিভেদের অবস্থা এলে যখন আত্মায় স্থিতিলাভ হয় তখন সাধক দেখেন যে এতদিন 'আমি করচি' 'আমি যাচ্চি' বলছিলাম, সেগুলো কেবল মায়ারই খেলা। মায়াই তাঁর আবরণী বিক্ষেপনী শক্তিদ্বারা নিজের স্বরূপ দেখতে দেন না, তাই জীব মুগ্ধ হয়ে 'তাঁর' কার্য্যকে 'আমার' কার্য্য মনে করে।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮॥

অন্বয়—হে মহাবাহো অর্জ্জুন গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ অহং গুণাত্মকঃ ন ইতি গুণেভ্যঃ আত্মনোবিভাগঃ ন মে কর্ম্মাণি ইতি কর্ম্মভ্যোঽপি আত্মনো বিভাগঃ তয়োঃ বিভাগয়োঃ তত্ত্বং জানাতি যঃ সঃ তু করণাত্মকা গুণাঃ বিষয়াত্মকেষু গুণেষু বর্ত্তন্তে ন আত্মা ইতি মত্বা ন সজ্জতে ন কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং করোতি।

বঙ্গানুবাদ—'অহং' অভিমানের বিষয়রূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের যে অহঙ্কার তাই গুণ, আর 'আমার' অভিমানের বিষয়রূপ দেহাদির যে ব্যাপার তাই কর্ম্ম। এই গুণও আত্মার নয়, কর্ম্মও আত্মার নয়, এ বিষয়ে যার জ্ঞান হয়েচে তিনিই তত্ত্বজ্ঞানী। সেই তত্ত্বজ্ঞানী বোঝেন ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে

আসক্ত হয়ে কার্য্য করে, আত্মা কোন কার্য্য করেন না, স্থতরাং তিনি আমি করছি বলে কোন কর্ত্তৃত্ব দেখান না, আসক্তও হন না।

যৌগিক—সাধক লয়যোগে দেখেচেন যে কার্য্যটি কারণে লয় পায়। ক্রমে লয় হতে হতে একমাত্র ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন, সেই ব্রহ্মে মিশে এক হয়ে যাবার পরই আবার ক্রমে ক্রমে স্থষ্টিমুখী বৃত্তি একটার পর একটা করে ফুটে উঠতে থাকে। দেখা যায় ব্রহ্ম থেকে মায়া বা প্রকৃতি বা অব্যক্ত, তা থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার, তা থেকে পঞ্চতন্মাত্র, তন্মাত্র থেকে পঞ্চভূত উৎপন্ন হ'তে থাকে। মায়া আবার গুণ ভেদে তিন রকমের "মায়া সা ত্রিবিধা প্রোক্তা সত্বরাজসতামসী।" অহংকারও তিন রকমের - সাত্বিক অহং থেকে মন, রাজসিক অহং থেকে ইন্দ্রিয়গুলো আর তামস অহং থেকে তন্মাত্র স্থষ্টি হলো। এই অবস্থা পেলেই তখন গুণ ও কর্ম্মবিভাগের তত্ত্বের জ্ঞান হয়, তখন আর আমি করচি মনেই আসেনা। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয় করচে, আত্মা অকর্ত্তা স্বাক্ষীস্বরূপ বসে আছেন বোঝা যায়।

প্রকৃতেগু´ণসংমূঢ়া সজ্জন্তে গুণকর্ম্মস্থ।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিৎ ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥

অন্বয়—যে পুনঃ প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ সত্বাদিভিঃ গুণৈঃ সম্যক্ প্রকারেণ মুগ্ধাঃ গুণকর্ম্মস্থ গুণানাং কর্ম্মস্থ সজ্জন্ত বয়ং ফলায় কুর্ম্মঃ ইতি আসক্তাঃ ভবন্তি। তান্ মন্দান্ মন্দমতীন্ অকৃৎস্নবিদঃ কর্ম্মফলমাত্রদর্শিনঃ জনান্ কৃৎস্নবিদ্ আত্মবিদ্ ন বিচালয়েৎ বুদ্ধিভেদং ন কুর্য্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ—যা জানলে সমস্ত জানা হয়ে যায়, সেই আত্মাকে যিনি জানেন তিনি কৃৎস্নবিদ্, আর যিনি আত্মাকে জানতে পারেননি তিনি একদেশদর্শী। তিনি দেখেন যে কর্ম্ম করলেই ফল হবে সেই ফলে আমার মঙ্গল হবে, কারণ প্রকৃতির গুণে মুগ্ধ হয়ে গুণকর্ম্মতে আসক্ত হচ্চেন। এ রকম কর্ম্মাসক্ত লোককে কর্ম্ম করতে অপ্রবৃত্তি দিওনা।

যৌগিক—যিনি গুরুকৃপায় ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ ক'রেচেন তিনিই 'কৃৎস্নবিদ্' হয়েচেন, কারণ স্বচক্ষে সব দেখেচেন ও অনুভব করেচেন। যাঁর এখনও সে অবস্থা আসেনি তিনি এখনও প্রকৃতির বশে থেকে তাঁর গুণে আসক্তি নাশ করতে পারেননি; সেরূপ অবস্থাপন্ন লোককে কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিতে নাই বরং খুব উত্তমে কর্ম্ম কল্লে আপনিই কর্ম্মত্যাগ হয়ে যাবে এই উপদেশ দিতে হয়।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

অন্বয়—সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সর্ব্বাত্মনি পরমেশ্বরে অধ্যাত্মচেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা সংন্যস্য সমর্প্য নিরাশীঃ নিষ্কামঃ নির্ম্মমঃ মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগতজ্বরঃ ত্যক্তশোকঃ যুধ্যস্ব।

বঙ্গানুবাদ—বিবেক বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর 'আমাতে' অর্পণ করে কামনা ও মমতাশূন্য হয়ে কাতরতা ত্যাগ করে যুদ্ধ কর।

যৌগিক—ক্রিয়া করতে হলে কি রকম উপায়ে করতে হয় তাই বলে দিচ্চেন। প্রথম বসেই আমি কচ্চি এই অহঙ্কার ত্যাগ করে গুরুচরণে কৃপা ভিক্ষা করতে হবে। পরে গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে লক্ষ্য ঠিক রেখে আত্মমন্ত্র উচ্চারণ করবে, আর মন সেই দিকেই দিবে, চিত্তে যেন আত্মচিন্তা ছাড়া আর কিছু না আসে, তাহলেই আমাতে কর্ম্মার্পণ হবে, আর অধ্যাত্মচিত্ত হওয়া হবে। মনে কোন চিন্তা না আসতে দিলেই আশাশূন্য অবস্থা এসে পড়ে, তাকেই নিরাশী বলে। আমার কিছুই নয় এই ধারণা দৃঢ় করলেই নির্ম্মম হওয়া হলো। আর সকল রকমের কাতরতা ও সন্তাপ ত্যাগ কল্লেই বিগতজ্বর হলো। এই রকম অবস্থাপন্ন হয়ে ক্রিয়া করতে থাক।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥

অন্বয়—যে মানবাঃ মনুষ্যাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ শ্রদ্ধধানাঃ অনসূয়ন্তঃ অসূয়াশূন্যাঃ সন্তঃ মে মম ইদং মতং নিত্যং অনুতিষ্ঠন্তি নিয়তং অনুবর্ত্তন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ কর্ম্মকুর্ব্বাণাঃ মুচ্যন্তে মুক্তিং লভন্তে।

বঙ্গানুবাদ—যে সকল লোক শ্রদ্ধাবান হয়ে আমার দোষ না দেখে আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে তারা কর্ম্মদ্বারাই মুক্তি লাভ করে।

যৌগিক—যাঁরা গুরূপদেশে শ্রদ্ধাবান্ আর গুরুদত্ত ক্রিয়ার কোন দোষ না দেখে নিত্য নিয়ম মত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'রে যান, তাঁরাই কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মক্ষয় করে জ্ঞান ও মুক্তি লাভ করেন।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২॥

অন্বয়—যে তু তদ্বিপরীতাঃ এতদ্ মম মতং অভ্যসূয়ন্তঃ নিন্দন্তঃ ন অনুতিষ্ঠন্তি ন আচরন্তি তান্ অচেতসঃ অবিবেকিনঃ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ সর্ব্ববিষয়জ্ঞানরহিতান্ জনান্ নষ্টান্ বিদ্ধি নাশং গতান্ জানীহি।

বঙ্গানুবাদ—তার বিপরীতে যারা আমার মতের নিন্দা করে ও অনুষ্ঠান করে না সেই অবিবেকী, সকল বিষয়ে জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিরা নাশপ্রাপ্ত হয়।

যৌগিক—যারা নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে না বরং "ও করে আর কি হবে" বলে দোষ দেয় তারা বিবেকবিহীন। তারা রূপরসাদি তত্ত্বেরও জ্ঞান লাভ করতে পারে না সুতরাং সংসারচক্রে ঘুরপাক খায়।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥

অন্বয়—জ্ঞানবানপি বিদ্বানপি জনঃ স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার-জাতায়াঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং অনুসারেন চেষ্টতে কার্য্যং করোতি কিং পুনঃমূর্খাঃ যতঃ ভূতানি জীবাঃ প্রকৃতিং যান্তি প্রকৃতিবশেন চলন্তি নিগ্রহঃ শাস্ত্রনিষেধাদি কিং করিষ্যতি কিঞ্চিদপি পরিবর্ত্তয়িতুং ন শক্যতে।

বঙ্গানুবাদ—সকল জীবকেই পূর্ব্বজন্মসংস্কার জন্য যে রকম প্রকৃতিলাভ হয় তার বশে চলতে হয়, জ্ঞানী হলেও সেই প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করে, শাস্ত্র নিষেধ থাকলেও এবং বুঝলেও মানতে পারে না।

যৌগিক—ক্রিয়াবান সাধক ক্রিয়া ক'রতে ক'রতে বুঝতে পারেন যে ইন্দ্রিয়গুলো তার বশে আসছে না সেই জন্য শমদমাদি দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ কর্ত্তে থাকেন, কিন্তু যতদিন না প্রকৃতিবশী অবস্থা পাবেন ততদিন বুঝতে পারলে আর নিগ্রহ করলেও নিজের প্রকৃতি অনুসারে কায কর্ত্তে বাধ্য হয়ে মনে মনে কল্পনা দ্বারাও বিষয় ভোগ করেন।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌহ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪॥

অন্বয়—ইন্দ্রিয়স্য চক্ষুরাদেঃ ইন্দ্রিয়স্যার্থে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং অর্থে শব্দাদি বিষয়ে, রাগদ্বেষৌ ইষ্টে শব্দাদৌ রাগঃ অনুরাগঃ এবং অনিষ্টশব্দাদৌ দ্বেষঃ বিদ্বেষঃ তৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ। তয়োঃ রাগদ্বেষয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ কদাচিৎ বশীভূতঃ ন ভবেৎ হি যতঃ তৌ রাগদ্বেষৌ অস্য পুরুষস্য পরিপন্থিনৌ শ্রেয়োমার্গস্য বিঘ্নকর্ত্তারৌ পথিতস্করাবিব।

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রিয়গুলোর যে সকল বৃত্তি আছে সেই গুলোর মধ্যে কতক ইষ্ট সাধনের অনুকূল বলে মনে হয় তাদের প্রতি অনুরাগ জন্মায়, যেমন গান শুনতে ভাল লাগে। আবার প্রতিকূল বলে মনে হলে তাদের প্রতি বিদ্বেষ জন্মায়; যেমন গাল শুনতে ভাল লাগে না। এই অনুরাগ আর বিদ্বেষ প্রকৃতির খেলা, তাদের বশে গেলেই প্রকৃতির অধীন হতেই হবে,

তাহলেই মঙ্গললাভ হওয়া কঠিন। তাই ভগবানের আদেশ সেই রাগদ্বেষের বশীভূত হ'য়ো না, তাহলে মঙ্গল পেতে পারবেনা।

যৌগিক—ক্রিয়াকালে গুরুর আদেশ মত ক্রিয়া ক'রতে ক'রতে সাধকের কোন কোন কাজে ইন্দ্রিয়ের অনুকূল দর্শন শ্রবণাদি হয়, আর কোন কোন কাজ বড় কঠোর বলে মনে হয়। অনেক সাধক প্রথম প্রথম দেখতে ভাল লাগে বলে গুরুর আদেশ না মেনেই ৪।৫ বার যোনিমুদ্রার অনুষ্ঠান করেন। আর বসে বসে প্রাণায়াম কর্ত্তে কোমর মাজা টন্‌টন্ করে কাজেই শীঘ্র শীঘ্র উঠে পড়েন। প্রথমটী ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বলে রাগ হয়, আর দ্বিতীয়টী প্রতিকূল বলে দ্বেষ হয়। এই রাগ ও দ্বেষ প্রকৃতির খেলা, তার বশীভূত হলে মঙ্গল লাভ হয় না। তাই তাদের বশে না গিয়ে গুরুর আদেশ অনুসারে কাজ ক'রে যেতে হয়, তাহলেই প্রকৃতি আপনিই তাঁর বশ হয়ে পড়ে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥[illegible]॥

অন্বয়—স্বনুষ্ঠিতাৎ সয়লাঙ্গসংপূর্ত্ত্যাকৃতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণোঽপি কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ স্বকীয়ধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ। স্বধর্ম্মে স্থিতস্য নিধনং মরণং পরধর্ম্মে স্থিতস্য জীবিতাৎ অপি শ্রেয়ঃ যতঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ নরকাদিপ্রাপকঃ।

বঙ্গানুবাদ—নিজের বর্ণ ও আশ্রম বিহিত ধর্ম্ম যদি সম্যকরূপে প্রতিপালন কর্ত্তে না পারা যায় ও অপরের বর্ণ ও আশ্রম বিহিত ধর্ম্ম ভালরূপে প্রতিপালন কর্ত্তে পারা যায়, তাহলেও নিজের ধর্ম্মই ভাল। স্বধর্ম্মে থেকে যদি মরণও হয় সেও ভাল, কারণ পরধর্ম্ম গ্রহণে নরকাদি ভয়ই উৎপাদন করে মাত্র।

যৌগিক—স্ব বলতে আত্মাকে বোঝায়, কাজেই স্বধর্ম্ম বলতে আত্মধর্ম্ম বোঝায়। যতক্ষণ গুণে থাকবে, প্রকৃতির সত্ত্বরজো তমোগুণের খেলার ভেতোর থাকবে ততক্ষণ আত্মধর্ম্ম পালন করা হবে না, তাই আত্মধর্ম্ম-বিগুণ। আর পরধর্ম্ম হচ্চে প্রকৃতির ধর্ম্ম অথবা প্রকৃতি-প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম। সে গুলি জীবে ভাল করেই অনুষ্ঠান করে। সেই গুলাকেই ত 'আমি' 'আমার' বলে মনে করা যায়। এই আত্মধর্ম্ম পালন কর্ত্তে যদি মৃত্যুও হয় তাহলে জীবকে মোক্ষ পথে নিয়ে যায় আর ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মে থাকলে আবার সংসারে আসতে হয়, তাই ভয়াবহ।

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতিপুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

অন্বয়—হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিকুলসমুদ্ভব, অথ তদা অয়ং পুরুষঃ জীবঃ অনিচ্ছন্ অনভিলষন্ অপি কেন প্রযুক্ত পরিচালিতঃ সন বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব রাজ্ঞা ভৃত্য ইব পাপং চরতি পাপকর্ম্ম করোতি ?

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা কল্লেন, হে বার্ষ্ণেয়, পুরুষ নিজের ইচ্ছা না থাকলেও অপর কেউ জোর করে নিয়োগ করার মত কার প্রয়োগে পাপাচরণ করে ?

যৌগিক—ক্রিয়া কর্ত্তে বসবার সময় বেশ মনের একাগ্রতা নিয়ে আরম্ভ করা হলো। মন থেকে সব বাসনা তাড়িয়ে দেওয়া হয়েচে, কাজ বেশ চলচে কিন্তু ইচ্ছা না থাকলেও কে যেন মনকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিষয়-চিন্তায় ঢুকিয়ে দিচ্চে। তাই জিজ্ঞাসা হচ্চে এর কর্ত্তা কে ?

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনোমহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহবৈরিণম্ ॥৩৭॥

অন্বয়—রজোগুণসমুদ্ভবঃ রজগুণোৎপন্ন এষ কামঃ কামনা এবং তদুদ্ভবঃ এষ ক্রোধঃ উভৌজন্মজনকত্বাৎ একীভূতঃ কামঃ মহাশনো দুষ্পূরঃ মহাপাপ্মা মহাপাপজনকঃ ইহ মোক্ষমার্গে এনং কামং বৈরিং শত্রুং বিদ্ধি।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান বল্লেন—রজোগুণ থেকে যে কামনা জন্মায় আর কামের ব্যাঘাতে যে ক্রোধ আসে, সেই কাম অপূরণীয় আর সমস্ত পাপ-প্রবৃত্তির জনক। এই কামকেই মোক্ষমার্গে শত্রু বলে জেন।

যৌগিক—মূলাধার থেকে আজ্ঞা পর্য্যন্ত রজোগুণের স্থান এই সমস্ত স্থানটি বেপে কামনা রয়েচে, এই কামনাই হঠাৎ অসাড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে, তখন অবশ হয়ে বিষয়ে মগ্ন হতে হয়। আবার কাম বাধা পেলেই ক্রোধে পরিণত হয়, সেই জন্য ক্রোধও কামেরই আর একটা রূপ মাত্র। এই কামের ফাঁদে পড়ে বিষয় ভোগ করতে থাক, এর পূরণ কিছুতেই হবে না আর এই কামের পূরণের জন্যই যত পাপ আচরণ করতে হয়। তাহ'লেই কামের জন্যই সংসারে যাতায়াত ঘোচেনা, তা'ই এই কামই সাধন পথের শত্রু।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮॥

অন্বয়—যথা ধূমেন বহ্নিঃ অগ্নিঃ আব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, আদর্শো মলেন আগন্তুকেন আচ্ছাদ্যতে, যথা গর্ভঃ উল্বেন গর্ভবেষ্টনেন জরায়ুনা আবৃতঃ আচ্ছাদিতঃ ভবেৎ তথা তেন কামেন ইদং জ্ঞানং আবৃতং।

বঙ্গানুবাদ—আগুন যেমন ধোঁয়াতে ঢাকা থাকে, আর্শি যেমন ময়লায় ঢাকা হয়ে স্বচ্ছতা হারায় গর্ভস্থ ভ্রূণ যেমন জরায়ু দ্বারা অপ্রকাশ থাকে সেই রকম কামের দ্বারা জ্ঞান ঢাকা আছে।

যৌগিক—সাধনাতেও কাম আত্মাকে প্রকাশ হতে দেয় না ঢেকে রাখে। সাধনার প্রথম অবস্থায় প্রাণ-ক্রিয়া কর্ত্তে গেলে প্রাণবায়ুর ধাক্কা

লাগে সুষুম্নানাড়ীতে তাতে আগুনের মত তেজের প্রকাশ পায়। স্থিরাসনে বসে লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারলে জ্যোতির প্রকাশ হয়ে যায়, কিন্তু কামের তাড়নে যাই মন অন্যদিকে যায় অগ্নি জ্যোতি দেখা যায় না, ধোঁয়ার মত কম্বল এসে ঢেকে ফ্যালে। দ্বিতীয় অবস্থায় যখন সুষুম্নার ভেতোর প্রাণবায়ু ঢুকে যায় তখন অন্তরাকাশটা আলোকিত হয়ে যায় বটে, তখন কূটস্থের দিকে লক্ষ্য ঠিক রাখতে পাল্লে আর্শির মত স্বচ্ছ চিদাকাশ দেখতে পাওয়া যায়, তাতে সকল বস্তুই প্রতিফলিত হয়, তার ভেতোর ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিনকালের ছবি, সকল দেশের সকল বিষয়ের ছবি দেখা যায়। কিন্তু কাম এমনি ভয়ানক শত্রু সেখানে স্থির থাকতে দেয় না, অমনি সেই স্বচ্ছ চিদাকাশখানি যেন কোয়াশায় ঢাকা হয়ে যায়। সাধক সেই অবস্থায় স্থির থাকতে পারলে কামের মাথায় ঝ্যাঁটা মেরে তাড়াতে পারলে,সেই চিরেপ্সিত বিষ্ণুপদ দেখা যায়। তাই জ্ঞানীরা আকাশে বিস্তৃত চোখের মত দেখেন। উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ চিদাকাশের ভেতোর সোণালী রংয়ে মোরা একটী কাল চোখের মত বস্তু দেখতে পাওয়া যায়, কাম কিন্তু তাকেও ঢেকে রাখে। আবার তৃতীয় অবস্থায় যখন অন্নময় প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষ পার হয়ে সাধক আনন্দময় কোষে, তখনও আনন্দের কামনায় মাতোয়ারা হয়ে পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হন, সেই কালো রংয়ের চোখের মত যে বিম্বটি ছিল তারই মনোমোহন রূপে ভুলে পরাগতি লাভ কর্ত্তে পারেন না, তখন আবার জন্মের মত কামকে বিদায় দিতে পারলে জরায়ুর বেষ্টনের মত কোষের আচ্ছাদন ছিড়ে যায় সাধক অমৃত-তত্ত্ব লাভ করেন।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥

অন্বয়—হে কৌন্তেয় কুন্তিনন্দন, জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিনা জ্ঞানী হি জানাতি অনেন প্রযুক্তোঽহং অনর্থে পূর্ব্বমেব অতোঽয়ং চিরশত্রুঃ— চিরশত্রুনা এতেন্ দুষ্পূরেণ মহাশনেন কামরূপেণ অনলেন নাস্যাঽলং পর্য্যাপ্তিং বিদ্যতে ইত্যনলঃ সর্ব্বভুজা বহ্নিনা ইব কামেন জ্ঞানং আবৃতং আচ্ছাদিতং।

বঙ্গানুবাদ—কামের কখন পূরণ হয় না, আগুনে যত কাঠই দাও সব ভস্ম করে আবার প্রয়োজন হয় কখন পর্য্যাপ্ত হয় না, সেইরূপ যত ভোগই করো কামের পূরণ হয় না। তবে মূর্খেরা কামপ্রাপ্তিমাত্র বিষয়ভোগে প্রথম আনন্দ বোধ করে সুতরাং তাদের প্রথমে মিত্রের মত বোধ হয়, পরে যখন ভোগে তৃপ্তি হয় না তখন কামকে শত্রু বলে মনে করে। কিন্তু জ্ঞানিরা প্রথম থেকেই অনর্থের মূল বলে কামকে চিরশত্রু মনে করেন। এই কামই জীবের জ্ঞানকে আচ্ছাদন করে রেখে দেয়।

যৌগিক—জ্ঞানের সাধক সাধনার যে কোন স্তরে থাকুন না কেন দেখেন যে কাম জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। যেখানে জ্ঞানের জ্যোতি ফুটে উঠছে সেই খানেই কাম সাধককে নীচে টেনে আনতে চেষ্টা করচে, আর জ্ঞানকে ঢেকে দিচ্ছে। কাজেই কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু। আবার কামের ভোগ পূর্ণ করে যখন কামের আর রুচি থাকবে না, তখন জ্ঞানের সাধনা করা যাবে মনে করে বিষয় ভোগ কর্ত্তে গেলে দেখা যায়, যতই ভোগ করো কাম আর পূরণ হয় না, আগুনে যতই ঘি দাও আগুন যেমন বাড়ে বৈ কমেনা, সেই রকম। পূর্ব্বের শ্লোকে দেখান গেছে যাই জ্ঞানের প্রকাশ হ'তে যাচ্ছে অমনি কাম এসে ঢাকা দিয়ে দিচ্চে।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধি রস্যাধিষ্ঠান মুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥

অন্বয়—অস্য কামস্য ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিশ্চ অধিষ্ঠানং আশ্রয়ঃ উচ্যতে। এষ কামঃ জ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছাদ্য দেহিনং জীবং এতৈঃ ইন্দ্রিয়াদিভিঃ দর্শনাদি ব্যাপারবদ্ভিঃ আশ্রয়ভূতৈঃ বিমোহয়তি।

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি কামের আশ্রয়-স্থান। ঐ কাম জ্ঞানকে ঢেকে রেখে জীবকে আশ্রয়স্বরূপ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিমোহিত করে।

যৌগিক—কামের জন্যইত জীবের জীবত্ব। কামনা আছে বলেই জীবের দেহপ্রাপ্তি, নইলেত মোক্ষ হ'তো। এই কামনা আমরা মনের ভেতোর, বুদ্ধির ভেতোর, ইন্দ্রিয়গুলোর ভেতোর দেখতে পাই। ইন্দ্রিয়গুলো মনের কর্তৃত্বে বিষয় গ্রহণ করে, বুদ্ধির সাহায্যে ভোগ ক'রে জীব সুখী হ'লাম বলে মনে করে। আবার ঐ ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধির ভেতোর দিয়ে জ্ঞানেরও প্রকাশ পায়। কাজেই যেখানে জ্ঞান সেই খানেই কাম। কিন্তু কামের এমনি শক্তি যে জ্ঞানকে প্রকাশ পেতে দেয়না ঢেকে রাখে। আর বিষয়ের ভোগে জীবকে মোহিত করে। ভোগের পিপাসা কিছুতেই মেটে না একবার ভোগ কল্লে আবার ভোগের ইচ্ছা হয়, তাতেই উল্টেপাল্টে সংসারে আসতে হয় জন্মবন্ধ ঘোচে না। প্রাণায়ামাদি কল্লে কাম নিস্তেজ হয়ে জ্ঞান ফুটে ওঠে, ক্রমে জীবকে কর্ম্মের বন্ধন কাটিয়ে মোক্ষের পথিক ক'রে অবশেষে মুক্তি দান করে।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥

অন্বয়—হে ভরতর্ষভ ভরতবংশাবতংস তস্মাৎ তদ্ধেতোঃ ত্বং আদৌ পূর্ব্বং ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য বশীকৃত্য এনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং জ্ঞানং শাস্ত্রতঃ আচার্য্যতঃ চ আত্মাদীনামববোধঃ, বিজ্ঞানং বিশেষতস্তদনুভবঃ, তয়োঃ জ্ঞান বিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্তয়োঃ নাশনং পাপ্মানং পাপস্বরূপং কামং প্রজহি হি পরিত্যজ।

বঙ্গানুবাদ—কামই যখন জ্ঞানকে আবরণ করে আর ইন্দ্রিয়গণ কামের আশ্রয়স্থান, তখন হে ভরতবংশজ তুমি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করে এই পরোক্ষ জ্ঞান—গুরুমুখে, শাস্ত্রপাঠে, যে জ্ঞান হয়; অপরোক্ষজ্ঞানের—আত্মানুভব দ্বারা যে জ্ঞান হয়, এই উভয়বিধ জ্ঞানের আবরক মহাপাপস্বরূপ কামকে ত্যাগ কর।

যৌগিক—আগুন যেমন কাঠ নইলে থাকৃতে পারে না ক্রমে নিবে যায়, কামরূপ আগুনও সেই রকম ইন্দ্রিয় না পেলে থাকৃতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি যদি বিষয় গ্রহণ করে, তাহলেই বিষয়ের সঙ্গে কামনা এসে পড়ে, আর যদি ইন্দ্রিয়গুলোকে বাইরের বিষয় গ্রহণ কর্ত্তে না দিয়ে অন্তর্ম্মুখী করা যায়, বিষয় ভোগ না কর্ত্তে পেয়ে কাম আপনা আপনিই চলে যায়, কারণ যদিও রূপরসাদির ভোগ হয় তাতে পিপাসা বাড়ায় না, কারণ তাদের টান হ'লো আত্মার দিকে, সুতরাং তারাই আত্মপ্রকাশ করে, আত্মার অনুভব দ্বারা জ্ঞানকে বাড়িয়ে দেয়, আর শাস্ত্র ও গুরুবাক্যদ্বারা যে জ্ঞান পাওয়া যায় তারই পরিপোষণ করে। কিন্তু ঐরূপ রসাদিতে যদি আবার আসক্তি জন্মে যায়, তাহলে ঐ জ্ঞান বিজ্ঞান দুয়েরই নাশ হয়, বাইরে বিষয় ভোগ না হলেও মনে মনে বিষয় ভোগ হতে থাকে। সেই জন্য ভগবানের উপদেশ যে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলোকে অন্তর্ম্মুখী করো, আর আসক্তি ত্যাগ করে অনাসক্ত ভাবে গুরুর আদেশ অনুসারে যথাশাস্ত্র কাজ করে যাও কাম আপনা আপনিই পালাবে। তবে কাম বুদ্ধি পর্য্যন্ত দৌড়তে পারে, তারপর আর তার দৌড় নেই। বুদ্ধিভেদ হলে কূটস্থের উপরে আর কামের অধিকার নাই।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ।।৪২।।

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি স্থূলদেহাৎ পরাণি শ্রেষ্ঠানি আহুঃ পণ্ডিতাঃ মনঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ তেভ্যঃ শ্রোত্রাদিভ্যঃ পরং শ্রেষ্ঠং মনসঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা-বৃত্তেঃ বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তিঃ পরাশ্রেষ্ঠা বুদ্ধেঃ পরতঃ যো দ্রষ্টৃত্বেন বিদ্যতে স আত্মা।

বঙ্গানুবাদ—পণ্ডিতেরা বলেন স্থূলদেহ চেয়ে চোখ কাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গুলো বড়, কারণ ইন্দ্রিয়গুলো বিষয় গ্রহণ করে, আবার নাও করে। ইন্দ্রিয়গুলোকেত মনই চালায় কাজেই মন ইন্দ্রিগুলো চেয়ে বড়। মন আবার সঙ্কল্প বিকল্প করে ঠিক করতে পারে না, বুদ্ধিই তা নিশ্চয় করে দেয় তাই বুদ্ধি মন চেয়ে বড়। আর বুদ্ধি চেয়ে যা বড় তাই আত্মা।

যৌগিক—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই পাঁচটি বিষয় এরা বাইরের জিনিষ, ইন্দ্রিয়গণ চোখ কান নাক জিহ্বা আর ত্বক্ এদের মধ্যে গিয়ে গ্রহণ করে, আর এদের জ্ঞান লাভ করে কাজেই এরা সূক্ষ্মতর আর ত্যাগ করতেও পারে সুতরাং স্বাধীন, তাই এরা বিষয় চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আবার মন যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের ভেতোর না ঢোকে ততক্ষণ ইন্দ্রিয় কাজ ক'রতে পাবে না তাহলে মন তাদের পরিচালক বলে শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়গুলির এক একটা সংস্থান আছে বাইরেও এক একটা আকার ধারণ করে কিন্তু মন আরও সূক্ষ্ম আর সকল ইন্দ্রিয়ের কাজ মন কর্ত্তে পারে তাই মন শ্রেষ্ঠ। আবার দেখা যায় মন নিজে কোন কাজ ঠিক কর্ত্তে পারে না, সেখানে বুদ্ধির সাহায্য নিতে হয়। সুতরাং বুদ্ধি মন চেয়ে বড়। আবার লয় যোগে দেখা যায় যেটি যার আশ্রয়ে থাকে সেটি তাতেই লয় হয়ে যায়। রূপ রসাদি বিষয়গুলি লয় কালে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মিশে যায়, আবার ইন্দ্রিয়গুলো মনে মিশে যায়, মন বুদ্ধিতে মিশে যায়। এই বুদ্ধির স্থানই হচ্চে আজ্ঞাচক্রের মধ্যে যে বিবস্বানমণ্ডল দেখা যায় তাই। সেই কূট ভেদ হলেই আত্ম-দর্শন হয় তাই বুদ্ধির পর বস্তুই আত্মা।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহিশত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩।

অন্বয়—হে মহাবাহো **অর্জ্জুন**, এবং প্রকারেণ বুদ্ধেঃ পরং আত্মানং বুদ্ধ্বা জ্ঞাত্বাস্বে নৈব আত্মনা সংস্কৃতেন মনসা সংস্তভ্য স্তম্ভনং কৃত্বা দুরাসদং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং কামরূপং শত্রুং জহি মারয় বিনাশয়।

বঙ্গানুবাদ—হে মহাবাহো **অর্জ্জুন**, আত্মা বুদ্ধির পর এইটে জেনে মন দ্বারাই মনকে স্থির করে, দুঃখে জয়করা যায় যে কামরূপী মহাশত্রু তাহাকে বিনাশ কর।

যৌগিক—কামকে জয়করা বড় কঠিন কর্ম্ম তাই কাম দুরাসদ। তবে কামকে জয় করবার উপায়ই হচ্চে মনকে স্থির করা। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের কাজ সব মায়ার খেলা, ভুলমাত্র, এই বুদ্ধি যখন নিশ্চয় হয়ে যায় তখনই মন বশে আসে, তখনই দেখা যায় যে এতদিন বুদ্ধিকেই বড় বলে মনে করেছিলাম, বুদ্ধিও কামের বিষয়ীভূত, কাম বুদ্ধিকেও আক্রমণ করে, কিন্তু বুদ্ধির উপরে যে তত্ত্ব তাই আত্মা। তার কাছে আর কাম এগুতে পারে না। সাধনায় কূটভেদ হলেই বুদ্ধিতত্ত্বের উপরে গিয়ে পড়া গেল। আত্মার বিমল জ্যোতিতে মন বুদ্ধি লয় পেয়ে গেল। সাধক জগৎগুরু ভগবান শিবের কাম জয়ের কথা মনে কর। তৃতীয় নেত্র থেকে আগুন বেড়িয়ে কামকে ভস্ম করে দিলে। তুমিও ইন্দ্রিয়াদিকে মনে আহুতি দিয়ে মনকে বুদ্ধিতত্ত্বে স্থির কর্ত্তে যাও দেখবে কাম সেখানে ছাড়চে না, যাই কূট ভেদ হয়ে গেল জ্ঞানের প্রখর জ্যোতিতে কাম দগ্ধ হয়ে গেল।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগঃ নাম তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্‌।
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥

অন্বয়—ইমং অধ্যায়দ্বয়েনোক্তং যোগং অব্যয়ং অব্যয়ফলং অহং পুরা বিবস্বতে আদিত্যায় প্রোক্তবান্‌ কথিতবান, বিবস্বান্‌ আদিত্যঃ মনবে স্বপুত্রায় শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ অকথয়ৎ। মনুঃ পুনঃ স্বপুত্রায় ইক্ষ্বাকবে ইক্ষ্বাকুনাম্নে আদিরাজায় অব্রবীৎ। তেন যোগবলেন যুক্তাস্তে ক্ষত্রিয়াঃ ব্রহ্ম পরিবক্ষিতুং সমর্থাঃ ভবন্তি। ব্রহ্মক্ষত্রে পরিপালিতে জগৎপরিপালয়িতুমলম্‌।

বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয় তৃতীয় অধ্যায়ে যে মোক্ষসাধক যোগের কথা বলা গেল, এই যোগ আমি ক্ষত্রিয়গণের বলাধানের জন্য পূর্ব্বে বিবস্বানকে বলেছিলাম, বিবস্বান মনুকে বলেছেন, মনু নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছেন।

যৌগিক—পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ বলে গেছেন, একেই যোগ বলেছেন। এই সাংখ্যযোগে অনুভবদ্বারা পৃথিবী থেকে চব্বিশতত্ত্বের সত্তা সাক্ষাৎকারের দ্বারা শেষে আত্মসাক্ষাৎকার হয়। আর কর্ম্মযোগে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া দ্বারা চিত্তবৃত্তিনিরোধ হ'লে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, ফল দুয়েরই এক। এই জন্য ভগবান এই দুইকেই যোগশব্দে বলেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে এই যোগের কথাই বলেছেন। একেই জ্ঞানযোগ বলে। এই যোগ—আত্মজ্ঞানপ্রবাহ অহং-কূটস্থ-চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে যে সূর্য্যমণ্ডল দেখা যায় সেই সূর্য্যমণ্ডলের অভিমুখে এসে

বিবস্বান-মণ্ডল থেকে মনুরূপ মনের উপরে পতিত হয়, সেই মন থেকে জ্ঞানপ্রবাহ ইক্ষ্বাকুর উপরে পড়ে। নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি থেকে যে জ্ঞাননেত্র পরিস্ফুট হয়, অন্তর্জগৎকে ঈক্ষণ করছে সেই যে মানস-চক্ষু তাকেই ইক্ষ্বাকু বলে।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়োবিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২॥

অন্বয়—এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং লোকপরম্পরাপ্রাপ্তং ক্ষত্রিয়পরম্পরাপ্রাপ্তং ইমং যোগং রাজর্ষয়ো অন্যে রাজানঃ ঋষিভাবাপন্নাঃ বিদুঃ জানন্তি স্ম হে পরন্তপ শত্রুনাশন মহতাকালেন দীর্ঘকালেন স যোগঃ নষ্টঃ পৃথিব্যাঃ বিলুপ্তপ্রায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—এইরূপে ক্ষত্রিয়পরম্পরায় এই যোগ অন্য রাজর্ষিরা জানেন। হে শত্রুতাপন, দীর্ঘকালে সেই যোগ নষ্ট হ'য়ে গেছে।

যৌগিক—সেই আত্মমুখী ধারা মানস-চক্ষু থেকে আবার জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের উপর এসে পড়ে; তারাই রাজর্ষি, কারণ ভোগে তারা রাজা আর ত্যাগে তারা ঋষিভাবাপন্ন। এক স্থান থেকে এই জ্ঞানের ধারা অপর স্থানে আসে তাই পরম্পরাপ্রাপ্ত, আর এই ধারাই শেষে অনন্ত ব্রহ্মে মিশে যায়। কিন্তু ধারা যখন উল্টো বয়, কামের খেলায় ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি তখন বিজড়িত হয়ে যায় তখন সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ না হয়ে স্থূলতত্ত্ব সব প্রবল হয় আর ভোগের কালও দীর্ঘ হয়। সেই দীর্ঘকাল কাম-ভোগে দুর্ব্বাসনা জন্মে জ্ঞানকে বিনাশ করে।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩॥

য়—স এব অয়ং পুরাতনঃ বহুপূর্ব্বপ্রকাশিতঃ যোগঃ ময়া অদ্য তে তুভ্যং প্রোক্তঃ কথিতঃ। যতঃ ত্বং মে মম ভক্তঃ সখা চ অসি। এতৎ যোগজ্ঞানং হি উত্তমং রহস্যং অপ্রকাশ্যং।

বঙ্গানুবাদ—সেই বহুকেলে যোগ আজ তুমি আমার ভক্ত ও সখা বলে তোমাকে পুনরায় বলছি। এই যোগ-জ্ঞান খুব উত্তম ও গোপনে রাখবার জিনিষ।

যৌগিক—যখন সাধকের মেরুদণ্ডের মাঝে ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে মূলাধারাদি ছ'টা চক্রে কামের দল আর জ্ঞানের দল পরস্পরকে হারাবার জন্য কোমর বেঁধে লেগে প'ড়েছে, আর সাধক আজ্ঞায় কূটস্থ-চৈতন্যকে 'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' বলে শরণ নিয়ে ভক্ত হয়েছেন, তাঁর শ্বাস সূক্ষ্ম ও সোজা ও প্রশ্বাসের সঙ্গে সমকালস্থায়ী হওয়ায় তিনি সমপ্রাণ-সখা হয়েছেন। কূটস্থ-চৈতন্যকে যখনই সুমুখে দেখতে পাচ্চেন তখনই এই জ্ঞান তাঁর হয়ে যাচ্চে। এ রকম অবস্থা না হলে আর ও জ্ঞানটুকু লাভ হয় না, তাই এটা রহস্য—লুকোবার জিনিষ, আবার উত্তম অর্থাৎ যাতে তম উদ্গত হয়ে উর্দ্ধে স্থিতির স্থান লাভ হয়।

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪॥

অন্বয়—অপরং অর্ব্বাক্ বসুদেবগৃহে ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য জন্ম পরং পূর্ব্বংসর্গাদৌ বিবস্বতঃ আদিত্যস্য জন্ম। কথং এতৎ অবিরুদ্ধার্থতয়া বিজানীয়াম যৎ ত্বং এব ইমং যোগং আদৌ প্রোক্তবান্ ইদানীং পুনশ্চ মহ্যং উক্তবানসীতি।

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন বল্লেন তুমিত বসুদেবের গৃহে সে দিনে জন্মেছ, আর বিবস্বান ত সৃষ্টির প্রথমেই জন্মেছেন। কি করে জানবো যে তুমিই প্রথমে এই যোগ বলেছিলে, এখন আবার আমাকে বলচো ?

যৌগিক—ক্রিয়াবানমাত্রেই দেখচেন প্রথমেই অখণ্ড মণ্ডলাকার সূর্য্যমূর্ত্তি পূর্ণ জ্যোতিতে সুমুখে ফুটে ওঠে, তারপর শ্রীবিন্দু দেখা যায়। আবার চিজ্জ্যোতিও প্রথমে সূর্য্যমণ্ডলে আসে, সেখান থেকে শ্রী-বিন্দুতে সংক্রামিত হয়, কাজেই সন্দেহ হচ্চে। কূটস্থ-চৈতন্যে মনোনিবেশ ক'রে জানতে পারলেন যে সেই কূটস্থ থেকে জ্ঞানস্রোত বিবস্বানমণ্ডলে' সঞ্চারিত হয়, তাই তার আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তি।

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বানি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পরন্তপ অর্জ্জুন শত্রুতাপন, মে মম তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি বিগতানি অহং তানি সর্ব্বানি জন্মানি বেদ জানে ত্বং ন বেত্থ জানীষে। যতঃ ত্বং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি প্রতিবদ্ধজ্ঞানশক্তিঃ অহং পুনঃ নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাৎ অনাবরণজ্ঞানশক্তিঃ।

বঙ্গানুবাদ—ভগবান বল্লেন হে অর্জ্জুন তোমারও অনেক জন্ম হয়েচে আমারও হয়েচে, কিন্তু তোমার ধর্ম্মাধর্ম্মাদিদ্বারা জ্ঞানশক্তি আবৃত থাকায় তুমি জানতে পারনা। আর নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব হওয়ায় জ্ঞানশক্তির সদা প্রকাশ আছে, তাতেই আমি সকল জন্মের কথা জানি।

যৌগিক—এখানে 'তব' বলচেন সাধকের যতক্ষণ 'ত্বং' ভাব বিশুদ্ধ হয়ে 'তৎ' ভাবে না মিশেছে ততক্ষণ 'আমি' 'আমার' জ্ঞান যায় না, আবরণের ভেতোর থাকৃতে হয়। আবরণের ভেতোর চৈতন্য প্রবেশ করাতেই

ত জন্ম হয়। পাল্টাপাল্টি জন্ম হয়ে কত আবরণের ভেতোর ঢুকতে হয়, সেইটেই জন্মান্তর-রহস্য। যতক্ষণ অনাদি অবিদ্যাস্বরূপ অজ্ঞান না কাটবে ততদিন একটা আবরণ ছেড়ে অন্য আবরণে ঢোকা রূপ মায়ার খেলার শেষ হয় না : আবার মায়ার খেলা এমনি, জীব যখন যে আবরণে থাকে তাতেই যে সব সংস্কার থাকে তাই নিয়ে ভুলে যায় আর সেই আবরণটাকেই 'আমি' বলে মনে করে, অন্য আবরণের কথা মনেও আসেনা। ক্রমে 'সৎ'সংসর্গে যখন জিজ্ঞাসা আসে আবরণটাকে 'আমি' 'আমার' বলে কেন? এ আবরণে এলাম কোথা থেকে? এই আবরণ ঘোচে কি করে? এই সকল জিজ্ঞাসার মীমাংসার জন্যই গুরুদেব 'ক্রিয়া' দেন। তখন সাধক হ'য়ে প্রকৃতির চব্বিশ তত্বই যে প্রত্যেকে এক একটি আবরণ তা বুঝতে পেরে, সেই আবরণ ভেদের চেষ্টা আসে। চেষ্টার সাফল্যে লয়যোগে যাই ইন্দ্রিয়গুলো মনে লয় পায়, মন আবার চার অবস্থায় চার নাম ধরে একটা আর একটায় লয় হয়ে যায়। মন বুদ্ধিতত্বে লীন হয়, বুদ্ধি অহংকারে লয় পায়, অহঙ্কার চিত্তে লয় পায়। এই চিত্তের পরই অব্যক্ত। সেই অব্যক্তের সঙ্গে যেখানে চিত্তের মিলন হয়, সেইখানেই চিজ্জ্যোতি ফুটে ওঠে, তাই ...স্থান। সেটা চিত্তের বারদিকে, কিন্তু ভেতোরে যেখানে চিত্তে অব্যক্ত সংযুক্ত হয় সেই স্থানটাই কূট। সেই কূটে যে চৈতন্য প্রতিফলিত হয় তাই 'কূটস্থচৈতন্য'। সেই কূটস্থ-চৈতন্যই সাধকের মঙ্গলের জন্য অভিলষিত রূপ ধরেন। ইনিই ঈশ্বর। এই ঈশ্বরই 'অহং' নামে গীতায় বলা হয়েছে। সেই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তাই তিনি প্রত্যেক আবরণের ভেদের কথা জানেন। তাঁর অজানা কিছুই নাই। আর জীবের আবরণের একটার পর একটার ভেদ হচ্চে বটে কিন্তু যতক্ষণ কূট ভেদ হয়ে ঐ 'ঈশ্বর' ভাব না আসে, ততক্ষণ মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপণী শক্তির অধীনে আবার পূর্ব্বেকার অবস্থা পেতে হয়। যে ইন্দ্রিয়গুলোকে চেষ্টা করে লয় কর্ত্তে হয়েছিল, তাই আবার 'আমার' বলে মনে হয় তাই

তাদের লয় কর্ত্তে মনে বিষাদ ওঠে, সেইটেই অর্জ্জুন ভাব। তবে সাধনা ক্ষেত্রে সমস্ত লয় হয়ে যাবে বলে, তিনিই পরন্তপ।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬॥

অন্বয়—কথং তর্হি তব নিত্যেশ্বরস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবেঽপি জন্মং তদুচ্যতে। অজঃ জন্মরহিতঃ অপি সন তথা অব্যয়াত্মা অক্ষীণ জ্ঞানশক্তিস্বভাবঃ ভূতানাং ঈশ্বরঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং ঈশ্বরঃ ঈশনশীলঃ অপি সন্। স্বাং স্বকীয়াং প্রকৃতিং বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং অধিষ্ঠায় বশীকৃত্য আত্মমায়য়া ন পরমার্থতঃ সম্ভবামি দেহবান্ ইব জাতঃ।

বঙ্গানুবাদ—আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকায় জন্ম মৃত্যু নাই বটে এবং জ্ঞানশক্তি স্বভাবেরও কোনরূপ ক্ষয় হয় নাই বটে এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জীব জগতের অধীশ্বর হলেও আমি ত্রিগুণময়ী মায়াকে বশীভূত করে, সাধারণ জীবের মত মায়ার বশীভূত না হয়ে, আপন মায়ায় দেহধারীর মত জন্মগ্রহণ করি।

যৌগিক—সাধকের যখন গুরুকৃপায় কূটভেদ হয়ে 'অহং' অবস্থা আসে, পাকা 'আমি' ভাবের উদয় হয় তখন তিনি আমির স্বরূপ ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই এই শ্লোকে আর পরের দুই শ্লোকে বলেচেন। সাধক 'পাকা আমি' ভাবাপন্ন হয়ে দেখেন আমির জন্ম নেই ক্ষয়ও নেই, আবার 'আমির'ই প্রকৃতির সকল তত্ত্বের বিকাশ, সুতরাং সকলের উপরই 'আমি'র প্রভুত্ব আছে। তবে যে আমি ভিন্নরূপে দেখা দেন, তার কারণ আত্মমায়া আর উপাদান হচ্চে স্বীয়া প্রকৃতি। চিজ্জ্যোতি যাতে যেমন পড়ে সে সেই রকম দেখা যায়। সাধক তখন দেখেন এই চিৎই প্রকৃতিতে সংক্রামিত হয়ে, চব্বিশ তত্ত্বের সৃষ্টি করচেন। আবার

নিবৃত্তি-পথে সেই সব তত্ত্বের লয় হতে গিয়ে এক একটা আবরণের ক্ষয় হতে থাকে, তাতেই ভগবানের নানা অবতারের মূর্ত্তি নয়ন পথে পড়তে থাকে।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।।৭।।

অন্বয়—হে ভারত ভরতকুলোদ্ভব অর্জ্জুন যদা যদা যস্মিন্নপিকালে ধর্ম্মস্য বর্ণাশ্রমবিহিতস্য প্রাণিণামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনস্য গ্লানিঃ অভাবঃ তথা অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং সমুদ্ভবোভবতি তদা তস্মিন্নপি কালে অহং আত্মানং সৃজামি অবতাররূপেণ জায়ে।

বঙ্গানুবাদ—যে সময়েই জীবের অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সাধনোপযোগী বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের অভাব হয় আর অধর্ম্মের উদয় হয়, তখনই আমি আপন মায়া দ্বারা আপনাকে সৃজন করে, অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করি।

যৌগিক—এখন এখানে ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম এই দুটি কথার অর্থ বুঝতে হবে। প্র . ৭ ধর্ম্ম বলতে যাকে ধরা যায় অর্থাৎ যে শক্তিকে ধরে বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয় কার্য্য হচ্ছে তাই সত্যস্বরূপ। তাহলেই অধর্ম্ম বলতে যাকে ধরা যায় না, সেটি সত্যে মিথ্যার আরোপ, সেইটেই পাপস্বরূপ। আবার নিবৃত্তিপথে যে শক্তিকে ধরে সৃষ্টিস্থিতিলয়ক্রিয়া হয়, তার অতীত পদকে সেই নিরালম্বন অবস্থাকেই অধর্ম্ম বলে, তাই পূর্ণভাবে কৈবল্যস্থিতি। এই অবস্থায় কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় কর্ত্তে কর্ত্তে নিরাবলম্বাবস্থা যেমন বাড়ে অধর্ম্মও তেম্নি তেম্নি বাড়ে। জীবের এই যে স্থূলদেহ দেখতে পাওয়া যায় সেটা সবই জড় পদার্থ, এর চিৎসংযোগ ছাড়া কোন কার্য্যকরী শক্তি নাই। এই চিতের স্ফুরণ হয় অন্তঃকরণে, তাই অন্তঃকরণকে ধরেই জীবের জীবত্ব। তাহলে অন্তঃকরণবৃত্তিই জীবের ধর্ম্ম। এই অন্তঃকরণ

বৃত্তি চারভাগে বিভক্ত (১) চিত্ত (২) অহংকার (৩) বুদ্ধি (৪) মন। অনুলোমে চিত্তই প্রথম, কারণ অব্যক্তাবস্থার পরই চিত্ত, সেই চিত্তক্ষেত্রে একটীমাত্র বৃত্তি, সেটি চিন্তা করবার শক্তি, তাহলেই অবলম্বন-ধর্ম্ম এখানে একপোয়া আর অধর্ম্ম তিনপোয়া। অব্যক্তাবস্থায় কোন অবলম্বনই ছিলনা, চারপোয়া অধর্ম্ম ছিল। তারপর অহংকার এসে জুটলো, কাজেই দুটো বৃত্তি হলো (১) চিন্তাশক্তি (২) অহংকর্ত্তৃত্ব, ধর্ম্মও দুপোয়া হলো। তারপরই বুদ্ধিবৃত্তি এলো, তাতে তিনটী বৃত্তি হলো (১) চিন্তাশক্তি (২) অহংকর্ত্তৃত্ব (৩) নিশ্চয়করণ। তারপর মনের সঙ্কল্প-বিকল্প-বৃত্তি এসে ধর্ম্ম চারপোয়া হলো, অধর্ম্ম কিছু রইল না। এখন সাধক তোমার এই শরীররূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটিও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারযুগের অবসানে ব্রহ্মে লয় হয়। তারই ক্রমটি বুঝে নাও। প্রথম যখন তুমি চিত্রিণী নাড়ীর ভেতোর প্রবেশ কল্লে তখন আর তোমার স্থূল শরীর আছে কিনা এই অনুভব ঘুচে গেল, অন্নময়কোষ ভেদ হয়ে গেল, তারপর ব্রহ্মাকাশের ভেতোর দিয়ে শ্বাস সূক্ষ্ম হতে হতে যাই আর শ্বাসের অস্তিত্বের অনুভব লোপ পেয়ে গেল তখন প্রাণময়কোষ ভেদ হলো, মনোময়কোষ সুমুখে এলো এই মনোময়-কোষকে ভেদ করবার সময় পূর্ব্বকৃত বিষয় ভোগের সংস্কার উদয় হয়, তোমার একটা কম্পন আসে সেই সময় বাইরের হুঁস এসে পড়ে, আর প্রকৃতি অগ্নি সোণার রঙে তোমায় মোহিত করবার চেষ্টা করে—সেই হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু অবস্থা। সেই হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু-ভাবের বিনাশ করবার জন্য তোমার অভীষ্টদেব বরাহনৃসিংহমূর্ত্তিতে দেখা দেন। এইত আত্মার অবতার গ্রহণ। মনোময় কোষ ভেদ হয়ে গেল, সত্যযুগের অবসান হলো। পরে বিজ্ঞানময় কোষ বুদ্ধির ক্ষেত্র। এখানে ধর্ম্ম একপোওয়া গেল, নিরালম্বন-অবস্থা একপোয়া এলো। সেই অবস্থায় বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ কর্ত্তে, দানাহংকার বিনাশের জন্য বামন, রজোগুণের পূর্ণনাশের জন্য পরশুরাম ও কামভোগেচ্ছারূপ রাবণের

বিনাশের জন্য রামরূপে দেখা দেন। এই কামের পূর্ণবিনাশের পরই ত্রেতার অবসানে বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ হয়ে গেল। আনন্দময় কোষে পৌছুলে। তখন মন ও বুদ্ধিবৃত্তি অতিক্রান্ত হয়ে, অহংকর্ত্তৃত্ব ও চিন্তন এই দুটি বৃত্তি বাকী রইলো কাজেই ধর্ম্মও দুপোয়া অধর্ম্মও দুপোয়া। সেখানে কূটস্থ-চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখা দেন তোমার 'আমিত্ব' ভাবের নাশ হয়ে যায়, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পূর্ণভাবে লোপ পায়, তাই ভগবান তাঁর আত্মীয় দন্তবক্র, শিশুপাল বধ করে দেখান যে 'আমি' বলে যে সব বস্তু ছিল সে সব ত্যাগোপযোগী। পরেই বুদ্ধভাব বেদাদিধর্ম্ম যজ্ঞাদি কর্ম্ম কিছুই নয় বলে উপদেশ দেন। দ্বাপর গেল। তারপর 'আমি'ত্বশূন্য আনন্দময় কোষের উপরের স্তরে কেবল চিন্তনশক্তি একপোয়া ধর্ম্ম আর তিনপোয়া অধর্ম্ম। তাই কলিযুগ। এখানে আত্মা কল্কীরূপে দেখা দিয়ে সাধকের সংসারবীজ—ম্লেচ্ছভাব নাশ করেচেন। তখন চিত্তবৃত্তির পূর্ণ নিরোধ হয়। সাধক আনন্দময়কোষ ভেদ করে অব্যক্তে মিশে যান, তার পরের অবস্থা আর বলা যায় না।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥

অন্বয়—সাধূনাং সন্মার্গস্থানাং পরিত্রাণায় পরিরক্ষণায় দুষ্কৃতাম্ পাপ-চারিণাং চ বিনাশায় নিগ্রহায় ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় ধর্ম্মস্য সম্যক্‌রূপেন সংস্থাপনার্থং অহং যুগে যুগে প্রতিযুগং সম্ভবামি অবতরামি।

বঙ্গানুবাদ—সাধুদিগের রক্ষা, পাপীগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি প্রতিযুগে অবতীর্ণ হই।

যৌগিক—সংসারে যেমন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগের প্রবাহ, তাতে যেমন সত্য চেয়ে ত্রেতায়, ত্রেতা চেয়ে দ্বাপরে, দ্বাপর চেয়ে কলিতে অধর্ম্মের—প্রকৃতির বিকারের বৃদ্ধি হয় তাতে বিকারবান লোকের

সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে বিকারহীন সাধুদের নির্য্যাতন হলেই ভগবান অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সাধনমার্গেও সেই রকম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির পরিবর্ত্তনে সাধকের ক্রমে বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধুবৃত্তিগুলি যখন কামক্রোধাদি দুষ্টবৃত্তি সমূহ দ্বারা নির্য্যাতন পেতে যায় আর সাধক নিবৃত্তিমার্গচ্যুত হতে যান, তখনই চৈতন্যের প্রকাশ হয়ে সাধককে ঠিক পথে রেখে দেন, আর শেষকালে প্রকৃতির সকল তত্ত্বের ধর্ম্মই লয়যোগে গুটিয়ে এসে চৈতন্যে আটকে যায়, তাকেই ধর্ম্ম-সংস্থাপন বলে। তবে সংসারমার্গ ও সাধনমার্গ এক রকম নয় বরং উল্টো। সংসারে বিষয়ভোগই সুখ, সাধনায় বিষয়ত্যাগই সুখ। যাই হোক সাধনা দ্বারা সকল যুগেই কালধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করে আপনার মুক্তির পথ সরল করেন।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতিসোঽর্জুনঃ ॥৯॥

অন্বয়—হে অর্জ্জুন মম স্বেচ্ছয়া কৃতং জন্ম দেহধারণং ধর্ম্মসংস্থাপনাদি দিব্যং ঐশ্বরং কর্ম্ম চ যো তত্ত্বতঃ যাথার্থ্যেন বেত্তি জানাতি স দেহং শরীরং ত্যক্ত্বা বিহায় পুনঃপুনঃ জন্ম শরীরগ্রহণং ন এতি ন প্রাপ্নোতি মাং মদ্ভাবং এতি প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—আমার এই অবতার—ঐশ্বরিক দেহ ধারণ ও সাধু রক্ষা, পাপীবিনাশ ও ধর্ম্মস্থাপনরূপ দিব্যকর্ম্ম যিনি তত্ত্ব স্বরূপে জানিতে পারেন তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না, তিনি আমাকেই পান।

যৌগিক—সাধক, সাধনার পথে এই যে তুমি চিজ্জ্যোতির প্রকাশে তোমার ইষ্টদেবের নানামূর্ত্তি দেখতে পাও, সেগুলি বাইরের জিনিষ একটিও নয়, সবই অন্তরে প্রকাশ পায় ও বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধুভাব রক্ষণ, কাম ক্রোধাদি অসাধু বৃত্তির নিরাকরণ অন্তরে অনুভব হয়, তাই আমির

জন্ম আর দিব্য-কর্ম্ম। এই যে চিজ্জ্যোতির প্রকাশ হয়ে নানামূর্ত্তিতে অসাধুভাব নাশ করে ও ধর্ম্মের সমতা স্থাপন করে, সেটা যিনি সাধন করতে করতে নিজে অনুভব করেচেন তাঁরই তত্ত্বতঃ জানা হয়েচে। নইলে বই দেখে বা অপরের মুখে শুনে জানলে আর যথার্থরূপে জানা হ'লোনা। যিনি এই রকমে যথার্থ জেনেচেন, তাঁর এই দেহত্যাগকালেও দৃষ্টি বিষয় আবরণে ঢাকা পড়বেনা, কেবল চিজ্জ্যোতিতেই লেগে থাক্‌বে; সুতরাং তাঁর আর পুনর্জন্ম হবেনা, পরমাগতি লাভ হবে।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০॥

অন্বয়—নৈব মোক্ষমার্গঃ ইদানীং প্রবৃত্তঃ। কিং তর্হি? পূর্ব্বমপি বীতা বিগতারাগশ্চ ভয়শ্চ ক্রোধশ্চয়েভ্যঃ তে বীতরাগভয়ক্রোধা ভীত্যনুরাগ ক্রোধহীনাঃ মন্ময়াঃ ব্রহ্মবিদঃ ঈশ্বরাভেদদর্শিনঃ মাং উপাশ্রিতাঃ কেবলজ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানতপসা জ্ঞানমেব পরমাত্মবিষয়মেবতপঃ তেন পূতা পরাং শুদ্ধিং গতাঃ বহবঃ সাধকাঃ জ্ঞাননিষ্ঠাঃ মদ্ভাবং মোক্ষং ঈশ্বরভাবং আগতাঃ প্রাপ্তাঃ।

বঙ্গানুবাদ—বিষয়ানুরাগ ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করে ব্রহ্মজ্ঞানী অনেক সাধক আমাতে একাগ্রচিত্ত ও আমার শরণাগত হয়ে, পরমার্থ-বিষয়ক তপস্যায় পবিত্র হয়ে মোক্ষ লাভ করেন।

যৌগিক—এই যে সাধনার কথা বলা হলো তাতে বিষয়ানুরাগ ত্যাগ কর্ত্তে হবে। সংসার ত্যাগের ভয় আর চলবেনা, আর বাসনার পূরণ না হলে বাধাদানকারীর প্রতি ক্রোধ করলেও চলবেনা, পরে আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই, এই জ্ঞান লাভের জন্য যে গুরূপদিষ্ট ক্রিয়ার অনুষ্ঠান তা দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হতে হবে। তাহলেই 'আমি'কে সম্যক্‌রূপে

আশ্রয় করে 'আমি'ময় হয়ে যাবে আর আমির যে বন্ধনশূন্য ভাব সেই ভাব পাবে। এই পথ যে কেবল তুমিই ধরেছ তা নয়, বহু সাধক ঐ রকমে মোক্ষপদ পেয়েছেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১॥

অন্বয়—তব তর্হি রাগদ্বেষৌ স্তঃ? যেন কেভ্যশ্চিদেব আত্মভাবং প্রযচ্ছসি ন সর্ব্বেভ্যঃ উচ্যতে। যে যথা যেন প্রকারেণ যেন প্রয়োজনেন যৎফলার্থিতয়া মাং প্রপদ্যন্তে যাচন্তে, তান্ তথৈব তৎফলদানেনৈব অহং ভজামি অনুগৃহ্ণামি। তেষাং মোক্ষং প্রত্যনর্থিত্বাৎ, নহ্যেকস্য মুমুক্ষুত্বং ফলার্থিত্বং চ যুগপৎ সম্ভবতি। অতো যে যৎফলার্থিনঃ তান্ তৎফলপ্রদানেন, যে যথোক্তকারিণস্তৎ ফলার্থিনঃ মুমুক্ষবশ্চ তান্ জ্ঞানপ্রদানেন, যে জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসিনশ্চ মুমুক্ষবঃ তান্ মোক্ষপ্রদানেন। তথা আর্ত্তানার্ত্তি হরণেন এবং যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজামীত্যর্থঃ। ন পুনঃ রাগদ্বেষনিমিত্তং মোহনিমিত্তং বা কাংশ্চিৎ ভজামি। হে পার্থ অর্জ্জুন সর্ব্বথাঽপি সর্ব্বাবস্থস্য মম ঈশ্বরস্য মার্গং মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ অনুবর্ত্তন্তে যৎপ্রার্থিতয়া যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতা যে প্রযতন্তে তে মনুষ্যাঃ তস্মিন্নেব মম মার্গং অনুসরন্তি।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন আমি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বাবস্থাপন্ন সুতরাং মনুষ্যেরা যেরূপ ফলপ্রার্থী হ'য়ে আমার ভজন করে, আমিও তদবস্থাপন্ন হয়ে তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি। আর্ত্তের দুঃখ হরণ করি, কামীর কামনার পূরণ করি, নিষ্কামীকে জ্ঞান দান করি, জ্ঞানীকে মোক্ষ দান করি। মানুষ যে প্রকারেই উপাসনা করুক না কেন আমারই উপাসনা করে, আমিও তদনুরূপ ফল দান করি।

যৌগিক—এই 'আমি' হওয়ার চেষ্টা যে যে রকমেই করুক, সে সেই রকমেই 'আমি'কে লাভ করে, কেবল বুদ্ধি এক থাকলেই হলো। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হলে চব্বিশতত্ত্বের একটি অপরটিতে লয় করেই হোক, প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস সূক্ষ্ম করে ক্রমে কূট ভেদ হলে চিদাকাশে মিশে গিয়েই হোক, সেই 'আমি'কেই পাওয়া হয়। কারণ সকল পথই আমিকে পাবার জন্যই মননশীল সাধকেরা ঠিক করে নিয়েচন। এ সংসারে যা কিছু দেখা যায় সবই আমির খেলা। অবিদ্যাবশে জীব আমিকে চিনতে না পেরে নামরূপ দিয়ে আলাদা ক'রে নেয় মাত্র। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্র ছাড়া অন্য কিছুই নয় সেই রকম এই আমির উপর প্রকৃতির তরঙ্গও কেবল আমি, মায়ার খেলায় ভুলে আলাদা বলে মনে হয় মাত্র।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহদেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজাঃ ॥১২॥

অন্বয়—তর্হিমোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ত্বাং ন ভজন্তীতি? অত আহ কাঙ্ক্ষন্তঃ ইতি। কর্ম্মণাংসিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ ইহ প্রায়েন মানুষেলোকে দেবতাঃ ইন্দ্রাদীন্ যজন্তে যজ্ঞেন তোষয়ন্তি হি যতঃ কর্ম্মজাসিদ্ধিঃ কর্ম্মজংফলং ক্ষিপ্রং শীঘ্রং ভবতি। নতুজ্ঞানফলংকৈবল্যং দুষ্প্রাপ্যত্বাৎজ্ঞানস্য।

বঙ্গানুবাদ—লোকে কর্ম্মের ফল পাবে বলেই অন্য দেবতার যজন করে কারণ কর্ম্মজনিত ফল শীঘ্রই হয়। জ্ঞান দুষ্প্রাপ্য জ্ঞানের যে মোক্ষফল সে শীঘ্র হয় না।

যৌগিক—গুরুর উপদেশানুসারে কর্ম্ম করতে করতে যদি সিদ্ধির কামনা করো তাহলে সেই কামনার বশে চক্রে চক্রে যে সব দেবতা আছেন তাঁরা দর্শন দিয়ে তোমায় কামনা ফাঁশে ফেলে রেখে দিবেন বিভূতি লাভ হবে বটে, কিন্তু পরমার্থ লাভের অন্তরায় ঘটবে, আর মানুষ লোকে অর্থাৎ

যেখানে মনের বৃত্তি সমূহের স্বস্থান সেই আজ্ঞা চক্রে মন রেখে কামনা শূন্য হয়ে ব্রহ্মাকাশের ভেতোর দিয়ে প্রাণ চালনা কল্লেই শীঘ্র যোগ সিদ্ধি লাভ হবে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপিমাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩॥

অন্বয়—মানুষএবলোকে বর্ণাশ্রম কর্ম্মাধিকারঃ নান্যেষু লোকেষু ইতি নিয়মঃ কিং নিমিত্তং ইতি? অথবা বর্ণাশ্রমাদি প্রবিভাগোপেতামনুষ্যা মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে সর্ব্বশঃ ইত্যুক্তং। কস্মাৎপুনঃকারণাৎ তবৈববর্ত্মানুবর্ত্তন্তে নান্যস্য? উচ্যতে চাতুর্ব্বর্ণ্যং ইত্যাদি। চাতুর্ব্বর্ণ্যং চত্বারএববর্ণা চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ ময়া মহেশ্বরেনসৃষ্টং উৎপাদিতং। 'ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীদ্' ইত্যাদিশ্রুতেঃ। গুণকর্ম্মবিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশ্চ। গুণাঃ সত্বরজস্তমাংসি। তত্রসাত্বিকস্য সত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমোদমস্তপ ইত্যাদীনিকর্ম্মাণি। সত্বোপসর্জন রজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজঃ প্রভৃতীনিকর্ম্মাণি। তম উপসর্জন রজপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি। রজঃউপসর্জন তমঃ-প্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈবকর্ম্ম। ইত্যেবং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং। তচ্চেদং চাতুর্ব্বর্ণ্যং নান্যেষুলোকেষু। অতো মানুষেলোকে ইতি বিশেষণম্। হন্তুতর্হি চাতুর্ব্বর্ণসর্গাদেঃ কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বাৎ তৎফলেন-যুজ্যসে। অতোনত্বং নিত্যমুক্তো নিত্যেশ্বর ইতি? উচ্যতে যদ্যপিমায়া সংব্যবহারেণ তস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারমপিসন্তং মাং পরমার্থতঃ অব্যয়ং অসংসারিণং অকর্ত্তারং বিদ্ধি জানীহি।

বঙ্গানুবাদ—আমিই সত্বরজতমোগুণ ভেদে এবং শমদমাদি কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। সত্বপ্রধান ব্রাহ্মণের শমদম তপস্যাকর্ম্ম, সত্বযুক্ত রজপ্রধান ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্যতেজ প্রভৃতি কর্ম্ম, তমযুক্ত রজোপ্রধান বৈশ্যের কৃষিকর্ম্মাদি কর্ম্ম আর রজযুক্ত তমোপ্রধান শূদ্রের শুশ্রূষাই কর্ম্ম

ইহাই স্থির হইয়াছে। আমি এই বর্ণ বিভাগের কর্ত্তা হইলেও অসংসারী বলিয়া আমাকে পরমার্থত অকর্ত্তা বলিয়া জানিও। কার্য্য যা কিছু প্রকৃতিই করে; কাজেই আমি অকর্ত্তা, আবার আমার সান্নিধ্য ছাড়া প্রকৃতি কোন কার্য্য করিতে পারে না কাজেই আমি কর্ত্তা।

(**যৌগিক**—সাধনাক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিয়ম পালন কর্ত্তে গেলে যাঁর যে বর্ণে জন্ম সেই বর্ণোচিত ধর্ম্মের পূর্ণ প্রতিপালন করতে পাল্লেই যথেষ্ট হলো। মোক্ষাধিকার সকলেরই আছে তাতে ব্রাহ্মণজাতির কার্য্য যতদিন না পালন করবার শক্তি হবে, ততদিন মোক্ষের বাধা হবে, এমন কোন কথা নাই। গীতায় ভগবানের উপদেশও তাই তিনি অর্জ্জুনকে গুণাতীত অবস্থা লাভের উপদেশ দিলেন যাতে অর্জ্জুনের জ্ঞান লাভ হয় তার কথাও বল্লেন, কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম্ম যে যুদ্ধ করা সেটি পালন করতে হবে, এই কথাই পুনঃপুনঃ বল্লেন। ব্রাহ্মণ হয়ে তবে মোক্ষাধিকার হবে এমন কথার উপদেশ কোথাও নাই। আবার গীতাতেই জনকাদির সংসিদ্ধি লাভের কথা বলেছেন, কিন্তু জনক জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ হলেও কখন ব্রাহ্মণাভিমান গ্রহণ করেন নি। আজকাল কিন্তু কতকগুলি ব্রাহ্মণেতর জাতির সন্তান সদগুরু কৃপা লাভ করে ক্রিয়াবান হয়েচেন। তাঁরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থানে বসাতে চেষ্টা করতে দেখা যায়। তাঁরা আবার গীতার এই শ্লোকের দোহাই দিয়ে বলেন আমরা যখন গুণে ও কর্ম্মে বড় তখন ব্রাহ্মণ জাতির সন্তান হলেও যাঁরা ক্রিয়া হীন তাঁরা আমাদের চেয়ে ছোট। এরূপ বিবেচনা করা ভাল নয়। কারণ জাতি জন্ম সাপেক্ষ আবার জন্মও কর্ম্ম সাপেক্ষ। এতে বোঝা যায় উচ্চ জাতিতে যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর পূর্ব্ব কর্ম্ম বড়ই ছিল। সঙ্গ ও সংসর্গ দোষে হয়ত তাঁর স্বভাবজাত গুণের ব্যতিক্রম হয়েছে। যেদিন ঐ দোষের সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারবেন সেই দিনই তিনি বড় হবেন। তাঁকে ঘৃণা না করে যাতে স্বধর্ম্মে থাকতে পারেন তদ্বিষয়ে সাহায্য করা উচিত।

এই যে সমাজ শরীর এত ভগবানের, শাস্ত্রও ভগবৎকৃত। সমাজ শরীরকে আঘাত করে সামাজিক নিয়মের ব্যত্যয় করা ভাল নয়।)

যৌগিক—এখন সাধনায় আমিকে লাভ করতে গেলে ঐ সকল সত্বরজতমোগুণের কমবেশী অনুসারে চিজ্জ্যোতির স্ফুরণ হয়। ক্রিয়া গ্রহণ কল্লেই বাহ্যতঃ উপনয়ন না হলেও দয়াময় গুরুদেব প্রথমেই তাঁকে দ্বিজত্ব দিয়েদেন, তাঁর তৃতীয় নয়নের প্রকাশ করেদেন। কিন্তু ক্রিয়ার প্রথম প্রথম সবই গাঢ় কাল অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, ততদিন সাধকের শূদ্রাবস্থা থাকে, পরে কাল্‌চে লালরঙের জ্যোতি দেখা যায়। সে সময় সাধক তমোগুণ অতিক্রম করে প্রাণকে রজোময় ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করাতে পারেন আবার তমোগুণের টানটাও থাকে বেশীক্ষণ বস্‌তে পারেন না, ঘুম আসে। তখন সাধকের বৈশ্যভাব। তখন কর্ম্মে জড়তা একটু নষ্ট হয়, আর দূরে দূরে যেন কি রয়েছে, বলে মনে হয়। তারপর যখন শ্বাস সূক্ষ্ম হয়ে আসে তখন কর্ম্মে একটা জোর আসে টন্‌টনানি ঝন্‌ঝনানিকে উপেক্ষা করা যায়। মন্ত্রের সাধন প্রকাশ হতে থাকে তখনই সাধকের ক্ষত্রিয়াবস্থা। তখন প্রতিচক্রের বিভূতি বা শক্তি সকল আয়ত্তে আসে। তার পরেই শুভ্রজ্যোতিতে চারিদিক বিভাসিত হয়। বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয় সকলের বৃত্তি আর বেশ স্ফূরণ পায় না। নিয়ত কূটে স্থিতি হয়। এই সময় মন শান্ত উদ্বেগ রহিত হয়। অহঙ্কারের লেশমাত্রও থাকে না। কাম ক্রোধাদি দমিত হয়। এই সাধনায় ব্রাহ্মণ ভাব। এই সমস্ত ভাব আমিকে লক্ষ্য করেই হয়। তাই আমিই কর্ত্তা কিন্তু আমি নির্লিপ্ত, কর্ম্মহীন, স্বাক্ষী স্বরূপ। গুণময়ী প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করান। তাই আমি অকর্ত্তা।

নমাংকর্ম্মাণি লিম্পন্তি নমে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪॥

অন্বয়—কর্ম্মাণি তানি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্ব্বন্তি অহঙ্কারাভাবাৎ। ন চতেষাং কর্ম্মণাং ফলে মে মম স্পৃহা তৃষ্ণা। যেষাংতু সংসারিনাং অহংকর্ত্তেতি অভিমানং কর্ম্মফলেষুস্পৃহা তান্ কর্ম্মাণি লিম্পন্তীতিযুক্তং। তদভাবাৎ মম কর্ম্মলেপঃ নাস্তি। এবং যো অন্যোঽপি মাং আত্মত্বেন অভিজানাতি বেত্তি সোঽপি কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে। তস্যাপি-দেহাদ্যারম্ভকানিকর্ম্মানি ভবন্তীত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মেও আমায় আসক্ত করতে পারে না কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই। লোকে আমায় সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা বলে বটে, কিন্তু আমি নির্লিপ্ত থাকি। আমার এই আত্মভাব যে জানতে পারে, তারও কর্ম্ম বন্ধন হয় না।

যৌগিক—সাধক আমি পাবার জন্য কর্ম্ম ক'রেন আমি পেলে বুঝতে পারেন যে এই কর্ম্মের সঙ্গে আমির সঙ্গে কোন লেপচো নাই। আবার যে কর্ম্ম করচে তার কর্ম্মফলের কামনা থাকলে আমি হওয়া হয় না ফলে আসক্তি দিলে বাঁধা পড়তে হয়, কর্ম্মের বাঁধন বাড়ে কমেনা। কাজেই সাধক যখন আত্মভাবটি জানতে পারেন তখন তাঁর আর ফলকামনা থাকেনা কাজেই কর্ম্মে তাঁকে বাঁধা পড়তে হয় না মুক্তি অনায়াসে হয়।

এবং জ্ঞাত্বাকৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরুকর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং ॥১৫॥

অন্বয়—এবং নাহং কর্ত্তানমে কর্ম্মফলেস্পৃহা ইতি জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ অতিক্রান্তৈরপি মুমুক্ষুভিঃ মোক্ষার্থিভিঃ কর্ম্মকৃতং আচরিতং। তস্মাৎ ত্বং তুষ্ণীমাসনং সন্ন্যাসং চ পরিত্যজ্য পূর্ব্বৈঃজনকাদিভিঃ পূর্ব্বতরংকৃতং আচরিতং কর্ম্মএবকুরু।

বঙ্গানুবাদ—এই রকম আমাকে অকর্ত্তা আর কর্ম্মফলে স্পৃহাশূন্য জেনে

পূর্ব্বের মুমুক্ষুরা কর্ম্ম করে গেছেন। অতএব পূর্ব্বে জনকাদি নিষ্কর্ম্মা না হয়ে অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ না করে যেমন কর্ম্ম করেই গিয়াছিলেন তুমিও সেইরূপ কর্ম্মই কর।

যৌগিক—ভগবান পূর্ব্বেই বলে গেছেন যে শরীর রক্ষা করতে গেলেও কর্ম্ম করতে হবে তখন কর্ম্মফল ত্যাগ করে কর্ম্ম করাই ভাল। এখানেও বলছেন পূর্ব্বে যে সকল মুমুক্ষুগণ মুক্তি লাভ করেচেন তারাও কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মফল ত্যাগ করে শেষে মুক্তি পেয়েছেন, অতএব সাধক কর্ম্ম ত্যাগ করবেন না, কর্ম্ম করে যেতে হবে, ফলে আসক্তি রাখা হবে না, তাহলেই কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে জ্ঞান পাবে।

কিং কর্ম্মকিমকর্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্রমোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥১৬

অন্বয়—তত্রকর্ম্মচেৎ কর্ত্তব্যং ত্বদ্‌বচনাদেব করোম্যহং। কিং বিশেষিতেন পূর্ব্বৈঃপূর্ব্বতরং কৃতং ইতি? উচ্যতে যস্মান্মহদ্বৈষম্যং কর্ম্মাকর্ম্মণি, কথং? কিং কর্ম্মেতি কিংকর্ম্মকর্ত্তব্যং কিংঅকর্ম্মঅকর্ত্তব্যংকর্ম্ম ইতি অত্রবিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়ে কবয়ঃঅপি মেধাবিনঃ অপি মোহিতাঃমোহংগতাঃ। তৎ তস্মাৎ তেতুভ্যং অহং কর্ম্ম কিংকর্ত্তব্যং প্রবক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি যৎজ্ঞাত্বা বিদিত্বা অশুভাৎ সংসারাৎ মোক্ষ্যসে মুক্তোভবিষ্যাসি।

বঙ্গানুবাদ—এখন কর্ম্মকর এই উপদেশ হলো কিন্তু কর্ম্মমাত্রই যে করণীয় তা নয়। তাই ভগবান বলচেন পণ্ডিতেরাও কর্ম্ম অকর্ম্ম সম্বন্ধে মোহিত হয়েন। আমি তোমাকে কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছি যা জানলে এই অশুভ সংসার থেকেও মুক্তিলাভ হয়।

যৌগিক—যে সময় মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সব কাজ করে সেইটাই কর্ম্মাবস্থা। কাজটা আত্মমুখী হলে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ক্রমে লয় হয়ে এমন এক অবস্থা আসে যাতে আর কর্ম্ম হয় না সেইটা অকর্ম্মাবস্থা। সেই

সমাধিকালে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সব শিথিল হয়ে ঘুমের মত একটা অবস্থা আসে সেই সময় কর্ম্মের স্রোত আত্মার দিকে কি বিষয়ের দিকে বোঝা যায় না কাজেই কর্ম্মের অবস্থা কি অকর্ম্মের অবস্থা এলো, এ বিষয়ে মোহ আসে—এমন কি যাঁরা আজ ক্রিয়া করে যে উন্নতি হলো সেটা বিষয়ভোগ করেও ভোলেন না, রোজই নূতন নূতন অবস্থা পান বলে যাঁদের কবি বলা হয় তাঁরাও মুগ্ধ হন। ক্রিয়াও করা গেল কিন্তু সংসার বন্ধনরূপ অশুভও গেল না, এ বড় কষ্টের বিষয় তাই ভগবান কর্ম্মাকর্ম্মের অবস্থা বোঝাচ্চেন।

কর্ম্মণোহ্যপিবোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ ॥১৭ ॥

অন্বয়—কর্ম্মণাং দেহাদিচেষ্টা লোকপ্রসিদ্ধং। অকর্ম্মণাম্ তদক্রিয়া-তুষ্ণীমাসনং। কিং তত্রবোদ্ধব্যং ইতি? কস্মাৎ? উচ্যতে। কর্ম্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্য কর্ম্মণঃ অপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যং অস্তি। বিকর্ম্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য কর্ম্মণশ্চ তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি। অকর্ম্মণঃ তুষ্ণীম্ভাবস্য চ তত্ত্বং বোদ্ধব্যং অস্তি। যতঃ কর্ম্মণঃ কর্ম্মাকর্ম্ম-বিকর্ম্মণাং গতিঃ যাথাত্ম্যাৎ তত্ত্বং গহনা দুর্জ্ঞেয়া।

বঙ্গানুবাদ—শাস্ত্র যে কর্ম্ম করতে বলেচেন তাই কর্ম্ম। যে কর্ম্ম করতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে তাই বিকর্ম্ম আর কোন কিছু না করে চুপ করে থাকাকেই অকর্ম্ম বলে। এই তিন রকমেরই যথার্থ তত্ত্ব জানতে হয় কারণ কর্ম্মের তত্ত্ব সহজে জানা যায় না বড়ই দুরূহ।

যৌগিক—গুরুর উপদেশ মত আত্মার অভিমুখে মনোবৃত্তির গত্তি যাতে হয় তাকেই কর্ম্ম বলে। সেই কর্ম্ম করতে করতে পূর্ব্বং সংস্কারের বশে মনোবৃত্তির গতি যাত্তে বিষয়ে দৌড়ায় তাকেই বিকর্ম্ম বলে, আর কর্ম্ম করতে করতে যখন কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে কর্ম্মহীন অবস্থা আসে তাকেই অকর্ম্ম বলে। কর্ম্মাবস্থায় জীবভাব ব্রহ্মে মিশতে যায়, কিন্তু মিশে যায় না.

যেমন জলে লবণ ফেলে দিলে জল প্রথমেই লোনা হয় না, পরে যখন লবণকে আর পৃথক করে নিতে না পারা যায় তখন দুয়ে মিশে সমস্ত জলটা লোণা হয়ে যায়। যে রকম কর্ম্মে জীবভাব আত্মভাবে মিশেনা আলাদা আলাদা থাকে তাকে বিকর্ম্ম বলে। যেমন প্রাণায়াম করা হচ্চে ইন্দ্রিয় সব অবশ হয়ে এলো, মন কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে রইলো আত্মায় মিশলো না তাকেই বিকর্ম্ম বলে। যে কর্ম্মে বিষয়বাসনা ক্রমে সূক্ষ্ম হয়ে নাশ হয়ে যায় তাকেই কর্ম্ম বলে পূর্ণ বাসনা নাশে আত্মায় মিশে যে তুষ্ণীম্ভাব আসে তাকেই অকর্ম্ম বলে। এই কর্ম্মের গতি গহনা। কারণ মায়াই এই কর্ম্মের আশ্রয়। যতক্ষণ মায়ার বশে থাকতে হবে ততক্ষণ এই কর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বোধগম্য হয় না। মহামায়া জগদ্ধাত্রী—দয়া করে জীবকে আত্মস্বরূপ দেখালে জীব বিকর্ম্মের তাড়নে অভিভূত না হয়ে কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম পরিসমাপ্তিরূপ অকর্ম্মকে পেয়ে ব্রহ্মে মিশে এক অখণ্ডপূর্ণ হয়ে যায়।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু সযুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥১৮॥

অন্বয়—কিংপুনস্তত্বং কর্ম্মাদেঃ যদ্বোদ্ধব্যং—বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতং উচ্যতে কর্ম্মণি ইতি। কর্ম্মণিক্রিয়তে ইতি কর্ম্মব্যাপারমাত্রং তস্মিন্ যঃ অকর্ম্ম কর্ম্মাভাবংপশ্যেৎ এবং চ অকর্ম্মণি কর্ম্মাভাবে কর্ত্তৃতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যোর্ব্বস্তুপ্রাপ্যৈব হি সর্ব্ব এব ক্রিয়া কারকাদি ব্যবহারে অবিদ্যাভূমাবেব য কর্ম্মপশ্যেৎ সমনুষ্যেষু নরলোকেষু বুদ্ধিমান সযুক্তঃ যোগীচ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ সর্ব্বকর্ম্মকারী চ।

বঙ্গানুবাদ—যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন, অর্থাৎ আত্মা শান্তও নিষ্ক্রিয় ভাবাপন্ন। মূঢ়েরা কিন্তু আমি করলাম বলে আত্মাতে কর্ম্মের আরোপ করে, যার আমি করলাম বুদ্ধি নষ্ট হয়েছে, তিনি যে কর্ম্মই করুন না

কেন সেই কর্ম্মে তাঁর আত্মাতে অকর্ম্মতা লক্ষ্য হয়। আবার প্রকৃতির পরিবর্ত্তনেই কর্ম্ম হয়, প্রকৃতি কিন্তু জড় সুতরাং কর্ম্ম প্রকৃতি কচ্চেন, একথা মূঢ়েরা বুঝতে পারেন না কারণ তাঁরা মনে করেন জড় নিজে কর্ম্ম করতে পারে না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞেরা বোঝেন আত্মা নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিই কার্য্য করেন তাহলে অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা হলো। অথবা তুমি চুপ করে বসে আছ বিহিত নিষিদ্ধ কোন কার্য্যই করনা, মনে কর যে আমার অকর্ম্ম হলো। ঐ মনে করা রূপ অভিমানই তোমার বন্ধন এনে দিবে, সুতরাং অকর্ম্মেতেও কর্ম্ম হয়ে যাচ্ছে, এটাও যিনি দেখেন ও বোঝেন তিনি মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান। তিনিই বন্ধন মুক্ত হন, আবার আত্মার স্বরূপ অবগত হওয়ায় তিনিই যোগী। অথচ আত্মাকে অকর্ত্তা জেনে কার্য্য করলে যে আত্মতৃপ্তি হয়, তাঁর সেই তৃপ্তি লাভ হয় বলে তিনিই সকল কর্ম্মকারী।

যৌগিক—সাধক পূর্ব্বশ্লোকে কর্ম্মাবস্থা অকর্ম্মাবস্থা আর বিকর্ম্মাবস্থার কথা বলা হয়েছে বুঝেছ যে যখন প্রাণকর্ম্ম আত্মমুখী হয়ে সম্পন্ন হয় তাই কর্ম্মাবস্থা আর বিষয়মুখী হলেই বিকর্ম্মাবস্থা হলো। এই প্রাণ কর্ম্ম করবার সময় যখন মন স্থির হতে যাচ্চে, তখন যদি বিষয়বাসনা এসে চমক ভেঙ্গে যায়, তাহলেও বিকর্ম্ম হয়ে গেল। এই রকম অভ্যাস দ্বারা যখন বিকর্ম্ম লোপ পেয়ে যায় বিষয় বাসনা ক্ষীণ হয়ে যায় তখন কর্ম্মাবস্থাতে আত্মানন্দের স্মরণ হয় অকর্ম্মাবস্থাই লক্ষ্য থাকে। তাকেই কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা বলে। আবার অকর্ম্মাবস্থারও আপনা আপনি যে প্রাণ কর্ম্ম তার জ্ঞান থাকে বলে অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা হয়। এই রকম সাধকের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা হয়েচে বলে তিনি বুদ্ধিমান আবার বিকর্ম্ম তাড়না নষ্ট হওয়ায় বিষয় বিমুখ হয়ে আত্মায় লেগে থাকেন তাই তিনি যুক্ত আর তাঁর জ্ঞানের উদয় হওয়ায় সকল কর্ম্মের তত্ত্ব তাঁর বোধে আসে তাই তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।

যস্যসর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯ ॥

অন্বয়—যস্য যথোক্তদর্শিনঃ সর্ব্বে যাবন্তঃ সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি কামসঙ্কল্প-বর্জিতাঃ কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সঙ্কল্পৈ বিহীনাঃ লোকসংগ্রহার্থং বা জীবন-যাত্রার্থং বা প্রারব্ধকর্ম্মবেগাৎ বৃথাচেষ্টারূপাসম্ভবন্তি বুধাঃ ব্রহ্মবিদঃ জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মাণং 'কর্ম্মাদা বকর্ম্মাদিদর্শনং জ্ঞানং তদেবাগ্নিঃতেন দগ্ধানি শুভাশুভ-লক্ষণানি কর্ম্মাণি যস্যতং পণ্ডিতং সম্যগ্‌দর্শিনং আহুঃ বদন্তি।

বঙ্গানুবাদ—যাঁর সকল কর্ম্মই কামনা শূন্য আর আমি করবো এই রূপ সংকল্প বিহীন তার শুভ অথবা অশুভ সকল কর্ম্মই জ্ঞানরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় ব্রহ্মবিদেরা তাঁকে পণ্ডিত অর্থাৎ সম্যগ্‌দর্শী বলেন।

যৌগিক—কাজ করলেই একটা না একটা কামনা থাকে আর আমি করছি এই অভিমানও থাকে, প্রথমটি কাম আর দ্বিতীয়টি সঙ্কল্প। গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াতে কোন কামও থাকে না, কোন সঙ্কল্পও থাকে না, থাক্‌লে বাঁধা পড়তে হয়। যাঁর কর্ম্মে কামও নাই সঙ্কল্পও নাই সহজ কর্ম্ম আপনা আপনি হয়ে যায় তার আত্মাতে লেগে থাকা হয় বলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। সেই জ্ঞানে তার সর্ব্ব কর্ম্মই পুড়ে যায়। শরীর রক্ষা করবার জন্যই হোক, লোক সংগ্রহ করবার জন্যই হোক্ আর প্রারব্ধবশেই হোক্ কোন কর্ম্ম আর ফল দিতে পারে না তিনিই পণ্ডিত অথবা জ্ঞানী।

ত্যক্ত্বাকর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তোনিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎকরোতি সঃ ॥২০॥

অন্বয়—কর্ম্মফলাসঙ্গং কর্ম্মস্বভিমানং ফলাকাঙ্ক্ষাং চ ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য নিত্যতৃপ্তঃ নিত্যেন নিজানন্দেনতৃপ্তঃ বিষয়েষু নিরাকাঙ্ক্ষঃ নিরাশ্রয়ঃ আশ্রয়রহিতঃ আশ্রয়োনাম যদাশ্রিত্য পুরুষার্থং সিসধয়িষতি, দৃষ্টাদৃষ্টেষ্ট

ফলসাধনাশ্রয়রহিত ইত্যর্থঃ। বিদুষাক্রিয়মানং কর্ম্ম পরমার্থতঃ অকর্ম্মৈব তস্যাত্মদর্শন সম্পন্নত্বাৎ। তেনৈবংভূতেন প্রয়োজনাভাবাৎ সসাধনং কর্ম্মপরিত্যক্তব্যং এব ইতিপ্রাপ্তেততো নির্গমাসম্ভবাৎ লোকসংগ্রহ চিকীর্ষয়া শিষ্টবিগর্হনাপরিজিহীর্ষা বা পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি অনুষ্ঠানায় প্রবৃত্তোঽপি স কিঞ্চিৎনৈবকরোতি।

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মে আমি করছি এই অভিমানও ত্যাগ করেন, কর্ম্মের একটা ফল হোক্ এরূপ আকাঙ্ক্ষাও ত্যাগ করেন সর্ব্বদা আত্মানন্দেই তৃপ্ত থাকেন আর আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদি, কারও আশ্রিত মনে করেন না, সুতরাং দৃষ্টই হোক্ অদৃষ্টই হোক্ কোনরূপ ইষ্ট ফললাভ আর কিসে হবে। এ রকম অবস্থাপন্ন জ্ঞানী যদি লোক সংগ্রহের জন্য জীবিকার জন্য বা প্রারব্ধবশে কোন কার্য্য করেন তাতে তাঁর কার্য্য করাই হয় না।

যৌগিক—কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা যদি না থাক্‌লো অহং কর্ত্তৃত্বও যদি না থাক্‌লো নিরন্তর আত্মায় লেগে থেকে আত্মতৃপ্তি যদি এলো, আর ইন্দ্রিয় দেহাদি থেকে আত্মাকে পৃথক জ্ঞান হওয়ায় কারও আশ্রয়ে থাকা হলোনা এমন অবস্থায় যদি ইন্দ্রিয়ের কাজ হয়ে যায় সাধকের জ্ঞানাবস্থালাভের জন্য কোন রকম কাজে বন্ধন হয় না সুতরাং কর্ম্ম কল্লেও কর্ম্ম করা হয় না।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মাত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্মকুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১॥

অন্বয়—নিরাশীঃ নিঃ নির্গতা আশিষঃকামনা যস্মাৎ স নিরাশীঃ নিষ্কামী যত চিত্তাত্মা যতৌ সংযতৌ চিত্তমন্তঃকরণঃ আত্মা বাহ্যকরণসংযতঃ উভৌ যেন স ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ সর্ব্বভোগ সাধনবিহীনঃজনঃ শারীরং শরীরেন নির্ব্বর্ত্ত্যং শরীরস্থিতিমাত্র প্রয়োজনম্ কেবলং ফলাসঙ্গ রহিতং কর্ম্মকুর্ব্বন্ আচরণ কিল্বিষং অনিষ্টং পাপপূণ্যাদিজনিতং ন আপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—যে জ্ঞানীর কামনা নাই, অন্তঃকরণ ও শরীর যাঁর সংযত

হয়েছে সকল ভোগবাসনা যিনি পরিত্যাগ করেছেন তিনি শরীর রক্ষার জন্য ফলাভিমান রহিত কেবল কর্ম্ম করলে কোনরূপ অনিষ্ট হয় না।

যৌগিক—সাধকের ক্রিয়ার পরাবস্থার কথা বলচেন সেই সময়ে সব কামনাই উপে যায় চিত্ত দেহাদি সংযত হয়ে পড়ে কোন কিছু ভাবনার ছায়াও আসতে পারে না ভোগবাসনাত নষ্টই হয়ে যায়, সেই সময় কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়ে যে শরীরের চেষ্টায় কাজ হয় তাতে বন্ধন আসে না কেননা মন সংযত হওয়ায় চঞ্চলতা নষ্ট হয়ে যায় স্থিরে লক্ষ্য লেগে থাকে।

যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টোদ্বন্দ্বাতীতোবিমৎসরঃ।
সমঃসিদ্ধাবসিদ্ধৌচ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥

অন্বয়—যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো অপ্রার্থিতোপনীতোলাভঃ যদৃচ্ছালাভঃতেন সন্তুষ্টঃ সংজাতালংপ্রত্যয়ঃ দ্বন্দ্বাতীত শীতোষ্ণাদিভির্হন্যমানোঽপি অবিষন্নচিত্তঃ বিমৎসরঃ নির্ব্বৈরবুদ্ধিঃ সিদ্ধৌঅসিদ্ধৌ চ যদৃচ্ছা লাভস্য সমঃতুল্য এবং ভূতো যতিঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদিকংকর্ম্ম কৃত্বাঅপি ন নিবধ্যতে ন বন্ধংপ্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—যে যতি, যা পাওয়া গেল তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, শীতোষ্ণাদি জন্য ক্লেশে বিষণ্ণ হননা কারও সহিত বৈরভাব রাখেন না যদৃচ্ছলাভের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে যাঁর তুল্য জ্ঞান সে রকম যতির কোন কার্য্যে বন্ধন হয় না।

যৌগিক—পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞান হওয়ায় যিনি যা আপনা আপনি আসে তাই যথেষ্ট মনে করেন শীতই হোক গরমই হোক বৃষ্টিই হোক সবই অবিষণ্ণ চিত্তে সহ্য কত্তে পারেন কারণ ব্রহ্ম ছাড়া তাঁর আর অন্য দর্শন বা জ্ঞান হয় না কাজেই কাহারও সঙ্গে বৈরিতা থাকার সম্ভব হয় না। কোন-রূপ সিদ্ধিলাভ হোক আর না হোক সমান কথা বলে মনে হয় এমন জ্ঞানীর কোন কর্ম্মইত নাই, তার আর বন্ধন হবে কিসে?

গত সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রংপ্রবিলীয়তে ॥২৩॥

অন্বয়—গত সঙ্গস্য সর্ব্বতঃ নিবৃত্তাসক্তেঃ মুক্তস্য নিবৃত্তধর্ম্মাধর্ম্মাদিবন্ধনস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ব্রহ্মাত্মৈকবোধেস্থিত চেতঃ যস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য যজ্ঞায়যজ্ঞ নিবৃত্ত্যর্থং কর্ম্ম আচরতঃ কুর্ব্বতঃ জ্ঞানিনঃ সমগ্রং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে প্রনশ্যতি।

বঙ্গানুবাদ—ফলাসক্তি হীন ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বন্ধন বিরহিত সর্ব্বদা জ্ঞানে অবস্থিত যতি যদি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও করেন তাঁহার সেই কর্ম্ম ফলের সহিত বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ যাঁরা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেচেন তাঁদের ত আর যজ্ঞের দরকার হয় না, তবে যাঁরা গৃহে থেকে ভগবানে কর্ম্মফল দিয়েছেন তাঁদের কথাই এখানে বলেচেন।

যৌগিক—কূটস্থ চৈতন্যকে লক্ষ্য রেখে মন্ত্রের সহিত যে প্রাণের আহুতি দেওয়া যায় তাকেই যজ্ঞ বলে। ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে ইন্দ্রিয়ও তাদের বিষয় থেকে এড়ান পেয়ে প্রাণ কর্ম্মরূপ যজ্ঞ যিনি করেন তাঁর কর্ম্ম অকর্ম্মে আত্মাতে লয় পায় কাজেই কোনরূপ বন্ধন আনে না।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা ॥২৪॥

অন্বয়—ব্রহ্মার্পণং যেন করণেন ব্রহ্মবিদ্ধবিরগ্নৌ অর্পয়তি তদ্ব্রহ্মৈব-পশ্যতি। তস্যাত্মব্যতিরেকেন অভাবং পশ্যতি। যথা শুক্তিকায়াং রজতা-ভাবংপশ্যতি। তদুচ্যতে ব্রহ্মৈবার্পণ মিতি। যথা যদ্রজতং তচ্ছুক্তিকৈব। ব্রহ্মঅর্পণং ইত্যসমস্তে পদে যদর্পণ বুদ্ধ্যাগৃহ্যতেলোকে তদস্যব্রহ্মবিদোব্রহ্মৈব। ব্রহ্মহবিঃ তথা যংহবির্বুদ্ধ্যাগৃহ্যমানং তদ্ব্রহ্মৈবাস্য। তথাব্রহ্মাগ্নৌ ইতি সমস্তপদং অগ্নিরপি ব্রহ্মৈব যত্রহুয়তেব্রহ্মণাকর্ত্রা। ব্রহ্মণাহুতং ব্রহ্মৈবকর্ত্তা যত্তেনহুতং হবনক্রিয়া তদ্ব্রহ্মৈব। যত্তেনগন্তব্যং ফলংতদ্ব্রহ্মৈব। ব্রহ্ম-

কর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈবকর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম তস্মিন্ সমাধির্যস্য স ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিঃতেন ব্রহ্মকর্ম্মৈবসমাধিনা ব্রহ্মৈবগন্তব্যং।

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মবিদ্ যাঁরা তাঁরা যজ্ঞ করলেও কর্ম্ম ফলের সহিত নাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা পূর্ব্বশ্লোকে বলা হয়েচে। তাই তাঁদের যজ্ঞোপকরণ সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তাস্রোত তাই বলচেন। ব্রহ্মবিদ্ যে বস্তুদ্বারা অগ্নিতে হোম করেন সে বস্তুকে ব্রহ্ম চিন্তা করেন। অগ্নিতে যে বস্তুর আহুতি দেওয়া হয় তাকেও সেই হবিকেও ব্রহ্ম চিন্তা করেন। অগ্নিকেও ব্রহ্ম চিন্তা করেন যজমানকেও ব্রহ্ম চিন্তা করেন কাজেই ফলও ব্রহ্মে পর্যবসিত হয় কারণ তাঁরা এই কর্ম্মকে ব্রহ্মজ্ঞান করেন ও তাতে সমাধি লাভ করেন।

যৌগিক—আত্মা বা ব্রহ্মে লক্ষ্য রেখে প্রাণের আহুতি দিতে গেলে যখন মন ব্রহ্মনাড়ীর ভেতোর ঢুকে পড়ে তখন সাধক সবই ব্রহ্মময় দেখে ফেলেন। যে সব শারীরিক করণেদ্বারা ঐ আহুতি দেওয়া হয় সাধক তাদেরও ব্রহ্ম দেখেন। যা আহুতি দেন সেই প্রাণটাও ব্রহ্ম, সমস্ত শরীরে যে তেজ অগ্নিরূপে রয়েচেন তাও ব্রহ্ম, সাধক আপনাকেও দেখেন ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয়, কাজেই কর্ম্মটাকে ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাতে সমাধি করে ব্রহ্মই পেয়ে যান।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃপর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥

অন্বয়—অপরে অন্যেযোগিনঃ কর্ম্মযোগিনঃ দৈবমেব দেবাইজ্যন্তে যেন যজ্ঞেনাসৌদৈবযজ্ঞংতং যজ্ঞমেব পর্য্যুপাসতে কুর্ব্বন্তি। অপরেব্রহ্মাগ্নৌ সত্যং জ্ঞানমনন্তব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দংব্রহ্ম, যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ ইত্যাদি বচনোক্তমশনায়াদি সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতং নেতিনেতীতি নিরস্তাশেষবিশেষং ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে। ব্রহ্মচতদগ্নিশ্চ সহোমাধিকরণত্ব-বিবক্ষয়া ব্রহ্মাগ্নিঃ তস্মিন্ ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞং আত্মানং পরমার্থতঃপরং এব ব্রহ্ম

সত্ত্বংবুদ্ধ্যাদি উপাধিসংযুক্তমধ্যস্থ সর্ব্বোপাধিধর্ম্মকং আহুতিরূপং যজ্ঞেনৈব আত্মনাএব উক্ত লক্ষণেন উপজুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি সোপাধিকস্ত আত্মনঃ নিরুপাধিকেন পরব্রহ্মস্বরূপেনৈব যদ্দর্শনং স তস্মিন্ হোমঃ তং কুর্ব্বন্তি।

বঙ্গানুবাদ—যাঁদের জ্ঞান যজ্ঞে সম্যক অধিকার নাই এমন কর্ম্মযোগীরা দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি দৈবযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। যাঁরা জ্ঞানযোগী তাঁরা উপাধিযুক্ত আত্মাকে উপাধিশূন্য ব্রহ্মরূপে দর্শনরূপ হোম করেন। অর্থাৎ তৎ রূপ অগ্নিতে 'ত্বং' রূপ জীবাত্মাকে আহুতি প্রদান করেন।

যৌগিক—সকলের ত অধিকার সমান হয় না সবাই যে সব ব্রহ্মময় দেখতে পারে তা নয়। যাঁরা সব ব্রহ্মময় দেখেন না তাঁরা প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞে প্রতি চক্রে যে সব দেবতা আছেন তাঁদের ভাবয়ে যান প্রতি ঠোক্করে দেবতাদের প্রবোধ দিতে হয় তাকেই দৈব যজ্ঞ বলে। একবারেই কিছু ব্রহ্মাকাশের ভেতোর দিয়ে গতি হয় না। প্রথম সুষুম্নার ভেতোর মন ঢোকে তখন মূলাধারের দেবতারা প্রবুদ্ধ হন, তারপর স্বাধিষ্ঠানে বজ্রার ভেতোর মন ঢুকলে স্বাধিষ্ঠানের দেবতারা, পরে মণিপুরে চিত্রায় মন ঢোকে তখন সেখানকার দশ দেবতা, তারপর অনাহতে ব্রহ্মনাড়ীতে মন প্রবেশ কল্লেও সেখানকার ও বিশুদ্ধের দেবতারা প্রবুদ্ধ হয়ে ফল দিতে প্রস্তুত থাকেন, যে সাধক সেই ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে দেবতাদের প্রবুদ্ধ করেন তাঁর কূটে লক্ষ্য স্থির হয়ে যায় সেখানে 'তৎ' পদে সাধকের 'ত্বং'কে আহুতি দিয়ে ব্রহ্মময় হয়ে পড়েন।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষুজুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬॥

অন্বয়—অন্যে যোগিনঃ শ্রোত্রাদীনি চক্ষুকর্ণপ্রভৃতীনি ইন্দ্রিয়াণি

সংযমাগ্নিষু প্রতীন্দ্রিয়ং সংযমোভিদ্যতে ইতি বহুবচনম্। সংযমাএবাগ্নয়ঃ তেষুএবজুহ্বতি হোমং কুর্ব্বন্তি। ইন্দ্রিয়সংযমমেবকুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ। অন্যে যোগিনঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু ইন্দ্রিয়াণিএব অগ্নয়ঃতেষু-জুহ্বতি। ' শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধং বিষয়গ্রহণং হোমংমন্যন্তে।

বঙ্গানুবাদ—কোন কোন যোগী চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির বৃত্তি ইন্দ্রিয় থেকে প্রত্যাহার করে ধারণা ধ্যান সমাধিরূপ সংযম করেন। নাভি হৃদয় ভ্রূমধ্য প্রভৃতি কোন স্থানে মনকে নিশ্চল করে বৃত্তিশূন্য অবস্থায় রাখলে ধারণা হয়। সেই ধারণা স্থিরতর হয়ে ধারাবাহিক প্রবাহ যখন এক বস্তুতে লক্ষ্য করে ছোটে তখন ধ্যান হয়। তারপর ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত প্রবাহ একীকৃত হয়ে যখন তন্ময় হয়ে যায় তখনই সমাধি বলে। এই ধারণা ধ্যান সমাধির একত্রাবস্থানকে সংযম বলে। এই সংযম করবার সময় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করতে হয়। এই সমাধি অবস্থা থেকে ব্যুত্থিত যোগী ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে বিষয় সকলের হোম করেন। তখন তাঁহার ভোগের রুচি থাকে না তাই অনুরাগশূন্য হয়ে বিষয় গ্রহণ করেন।

যৌগিক—প্রাণায়াম যখন ঠিক ভাবে হতে থাকে তখন বারটি প্রাণায়াম কর্ত্তে পাল্লেই প্রত্যাহার হয়। ইন্দ্রিয়গুলো বিষয় ছেড়ে আত্মমুখী হয়। ১৪৪টি প্রাণায়াম কল্লেই ধারণা হয়। ১৭২৮টি প্রাণায়াম কল্লেই ধ্যান ও দ্বাদশ ধ্যানে সমাধি হয়। এই ধারণা ধ্যান সমাধির অবস্থাকে সংযম বলে। যোগীরা এই সংযমাবস্থা পেলে তখনই আত্মানন্দে বিভোর হয়ে যান পরে সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হলেও তাঁদের ইন্দ্রিয়গণ আর অনুরাগের সহিত বিষয় গ্রহণ কর্ত্তে পারে না কারণ সাধক সর্ব্বদাই আত্মাতে লেগে থাকেন, ইন্দ্রিয়ের সুমুখে বিষয় এলে ইন্দ্রিয়েরা গ্রহণ করে তাতে সাধকের কোন রকম আসক্তি থাকেনা সুতরাং তাঁকে আর বাঁধা পড়তে হয় না।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

অন্বয়—অপরে ব্রহ্মবিদঃ যোগিনঃ সর্ব্বাণিইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং শ্রবণদর্শনাদি ব্যাপারাণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং গমনাদি কর্ম্মাণি অন্তরিন্দ্রিয়াণাং অধ্যবসায়াদি কর্ম্মাণি, প্রাণকর্ম্মাণি চ দশপ্রাণানাং আকুঞ্চন প্রসারনাদীনি কর্ম্মাণি চ জ্ঞানদীপিতে বিবেক বিজ্ঞানেন উজ্জ্বলমাপাদিতে আত্মনি সংযমঃ স এব যোগাগ্নিঃ তস্মিন্ আত্মসংযমযোগাগ্নৌজুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি।

বঙ্গানুবাদ—সংযমযোগ আর আত্মসংযমযোগ দুটি আলাদা জিনিষ। সংযমযজ্ঞে লয় সমাধি আর আত্মসংযম যজ্ঞে বাধ সমাধি করতে হয়। কার্য্যকে কারণে, পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক কার্য্য অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত রূপ কারণে, পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ, মহাকাশে, মহাকাশ সঙ্কল্প স্বরূপ অহঙ্কারে অহঙ্কার, মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ব মায়াতে, মায়া চৈতন্যে লয় করিতে হয় এতে অবিদ্যা নষ্ট হয় না ব্রহ্মাত্ম বুদ্ধি উদয় হবারও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্য বিচারদ্বারা অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি হয়ে গেলে বাধ সমাধি হয় তাতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ আর মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশকলা সূক্ষ্ম শরীর নিরোধ সমাধিরূপ যোগাগ্নিতে হোম করতে হয়।

যৌগিক—জানবার যা কিছু আছে যখন শেষ হয়ে যায় মহাকাশে অশরীরীরীবাণী শোনা যায় তাই বেদান্ত বাক্য। সেই বাক্যে মন দিলে মন একাগ্র অবস্থা পেয়ে শেষে যখন জ্ঞানের আবির্ভাবে আমি ইন্দ্রিয়ও নই, প্রাণও নই, মন বুদ্ধিও নই আমিই ব্রহ্ম এই বুদ্ধি দৃঢ়ীভূত হয়, মনও নিরুদ্ধ অবস্থা পায়। সেই নিরুদ্ধ অবস্থায় একমাত্র চৈতন্যময় ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকে। সপ্তদশ কলাবিশিষ্ট জীবের সূক্ষ্ম শরীর, লিঙ্গাত্মক কারণ শরীর পর্য্যন্ত লোপ পায়, ব্রহ্মে গুলে এক হয়ে যায়।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃসংশিতব্রতাঃ ॥২৮॥

অন্বয়—অপরে অন্যে সংশিতব্রতাঃ তাক্ষ্ণ ব্রতধারিণঃ যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ দ্রব্যযজ্ঞাঃ তীর্থেষু যজ্ঞবুদ্ধ্যা দ্রব্যবিনিযোগং কুর্ব্বন্তি, তপোযজ্ঞাঃকৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপঃএব যজ্ঞংযেষাংতে, যোগযজ্ঞাঃ প্রাণায়াম প্রত্যাহারাদি লক্ষণোযোগঃ যজ্ঞোযেষাংতে, স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যথাবিধিঋগাদ্যভ্যাসো যজ্ঞোযেষাংতে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ এবং জ্ঞানং শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞানং যজ্ঞোযেষাংতে জ্ঞানযজ্ঞাঃভবন্তি।

বঙ্গানুবাদ—কেহবা ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্ম ও অন্নাদি দানে দ্বারা দ্রব্যযজ্ঞ করেন, কেহবাকৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠানে তপোযজ্ঞ করেন, কেউবা যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগের অনুষ্ঠান করেন, কেউবা বেদাদি শাস্ত্র নিয়মপূর্ব্বক পাঠ ক'রে স্বাধ্যায় যজ্ঞ করেন, কেউবা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বোধ দ্বারা জ্ঞান যজ্ঞ করেন, কোন কোন যত্নশীল সাধক জাতি দেশকাল নির্ব্বিশেষে এই ব্রত সম্পন্ন করেন।

যৌগিক—এই শ্লোকে ভগবান সাধনার ক্রম বুঝিয়ে দিচ্চেন। গুরুর উপদেশ গ্রহণ করার পর যিনি সাধনে যত্নবান হয়ে নিত্য ঠিক সময়ে আত্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন তিনিই সংশিত ব্রতযতি। এইরূপ যত্ন থাকলে কূটস্থে লক্ষ্য স্থির হলে ক্রমে দ্রব্যযজ্ঞাদি আরম্ভ হয়। দ্রব্য হচ্চে পঞ্চভূত, মন, দিক ও কাল এগুলি ক্রমে ক্রমে কূটস্থ পুরুষে আহুতি দিতে হয়। বায়ুকে আকর্ষণ করে চক্রে চক্রে আহুতি দিতে পারলেই দ্রব্যযজ্ঞ হলো। পরে আজ্ঞাতে তপোলোকে স্থিতি হয় সেখানে অবস্থিতি সময়ে মায়া যে চঞ্চলতা এনে দেয় দৃঢ় হয়ে সেই চঞ্চলতা নাশ করে মনোবৃত্তি আহুতি দিতে পাল্লেই তপোযজ্ঞ হলো। তপোযজ্ঞের পর জীবাত্মার ত্বং ভাব পরমাত্মার তৎভাবে মিশতে যায় তাকে যোগযজ্ঞ বলে। পরে নাদের

উত্থানে যখন অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রণবধ্বনিতে সমস্ত শরীর পূর্ণ হয়ে যায় চিদাকাশে অশরীরী বাণী শোনা যায় মন তাতে লীন হয় তখন স্বাধ্যায়যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তারপরই আত্মহারা হয়ে ব্রহ্মে মিশে গিয়ে সমাধিলাভে পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ হয় তাই জ্ঞানযজ্ঞ।

অপানে জুহ্বতিপ্রাণং প্রাণেঽপাণং তথাঽপরে
প্রাণাপানগতীরুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯॥

অন্বয়—অপানে অপাণবৃত্তৌ অধোবৃত্তৌ প্রাণং প্রাণবৃত্তিং উর্দ্ধবৃত্তিং জুহ্বতি ক্ষিপন্তি পূরকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তি অপরে তথা প্রাণে প্রাণবৃত্তৌ অপাণং অপাণবৃত্তিং জুহ্বতি রেচকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তি প্রাণাপানগতীরুদ্ধা মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণস্য উর্দ্ধগতিং অপাণস্য অধোগতিং নিরুধ্য কুম্ভকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তি অপরে নিয়তাহারাঃ আহারং সংযম্য অর্দ্ধং অন্নেন একচতুর্থভাগং জলেন চ পূরয়িত্বা প্রাণান্ বায়ুভেদান প্রাণেষু বায়ুভেদেষু জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি।

বঙ্গানুবাদ—কেউ বা অপাণে প্রাণের হোম করেন অর্থাৎ পূরক করেন, আবার প্রাণে অপাণের হোম করেন অর্থাৎ রেচক করেন। কেউ বা প্রাণ ও অপাণের গতিরোধ করে কুম্ভক প্রাণায়াম করেন। অপরে আবার আহার সংযম করে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ প্রাণ সকলকে বাহ্যকুম্ভক ও অন্তর কুম্ভকের দ্বারা প্রাণের নিগ্রহ করে তাতে আহুতি প্রদান করেন।

যৌগিক—গুরুর উপদেশ মত প্রাণবায়ুকে টেনে নিয়ে মূলাধার চক্রে যে অপাণ বায়ু থাকে তাতে আহুতি দিলে অপাণ উর্দ্ধমুখী হয়ে স্বাধিষ্ঠানের প্রাণবায়ুতে মিশে যায়। এই রকমে প্রাণ অপাণে, অপাণ প্রাণে আহুতি দিতে দিতে যখন উপস্থিত হয় তখন দুয়েরই

গতিরোধ হয়ে যায় একেই প্রাণায়াম বলে। সেই আজ্ঞাতে বায়ু স্থির হলে ক্রমে ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলোও তাতেই লয় হয়ে যায় তখন সমস্ত ব্যাপারই স্থির বায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয় তাকেই প্রাণে প্রাণের আহুতি দেওয়া বলেচেন।

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞ বিদোযজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ।
যজ্ঞ শিষ্টামৃতভুজঃ যান্তি ব্রহ্মসনাতনম্ ॥৩০॥
নায়ং লোকোঽস্ত্য যজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১॥

অন্বয়—যজ্ঞবিদঃ পূর্ব্বোক্তান্ দৈবাদি দ্বাদশ যজ্ঞান্ বিদন্তি জানন্তি যেতে যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞকর্ত্তারঃ যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ যজ্ঞৈঃ নাশিতঃ কল্মষঃ যেষাংতে যজ্ঞাচরণেন পাপহীনাঃ যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ যজ্ঞানাং শিষ্টং তদমৃতং চ ভুঞ্জতে যেতে যজ্ঞাবশিষ্টাশিনঃ এতে সর্ব্বে যজ্ঞকারিণঃ সনাতনম্ ব্রহ্মযান্তি চিত্তশুদ্ধ্যানিত্যং ব্রহ্মপ্রাপ্নুবন্তি। হে কুরুসত্তম কুরুবংশাবতংস, অযজ্ঞস্য যথোক্তানাং যজ্ঞানাং যস্য একোঽপিনাস্তি এবম্ভূতস্য যজ্ঞ বিহীনস্য অয়ং অপিলোকঃ সর্ব্বপ্রাণি সাধারণঃ লোকঃ নাস্তি কুতঃ অন্যঃ বিশিষ্ট সাধনসাধ্য লোকঃ নকুতশ্চিৎ ইত্যর্থঃ। অতোযজ্ঞাঃ সর্ব্বথাকর্ত্তব্যাঃ ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে দৈবযজ্ঞথেকে আরম্ভ করে যে বারটি যজ্ঞের কথা বলা হলো যাঁরা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাঁদের যজ্ঞদ্বারা পাপ ধ্বংস হয়ে যায় এবং যজ্ঞের অবশিষ্টরূপ অমৃত ভোজন করে তাঁরা চিরন্তন নিত্য ব্রহ্মলাভ করেন। কিন্তু যিনি যজ্ঞ করেন না সাধারণ প্রাণির ভোগ্য ইহলোকই তাঁর দুর্ল্লভ বহুসাধনসাধ্য অন্য লোকেরত কথাই নাই।

যৌগিক—পূর্ব্বে ২৫শের শ্লোক থেকে আরম্ভ করে ২৯শের শ্লোক পর্য্যন্ত যে সব ক্রিয়ার কথা বলা হলো তাদের সকলেই এক-রকম গতিদান করে। এই যজ্ঞের বা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করলে আর

কল্মষ থাকেনা। চিদাকাশের স্বচ্ছতা নাশ করে যে সব ময়লা সে ময়লা নষ্ট হয়ে যায় কাযেই চিত্ত শুদ্ধ হয় বিষয় চিন্তা একবারে চলে যায় প্রতি ক্রিয়ার পরে যে বিশ্রামলাভ হয় তাতে ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উদয় হয়। তাই অমৃতস্বরূপ সেই অমৃতপানে সাধক পরাগতি লাভ করেন। কিন্তু যাঁরা আত্মার দিকে মনের গতি ফেরাতে পারেননি কাজেই পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ কর্ম্মের একটিরও অনুষ্ঠান করেন না তাদের অন্তরাকাশত অন্ধকারে পূর্ণ কখন চিজ্জ্যোতির স্ফুরণটী পর্য্যন্তও হয় না তাঁদের এই ভ্রমের সংসারে ভ্রমই থেকে যায় কখন শান্তি আসে না। সবই অশান্তিময় বলে মনে হয়। কর্ম্মেদ্বারা যে সব লোক পাওয়া যায় সে আর পাবে কি করে? জন্ম মরণের কঠিন বাঁধনে চিরদিন বদ্ধ থাক্তে হয়।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণোমুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধিতান্ সর্ব্বানেবংজ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥৩২॥

অন্বয়— ব্রহ্মণঃ বেদস্য মুখে দ্বারে এবং যথোক্তাঃ বহুবিধাঃ নানা-প্রকারাঃযজ্ঞাঃ (—বিততা বিস্তীর্ণাঃ বেদদ্বারেণাকাম্যমানা ব্রহ্মণোমুখে বিততা উচ্যন্তে। তদ্যথা বাচিহি প্রাণং জুহুমঃ ইত্যাদি তান্ সর্ব্বান্ বেদোক্তযজ্ঞান্ কর্ম্মজান্ কায়িক বাচিকমানস কর্ম্মোদ্ভবান্ অনাত্মজান্-বিদ্ধি জানীহি। নির্ব্ব্যাপারোহিআত্মা। এবং জ্ঞাত্বা সম্যক্জ্ঞানেন বিমোক্ষ্যসে সংসার বন্ধনাৎ। নমদ্ব্যাপারাইমে নির্ব্ব্যাপারাঃ অহং উদাসীন ইত্যেবং জ্ঞাত্বা মুক্তিং লপ্স্যসে।

বঙ্গানুবাদ—বেদে এই রকম অনেক যজ্ঞের কথা বিস্তার পূর্ব্বক বলা আছে। তবে সেই সমস্ত যজ্ঞ কায়িক বাচিক বা মানসিক ব্যাপারে সাধিত হয়। কিন্তু আত্মানির্লিপ্ত কোন ব্যাপারই আত্মায় নাই। এই বিষয়ে সম্যক্জ্ঞান হলেই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

যৌগিক—ভ্রূর মাঝে লক্ষ্য স্থির রেখে গুরুদেবের আদেশানুসারে কর্ম্ম করলেই নানারকম দর্শন হয়। যখন মূলাধার পদ্মটি প্রকাশ হয় তখন দেখা যায় ঐ মূলাধারের মাঝখানে একটী ত্রিভুজেরমত বস্তু আছে, তারই ঠিক মাঝখান থেকে সুষুম্না নাড়ী উঠে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সেই স্থানটিই ব্রহ্মার স্থান। ব্রহ্মার মুখ ও সুষুম্নার মুখ একই। ঐখানে তাতেই বেদ বাক্য প্রকাশ পায়। শরীর বাক্য ও মনেদ্বারা ক্রিয়া করতে গেলে দেখা যায় যেন ঐখান থেকেই নানা যজ্ঞের স্ফূরণ হচ্ছে। কিন্তু এই কর্ম্মের যেখানে নিবৃত্তি হয় অকর্ম্ম অবস্থাপেতে হয় সেখানে আর এসবের কোন ব্যাপারই ঘটে না। এ বিষয়টির যখন সম্যক্ জ্ঞান হয় তখন আত্মাই ব্রহ্ম এই জ্ঞান হওয়ায় পরাগতি লাভ হয়।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থজ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥

অন্বয়—দ্রব্যময়াদ্ দ্রব্যসাধন সাধ্যাৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ যতঃ দ্রব্যময়োযজ্ঞঃ ফলস্যারম্ভকঃ জ্ঞানযজ্ঞঃ ফলারম্ভকঃ ন। হে পরন্তপ পার্থ শত্রুতাপন অর্জ্জুন সর্ব্বং অখিলং কর্ম্ম সমস্তং অপ্রতিবন্ধং কর্ম্মজ্ঞানে মোক্ষসাধনে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক স্থানীয়ে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—হে শত্রু তাপন অর্জ্জুন দ্রব্যের দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় তাচেয়ে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ সমস্ত অখিল কর্ম্ম জ্ঞান হলেই সমাপ্তি হয়।

যৌগিক—যখন সাধকের কর্ম্ম করতে করতে চিত্ত শুদ্ধি হয়ে কর্ম্মক্ষয় হয় তখনই জ্ঞানের উদয় হয়। তারপর আত্মানন্দে বিভোর হয়ে যায়। তার পূর্ব্বে কর্ম্মযজ্ঞ করতে হয় এই কর্ম্মযজ্ঞই জ্ঞান-যজ্ঞের পরিপূরক সুতরাং জ্ঞানযজ্ঞ কর্ম্মযজ্ঞ চেয়ে অনেক ভাল।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তিতে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪॥

অন্বয়—তদেতদ্বিশিষ্টং জ্ঞানং তর্হিকেন প্রমাণেন প্রাপ্যত ইতি? উচ্যতে তদ্বিদ্ধি ইতি। যেন বিধিনা প্রাপ্যতে তদ্বিদ্ধি আচার্য্যানভিগম্য প্রণিপাতেন দীর্ঘনমস্কারেন পরিপ্রশ্নেন কথং বন্ধঃ? কথং মোক্ষঃ? কাবিদ্যা? কাচাবিদ্যা? ইতি জিজ্ঞাসাভিঃ সেবয়া গুরু শুশ্রূষয়া এবমাদিনা প্রশ্রয়েনাবর্জিতা আচার্য্যাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শনশীলাঃ জ্ঞানবন্তঃ গুরবঃ তেজ্ঞানং তুভ্যং জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি কথয়িষ্যন্তি।

বঙ্গানুবাদ—তাহলে এই জ্ঞান পাওয়া যাবে কিসে? আচার্য্যের কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করতে হবে বন্ধ কেমন মোক্ষই বা কেমন করে হবে? বিদ্যা কি? অবিদ্যাই বা কি? এইরূপ প্রশ্ন করে শুশ্রূষা করতে হবে গুরুর। তাহলেই তত্ত্বজ্ঞানী গুরুতত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিবেন।

যৌগিকার্থ—এখন জ্ঞান লাভের উপায় তিনটি বলে দিয়েচেন। গুরুর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে নমস্কার করা তত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করা ও তাঁর সেবা করা। এ তিনটে বাইরের উপায় ভেতোরের উপায় ও প্রণিপাত প্রাণবায়ুকে একচক্র থেকে অন্য চক্রে বিধি পূর্ব্বক সংস্থাপন, মনে মনে কূটস্থ লক্ষ্য করে জানবার জন্য চেষ্টা করা আর প্রণবমন্ত্রের আয়তস্বরে উচ্চারণ করা তাহলেই প্রসন্নতা বুঝতে পারবে চিজ্জ্যোতি ফুটে উঠবে আর চিদাকাশে অশরীরী বাণীদ্বারাই হোক আর মীমাংসিত উত্তরের হঠাৎ উদয়েই হোক কিম্বা কোনরূপ একটা মীমাংসা পূর্ণ হঠাৎ বাক্যের লিখিতরূপে আবির্ভাবেই হোক্ হৃদয়ের সংশয় নিরাস করে জ্ঞানের উদয় হবে।

যজ্জ্ঞাত্বান পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যথোময়ি ॥৩৫॥

অন্বয়—হে পাণ্ডব যজজ্ঞাত্বা যজজ্ঞানং তৈরুপদিষ্টমধিগম্য এবং যথেদানীং তথা পুনঃ পুনর্ব্বারং মোহং ন যাস্যসি প্রাপ্স্যসি। কিঞ্চ যেন্ জ্ঞানেন অশেষেণ ভূতানি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তানি আত্মনি প্রত্যগাত্মনি অথ অপিময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সংস্থিতানি দ্রক্ষ্যসি। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্ব্বোপনিষৎ সিদ্ধং দ্রক্ষ্যসি।

বঙ্গানুবাদ—হে পাণ্ডব জ্ঞানলাভ হলে এখন যেমন বন্ধুগণের মৃত্যু ভয়রূপ মোহ আসবে সে মোহ কেটে যাবে আর আসবে না। আর দেখবে ব্রহ্মা থেকে স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল বস্তুজাত আত্মস্বরূপ আমাতেই অবস্থিত রয়েছে।

যৌগিক—জ্ঞানলাভ হলেই আমি আমার বলে যে বুদ্ধি আস্‌ছিলো তা লোপ পেয়ে যায় আর এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যে সমুদ্রে তরঙ্গের মত ব্রহ্মস্বরূপ যে আমি সেই আমিতেই রয়েছে এও প্রত্যক্ষ হয়।

অপিচেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ কৃত্তমঃ।
সর্ব্বংজ্ঞান প্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥৩৬॥

অন্বয়—অপিচেৎ যদিত্বং সর্ব্বেভ্যঃ পাপিভ্যঃ পাপাচারিভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ অতিশয়েন পাপকারী অসি সর্ব্বং বৃজিনং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বন্ধন কারণং জ্ঞান প্লবেন জ্ঞানরূপেন ভেলয়া অর্ণবং ইব সন্তরিষ্যসি পারং গমিষ্যসি।

বঙ্গানুবাদ—যদি তুমি আপনাকে সকল পাপীর শ্রেষ্ঠ মনে কর তাহলেও জ্ঞানরূপ ভেলাদ্বারা পাপসাগর পার হতে পারবে। ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম দুইই বন্ধন কারণ বলে মুমুক্ষুদের ধর্ম্মও পাপ।

যৌগিক—জ্ঞান হলেই কূটস্থের উপরে স্থিতিলাভ হয় সুতরাং সেখানে আর কর্ম্ম পৌছুঁতে পারে না। কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম যাই হোক বন্ধন এনে দেয় কিন্তু জ্ঞানলাভ হলেই সমস্ত বন্ধন কেটে যায় আর বন্ধন এনে দিতে পারে না।

যথৈধাংসিসমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭॥

অন্বয়—হে অর্জ্জুন সমিদ্ধঃ প্রদীপ্তঃ অগ্নিঃ অনলঃ যথা এধাংসি কাষ্ঠানি ভস্মসাৎ ভস্মীভূতং কুরুতে করোতি তথাজ্ঞানাগ্নিঃ জ্ঞানরূপঃ অনলঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে নির্ব্বীজীকরোতি। যেন কর্ম্মণাচ শরীর মারব্ধং তৎ প্রবৃত্তফলত্বাদুপভোগেনৈব ক্ষীয়তে যান্যপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেরপ্রাক্কৃতানি জ্ঞান সহ ভাবীনিচ অতীতানেকজন্মকৃতানিচ-তান্যেব সর্ব্বাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হলে সেই রকম জন্মজন্মান্তরজাত সকল পাপ ভস্ম হয়ে যায়।

যৌগিক—সাধক যখন জ্ঞানলাভ ক'রে কূটস্থের উপরে স্থিতি লাভ করেন তখন তাঁকে কোন রকম কর্ম্মই স্পর্শ করতে পারে না। কারণ তখন শরীরটা থাকাতে যে কর্ম্ম হয় তার কামনা ও সঙ্কল্প না থাকায় ফল হয় না সুতরাং সে কর্ম্মত নষ্টই হয়ে যায়। তবে অতীত জন্মের দুরকমের কর্ম্ম একটার বশে শরীর হয়েছে তাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে আর একটা সঞ্চিত কর্ম্ম যেটা এর পর ফল দেবে। এই সঞ্চিত কর্ম্ম মহাকাশে মিশে যায়—প্রারব্ধ কর্ম্ম শরীরটার উপর ফলতে থাকে কিন্তু সাধক সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় থাকায় সে ফলও নষ্টপ্রায় তা হলেই জ্ঞানের বিকাশে অতীত অনাগত বর্ত্তমান সব রকমের কর্ম্মই নিষ্ফল নষ্ট বীজ হয়ে যায়।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র্‌ মিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮॥

অন্বয়—হি যতঃ জ্ঞানেনসদৃশং তুল্যং পবিত্রং পাবনং শুদ্ধিকরং ন বিদ্যতে ইহজগতি নাস্তি। যোগসংসিদ্ধঃ যোগেন কর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতঃজনঃ তৎজ্ঞানং কালেন নতুসদ্যঃ স্বয়ং আত্মনি বিন্দতি লভতে।

বঙ্গানুবাদ—ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই। কর্ম্মযোগের দ্বারা সিদ্ধি পেলে কালে জ্ঞান হয়।

যৌগিক—জ্ঞান স্বপ্রকাশ কোন মলিনতা এতে নাই। কাজেই এ চেয়ে পবিত্র কিছু হ'তে পারে না। তবে এই জ্ঞানলাভ কর্ত্তে গেলে কর্ম্ম কর্‌তে হবে কর্ম্ম করে যখন চিত্তশুদ্ধি হবে লয় বিক্ষেপ থাকবে না তখন আপনিই এমন সময় আসে যে কামনাই বলো সঙ্কল্পই বলো সব উপে যায় আপনিই জ্ঞান প্রকাশ হয়ে পড়ে। অজ্ঞানের আবরণ কেটে গেলেই জ্ঞানের জ্যোতি আপনি বেরোয়।

শ্রদ্ধাবাল্লঁভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানংলব্ধ্বা পরাংশান্তি মচিরেণাধি গচ্ছতি ॥৩৯॥

অন্বয়—শ্রদ্ধাবান শ্রদ্ধালুঃ গুরুশাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসী তৎপরঃ গুরূপাসনাদাবভিযুক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ সংযতানি বিষয়েভ্যঃ নিবর্ত্তিতানি ইন্দ্রিয়ানি যস্ত স বিষয় ব্যাবৃত্তচিত্তঃ জ্ঞানং লভতে প্রাপ্নোতি। জ্ঞানং-লব্ধ্বা পরাং মোক্ষাখ্যাং শান্তিং অচিরেণ অবিলম্বেন অধিগচ্ছন্তি প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসী গুরুর উপাসনায় নিবিষ্ট-চিত্ত ও বশীকৃতইন্দ্রিয় হয়ে জ্ঞানলাভ করেন। জ্ঞানলাভ হলে শীঘ্রই পরমশান্তি প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক—জ্ঞানলাভ [illegible] সাধকের যে তিনটি অবস্থা হয় তাই বলেচেন। (১ম) শ্রদ্ধাবান্‌ অর্থাৎ বিশ্বাস অবস্থা প্রাপ্ত হন যে অবস্থায় শ্বাস সূক্ষ্ম হয়ে আর বোধ হয় না সেই অবস্থা পান তা'হলেই অন্নময় প্রাণময় কোষ ভেদ হয়ে যায়। (২) তৎপর অবস্থা মন যখন আত্মারই অনুসন্ধানে রত হয় ক্রমে ক্রমে মনোময় কোষ ভেদ হয়ে (৩) সংযতেন্দ্রিয় অবস্থা আসে অন্তরিন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত ক্রমে বৃত্তিশূন্য হয়ে যায় তাহলেই বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষও ভেদ হয়ে গেলে জ্ঞানক্ষেত্রে অজ্ঞানচক্র পার হয়ে সহস্রারে স্থিতি-লাভ হওয়ায় লয় বিক্ষেপশূন্য সুখ দুঃখ বিহীন পূর্ণানন্দময় পরম শান্তি লাভ হয়।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০॥

অন্বয়—অজ্ঞঃ আত্মজ্ঞানবিহীনঃ অশ্রদ্দধানশ্চ গুরু বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসহীনঃ সংশয়াত্মা সংশয়াক্রান্তচিত্তঃ বিনশ্যতি সর্ব্বথানাশং প্রাপ্নোতি। সংশয়াত্মনঃ সংশয়াক্রান্তচিত্তস্য জনস্য অয়ংলোকঃ সাধারণ জীবভোগ্যঃ অয়ংমর্ত্ত্যলোকঃ নাস্তি পরো পরলোকঃ স্বর্গাদিশ্চ নাস্তি তথা সুখং চ নাস্তি।

বঙ্গানুবাদ—আত্মজ্ঞান শূন্য শ্রদ্ধাবিহীন সংশয়াকুলিত চিত্ত ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হন। সংশয়চিত্তজনের ইহলোকও নাই পরলোকও নাই সুখও নাই।

যৌগিক—যাঁরা জ্ঞানলাভের ইচ্ছাও রাখেন না কাজেই ক্রিয়া গ্রহণ করে গুরুর উপদেশ অনুসারে প্রাণক্রিয়া প্রভৃতি করেননা ও জানেননা সেই ক্রিয়াহীন ব্যক্তিগণ আর অশ্রদ্ধাযুক্ত অর্থাৎ যাঁরা ক্রিয়া পেলেও মনে মন দিয়ে কর্ম্ম করেননা আর যাঁরা সংশয়াত্মা

যাদের গুরুবাক্যে ও বেদ' শ্বাস আসেনা তাঁদের আর পরাগতি হয় না এই সংসারের ঘুর্ণী, মারতে থাকে। এই রকম অবিশ্বাসী লোকের অন্তঃকরণ অন্ধকারে ঢাকা থাকে কোন রকম জ্যোতির বিকাশ হয় না কাজেই সুখ শান্তি কিছুই হয় না।

যোগসংন্যস্ত কর্ম্মাণং জ্ঞান সংচ্ছিন্নসংশয়ং।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১॥

অন্বয়—হে ধনঞ্জয় অর্জ্জুন পরমার্থ দর্শনরূপেণ যোগেন সংন্যস্তানি কর্ম্মাণি যেন তং যোগসংন্যস্ত কর্ম্মাণং পরমার্থদর্শিনং জ্ঞান সংচ্ছিন্ন সংশয়ং জ্ঞানেন আত্মেশ্বরৈকত্ব দর্শন লক্ষণেন সংচ্ছিন্নং বিনষ্টং সংশয়ং যস্য তং আত্মবন্তং অপ্রমত্তং জনং কর্ম্মাণি গুণচেষ্টারূপেণ দৃষ্টানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি অনিষ্টরূপং ফলং ন আরভন্তে।

বঙ্গানুবাদ—পরমার্থদর্শনরূপ যোগে দ্বারা যার কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হয়েছে এবং আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞানের উদয়ে যার সকল সংশয় নষ্ট হয়েছে সে রকম জ্ঞানী প্রমাদশূন্য যোগীকে কর্ম্মে বাঁধতে পারেনা।

যৌগিক—প্রাণায়াম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হলে যিনি মনে মন দিয়ে ক্রিয়া করতে করতে দেহেন্দ্রিয়া দিতে যে আমি বোধ ছিল সেই আমিকে পঞ্চকোষের আবরণ কেটে পাকা আমিতে মিশয়ে একপূর্ণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করেছেন, তিনি এই সংসারে যে দ্বৈত জ্ঞান ছিল তাকে নাশ করে আত্মারাম হয়েছেন তাঁকে বিষয় সংস্পর্শে এলেও কর্ম্মফল স্পর্শ কর্ত্তে পারেনা তাঁর পরাগতি লাভ হয়।

তস্মাদ জ্ঞান সম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪২॥

অন্বয়—হে ভারত তস্মাৎ হেতোঃ হৃৎস্থং হৃদি বুদ্ধৌস্থিতং অজ্ঞান সম্ভূতং অজ্ঞানাৎ অবিবেকাৎ জাতং আত্মনঃ আত্মবিষয়কঃ এনং স্ববিনাশ-

হেতুভূতং সংশয়ং দ্বৈধীভাবং ... শাকমোহাদি দোষহরং সম্যগ্-দর্শনং জ্ঞানং এব অসিঃ খড়্‌গঃ তেন ছিত্বা বিনাশ্য যোগং সম্যক্‌দর্শন ব্যাপাররূপং কর্ম্মানুষ্ঠানং আতিষ্ঠ কুরু। উত্তিষ্ঠ চ ইদানীং যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ।

বঙ্গানুবাদ—হে ভারত সংশয়ছেদ না করতে পাল্লে কোনরূপ মঙ্গল নাই অতএব অবিবেক জন্য তোমার হৃদয়ে আত্মবিষয়ে যে সংশয় আছে তাকে জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ছেদ করে যোগ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ও এক্ষণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠ।

যৌগিক—ভগবান বলচেন কি করে ভীষ্ম দ্রোণাদিকে বধ করবো কোনটা ভাল বুঝতে পাচ্চিনা বলে যে মনে সন্দেহ এসেছিল, এখনত কূটস্থ চৈতন্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বুঝতে পারলে যে নিয়ম পূর্ব্বক ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করাতেই এই সব সন্দেহ এসেছিল এখন জানতে পারায় আর সেই সংশয় দূর হয়ে গেল। এখন আত্মকর্ম্মে মনোনিবেশ কর আর ঊর্দ্ধে আত্মায় স্থিতি লাভ কর।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে জ্ঞানযোগোনাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥১॥

অন্বয়—হেকৃষ্ণ জ্ঞানরহিতস্ত অধিকারিণঃ সংন্যাসঃ শ্রেয়ান? কিংবা কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ান? ইত্যেতয়োর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ। শাস্ত্রীয়াণাং অনুষ্ঠানবিশেষাণাং কর্ম্মণাং সংন্যাসং পরিত্যাগং শংসসি প্রশংসসি। পুনঃযোগঞ্চ তেষামেবানুষ্ঠানমবশ্যকর্ত্তব্যং শংসসি কথয়সি। অতো মে কতরৎ শ্রেয় ইতি সংশয়ঃ। কিং কর্ম্মানুষ্ঠানং শ্রেয়ঃ? কিংবা তদ্ধানমিতি? প্রশস্ততরং চানুষ্ঠেয়ম্। অতশ্চ যচ্ছ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং তয়োঃ কর্ম্মসংন্যাসকর্ম্মানুষ্ঠানয়ো যদনুষ্ঠানাৎ শ্রেয়োঽবাপ্তির্মন্যাদি-তিমন্যসে তদেবমন্যতরৎ সহৈকপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবান্মে তৎ সুনিশ্চিতং অভিপ্রেতং ব্রূহি।

বঙ্গানুবাদ—যাঁদের আত্মজ্ঞান জন্মেছে সংসারকে দেহকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়েছে তাঁরা কর্ম্ম করিতে পারেন না সুতরাং তাঁদের পক্ষে কর্ম্মসংন্যাস মাত্র পথ কিন্তু যাঁদের জ্ঞান হয়নি তাঁদের পক্ষে সন্ন্যাস ভাল না কর্ম্মযোগ ভাল তাই জানিবার জন্য অর্জ্জুন বল্লেন। হে কৃষ্ণ একবার শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিশেষ ত্যাগরূপ সংন্যাসকে প্রশংসা করচো আবার বলচো তাদের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য ওঠ, যোগানুষ্ঠান কর প্রভৃতি বাক্যে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করতে বলচো। এখন আমার কথা তুমি নিশ্চয় করে তোমার অভিপ্রায় বলো এই কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে আমাব পক্ষে কোন্‌টি ভাল।

যৌগিক—ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে আঠারোর শ্লোক থেকে জ্ঞান লাভের অবস্থার কথা বলে গেলেন জ্ঞানলাভের অবস্থায় নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি হয় কোন কর্ম্মই থাকে না আবার ৪২ শ্লোকে যোগের কথা বল্লেন, বল্লেন আত্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করো সেইজন্য সাধকের সন্দেহ হচ্চে যে এক সাধকই একসময়ে কর্ম্মত্যাগ আর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতে পারে না তাহলে ঐ দুরকম পথের মধ্যে সাধকের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্‌টি ভাল তাই জিজ্ঞাসা করচেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃ শ্রেয়স করাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

অন্বয়—অত্রোত্তরঃ শ্রীভগবানুবাচ। নহি বেদান্ত বেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞংপ্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি। যতঃপূর্ব্বোক্তেন সন্ন্যাসেন বিরোধঃস্যাৎ। অপিতু দেহাত্মাভিমানিনং ত্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাধিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠ ইতি ব্রবীমি। কর্ম্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎ পরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সন্ন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ। এবং সতি অঙ্গ প্রধানয়োঃ বিকল্পাযোগাৎ সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ ইত্যেতাবুভাবপি ভূমিকা-ভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সংসাধয়তঃ। তথাপিতুতযোর্ম্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতীতি।

বঙ্গানুবাদ—ভগবান উত্তরে বলচেন। যাঁরা আত্মজ্ঞানী তাঁদের কর্ম্মযোগের কথা বলিনি কারণ তাহলে সন্ন্যাসের সঙ্গে বিরোধ হয়। তুমি বন্ধুবধ করতে হবে বলে লোকমোহে অভিভূত হয়েছিলে তোমার সন্দেহ নাশের জন্য দেহাত্মা বিবেকরূপ জ্ঞানের কথা বলা গেল সেই সন্দেহ দূর করে পরমাত্মজ্ঞানের উপায় স্বরূপ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর এই

বলেছি। কর্ম্মযোগ দ্বারা f তার পরিপাকের জন্য জ্ঞান নিষ্ঠার অঙ্গস্বরূপ সন্ন্যাসের কথা . এই সন্ন্যাস আর কর্ম্মযোগ দুয়েতেই মুক্তিলাভ হয়। তবে কর্ম্ম সন্ন্যাস চেয়ে কর্ম্মযোগই ভাল।

যৌগিক—প্রাণকর্ম্ম করতে মনস্থির হয়ে বিষয় বাসনা লোপ পেলেই জ্ঞানের অবস্থা আসে তখন আত্মা ত লেগে থাকে, মনবুদ্ধির অতীত অবস্থায় গিয়ে স্থিতিলাভ কল্লেই সন্ন্যাস হয়, অকর্ম্ম অবস্থা এসে পড়ে তাতে মুক্তিলাভ হয়ই। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন অধিকার আসায় দুরকম অবস্থার কথাই বোঝাচ্ছে। যাঁরা উচ্চাধিকারী কুটের উপরে স্থিতিলাভ কর্ত্তে পেরেছেন তাদের আর কর্ম্ম করতে হয় না কিন্তু যাঁরা নিম্নাধিকারী তাঁকে কর্ম্ম করতেই হবে কারণ কর্ম্মই তাকে অকর্ম্মাবস্থা পাইয়ে মুক্তি দিইয়ে দিবে সুতরাং তার পক্ষে কর্ম্মযোগই ভাল।

জ্ঞেয়ঃ সনিত্যসন্ন্যাসীযোনদ্বেষ্টি নকাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বোহি মহাবাহোসুখংবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

অন্বয়—যঃ কর্ম্মযোগী কিঞ্চিৎ ন দ্বেষ্টি সুখদুঃখে তৎসাধনে চ নকাঙ্ক্ষতি সনিত্যসন্ন্যাসী কর্ম্মানুষ্ঠানরতোহপি সন্ন্যাসীজ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যঃ। হে মহাবাহো অর্জ্জুন হি যতঃ স নির্দ্বন্দ্বো সুখদুঃখসাধন রহিতঃ সন্‌বন্ধাৎ সংসাররূপ মায়া বন্ধনাৎ সুখং অনায়াসে প্রমুচ্যতে মুক্তিংলভতে।

বঙ্গানুবাদ—সেই কর্ম্মযোগী রাগদ্বেষ ত্যাগ করায় প্রকৃত সন্ন্যাস লাভ করেন কেবল বেশভূষা বা আশ্রম ত্যাগ করলেই সন্ন্যাস হয় না রাগদ্বেষ না গেলে সন্ন্যাস লাভ ঘটে না। হে অর্জ্জুন তিনি সুখদুঃখাদি সাধনাভিলাষ ত্যাগ করায় দ্বন্দ্বরহিত অবস্থা পান কাজেই অনায়াসেই ভববন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন।

যৌগিক—ক্রিয়া করতে গেলে সাধকের মনে যে সিদ্ধিলাভের বাসনা জেগে ওঠে তাকেই রাগ বা আকাঙ্ক্ষা বলে আর যে প্রতিকূল

অবস্থা ত্যাগের ইচ্ছা জেগে ও[illegible] বলে যিনি নিত্য নিয়মমত গুরুর উপদেশ অনুসারে ক্রিয়া করে যান ক্রিয়াটি ঠিক হলেই যাঁর তৃপ্তি আসে কোন রকম সাংসারিক বা দৈহিক উন্নতি অবনতি সম্পদ বিপদ আসিলে মুহ্যমান হয়েন না তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাস লাভ করেন কারণ তাঁর আত্মমুখীধারা বিনা বাধায় পরিষ্কাররূপে নিত্যই তাঁকে তৎপদে লীন করে তাঁর সুখদুঃখাদি থাকে না কাযেই কোন বন্ধনও আসতে পারে না।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪॥

অন্বয়—নমুসন্ন্যাস কর্ম্মযোগয়োঃ ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়য়োঃ বিরুদ্ধয়োঃ ফলেঽপি বিরোধোযুক্তঃ। নতূভয়োঃ নিঃশ্রেয়সকরত্বমেব ইতিপ্রাপ্তে ইদমুচ্যতে। বালাঃ বালকাঃ স্বল্পজ্ঞানাঃ এব সাংখ্যযোগৌ সন্ন্যাস কর্ম্মযোগৌ পৃথক বিরুদ্ধফলৌ প্রবদন্তি কথরন্তি পণ্ডিতাঃ জ্ঞানবন্তঃ ন বদন্তি। যৎ একমপি সাংখ্যযোগয়োঃ সম্যগাস্থিতঃ সম্যক অনুষ্ঠিতবান ইত্যর্থঃ-উভয়োঃ একংনিঃশ্রেয়ররূপং ফলং বিন্দতে লভতে অতোন ফলে বিরোধোঽস্তি।

বঙ্গানুবাদ—যখন একাধিকারীর সন্ন্যাসও যোগ করা হয় না তখন তাদের ফলের ভিন্নতা আছে এই সংশয় ছেদের জন্য বল্‌চেন। জ্ঞানে সম্যক্‌রূপে অবস্থিতই থাকুন বা কর্ম্মযোগের সম্যগ অনুষ্ঠান করুন যখন এক নিঃশ্রেয়সরূপ ফলই লাভ হবে তখন এই উভয় পন্থাই একবলে পণ্ডিতেরা জানেন যারা অল্পবুদ্ধি বালক তারাই পৃথক্ মনে করে।

যৌগিক—এখানে দুটো পথের কথা বলচেন। প্রথম ক্রিয়া করতে করতে প্রাণে মন দিয়ে প্রাণ সূক্ষ্ম হতে হতে [illegible]পে যাওয়া গোচ

হলে, মন তৎপদে মিশে ... ।ক্ষলাভ হয়। অবার সহস্রার ক্রিয়াতে প্রাণ বেরয়ে একঘেয়ে নাদ শোনা যায় তাই যখন ফুরয়ে লয় হয়ে যায় তাতেও মোক্ষ হয়। প্রথমটি যোগ দ্বিতীয়টি সাংখ্য। যাঁরা কর্ম্মী কর্ম্ম করতে করতে সব প্রত্যক্ষ করেন তাঁরাই পণ্ডিত তাঁরা এই দুই মার্গের কোন প্রভেদই দেখতে পান না। যাঁরা প্রত্যক্ষ করেননি শাস্ত্র পড়ে নিজের বুদ্ধিতে একটা ঠিক করে নিতে যান তাঁরা শাস্ত্রপাঠ করলেও বালকবুদ্ধিসম্পন্ন তাই তাঁরা দুটোপথ অলাদা বলে মনে করেন।

যৎ সাংখ্যৈ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫॥

অন্বয়—সাংখ্যৈঃ জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ যৎ মোক্ষাখ্যং স্থানং প্রাপ্যতে অবাপ্যতে জ্ঞান প্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন ফলং অনভিসন্ধায় আত্মনঃ কর্ম্মানি ঈশ্বরে সমর্প্য যে অনুতিষ্ঠন্তি তে যোগিনঃ তৈরপি যোগৈঃ তৎ মোক্ষাখ্যং স্থানং পরমার্থ জ্ঞান সন্ন্যাস প্রাপ্তি দ্বারেন গম্যতে। অত সাংখ্যং যোগং চ ফলৈকত্বাং একং অভিন্নং যঃ পশ্যতি স সম্যক্ পশ্যতি।

বঙ্গানুবাদ—যাহারা জ্ঞানী তাহারা ব্রহ্মছাড়া কোন বস্তু নাই এই জ্ঞানে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন ক'রে মুক্তিলাভ করেন আর যাঁরা যোগী তাঁরা কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন তাঁরা প্রীতি কামনায় সমস্ত কর্ম্ম করতে করতে সর্ব্বত্র তাঁর চিন্তা করতে করতে সর্ব্বত্রই তাঁর স্ফুরণ দেখতে পান সুতরাং তাঁরাও সেই মুক্তিলাভই করেন। তা হলেই সাংখ্য আর যোগ এক ফলই প্রদান করায় অভিন্ন। যিনি ইহা বুঝিয়াছেন তিনিই সম্যক্‌দর্শী।

যৌগিক—যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা অকর্ম্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন মনবুদ্ধির অতী‍ত অবস্থায় থেকে ধ্যান প্রবাহ ছোটাতে থাকেন ক্রমে

ব্রহ্মে মিশে এক হয়ে নিঃশ্রে চতুর্থ ... শ্রেয়ন। যাঁরা যোগী তাঁরা ষট্‌চক্রের ক্রিয়া কর্‌তে কর্‌তে লয়যোগে সমস্ত তত্ত্ব মনে লয় করেন, পরে মনকে বুদ্ধির সহিত সেই পরমপদে লীন ক'রে তন্ময় হয়ে যান তাঁরাও সেই ব্রহ্মে মিশে নিঃশ্রেয়স লাভ করেন। তাহলে দুরকম উপায়েই মোক্ষলাভ হয়। যাঁরা ক্রিয়ার উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হয়েচেন তাঁরা দুই অবস্থাই দেখেচেন স্নতরাং তাঁদেরই দর্শন ঠিক হয়েছে।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেনাধি গচ্ছতি ॥৬॥

অন্বয়—হে মহাবাহো অর্জ্জুন অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা সন্ন্যাসঃ দুঃখং আপ্তুংভবতি অশক্যইত্যর্থঃ। চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তঃ বৈদিকেন কর্ম্মযোগেন ঈশ্বরে সমর্পিতরূপেণ ফলনিরপেক্ষেণ যুক্তঃ মুনিঃ ঈশ্বর স্বরূপস্য মননাৎ ন চিরেণ শীঘ্রমেব ব্রহ্ম পরমার্থ সংন্যাসং পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠা লক্ষণং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—যাঁদের কর্ম্মদ্বারা ঐহিক কর্ম্মই বা হোক বা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মই হোক্ চিত্তশুদ্ধি হয় নি তাঁরা যদি হটতাপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাঁরা জ্ঞানলাভ করতে পারেন না কেবল কষ্টভোগ মাত্রই হয়। আর যাঁরা যোগের দ্বারা ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে সকল সময়ে সকল কার্য্যে তাঁর স্মরণ করে যুক্ত হওয়ায় শুদ্ধচিত্ত মুনি হয়েছেন তাঁরা শীঘ্রই ব্রহ্ম লাভ করেন।

যৌগিক—যাঁর কর্ম্ম করতে কর্ম্মত্যাগ হয়ে অকর্ম্মে স্থিতিলাভ হয়নি, ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলো সংযত হয়নি সেরূপ সাধক যদি অকর্ম্মা হ'ন কর্ম্ম না করেন তা হলে তাঁর চিদাকাশ মলিন থাকায় কল্মষহীন হয় না তিনি দুঃখই লাভ করেন, জ্ঞানের বিমল জ্যোতি দূরে আবৃত থেকে যায়। এদিকে কর্ম্মযোগীরা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হ'য়ে গুরুর উপদেশে কাজ

করতে করতে কূটস্থ পুরুষে৲ ৗ দ্বারা তন্ময় হয়ে যান ও শীঘ্রই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্ম ভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥

অন্বয়—যোগযুক্তঃ যোগেনযুক্তঃ বিশুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধচিত্তঃ বিজিতাত্মা বিজিতদেহঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যাপ্তানাং ভূতানাং আত্মভূতঃ আত্মাপ্রত্যক্‌চেতনো যস্য স তত্রৈবং বর্ত্তমানো লোকসংগ্রহায় কর্ম্মকুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে ন বধ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মযোগেদ্বারা কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরে যাঁর মন নিবিষ্ট হয়েচে তিনি যোগযুক্ত। সেই যোগযুক্ত ব্যক্তির চিত্ত শুদ্ধি হয় দেহের উপর পূর্ণাধিকার আসে আর ইন্দ্রিয়গুলোও বশীভূত হয়ে যায়। তখন তিনি সকল জীবের আত্মাতে ভগবানকে দেখতে পান আর মনে করেন সবাই তাঁর আত্মাস্বরূপ। এ রকম অবস্থা এলে তিনি যে কাজই করুন তাঁর বন্ধন হয় না।

যৌগিক—পূর্ব্বের শ্লোকে যে ব্রাহ্মীস্থিতির কথা বলা হয়েচে যাঁর সেই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়েচে তিনিই যুক্তযোগী তাঁর তখন চিত্তক্ষেত্র সমস্ত ময়লা সংস্কারশূন্য হয়ে যায় কোন ছাপই আর পড়ে না "আমিই আমি" এই বোধ আসে কাজেই শরীরটা আর কর্ম্মের লীলাভূমি হতে পায় না—কর্ম্ম পুড়ে ছাই হয়ে যায় কাজেই দেহটা তখন আর বাধা দেবার জিনিষ থাকে না—আর ইন্দ্রিয়গুলোও বৃত্তিশূন্য অবস্থায় এসে পড়ে চোখে দেখা গেল কিন্তু কোন বিকার আনতে পারে না। এই রকমে ইন্দ্রিয় বিষয়-সংস্পর্শেও বিকার এনে দিতে পারে না তখন সর্ব্বত্রই "আমির" বিদ্যমানতা অনুভূত হয় কাজেই সে সময়ে যে কাজ হয় তাতে আর বন্ধ হবে কি করে?

নৈব কিঞ্চিৎকরোমী ... মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপনশ্বসন্ ॥৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ন্নুন্মিষণ্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়ানী-ন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯॥

অন্বয়—যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ তত্ত্ববিৎ পরমার্থদর্শী স সাধকঃ দর্শন-শ্রবণাদীনি কুর্ব্বন্ অপি ইন্দ্রিয়ানি চক্ষুরাদীমি ইন্দ্রিয়ার্থেষু স্বব্যাপারেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ নিশ্চিন্বন্ অহং কিঞ্চিৎনৈব করোমি ইতি মন্যেত। তত্র দর্শন শ্রবণ দর্শন আঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ। গতি পাদয়োঃ। স্বাপো বুদ্ধেঃ শ্বাসঃ প্রাণস্য প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য বিসর্গঃ পায়ুপস্থয়োঃ গ্রহণং হস্তয়োঃ উন্মেষণ নিমেষণে কূর্ম্মাখ্য প্রাণস্য। তস্যৈবং তত্ত্ববিদঃ সর্ব্বকার্য্য করণচেষ্টাসু কর্ম্ম স্বকর্ম্মৈব পশ্যতঃ সম্যগ্‌শিনঃ সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস একাধিকারঃ। কর্ম্মণোঽভাবদর্শনাৎ। নহি মৃগতৃষ্ণি কায়ামুদকবুদ্ধ্যা পানায় প্রবৃত্ত উদকাভাবজ্ঞানেঽপি তত্রৈব পান প্রয়োজনায় প্রবর্ত্ততে।

বঙ্গানুবাদ—সমাহিত চিত্তযোগী তত্ত্বজ্ঞ হওয়াতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রাণের ও বুদ্ধির দ্বারা যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয় সেগুলো তারাই করচে আমি করিনি এই রকম মনে করেন। কারণ তখন তিনি আত্মাকে বিকারহীন কর্ম্মহীন জানতে পারেন। দূর থেকে লোকে মৃগতৃষ্ণিকাকে দেখে জল মনে করে যায় কিন্তু যখন জানতে পারে যে জল নয় তখন আর তার কাছে যায় না। সেই রকম আত্মজ্ঞানের পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য আমি করছি বলে মনে হতো সেগুলো ভ্রমকৃত, এই জ্ঞান হলে আর আমি করচি বলে মনে হয় না।

যৌগিক—যখন ঐরূপে আমি সর্ব্বব্যাপী এই ধারণা বদ্ধমূল হয় তখন সাধকের পূর্ব্বে যাকে আমি জ্ঞান হতো তা ... যায় তখন

আত্মাকে প্রকৃতি থেকে ✶ কাজেই প্রকৃতির যে কাজ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হয় সেগুলো আর আমার কাজ নয় এটা জেনে ফ্যালেন কাজেই মনে করেন আমি কিছুই করিনে ইন্দ্রিয়ের কাজ ইন্দ্রিয়ই করচে।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বাকরোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥১০॥

অন্বয়—ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে আধায় নিক্ষিপ্য তদর্থং করোমীতি ভৃত্যইব স্বাম্যর্থ্যং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মোক্ষেঽপি ফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা আসক্তিং বিহায় যঃ করোতি স পদ্মপত্রং অম্ভসা ইব পাপেন পাপিষ্ঠেন পুণপাপাত্মকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে বধ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানীর না হয় ওরকম বোধ হতে পারে কিন্তু অতত্ত্ববিদ্ যাঁরা তাঁদের কেমন করে হবে? তারই উত্তরে বলচেন, যে সাধক ঈশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ ক'রে সকল কার্য্যই তাঁর দাস হয়ে করচি বলে মনে করেন আর মোক্ষফলেতেও আসক্তি রাখেন না তাকে পুণ্যকর্ম্মই আর পাপকর্ম্মই বলো ফল দেবার জন্য ছুঁতে পারে না। জলে ভাসলেও পদ্মপাতায় যেমন জল লাগে না সেই রকম কর্ম্ম করলেও কর্ম্মফল তাতে লাগতে পায় না।

যৌগিক—পূর্ব্বে যে উচ্চ অবস্থার কথা বলা হলো যখন সমস্ত তত্ত্বের জ্ঞান হয় তখন সেই রকম হতে পারে কিন্তু যাদের নিম্নাবস্থা তাদেরও গুরুর উপদেশানুসারে কাজ কর্ত্তে পাল্লে কর্ম্ম বন্ধন হয় না। তাই বলচেন সুষুম্নার ভেতোর বজ্রা তার ভোতোর চিত্রানরী তাদের আকাশময় ছিদ্রে প্রাণকে ঢুকয়ে যে সব পদ্মের ভেতোর দিয়ে যেতে হবে তাদের পাপড়ীতে মন না দিয়ে কাজ কল্লে সে কাজে বন্ধন হয় না কেননা ঐ পাপড়ীতে মন দিলেই সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ফল

দেন। যিনি সে ফলে লক্ষ্য শময় ছিদ্র দিয়ে গুরূপদিষ্ট আজ্ঞাক্ষেত্রে কূটস্থে মন লয় তে পারেন তাঁর আর কর্ম্ম বন্ধন হবে কেন ?

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।

যোগিনঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১॥

অন্বয়—যোগিনঃ কায়েন দেহেন মসসা বুদ্ধ্যা চ কেবলৈঃমমত্ববর্জিতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ ঈশ্বরায় এব কর্ম্ম করোমি ন মম ফলায় ইতি মমত্ববুদ্ধি শূন্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ কেবল শব্দঃ কায়াদিভিঃ অপি প্রত্যেকং সংবধ্যতে আত্মশুদ্ধয়ে সত্বশুদ্ধিনিমিত্তং সঙ্গং কর্ম্মফলাসক্তিং ত্যক্ত্বা বিহায় কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি।

বঙ্গানুবাদ—যোগীরা দেহ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকলকে মমত্বশূন্য হয়ে নিযুক্ত করতঃ অর্থাৎ আমার অমুক ফল হোক এইরূপ চিন্তা বর্জিত হয়ে ফলাসক্তি ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করেন।

যৌগিক—গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে হলে "কেবল ভাব" চাই অর্থাৎ বহির্ব্বিষয় থেকে সরয়ে এনে অন্তর্ম্মুখী করা চাই রীরকে ঠিক নিয়মানুসারে স্থাপন কর্ত্তে হয় তা নাহলে কর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটে। মনকে সংযত করে গুরুর উপদেশমত লক্ষ্যস্থানে ঠিক রাখতে হয় প্রাণে মন দিতে হয় অথবা মনে মন দিতে হয় তারপর চোখ কাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলোকে বহির্ব্বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে আত্মমুখী করে রাখতে হয় তারপর গুরুর উপদেশমত মুদ্রাদির অনুষ্ঠান মন্ত্রাদির প্রয়োগ করলে কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখলে তবে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় তখন যে কর্ম্ম হতে থাকে তাতে আমিত্ব জ্ঞান বর্জিত হয়ে যায়।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।

অযুক্তকামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২॥

অন্বয়—যুক্তঃ ঈশ্বরায় ফলায় ন ইত্যেবং সমাহিতঃ সন্ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মণাং ফলং পরিত্যজ্য নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠায়াং ভাবং সত্ত্বশুদ্ধি জ্ঞানপ্রাপ্তি সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমেণ শান্তিং মোক্ষাখ্যাং আপ্নোতি লভতে। অযুক্তঃ যস্তু পুনঃ অসমাহিতঃ কামকারেণ করণংকারঃ কামস্তকারঃ কামকারঃ তেন কাম প্রেরিতয়া ইত্যর্থঃ ফলে মমফলায় ইদং করোমীতি সক্তঃ আসক্তিযুক্তঃ নিবধ্যতে সংসার বন্ধং প্রাপ্নোতি অতস্তং যুক্তোভব ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ—যিনি ঈশ্বরে অর্পিতচিত্ত তিনি কর্ম্মফল ত্যাগ করে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন পরে জ্ঞান হয় পরে সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যাসরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা হওয়ায় মোক্ষরূপ শান্তি লাভ করেন। আর যারা কামনাযুক্ত হয়ে কার্য্য করেন তাঁরা ফলাসক্তিবশতঃ সংসারে বাঁধা পড়েন।

যৌগিক—সাধক যখন কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ কোরে মন প্রাণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলোকে আত্মমুখী কোরে কর্ম্ম করতে থাকেন তখন তিনি ব্রহ্মাকাশের ভেতোর দিয়ে সকল বাধা ও বিষয় প্রলোভন ত্যাগ কোরে আজ্ঞায় উঠে পড়েন সেখানে তাঁর ক্রমে ক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত কূটস্থ জ্যোতিতে ক্রিয়াশূন্য হয়ে পড়ে সাধক তন্ময় হয়ে সমাধিলাভ করেন। মন বুদ্ধি না থাকায় কাম আর আসতে পারে না কাজেই জ্ঞানের বিকাশ হয়, জ্ঞানলাভ হলেই জ্ঞাননিষ্ঠাজনিত মুক্তি অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ হয়। আর যে সাধক আজ্ঞায় স্থিতি লাভ করতে পারেন না তাঁকে কামের হাতে পড়তে হয়, বাঁধা পড়তে হয় উঠে যেতে পারে না।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখংবশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥১৩॥

অন্বয়—বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্তাত্মদর্শী সর্ব্বকর্ম্মাণি নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিষিদ্ধঞ্চ ইতি সর্ব্বানি মনসা বিবেকবুদ্ধ্যা কর্ম্মাদৌ অকর্ম্ম সন্দর্শনেন সন্নস্য পরিত্যজ্য নবদ্বারে পুরে দ্বেশ্রোত্রে দ্বেচক্ষুষী দ্বেনাসিকে মুখঞ্চ ইতি সপ্ত অধোগতেদ্বেপায়ূপস্থরূপে দ্বে ইত্যেবং নবদ্বারানি যস্মিন পুরে পুরবৎ অহন্তাববর্জিতে দেহে নৈব কুর্ব্বন স্বয়ং ন কারয়ণ নচ কার্য্য কারণানি ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়ন্ সুখং ত্যক্ত্বা বাঙমনকায়চেষ্টো নিরায়াসঃ প্রসন্নচিত্তঃ আত্মনোহন্যত্র বিবৃত্তিবাহ্য সর্ব্ব প্রয়োজনঃ ইতি সুখং আস্তে ইত্যুচ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—জিতেন্দ্রিয় আত্মদর্শী সন্ন্যাসীর বিবেকবুদ্ধি জন্মায়, তিনি কর্ম্মতে অকর্ম্ম দেখেন তাই নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য প্রতিষিদ্ধ সকল কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে দুইকর্ণ দুইচক্ষু দুই নাসিকা মুখ পায়ু ও উপস্থ এই নবরন্ধ্র বিশিষ্ট দেহে নবদ্বার বিশিষ্ট পুরের ন্যায় সুখে বাস করেন। তিনি কোন কর্ম্ম স্বয়ং করেন না কোন কর্ম্মের প্রবর্ত্তকও হয়েন না।

যৌগিক—সাধকের পূর্ব্বে যুক্তাবস্থার কথা বলা গেছে, তার পরই তাঁর বশী অবস্থা আসে, যে অবস্থায় প্রকৃতি বশীভূত হ'য়ে যান। কপিলদেব সাংখ্যযোগে ব'লেচেন যে এই অবস্থায় প্রকৃতি কুলবধূর ন্যায় সাধকের হিতকারিণী হ'য়ে আত্মস্বরূপ দেখিয়ে দেন। তখন তিনি স্বয়ং দ্রষ্টা হ'য়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলোর উৎপত্তি স্থিতি ও পরিবর্ত্তনের সূক্ষ্ম কারণ দেখে ফ্যালেন ও সংযমী হ'য়ে পড়েন। তখন অন্নময় প্রাণময় কোষত ভেদ হ'য়ে যায়ই মনবুদ্ধি না থাকায় মনোময় বিজ্ঞানময় কোষও ভেদ হ'য়ে যায় আনন্দময় কোষে অবস্থান হয়। তখন দেহের যে নয়টি ছিদ্র আছে, তা দিয়েই আমরা বহির্ব্বিষয়ে গিয়ে পড়ি, সেই ছিদ্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যায়, সুতরাং বাইরের বিষয়ের সম্বন্ধ একবারে ঘুচে যায় কাজেই ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি লোপ পাওয়ায় সব কাজই বন্ধ হ'য়ে সাধক আত্মারাম হয়ে যান।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মা.　　　　　সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥

অন্বয়—প্রভুঃ আত্মা লোকস্য বর্ত্তমানস্য জনস্য কর্ত্তৃত্বং স্বতঃ কুরু ইতি ন সৃজতি উৎপাদয়তি কর্ম্মানি ইপ্সিততমানি রথঘটপ্রাসাদাদীনি ন সৃজতি উৎপাদয়তি নাপি রথাদি কৃতবতঃ তৎফলেন সংযোগং কর্ম্মফল সংযোগং সৃজতি। যদি কিঞ্চিদপি স্বতোন করোতি ন কারয়তি চ দেহী কস্তর্হি কুর্ব্বন্ কারয়ংশ্চ প্রবর্ত্ততে? তু কিন্তু স্বভাবঃ স্বোভাবঃ অবিদ্যা লক্ষণা প্রকৃতি মায়া প্রবর্ত্ততে।

বঙ্গানুবাদ—আত্মা স্বয়ং কর্ম্মের উৎপাদকও নহেন প্রবর্ত্তকও নহেন। তিনি ফল দানও করেন না ফল ভাগীও হয়েন না। অবিদ্যারূপ মায়াই প্রবর্ত্তিত হ'য়ে থাকেন। তিনিই ক্রিয়াশক্তির মূল আত্মার সঙ্গে কর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

যৌগিক—বশীভাবের পর সাধকের প্রভুভাব আসে। এই আনন্দময় কোষের দুটোভাগ নীচের অবস্থায় অহঙ্কার তত্ত্ব আর উপরে চিত্ততত্ব। বশী অবস্থায় অহঙ্কার তত্ত্বে থাকেন অহং কর্ত্তৃত্ব লোপ পায় না। তার পরেই অহঙকর্ত্তৃত্ব ঘুচে যায় কেবল চিত্তবৃত্তির চিন্তন থাকে। যতক্ষণ অহংকার থাকে ততক্ষণ সাধকের আত্মভাব প্রকৃতির অধীনতা পূর্ণত্যাগ কর্ত্তে পারে না। ততক্ষণ শবরূপে পড়ে থাকেন বক্ষে কালী নৃত্য করেন। তবে দেখেন যে ঐ প্রকৃতিই সব করেন তিনি বা তাঁর চৈতন্য শবের ন্যায় নিষ্ক্রিয়। যখন আবার আত্মা ঈশ্বর ভাবে প্রভু হয়েন তখন প্রকৃতি তাঁর অধীন। সেই সময়েই "জননী রমণী, রমণী জননী" এই ভাবটি মনে আইসে।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫॥

অন্বয়—বিভুঃ ঈশ্বরঃ [illegible] ়াঽপি পাপং সুকৃতং পুণ্যঞ্চ ন আদত্তে ন গৃহ্ণাতি। কিমর্থং [illegible]ভক্তৈঃ পূজাদি লক্ষণং যাগদান হোমাদিকং চ সুকৃতং প্রযুজ্যত ইতি? অজ্ঞানেন আবরণবিক্ষেপ শক্তিমতা মায়াখ্যেন জ্ঞানং বিবেকবিজ্ঞানং আবৃতং তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি করোমি কারয়ামি ভোক্ষে ভোজয়ামি ইত্যেবং মোহং গচ্ছন্তি।

বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ শ্রুতিতে আছে ঈশ্বর যাকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন তাকে পুণ্যকার্য্যে প্রবৃত্তি দেন্, আর যাকে নরকে নিয়ে যাবেন তাকে পাপে প্রবৃত্ত করেন। এই সন্দেহ নিরাসনের জন্য বল্লেন যে তিনি পাপপুণ্য করানও না ফলও দেন না। তবে জীব মায়ার আবরণী বিক্ষেপনী শক্তির অধীনে মুগ্ধ থাকায় আত্মস্বরূপ দেখতে পায় না। ঐ যে শ্রুতির ঈশ্বর তাও প্রকৃতিকে লক্ষ্য ক'রে বলেচেন।

যৌগিক—এই প্রভু অবস্থার পরই বিভু অবস্থা আসে, তখন গুণাতীত অবস্থা আসে। এই অবস্থায় আনন্দময় কোষ ভেদ হ'য়ে অব্যক্তে মিশে যেতে যাচ্চেন, অথচ সম্পূর্ণ মেশেননি এই অবস্থা "শিবোঽহং শিবোঽহং" অবস্থা তখন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিছুই থাকে না। তার পরই আর অব্যক্তে মিশে গেলে জ্ঞানের লোপ হ'য়ে যার, তখন কিছুই বুঝতেও পারা যায় না বোঝাতেও পারা যায় না। ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলো সব মোহ প্রাপ্ত হ'য়ে জড়ীভূত হ'য়ে যায়। একেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। মৃত্যুর সঙ্গে এ অবস্থার কোন পার্থক্য নাই। কেবল মৃত্যু হ'লে দেহ নাশ হয় আর সমাধিতে দেহ থাকে নিরাবলম্বন অবস্থা হয়।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিত মাত্মনঃ।
তেষামাদিত্য বজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং ॥১৬॥

অন্বয়—তু কিন্তু যেষাং ম্নেঃ জ্ঞানেন আত্মবিষয়েন বিবেক জ্ঞানেন তদজ্ঞানং আবর ...শক্তিযুক্তং মায়াখ্যং নাশিতং বিনষ্টং জাতং তেষাং আদিত্য বজ্‌জ্ঞানং যথাদিত্যঃ সমস্তং রূপজাত মবভাসয়তি তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ বস্তু সর্ব্বং তৎপরং পরমার্থতত্ত্বং প্রকাশয়তি।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু যাঁদের আত্মজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হ'য়েছে তাঁদের সর্ব্ব প্রকাশক আদিত্যের মত জ্ঞান সমস্ত জ্ঞেয় ও পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশ করেন।

যৌগিক—এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ভঙ্গ হ'লে সেই অব্যক্তাবস্থায় যে অজ্ঞানতা আসে তা চলে গেলে জ্ঞানের পূর্ণজ্যোতি সমস্ত জ্ঞেয় প্রকাশ ক'রে দেয়, সাধক তখন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সবই জানতে পারেন পরমার্থতত্ত্ব তাঁর অধিগত হয়।

তদ্বুদ্ধয় স্তদাত্মান স্তন্নিষ্ঠা স্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্য পুনরাবৃত্তিং জ্ঞান নির্ধূত কল্মষাঃ ॥১৭॥

অন্বয়—তদ্বুদ্ধয়ঃ তস্মিন গতা বুদ্ধির্যেষাং-তে তদাত্মানঃ তদেব পরং ব্রহ্ম আত্মাযেষাং-তে তন্নিষ্ঠা তস্মিন ব্রহ্মনি সর্ব্বানি কর্ম্মানি সংন্যস্য অবস্থানং যেষাং-তে তৎপরায়ণাঃ তদেব পরময়নং পরাগতি যেষাং-তে কেবলাত্মরতয়ঃ ইত্যর্থা জ্যানর্নিধূতকল্মষাঃ যথোক্তেন জ্ঞানেন নির্দ্ধূতো নিবৃত্তো নাশিতঃ কল্মষঃ পাপাদি সংসার কারণ দোষং যেষাং-তে যতয়ঃ অপুনরাবৃত্তিং পুনর্দ্দেহ সম্বন্ধং ন গচ্ছন্তি ন গৃহ্নন্তি।

বঙ্গানুবাদ—সেই পরমার্থতত্ত্ববিদ্‌গণের বুদ্ধি ব্রহ্মের দিকেই ধাবিতা হয় ব্রহ্মেই তাঁহাদের আত্মজ্ঞান, অজ্ঞানীদের দেহাদিতে আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মেই তাঁহাদের নিষ্ঠা অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক অবস্থিতি হয়,

ব্রহ্মই তাঁহাদের পরমাগতি ... তাঁহাদের পাপাদি সংসার দোষ নষ্ট হওয়ায়, পুনরায় দেহধারণ ... হয় না।

যৌগিক—সে সময় সেই সাধক জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন তাঁর তখন সবই ব্রহ্ম বোধ হয় তাঁর বুদ্ধি ব্রহ্ম ছাড়া অন্য বস্তুর অবধারণ করে না, দেহাদিতে আত্মবোধ লোপ পায় ব্রহ্মেই সর্ব্বদা স্থিতি হয় ও ব্রহ্মেই গতি হয়। তাঁর দেহ নাশে বিদেহ মুক্তি হয়।

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮॥

অন্বয়—বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে বিদ্যা চ আত্মনোবোধঃ বিনয়শ্চ উপশমশ্চ তাভ্যাং সম্পন্নঃ বিদ্বান বিনীতশ্চ যো ব্রাহ্মণঃ তস্মিন্ গবি হস্তিনি শুনি শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে উত্তম সংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে মধ্যমায়াং চ রাজস্যাং গবি সংস্কারহীনায়াং অত্যন্ত মেব কেবলে তামসে হস্ত্যাদৌচ। সত্ত্বাদিগুণৈ শুদ্ধৈশ্চ সংস্কারৈ স্তথা রাজসৈ স্তথা তামসৈশ্চ সংস্কারৈ রত্যন্তমেব অদৃষ্টং সমমেকমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং-তে সমদর্শিনঃ পণ্ডিতাঃ।

বঙ্গানুবাদ—যেমন গঙ্গাজলে পুকুরের জলে মদ্যে মূত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যে কোন দোষ স্পর্শ করে না, সেই রকম যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁরা ব্রহ্মবিদ্যাযুক্ত নিরহঙ্কার পূর্ণ সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ব্রাহ্মণে, সংস্কারবিহীন রজোগুণ-সম্পন্ন গরুতে তমোগুণযুক্ত হস্তীতে, অপবিত্রতম সংস্কারযুক্ত কুক্কুরে বা চণ্ডালে সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শন করেন, সুতরাং কোন তারতম্য দেখেন না।

যৌগিক—যাঁর সব জায়গায় সব জিনিষে ব্রহ্ম উদ্ভাসিত হ'য়েছে তিনি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু দেখেন না সুতরাং সবই যখন ব্রহ্ম,

তখন ব্রাহ্মণই হোক্ আর গরুই হোক্ আর কুকুরই হোক্ আর হাতীই হোক সবই সম।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যেস্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতা ॥১৯॥

অন্বয়—যেষাং পণ্ডিতানাং মনঃ অন্তঃকরণং সাম্যে সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মণি সমভাবে স্থিতং নিশ্চলীভূতং ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ সমদর্শিভিঃ সর্গো জন্ম জিতঃ বশীকৃতঃ। হি যস্মাৎ ব্রহ্ম নির্দ্দোষং যদ্যপি দোষবৎসু শ্বপাকাদিষু মূঢ়ৈস্তদ্দোষৈ দোষবদিব বিভাব্যতে তথাপি তদ্দোষৈরস্পৃষ্টং দোষবর্জ্জিতং অতঃ সমং নিত্যং একং তস্মাৎ তে সমদর্শিনঃ দ্রষ্টারঃ ব্রহ্মণি সর্ব্বগুণদোষ সম্বন্ধবর্জিতে স্থিতা যুক্তাঃ।

বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের অন্তঃকরণে গুণদোষ অনুসারে ভেদ জ্ঞান শূন্য সাম্যভাবাপন্ন বলে তাঁদের আর জন্ম হয় না, মূঢ়েরাই চণ্ডালাদিতে যে দোষ আর ব্রাহ্মণাদিতে যে গুণ আছে তা দেখেন এবং তদনুসারে প্রিয়াপ্রিয় বিবেচনা করেন কিন্তু ব্রহ্ম দোষ গুণ সম্বন্ধ বর্জ্জিত বলে এবং অদ্বিতীয় এক বলে সমদর্শিরা ব্রহ্মতেই যুক্ত থাকেন।

যৌগিক—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আর মৃত্যুতে এক রকমই অবস্থা আসে তবে সমাধিতে জীয়ন্তে মরা হতে হয়। মরে গেলে যেমন দেহাভিমান ঘুচে যায় সমাধি হলেও দেহাভিমান ঘুচে যায়। কিন্তু সমাধি হবার কালে মন যদি চৈতন্যে লয় পায় তা হলেই নির্দ্দোষ হলো। যদি বিষয় নিয়ে লয় হয় তা হলে সমাধি ভঙ্গের পর আবার বিষয়ের ঢেউ আসে, তাকে সুখ ও দুঃখের মাঝে নিয়ে যায় তার বন্ধন কাটে না, কিন্তু নির্দ্দোষ সমতা যিনি লাভ করতে পারেন তাঁর আর জন্ম বন্ধন হয় না। সেইজন্য জ্ঞানী সাধক সর্ব্বদা ব্রহ্মেই থাকেন।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং[illegible] বিজেৎ প্রাপ্য চা প্রিয়ং
স্থির বুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মা ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥

অন্বয়—যস্মাৎ ব্রহ্ম নির্দ্দোষং সমং [illegible] প্রিয়ং ইষ্টং প্রাপ্য লব্ধা ন প্রহৃষ্যেৎ হর্ষং ন কুর্য্যাৎ অপ্রিয়ং চ অনিষ্টং অনভিলষিতং চ প্রাপ্য লব্ধা ন উদ্বিজেৎ ন বিষীদেত। দেহমাত্র দর্শিনাং হি প্রিয়াপ্রিয় প্রাপ্তী হর্ষ বিষাদৌ কুর্ব্বাতে। ন কেবলাত্মদর্শিনঃ তস্য প্রিয়াপ্রিয় প্রাপ্ত্য সম্ভবাৎ। কিন্তু সর্ব্বভূতেষু একঃ সমোনির্দ্দোষঃ আত্মা ইতি স্থিরা নির্ব্বিচিকিৎসা বুদ্ধির্যস্য স এবম্ভূতঃ স্থির বুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ সংমোহ বর্জ্জিতঃ ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মজ্ঞানী আত্মজ্ঞপূরুষঃ ব্রহ্মণি সমে ব্রহ্মেস্থিতঃ জীবন্মুক্তঃ।

বঙ্গানুবাদ—যখন ব্রহ্ম এক ও দোষগুণাদি সম্বন্ধ বিহীন তখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেচেন যিনি তাঁর দেহ মাত্র দর্শীর মত ইষ্টানিষ্ট বোধ থাকে না সুতরাং তাঁর ইষ্টলাভেও হর্ষ নাই অনিষ্ট প্রাপ্তিতেও বিষাদ নাই। তাঁর নির্দ্দোষ আত্মায় বুদ্ধি স্থির হয়ে গেছে, সকল মোহ কেটেগেছে ব্রহ্মের সম্যক জ্ঞানলাভ করে ব্রহ্মেতেই থাকেন।

যৌগিক—সেই রকম সমত্ব ভাবাপন্ন যোগী জ্ঞান সমাসীন হ'য়ে সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' হ'য়ে যাওয়ায় হর্ষ বা বিষাদের কোন বস্তুই তাঁর চিত্তে বিকার আন্‌তে পারে না, কারণ তাঁর বুদ্ধি ব্রহ্মের অববোধে শান্ত হ'য়ে যায় কোন রকম মোহ আস্‌তে পারে না।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং।
স ব্রহ্ম যোগ যুক্তাত্মা সুখমক্ষয় মশ্নুতে ॥২১॥

অন্বয়—বাহ্যস্পর্শেষু বাহ্যাশ্চ তে স্পর্শাশ্চ ইতি শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ তেষু

অসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ ( )ৎ উপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং বিন্দতি লভতে। স ব্রহ্ম( )খা অক্ষয়ং নিত্যং সুখং অশ্নুতে লভতে। আত্মন্যক্ষয় সুখার্থী বাহ্য বিষয় প্রীতেঃ ক্ষণিকায়াঃ ইন্দ্রিয়ানি নিবর্ত্তয়েৎ।

অনুবাদ—শব্দাদি বিষয় ভোগজনিত যে ক্ষণিক সুখ হয় তাতে যাঁর চিত্ত আসক্ত নয় তিনি আত্মাতে যে সাত্ত্বিক সুখভোগ করেন। ব্রহ্মে সমাধিযুক্ত হলে সেই সুখ অক্ষয় হয়।

যৌগিক—ক্রিয়া ক'রতে গেলে ইন্দ্রিয় সব আত্মমুখী হ'য়ে যায় তখন বাহিরের বিষয় আর ভাল লাগে না ভেতোরে আত্মার স্পর্শ-জনিত একটা সুখ হয়। তারপর যখন ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির ক্রিয়া ঘুচে গিয়ে আত্মাতে মিশে তন্ময় হ'য়ে যেতে হয়, তখনও অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতেও আনন্দলাভ হ'তে থাকে যখন আবার ব্রহ্ম চৈতন্যে ফুরয়ে গিয়ে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তখন ব্রহ্মানন্দে বিভোর হ'য়ে যেতে হয় সে আনন্দের আর শেষ হয় না।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ যোনয়ঃ এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২॥

অন্বয়—যে হি যস্মাৎ সংস্পর্শজা বিষয়েন্দ্রিয় সংস্পর্শেভ্যঃ জাতা ভোগাঃ ভুক্তয়ো তে এব দুঃখযোনয়ঃ অবিদ্যাকৃতত্বাৎ দৃশ্যন্তেহাধ্যাত্মিকাদীনি দুঃখানি তন্নিমিত্তানি এব। যথা ইহলোকে তথা পরলোকেঽপি গম্যতে এব শব্দাৎ। ন সংসারে সুখস্যগন্ধমাত্রমপি অস্তি ইতি বুদ্ধ্যা বিষয় মৃগতৃষ্ণিকায়া ইন্দ্রিয়ানি নিবর্ত্তয়েৎ, ন কেবলং দুঃখযোনয়ঃ আদ্যন্তবন্তশ্চ আদি বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগো ভোগানাম। অন্তশ্চ তদ্বিয়োগ এব অত আদ্যন্তবন্তঃ অনিত্যা। মধ্যক্ষণ-ভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। হে কৌন্তেয়

অর্জ্জুন, বুধঃ বিবেকাবগত[illegible] [illegible]ষু ভোগেষু ন রমতে। অত্যন্তমূঢ়ানামেব বিষয়েষু রতি[illegible] পশু প্রভৃতীনাং;

বঙ্গানুবাদ—ঐ যে ভোগসুখ [illegible]য়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় বলে ইহা দুঃখই উৎপন্ন ক[illegible] কারণ তার প্রাপ্তির জন্য বিষম চেষ্টা অপ্রাপ্তি বা নাশে দারুণ ম[illegible]োকষ্ট। আবার অনিত্য ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং যাঁরা পরমার্থতত্ত্ব অবগত হয়েছেন তাঁরা এই সকল ভোগে অনুরক্ত হয়েন না।

যৌগিক—কিন্তু যাঁরা বিষয় ভোগজনিত সুখে মেতে থাকেন তাঁদের সুখলাভের আশায় দুঃখ ভোগই হয়। কারণ ভোগ কর্ত্তে গেলে পিপাসা বেড়েই যায় কখনই শান্তিলাভ হয় না কারণ বিষয়ী কখনও নিজের বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট বা সুখী থাকৃতে পারে না। আবার যারা অতিরিক্ত ভোগের দ্বারা পিপাসা শান্তি করতে যায় তারা রোগ ও জরা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দুঃখই ভোগ করে সুতরাং যাঁরা বিবেকী তাঁরা কখনও বিষয়সুখে রতি করেন না।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সযুক্তঃ স সুখী নর ॥২৩॥

অন্বয়—ই হৈব জীবন্নেব যঃ শরীর বিমোক্ষণাৎ প্রাক্ আমরনাদ্পূর্ব্বং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং ইন্দ্রিয় গোচরপ্রাপ্তে ইষ্টে বিষয়ে শ্রুয়মানে স্মর্য্যমানে চ অনুভূতে সুখহেতৌ যা গৃধিঃ তৃষ্ণা সকামঃ আত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখ হেতুষু দৃশ্যমানেষু শ্রুয়মানেষু স্মর্য্যমানেষু বা যো দ্বেষঃ স ক্রোধঃ তৌ কামক্রোধৌ উদ্ভব যস্য বেগস্য স রোমাঞ্চন হৃষ্টনেত্রবদনাদি লিঙ্গো অন্তঃকরণ প্রক্ষোভরূপঃ কামোদ্ভবঃ বেগঃ গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গ ক্রোধোদ্ভবোবেগস্তং সোঢ়ুং সহিতুং শক্নোতি সমর্থঃ স যুক্তঃ যোগী স এব সুখী স এব নরঃ মনুষ্যপদ বাচ্যঃ।

বঙ্গানুবাদ—যিনি ইহজ ...তেই মরণের পূর্ব্বে কাম ও ক্রোধজনিত মনোবেগ সহ্য ক... ...তিনিই যোগী তিনিই সুখী ও মনুষ্যপদ বাচ্য।

যৌগিক—মূলাধার থেকে বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত পাঁচটী চক্র—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দেরস্থান এই পঞ্চ চক্রে। ক্রিয়া করতে করতে ঐ বিষয়গুলি কামের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে সাধককে আক্রমণ করে সাধক তখন বাইরের বিষয়ে মনোযোগী হয়ে পড়েন আবার সেই বিষয় প্রাপ্তির ব্যাঘাতকারী ভাবগুলোর উপরও ক্রোধ করেন। তা হলেই আত্মমুখী বৃত্তি থেকে ভ্রষ্ট হ'ন। কিন্তু যে সাধক ঐ সময়ে বিবেক বৈরাগ্যের সাহায্যে কাম থেকে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন, আজ্ঞা উত্তীর্ণ হ'লে শরীরে যে অহংভাব দূর হয় সেই অবস্থার পূর্ব্বেই যাঁকে কামে বিচলিত কর্ত্তে পারে না তিনিই যোগলাভ করেন ও পরমসুখলাভ ক'রে প্রকৃত মনুষ্য জন্মের সার্থকতা করেন।

যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারাম স্তথান্ত র্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধি গচ্ছতি ॥২৪॥

অন্বয়—আত্মনি সুখং যস্য স অন্তসুখং অন্তঃ আত্মনি এব আরামং আক্রীড়া যস্যস অন্তরারাম তথৈব অন্তঃ আত্মৈব জ্যোতিঃ প্রকাশঃ যস্য সঃ অন্তজ্যোতিঃ এব। যঃ ঈদৃশঃ স যোগী ব্রহ্মভূতঃ সন্ ইহ-জীবন্নেব ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং অধিগচ্ছতি লভতে।

বঙ্গানুবাদ—যাঁর বাহ্যবিষয়ে সুখ না হইয়া আত্মাতে সুখ হয়, স্বরূপানুভূতিতে সুখী হয়েন, বাহ্যবিষয় ভুলে আত্মা নিয়েই যিনি আরাম পান বহির্দ্দিকে না তাকিয়ে যিনি সতত আত্মজ্যোতি নিরীক্ষণ

করেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হ'য়ে ... তিনি এই জীবনে বেঁচে থেকেই মোক্ষলাভ করেন।

যৌগিক—পূর্ব্বে যে অবস্থার কথা বলা গেল অর্থাৎ আজ্ঞা ভেদ করে শরীরে অহং জ্ঞান ত্যাগ করার কথা বলা হলো সেই অবস্থা পেতে হলে প্রথম কূটের মধ্যে ঢুকে চিৎস্বরূপকে দর্শন কল্লেই এক রকম সুখের অনুভূতি হয় পরে সেই চিৎএ স্থিতিলাভ কল্লেই আরাম হয়। তারপর চিৎজ্যোতির সাহায্য চিত্তে যে সব সামান্য ভাবও উঠে তাকে নাশকরা হয় ও ক্রমে চিত্তক্ষেত্র পার হ'য়ে যেতে পাল্লেই অব্যক্তে ও পরম ব্রহ্মে মিশে এক হয়ে গেলেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হলো তখন বেঁচে থেকেও মোক্ষলাভ হয়।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃষয়ঃ ক্ষীণ কল্মষাঃ।
ছিন্ন দ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ ॥২৫॥

অন্বয়—ক্ষীণকল্মষাঃ ক্ষীণপাপাদিদোষাঃ ঋষয়ঃ সমদর্শিনঃ সন্ন্যাসিনঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ ছিন্নসংশয়াঃ যতাত্মানঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং আনুকূল্যেরতাঃ অহিংসকাঃ সন্তঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে প্রাপ্নুবন্তি।

বঙ্গানুবাদ—সেই সমস্ত সন্ন্যাসীগণ পাপশূন্য ও সংশয়শূন্য হয়েন তাঁহাদের ইন্দ্রিয়জিত হয় তাঁহারা সকল জীবের মঙ্গলে রত হয়েন এবং পরিশেষে মোক্ষলাভ করেন।

যৌগিক—যাঁরা ভগবানকে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করতঃ ঋষি হয়েছেন তাঁদের সর্ব্বদা ব্রহ্মে অবস্থান হয় বলে কোনরূপ সংশয় নাই তাঁর ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে মন না থাকায় লয় বিক্ষেপশূন্য অবস্থা পেয়ে সংযমী জিতেন্দ্রিয়, সবই ব্রহ্ম বোধ হওয়ায় কোন জীবের প্রতি তাঁর হিংসা

জন্মায় না সকলকেই আ' ...ই অবস্থা সকল পেয়েই তাঁরা মোক্ষ লাভ করেন।

কামক্রোধ বিযুক্তানাং যতীনাং যত চেতসাং।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং ॥২৬॥

অন্বয়—কামক্রোধবিযুক্তানাং কামশ্চ ক্রোধশ্চ তাভ্যাং বিযুক্তানাং উন্মূলিত কামক্রোধবেগানাং যতচেতসাং সংযতান্তঃকরণানাং যতীনাং সংন্যাসিনাং বিদিতাত্মনাং আত্মজ্ঞানবতাং অভিতঃ উভয়তঃ জীবতাং মৃতানাঞ্চ ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষঃ বর্ত্ততে হস্তস্থমিব।

বঙ্গানুবাদ—যাঁর হৃদয়ে আর কাম ক্রোধের বেগ আসে না এমন সংযতান্তকরণ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসীর জীবিত অবস্থায় ও মরণের পর উভয় কালেই মোক্ষ আছে।

যৌগিক—যাঁর সতত ব্রহ্মেতে অবস্থান জন্য বিষয় ইন্দ্রিয় সংযোগে ও কামবেগ আসে না রাগদ্বেষ পরিশূন্য অবস্থা এসেগেছে চিত্তবৃত্তি ও ব্রহ্মছাড়া যায় না পূর্ণ সংযত হয়েছে এবং আত্মজ্ঞানে আত্মহারা এমন সন্ন্যাসী বেঁচে থাকলেও মুক্ত দেহত্যাগে.. পরও আর জন্ম হয় না।

স্পর্শান কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিনৌ ॥২৭॥
যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষ পরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮॥

অন্বয়—ইদানীং ধ্যানযোগং সম্যগ্‌দর্শনস্যান্তরঙ্গং বিস্তরেণ বক্ষ্যামীতি তস্য সূত্রস্থানীয়ান্‌ শ্লোকানুপদিশতি স্ম ভগবান বাসুদেবঃ। স্পর্শান্‌ শ্রোত্রাদিদ্বারেন অন্তর্বুদ্ধৌ প্রবেশিতান্‌ শব্দাদি বিষয়ান্‌ বহিঃ কৃত্বা

তান চিন্তয়তঃ বাহ্যান বহির্ ... ত্বানেবং বহিঃ কৃত্বা চক্ষুশ্চ ভ্রুবোঃ অন্তরে কৃত্বা অর্দ্ধনিমী... নাসাভ্যন্তরচারিনৌ উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাস রূপেণ নাসিকয়োরন্তরে ...স্তৌ প্রাণাপানৌ উর্দ্ধাধোগতি নিরোধেন সমৌকৃত্বা কুম্ভকং কৃত্বেত্যর্থঃ। যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিঃ যতানি সংযতানি ইন্দ্রিয়ানি মনোবুদ্ধিশ্চ যস্য সঃ মুনিঃ মননাৎ মুনিঃ মননশীলঃ সন্ন্যাসী মোক্ষপরায়ণং মোক্ষং এব পরং অয়নং প্রাপ্যং যস্য সঃ বিগতেচ্ছা ভয় ক্রোধঃ বিগতা ইচ্ছা চ ভয়ং চ ক্রোধশ্চ যস্মাৎ সঃ যঃ এবং বর্ত্ততেস সদামুক্তঃ। ন তস্য মোক্ষাদন্যঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি।

বঙ্গানুবাদ—শব্দাদি বিষয় যাতে মনে প্রবেশ করতে না পায় সেইরূপে তাহাদের বিষয় চিন্তা না করে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি স্থির করে প্রাণ ও অপান বায়ুর উর্দ্ধাধোগমন নিরোধ করে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযত করে মোক্ষপরায়ণ মননশীল সন্ন্যাসীর ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ অপগত হলে তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত। তাঁর মুক্তিলাভের জন্য অন্য কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না॥

যৌগিক—কর্ম্মযোগে মোক্ষলাভ করতে হলে যে ধ্যানযোগ করতে হয় তাই এখানে বলেছেন। ক্রিয়া করবার সময় বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ কল্লেই বিষয়গুলো আর অন্তরে প্রবেশ কর্ত্তে পারে না। তারপর দৃষ্টি ভ্রূ মধ্যে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করে রাখতে পাল্লেই ক্রমে প্রাণায়ামের শ্বাস সূক্ষ্ম হয়ে আসে তখন ইচ্ছা মন ও বুদ্ধি সংযত হয়ে যায়। খেচরী সাধন কল্লে ইচ্ছার নাশ হয় কাজেই মন বুদ্ধিও উপে যায় আত্মমুখী হয় শ্বাসত না থাকার গোচ হয় সেই অবস্থায় মনন করতে পাল্লেই ব্রহ্মে থাকা হয় তখন তার ভয়ও থাকে না অন্য প্রাপ্য অভিলাষও থাকে না কেবল মোক্ষই প্রাপ্য বলে ঠিক হয়ে যায়। প্রাপ্য না থাকলে তার অপ্রাপ্তিতেই ত ক্রোধ হবে তা আর হতে পার না। সুতরাং এই রকম সন্ন্যাসী মুক্ত হয়েই আছেন।

ভোক্তারং যজ্ঞত চ মহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং র্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯॥

অন্বয়—নন্বেবমিন্দ্রিয়াদি ।ংযমেন কথং মুক্তিঃ স্যাৎ? ন তাবন্মাত্রেন কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণ ইত্যা২ যজ্ঞানাং তপসাং চ কর্ত্তৃরূপেণ চ ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং সুহৃদং প্রত্যুপকার নিরপেক্ষতয়া উপকারিণং সর্ব্বভূতানাং হৃদয়েশয়ং সর্ব্বকর্ম্মফলাধ্যক্ষং সর্ব্বপ্রত্যয় সাক্ষিণং মাং নারায়ণং জ্ঞাত্বা শান্তিং সর্ব্বসংসারো পরতিং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—শুধু ইন্দ্রিয়াদি দমনের দ্বারাই মোক্ষ হয় না জ্ঞান চাই তাই বলেছেন এইরূপ অবস্থায় সাধক যখন জান্‌তে পারেন যে যজ্ঞ তপস্যাদি যা কিছু করা হয় সকলেরই ভোক্তা কর্ত্তা আমি, সমস্ত লোকের মহেশ্বরও আমি সকল জীবের সুহৃদও আমি, তখন আমার সেই সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ স্বরূপকে জান্‌তে পেরে মোক্ষলাভ করে।

যৌগিক—শুধু ক্রিয়া করে গেলে মুক্তিলাভ হয় না যখন সাধক ঐ পূর্ব্বশ্লোকের অবস্থা পেলেন তখন তিনি যদি একটু বিচার বুদ্ধি দ্বারা দেখেন যে এই যে তিনি প্রাণ-যজ্ঞ কল্লেন ও ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ভোগ থেকে বিরত করে তপস্যা কল্লেন এর ফল স্বরূপই আমি আর ভূরাদি সমস্ত লোকের ঈশ্বরই আমি সমস্ত জীবে আমিই আছি তাদের সকল কার্য্যই আমিরই সান্নিধ্য বশতঃ হ'য়ে যায় এইরূপে সেই আমি জ্ঞান পাকা হ'য়ে গেলেই জ্ঞানলাভ হ'লো সেই জ্ঞান লাভেই মুক্তি।

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কর্ম্মসন্ন্যাস যোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাদ।

অনাশ্রিত কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্মকরোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিঃ ন চাক্রিয়ঃ ॥১॥

অন্বয়—অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে ধ্যানযোগস্য সমগ্দর্শনং প্রত্যন্তরঙ্গস্য সূত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ "স্পর্শান্‌কৃত্বা বহিঃ" ইত্যাদয়ঃ উপদিষ্টা স্তেষাং বৃত্তি স্থানীয়োঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ আরভ্যতে অত্র ধ্যানযোগস্য বহিরঙ্গং কর্ম্ম ইতি যাবদ্ধ্যানযোগারোহণাসমর্থ স্তাবৎগৃহস্থেনাধিকৃতেন কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি অতস্তং স্তৌতি অনাশ্রিত ইতি। কর্ম্মফলং কর্ম্মণঃ অনাশ্রিতঃ সন্ ফলতৃষ্ণারহিতঃ সন্ যোহিকর্ম্মফলে তৃষ্ণাবান স কর্ম্মফলমাশ্রিতো ভবতি অয়ন্তু তদ্বিপরীতোঽতো অনাশ্রিত কর্ম্মফলং এবম্ভূতঃ সন্ যঃ ঈদৃশঃ কর্ম্মী কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কাম্যবিপরীতং অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম করোতি নির্ব্বর্ত্তয়তি সঃ কর্ম্ম্যন্তরেভ্যঃ বিশিষ্যতে ইত্যেবমর্থমাহ স সন্ন্যাসী চ যোগীচেতি। সন্ন্যাসঃ পরিত্যাগঃ স যস্যাস্তি স সন্ন্যাসী যোগী যোগশ্চিত্ত সমাধানং স যস্যাস্তি স যোগী চ ইত্যেবং গুণসম্পন্নোঽয়ং মন্তব্যঃ ন কেবলং নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ এব সন্ন্যাসী যোগী চ ইতি মন্তব্যঃ। নির্গতা অগ্নয়ঃ কর্ম্মাঙ্গভূতা যস্মাৎ স নিরগ্নিঃ অগ্নিসাধ্য শ্রৌত কর্ম্মত্যাগী। অক্রিয়শ্চ অনগ্নিসাধনাঃ অপবিদ্যমানাঃ ক্রিয়াস্তপোদানা দিকা যস্যাসাবক্রিয়ঃ অগ্নি নিরপেক্ষ স্মার্ত্ত কর্ম্মত্যাগী। ননু চ নিরগ্নে-রক্রিয়স্যৈব শ্রুতি স্মৃতি যোগশাস্ত্রেষু সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ প্রসিদ্ধং কথমিত সাগ্নেঃ সক্রিয়স্য সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ অপ্রসিদ্ধ মচ্যতে ইতি?

নৈষ দোষঃ কয়াচিদ্ গুণবৃ ...পাদয়িষিতত্বাৎ তৎ কথং কর্ম্মফলসঙ্কল্পসন্ন্যাসাৎ সন্ন্যাসিত্বং ... কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফল সঙ্কল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরি...াগাদ্ যোগিত্বঞ্চ।

বঙ্গানুবাদ—ভগবান বল্লেন—কর্ম্মফল আশ্রয় না করে যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন তিনি সন্ন্যাসীও যোগীও। সন্ন্যাসীরা অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্ম্মত্যাগ করেন এবং যোগীরা অগ্নি নিরপেক্ষ স্মার্ত্ত কর্ম্ম ত্যাগ করেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মী উভয়বিধ কর্ম্মফলের সঙ্কল্প ও চিত্ত বিক্ষেপের হেতু ত্যাগ করেন বলে উভয়াধিকার প্রাপ্ত।

যৌগিক—ভগবানে কর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক যাঁরা অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্ম্ম ত্যাগ করেন তাঁরা সন্ন্যাসী আর যাঁরা আত্মকর্ম্মে রত থাকায় নিত্য নৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দন শ্রাদ্ধতর্পণাদি কর্ম্ম ত্যাগ করেন তিনি যোগী। যাঁরা প্রকৃত কর্ম্মসন্ন্যাস করে বা আত্মনিরত থেকে সন্ন্যাসী বা যোগী হতে পেরেছেন তাঁরা ত মোক্ষাধিকারী হয়েছেন। শুধু গেড়ুয়া পড়ে কোন কাজ না করে থাক্‌লেইও অধিকার পাওয়া যায় না। ভগবান এখানে কর্ম্মফল সন্ন্যাসের কথা বলছেন। বাহিরের কর্ম্ম যেমন চলচে চলতে দিয়ে যিনি ভেতরে কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করেন তিনি সাজে গৃহস্থ হলেও সন্ন্যাসীর ও যোগীর অধিকার প্রাপ্ত। সাধকের যখন ব্রহ্মাকাশের ভিতর দিয়ে কোন কিছু স্পর্শ না করে প্রাণের গতি হয় পরে বিষ্ণুপদে মনলীন হয় সেই অবস্থা যাঁর নিরন্তর থাকে নেমে এসে বিষয় ভোগ হয় না তিনি যোগীও বটেন সন্ন্যাসীও বটেন।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
নহ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগীভবতিকশ্চন ॥২॥

অন্বয়—হে পাণ্ডব শ্রুতিস্মৃতিবিদঃ যং সন্ন্যাসমিতি সর্ব্বকর্ম্ম-

তৎফলত্যাগ লক্ষণং প[illegible] প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহু তং পরমার্থসন্ন্যাসং যোগং[illegible]ণং বিদ্ধি জানীহি। কর্ম্মযোগস্ত প্রবৃত্তিলক্ষণস্য তদ্বিপরীতেন নিবৃত্তি[illegible]ক্ষণেন পরমার্থ সন্ন্যাসেন কীদৃশং সামান্যমঙ্গীকৃত্য তদ্ভাব উচ্যতে? ইত্যা[illegible]শঙ্কায়া মিদমুচ্যতে অস্তি পরমার্থ সন্ন্যাসেন সাদৃশ্যং কর্ত্তৃদ্বারকং কর্ম্মযোগস্য। যোহিপরমার্থ সন্ন্যাসী সত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মসাধনতয়া সর্ব্বকর্ম্ম তৎফলবিষয়ং সংকল্পং প্রবৃত্তি হেতু কাম কারণং সন্নস্যতি। অয়মপি কর্ম্মযোগী কর্ম্মকুর্ব্বাণ এব ফলবিষয়ং সঙ্কল্পং সন্নস্যতি ইতি এতং অর্থং দর্শয়ন্নাহ হি যস্মাৎ অসন্ন্যস্ত সঙ্কল্পো অসন্ন্যস্ত অপরিত্যক্ত ফলবিষয় সঙ্কল্পো অভিসন্ধি যেনস কশ্চন কর্ম্মযোগী সমাধানবান ন ভবতি ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ফল সঙ্কল্পস্য চিত্ত বিক্ষেপ হেতুত্বাৎ। তস্মাৎ য কশ্চন কর্ম্মী সন্ন্যস্তফলসঙ্কল্পো যোগীভবেৎ স যোগী সমাধানবান ভবতি। ন বিক্ষিপ্তচিত্তোভবতি চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ ফল সঙ্কল্পস্য সন্ন্যস্তাৎ ইতি অভিপ্রায়ঃ। যোগাঙ্গত্বেন কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফল সঙ্কল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাৎ যোগিত্বঞ্চ ইতি সন্ন্যাসিত্বঞ্চ ইতি অভিপ্রেতমুচ্যতে এবং পরমার্থ সন্ন্যাস কর্ম্মযোগ কর্ত্তৃদ্বারকং সন্ন্যাস সামান্যমপেক্ষ্য যং সন্ন্যাসমিতিপ্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ইতি কর্ম্মযোগস্যস্তুত্যর্থং সন্ন্যাসিত্বং উক্তং।

বঙ্গানুবাদ—হে পাণ্ডব, যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা সমস্ত কর্ম্মের ফল বিষয় সঙ্কল্প প্রবৃত্তি হেতু কামনার কারণ সমস্তই ভগবানে সন্ন্যাস করেন, আর যাঁরা যোগী তাঁরা কর্ম্ম করেন কিন্তু কর্ম্মফলের সন্ন্যাস করেন, অতএব যে সন্ন্যাসী সেই যোগী কারণ যাঁর সঙ্কল্প সন্ন্যাস হয়নি তিনি কখনও যোগী হতে পারেন্ না।

যৌগিক—যোগ কাকে বলে সাধক শুনেছেন চিত্তে ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে যে বৃত্তির উদয় হয় সেই সমস্ত বৃত্তির নিরোধ করাকেই যোগ বলে অথবা ইন্দ্রিয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ করে যখন মনের ভেতোর

দিয়ে বৃত্তিগুলো আত্মাতে সমা... ও যোগ হয় তাহলেই সন্ন্যাস অথবা ভগবানে সকল ক... গেলেও ঐ যোগটি চাই কারণ সঙ্কল্প থাকলে যো...হওয়া যায় না সন্ন্যাসীও হওয়া যায় না। তাই বলচেন ...ফল সন্ন্যাস করতে পারলে যোগীও হওয়া যায় সন্ন্যাসীও হওয়া যায়।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্যতস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩॥

অন্বয়—যোগং আরুরুক্ষোঃ ধ্যানযোগমারোঢুমিচ্ছতঃ ধ্যানযোগেঽবস্থাতুমশক্তস্য এব মুনেঃ কর্ম্মফলসন্ন্যাসিনঃ ইত্যর্থঃ কর্ম্ম কারণং সাধনং উচ্যতে ইত্যর্থঃ। যোগারূঢ়স্য পুনঃ তস্যৈব শমঃ উপশমঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যঃ নিবৃত্তিঃ কারণং সাধনং উচ্যতে। যাবৎ যাবৎ কর্ম্মভ্যঃ উপরমতে তাবৎ তাবন্নিরায়াসস্য জিতেন্দ্রিয়স্য চিত্তং সমাধীয়তে তথাসতি স ঝটিতিযোগারূঢ়ঃ ভবতি। তথাচোক্তং ব্যাসেন নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাঽস্তিবিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ। শীলং স্থিতির্দণ্ড নিধান মার্জবং ততস্ততঃ চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ।

বঙ্গানুবাদ—যাঁরা ধ্যানযোগে থাকতে ইচ্ছুক কিন্তু এখনও ধ্যানযোগে থাকতে পারেন না। তাঁদের কর্ম্মই সাধন আর যাঁরা ধ্যানযোগে অবস্থান করিতে পেরেছেন তাঁদের সর্ব্বকর্ম্ম নিবৃত্তিই সাধন।

যৌগিক—এই শ্লোকে সাধকের দুটি অবস্থার কথা বলে দিয়েছেন। (১) আরুরুক্ষু অবস্থা ইহাতে ষট্‌চক্রের ক্রিয়া প্রাণায়ামই ইহার সাধন। প্রাণায়াম না করলে সিদ্ধিলাভ হয় না। (২) যোগারূঢ় অবস্থা তখন আজ্ঞা পার হয়ে প্রাণকর্ম্ম আপনিই ফুয়য়ে গেছে তখন শমই অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়গণকে বিক্ষেপ বিহীন করাই সাধন।

যদাহিনেন্দ্রি ... ুসজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্ককল্প ... ারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৪॥

অন্বয়—অথেদানীং কদাযোগারূঢ়ো ভবতি ইত্যাহ। যদা যস্মিন সময়ে ইন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়ানাং অর্থাঃ শব্দাদয়ঃ তেষু ন অনুসজ্জতে অনুষঙ্গং কর্ত্তব্যতাবুদ্ধিং ন করোতি তথা কর্ম্মসু নিত্যনৈমিত্তিককাম্যনিষিদ্ধাদিষু কর্ম্মসু ন অনুসজ্জতে কর্ত্তব্যতাবুদ্ধিং ন করোতি এবঞ্চ সর্ব্বসঙ্কল্প সন্ন্যাসী সর্ব্বান্ সঙ্কল্পান্ ইহামুত্রার্থকামহেতূন্ সন্ন্যসিতুং শীলমস্য তদা তস্মিন্নেব কালে যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগঃ উচ্যতে কথ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—যখন সাধক ইন্দ্রিয়ার্থ রূপরসসাদিতে আসক্ত না হওয়ায় এবং নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য প্রতিষিদ্ধ সর্ব্ববিধ কর্ম্মে আসক্তি না হওয়ায় সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন তখনই তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলে।

যৌগিক—প্রথম ইন্দ্রিয় বিষয় সংযোগ ত্যাগ করে প্রাণে মন দিয়া কর্ম্ম করতে হয় পরে আর প্রাণে মন দেওয়া কর্ম্ম ত্যাগ করে মনে মন দিয়া কর্ম্ম করতে হয় তাহলেই সর্ব্বেতে অর্থাৎ বিষয়েতে যে কামনা তাহা ত্যাগ হয়ে যোগারূঢ় অবস্থা আসে।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈবরিপুরাত্মনঃ ॥৫॥

অন্বয়—আত্মনা বিবেকযুক্তেনমনসা আত্মানং সংসার সাগরে নিগগ্ন চিত্তং উদ্ধরেৎ উৎ উর্দ্ধং হরেৎ যোগারূঢ়তামাপাদয়েৎ। আত্মানং ন অবসাদয়েৎ নাধোনয়েৎ নাধোগময়েৎ। হি যস্মাৎ আত্মা এব আত্মনোবন্ধুঃ নহ্যন্যঃ কশ্চিদ্বন্ধুঃ সংসারমুক্তয়ে ভবতি আত্মা এব আত্মনো রিপুঃ শত্রুঃ যোহন্যোপকারী বাহ্যঃ শত্রুঃ সোহপি আত্মনিযুক্ত এব ইতি যুক্ত মবধারণং আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

বঙ্গানুবাদ—আত্মাদ্বারাই ... ত হয় অর্থাৎ বিবেকযুক্ত মনে সংসার নিমগ্ন চিত্তকে উদ্ধা... ...াকে অধোদিকে নিয়ে যাবে না। আত্মাই আত্মায় ব... অন্য ... বন্ধু নাই আত্মাই আত্মার শত্রু।

যৌগিক—উদ্ধার বলতে ঊর্দ্ধে কূটস্থে ... করে রাখা যতক্ষণ মূলাধার প্রভৃতি পাঁচ চক্রে মন বিচরণ করবে তত ... বিষয় সংস্পর্শ হতে পারে সেই জন্য মনের চাঞ্চল্য আসতে পারে আবার সংসারে বদ্ধ হতে পারে কিন্তু কূটস্থে মনকে আটকে রাখতে পাল্লে আর সে ভয় নাই তাহলেই উদ্ধার হয়ে গেল আবার আত্মাকে আজ্ঞা থেকে নীচে নামাবে না। যে আত্মা ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে মুক্তিলাভ করে সেই আত্মাই আবার জীবভাবাপন্ন হয়ে সংসারে বদ্ধ হয়। গুরুর আশ্রয় লাভ করে যে জীব তাঁহার আদেশ পালন করে সংসার মুক্ত হয় সেই আত্মাই তাঁর বন্ধু আর যে জীব সে আদেশ পালন না করে বিষয়ান্ধ হয়ে ঘুরপাক খায় সেই আত্মাই তখন তার শত্রু। অন্য কেউই তাকে উদ্ধার কর্ত্তেও পারে না বদ্ধ কর্ত্তেও পারে না।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনাজিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬॥

অন্বয়—আত্মৈবাত্মনোবন্ধুঃ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ইত্যুক্তং। তত্র কিং লক্ষণো আত্মা আত্মনঃ বন্ধুঃ? কি লক্ষণো আত্মা আত্মনঃ রিপুঃ? উচ্যতে। যেন আত্মনা আত্মা কার্য্যকারণসংঘাতঃ জিতঃ বশীভূতঃ তস্য আত্মা আত্মনঃ বন্ধুঃ। অনাত্মনঃ তু অজিতাত্মনঃ আত্মা এব শত্রুবৎ বাহ্যশত্রুরিব শত্রুত্বে শত্রুভাবে বর্ত্তেত। যথা অনাত্মা শত্রুঃ আত্মনঃ অপকারী তথা আত্মা আত্মনো অপকারে বর্ত্তেত।

বঙ্গানুবাদ—যে আ ক বিষয়াসক্ত মনকে বশীভূত করতে পেরেছে সেই আ কারণ সেই আত্মাই উদ্ধার-কর। আর যে আ  ত হয়নি ও বিষয়েই আকৃষ্ট হয় সেই আত্মাই শত্রু অপকারী কারণ তা দ্বারাই জীব ভবঘোরে আবদ্ধ হয়।

যৌগিক—ক্রি রা যাঁর আত্মা কূটস্থে স্থির হয়ে থাকে দেহেন্দ্রিয়াদির প্রতি আমিত্ব জ্ঞান বৰ্জ্জিত হয়ে যান তাঁর আত্মাই বন্ধু, কেননা তাঁকে ঠিক পথে চালায়ে অবিমুক্ত ধামে লয়ে যান। আর অজিতেন্দ্রিয় হয়ে বিষয়ে মন প্রবৃত্ত থাকলে বিষয় থেকে মনকে উঠিয়ে নিতে না পারলেই তাঁর আত্মা শত্রুর মত কাজ করে কারণ তাকে বিপথে নিয়ে যায়, যা, যানয় তাকে তাই মনে করয়ে দেয় দেহেন্দ্রিয়কেই আত্মা বলে মনে করে।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭॥

অন্বয়—জিতাত্মনঃ কাৰ্য্যকারণাদিসংঘাতঃ আত্মা জিতঃ যস্যতস্য জিতেন্দ্রিয়স্য প্রশান্তস্য প্রসন্নান্তকরণস্য সতঃ সন্ন্যাসিনঃ পরমাত্মা সমাহিতঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন বৰ্ত্ততে কিন্তু শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ মানে অপমানে চ পূজাপরিভবয়োঃ সমঃ স্যাদিত্যধ্যাহারঃ।

বঙ্গানুবাদ—যারা ইন্দ্রিয় জয় করেছেন ও প্রশান্ত হয়েছেন তাঁদের পরমাত্মা সর্ব্বদাই আত্মাতে বৰ্ত্তমান সুতরাং তাঁহারা শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমানে বিচলিত হ'ন না।

যৌগিক—উপরোক্তভাবে যিনি জিতেন্দ্রিয় হয়ে সর্ব্বদা কূটে থাকতে পেরেছেন তাঁর মনের চাঞ্চল্য দূরীভূত হওয়ায় শান্ত হয়ে

গেছেন, তাঁর সে অবস্থায় শীত, গান অপমান সব এক হয়ে গেছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূট স্থা ন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট নঃ ॥৮॥

অন্বয়—জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা জ্ঞানং শাস্ত্রো দার্থামাং পরিজ্ঞানং বিজ্ঞানং তু শাস্ত্রতো জ্ঞাতানাং তথৈব স্বানুভবকরণং তাভ্যাং জ্ঞান-বিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ সঞ্জাতালংপ্রত্যয়ঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য স; কূটস্থঃ অপ্রকম্প্যাঃ নির্ব্বিকারঃ অতএব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ বিজিতানি ইন্দ্রিয়ানি যস্য স সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ লোষ্টানি মৃৎপিণ্ডানি, অশ্ম পাষানং, কাঞ্চনং চ সমং যস্য স যোগী হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ যোগী যুক্তঃ যোগারূঢ়ঃ ইতি উচ্যতে কথ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—শাস্ত্রে যে সকল উপদেশ আছে তাই জেনেও সেই সমস্ত উপদেশের অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা যিনি পরিতৃপ্ত হয়েছেন, ইন্দ্রিয় বিজিত হওয়ায় যার অচঞ্চল অবস্থা এসেছে সেই জন্য মাটির ডেলা পাথর ও সোণাতে যাঁর সমান হয়ে গেছে সেই যোগীকেই যোগারূঢ় বলে।

যৌগিক—আত্মাই ব্রহ্ম আত্মাই সব এই বোধ যে অবস্থায় হয় তাকেই জ্ঞান বলে মনোময় বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ হইলেই জ্ঞান লাভ হয়, আবার জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান কালে যখন চব্বিশ তত্ত্বের পৃথক সত্ত্বার বোধ হয় তখন বিজ্ঞানের অবস্থাবলে, আবার যখন আনন্দময় কোষ ভেদ হয়ে তত্ত্বজ্ঞান ও তত্ত্বাতীতের জ্ঞানও লোপ পেয়ে ফুরয়ে যাবার অবস্থা আসে তাকেও বিজ্ঞান বা অজ্ঞান অবস্থা বলে, এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যাঁর আত্মা পরিতৃপ্ত হয়েছে সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় হয়েছে এবং কূটে অচঞ্চল

স্থিতি হয়ে পঙ্ক, চন্দন... ...সব এক হয়ে গেছে কারণ তার তখন সকল বস্তু  ...শ্বরই স্ফুরণ হচ্ছে সেই অবস্থা পেলেই যোগীর যো... হবে।

সুহৃন্মিত্রা... ন মধ্যস্থ দ্বেষ্যব...ষু।
সাধুষ্বপি চ ...পেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯॥

অন্বয়—সুহৃৎ প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্য উপকর্ত্তা মিত্রং স্নেহবান্, অরিঃ শত্রুঃ উদাসীনঃ ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে মধ্যস্থঃ যঃ বিরুদ্ধয়োরুভয়ো হিতৈষী দ্বেষ্যঃ আত্মনো প্রিয়ঃ বন্ধুষু সম্বন্ধী তেষু সাধুষু শাস্ত্রানুবর্ত্তিষু অপিচ পাপেষু প্রতিষিদ্ধকারেষু সমবুদ্ধিঃ কঃ কর্ত্তা কিং কর্ম্ম ইতি অব্যাপৃতা বুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে বিশিষ্টা ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—প্রত্যুপকারের আশা না রেখে যিনি মঙ্গল করেন তিনি সুহৃৎ, পিতামাতা প্রভৃতি যাঁরা স্নেহবশতঃ মঙ্গল করেন তিনি মিত্র, অপকারী শত্রু, যিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না তিনি উদাসীন, যি... উভয় পক্ষেরই হিতৈষী তিনি মধ্যস্থ, যিনি আপনারই অপ্রিয় তিনি দ্বেষ্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তি বন্ধু শাস্ত্রানুসারে কার্য্যকারী সাধু এবং প্রতিষিদ্ধকারী পাপী এই সকলকে যিনি সমান জ্ঞান করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

যৌগিক—যোগারূঢ় অবস্থা এলেই মঙ্গলামঙ্গল সব এক হয়ে যায় সুতরাং যে অবস্থাপন্নই হউক ব্রহ্ম বলে বোধ হয়।

যোগীযুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসিস্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০॥

অন্বয়—যোগী ধ্যায়ী একাকী সঙ্গরহিতঃ অসহায়ঃ রহসি একান্তে-গিরিগুহাদৌস্থিতঃ স যতচিত্তাত্মা চিত্তমন্তঃকরণং আত্মাদেহশ্চ সংযতৌ

যস্ত স নিরাশীঃ ীতভৃষ্ণঃ িগ্রহরহিতঃ আত্মানং অন্তঃকরণং সততং সর্ব্বদা অহরহঃ যু র্য্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ—যোগারূঢ় ধ্যান া গী ত হয়ে গোপনে থাকিয়া দেহ অন্তঃকরণ স ত রে, তৃষ রিগ্রহ শূন্য হয়ে চিত্তকে অহঃরহ সমাধি অভ্যাস করাবে।

যৌগিক—যোগের শ্রেষ্ঠ ফল পেতে যে রকম অবস্থায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতে হবে তাই বলেছেন। যে জায়গায় কোন রকম মনে উদ্বেগ হবে না এমন জায়গায় একলা বসে সকল রকমের আশা ও লাভের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে মনে যে সব ভাব আসবে তখনই তাকে দূর করে দিয়ে গুরুর উপদেশ অনুসারে বসে সর্ব্বদা প্রাণায়ামাদি যোগ অভ্যাস করবে ভেতরেও সুষুম্নার মাঝে যে ব্রহ্মাকাশ অবলম্বন করেই কর্ম্ম করতে হবে তাহলেই অবশেষে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হবে।

শুচৌদেশেপ্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিন কুশোত্তরং ॥১১॥
তত্রৈকাগ্রংমনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাৎ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২॥

অন্বয়—শুচৌ স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা শুদ্ধে বিবিক্তে দেশে স্থানে আত্মনঃ স্বস্যস্থিরং অচলং ন অত্যুচ্ছ্রিতং ন অতীব উচ্চং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরং চেলং মৃদুবস্ত্রং অজিনং হরিণব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম কুশাশ্চ উত্তরে যস্মিন্নাসনে তদাসনং প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপয়িত্বা তত্র তস্মিন্ আসনেসিদ্ধ পদ্মাগুন্যতমে উপবিশ্য আসীনঃ সন্ যতচিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়ঃ চিত্তং চ ইন্দ্রিয়ানি চ তেষাং ক্রিয়া সংযতা যস্য স অতএব মনঃ একাগ্রং কৃত্বা মনঃ বিক্ষেপরহিতং বিধায় আত্মবিশুদ্ধয়ে অন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধ্যর্থং যোগং যুঞ্জ্যাৎ সমাধিং অভ্যসেৎ।

বঙ্গানুবাদ পবিত্র .নশ্চল আসন করিবে তার উপর কুশ বিছাইয়া . মৃগাদি চর্ম্ম তার উপর বস্ত্রখণ্ড বিছাইয়া অতি উচ্চ নীচও না হয় এইরূপ আসন সংস্থাপন করিয়া . নে চিত্ত ও ন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করতঃ মনকে একাগ্র করি রভাবে অচঞ্চল হয়ে বসবে এইরূপে অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য যোগাভ্য রিবে।

যৌগিক—এখানে যেরূপভাবে যোগাচরণ করলে যোগসিদ্ধি লাভ হয় তাই বলেছেন। বাইরেও যেমন প্রথম কুশ, মাঝে অজিন তার উপর বস্ত্রখণ্ডের কথা বলে দিয়েছেন অন্তর্লক্ষ্যেও বলেছেন শুচিদেশে যেখানে অপবিত্র মলিন ভাব নাই সুষুম্নার মাঝে বজ্রাচিত্রার যে আকাশময় ছিদ্র সেখানে মন ঢুক্‌লে মলিনতা বর্জ্জিত হয় তাই সেই ব্রহ্মাকাশকে লক্ষ্য করে শুচিদেশ বলেছেন। তারপর অত্যুচ্চও নয় অতি নীচও নয় সে স্থানটি মেরুদণ্ডের মাঝখানে যেখানে অনাহত চক্র আছে সেইখানে কুশ, পৃথ্বিতত্ব মূলাধার, অজিন স্বাধিষ্ঠান ও চেল মণিপুর তাদেরও ওপরে অনাহতে উপবেশন করে সেইখানে প্রাণায়াম কালের বাতাসের বেগ ধারণা করতে হয় সেই ব্রহ্মাকাশ দিয়ে প্রাণ চালালে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আপনি সংযত হয়ে আসে ও মন স্থির লক্ষ্যে আজ্ঞার মধ্যবিন্দুতে স্থির হয়ে যায় এইরূপ অবস্থা পেলেই চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় ও পরিশেষে পরাগতি পাওয়া যায়।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চান বলোকয়ন্ ॥১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারি ব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তোযুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥

অন্বয়—কায়শিরোগ্রীবং ক শাচ তৎমূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমং অবক্রং অচ রয়ণ স্থিরঃ ভূত্বা স্বং নাসিকাগ্রং স্বকীয়ং নাসাগ্রভ ং কৃত্বা ইব দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ দিশাং চ অ লোকনং অন্তঃ প্রশান্তাত্মা প্রকর্ষেণ শান্তঃ আত্মা যস্য স বিগতভীঃ অপগতভয়ঃ রিব্রতে ব্রহ্মচারিণঃ ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং তস্মিন্ স্থিতঃ সন্ মনঃ সংয নসঃ বৃত্তীরুপসংহৃত্য মচ্চিত্তঃ ময়ি পরমেশ্বরে চিত্তং যস্য সঃ মৎপরঃ অহং পরো যস্য সঃ। ভবতি কশ্চিদ্রাগী স্ত্রীচিত্তঃ নতুস্ত্রিয়মেব পরত্বেন গৃহ্নাতি অয়মেব মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ আসীত উপবিশেৎ।

বঙ্গানুবাদ—শরীর মস্তক ও গ্রীবা সমান কম্পন শূন্য করে স্থির হয়ে আপনার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দর্শন করে অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে ভয়শূন্যচিত্তে প্রশান্ত অন্তঃকরণে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করতঃ আমাতে চিত্ত অর্পণ করবে ও মনকে সংযত করে মৎপরায়ণ ও সমাহিত হ'য়ে উপবেশন করবে।

যৌগিক—পূর্ব্ব দুই শ্লোকে স্থান ও আসনের কথা বলে গেলেন, এই দুই শ্লোকে কি করে করতে হয় ও পরিণতি কি হয় তাই বলেছেন। কিন্তু শুধু বই পড়লে কর্ম্ম করা যায় না গুরুর নিকট উপদেশ নিতে হয় নইলে বিপদ হবার সম্ভাবনা। গুরুদেবের উপদেশ মতে সিদ্ধাসন বা স্বস্তিকাসনে বসে শির ডাঁরাটা খারা করে বুক চিতয়ে দিয়ে জালন্ধর বন্ধ করে অর্থাৎ দাড়িটা বুকে ঠেকৃয়ে দিলে একটু টান টান হয় তখন কোন অঙ্গ না কাঁপায়ে স্থিরভাবে বস্‌লেই সমংকায় শিরোগ্রীবং হওয়া হলো। তারপর চোখ বুজে চোখের দৃষ্টি ভ্রূদ্বয়ের মাঝে ঠিক রাখতে পাল্লেই নাসিকাগ্র দেখাও হলো অন্যদিক দেখা ত্যাগও হলো কিন্তু দৃষ্টি ঠিক মাঝখানে রাখতে হবে অন্যদিকে কিছু

দেখা গেলেও সে দিকে ... এই রকমে প্রাণায়াম করলেই অন্তঃকরণ বিক্ষেপশূন্য ... র হয় তাই প্রশান্তাত্মা তখন কোন ভয় থাকে ... প্রাপ্য ও লক্ষ্যের বস্তু হয় তখন মনের আ... থাকে না আত্মজ্যোতিতে ফুটে উঠে মন তাতে লয় হ... তাই মচ্চিত্ত অবস্থা তারপরই অন্তঃকরণ বৃত্তিশূন্য হয়ে লয়... তাই মৎপর অবস্থা চিত্তবৃত্তিশূন্য হলেই আত্মাতে সমাহিত হয়ে যেতে হয় তাই যুক্তাবস্থা।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণ পরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫॥

অন্বয়—যোগীধ্যায়ী সন্ন্যাসী এবং যথোক্তেন বিধানেন সদা নিরন্তরং আত্মানং অন্তঃকরণং যুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্ নিয়ত মানসঃ নিয়তং সংযতং মানসং মনো যস্য স নির্ব্বাণপরমাং নির্ব্বাণং মোক্ষঃ তৎ পরমানিষ্ঠা যস্যাঃ শান্তেঃ তাং মৎসং স্থাং মদধীনাং শান্তিং সংসারোপরতিং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—যোগী এইরূপ বিধানে দীর্ঘকাল মনকে সমাহিত করতে করতে মন যখন সংযত হয়ে যায় তখন মোক্ষ নামক মদধীন যে শান্তি তাহা লাভ করেন।

যৌগিক—ভগবান এই শ্লোকে যোগানুষ্ঠানের চরম ফল শান্তির কথা বলেছেন। এই শান্তি সকল জীবেই চায় কিন্তু এই শান্তির দুটি বিশেষণে বোঝাচ্ছেন যে নির্ব্বাণই এই শান্তি এবং এই শান্তি আমিতে আছে। তাহলেই আমাকে পেতে হবে তাহলে শান্তি পাওয়া যাবে। তার উপায় পূর্ব্বোক্ত যোগানুষ্ঠানে দ্বারা মনের বৃত্তি-গুলোকে আমিতে উপয়ে দেওয়া। মনই ইন্দ্রিয়ের রাজা কামেদ্বারা চালিত হয়ে ঐ মন ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ ক'রে সুখী হলায়

মনে করে জীব তাতেই আবদ্ধ পুরো ভুলের কাজ তা ধারণায় আসে না শান্তিও াই ভগবান বলছেন সর্ব্বদা যদি মনকে আমিতে মি ়েয় ক ়রা যায় তাহলে মনের আর অস্তিত্ব থাকে না সব আমিম মাক্ষ লাভ হয়। কিন্তু শরীর না থাকলেও আর যোগ করা য. শরীর রাখ্‌তে গেলেও আহার নিদ্রার দরকার হয়, তাহলে ার এই শ্লোকের আদেশমত সদা যোগানুষ্ঠান হলো না। তাই ভগবান পরবর্ত্তী শ্লোকে কি করে যুক্ত হয়ে আহার নিদ্রা করতে হয় তা বলেছেন। তবে শাস্ত্রে একটা কথা আছে "ন দিবা পূজয়েল্লিঙ্গং রাত্রৌচৈব ন পূজয়েৎ। সর্ব্বদা পূজয়েল্লিঙ্গং দিবারাত্রি নিরোধতঃ" এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে বোঝা যায় দিবাভাগে বা রাত্রিকালে পূজা করবে না সর্ব্বদা পূজা করবে। ইহাতে কেহ বা অর্থ করেছেন সর্ব্বদা অর্থে মহানিশা কেহ বা অর্থ করেছেন দিবা বলতে যখন পিঙ্গলায় শ্বাস বয় আর রাত্রি বলে যখন ইড়ায় শ্বাস বয় তাহলে সর্ব্বদা বলতে যখন স্বষুম্নায় শ্বাস বয়। আমাদের ক্রিয়াতে ঐ দুই অর্থই লাগে কারণ যোগের প্রকৃষ্ট সময়ই ৯টা রাত্রি থেকে ৪টা রাত্রি পর্য্যন্ত, সেই সময়েই কুলকুণ্ডলিনী আপনি জাগ্রত অবস্থায় থাকেন ও সামান্য প্রাণায়ামের উত্তাপে স্বষুম্না পথ ত্যাগ করেন। আবাব দ্বিতীয় অর্থও লাগে কারণ স্বষুম্নার ভেতোর ব্রহ্মাকাশ দিয়ে প্রাণ চালাতে পাল্লে তবে প্রাণ সূক্ষ্ম হয় ও সঙ্গে সঙ্গে মনও ইন্দ্রিয়দ্বার ত্যাগ ক'রে উর্দ্ধগত হয়ে আমিতে মিশে পড়ে সুতরাং আমিতে স্থিত শান্তি লাভ হয়।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তিন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবচার্জুন ॥১৬॥

অন্বয়—ইদানীং এইাদি নিয়ম উচ্যতে। অত্যশ্নতঃ আত্মসংমিতমন্ন পরিমা ...র যোগঃ ন অস্তি সমাধির্ভবতি। একান্তং অত্যন্তং ...নশ্ন চ যোগঃ নাস্তি। উক্তং হি অর্দ্ধং সব্যঞ্জনান্নস্য ... মুদকস্য তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থং তু চতুর্থং অবশেষয়েৎ। ই... তারিমাণম্। অতি স্বপ্নশীলস্য অতি নিদ্রাতুরস্য নৈব জাগ্রতঃ অতি... জাগরণশীলস্য যোগোভবতি চ।

বঙ্গানুবাদ—অপরিমিত আহার করিলে বা অতি অল্প আহার করিলে যোগ হয় না। সেই রকম অতি নিদ্রাতুর বা একেবারে নিদ্রা যায় না এমন লোকেরও যোগ হয় না।

যৌগিক—যোগ ক্রিয়ায় সিদ্ধি বা সমাধি লাভ কর্ত্তে গেলে আহার ও নিদ্রার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। বাইরে খাদ্যও যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণমত গ্রহণ কর্ত্তে হয় ও একেবারে নিদ্রা ত্যাগ না করে নিয়মানুসারে নিদ্রা দিতে হয়, তেমনি যোগকালেও যে আহার্য্য বায়ু তার গ্রহণও যথানিয়মে কর্ত্তে হয় অতি জোরেও গ্রহণ কর্ত্তে নেই আবার নিতান্ত শ্বাস না নিয়েও বন্ধ কর্ত্তে নেই দু রকমেই যোগগ্রস্ত হতে হয়। তেমনি নিদ্রা বিষয়েও ঠিক নিয়ম চাই বেশী ঘুমুলেও শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ যোগ বিঘ্ন ঘটে না ঘুমুলেও শরীর গ্লানিযুক্ত হয়। আবার ভেতোর দিক দিয়েও বাহ্যিক সংসারের চিন্তাকেই যোগশাস্ত্রে স্বপ্ন বলে সেই বিষয় চিন্তা বেশী করলে আর যোগ হওয়া কঠিন হয় আবার না করলেও শরীর প্রকৃতিস্থ না থাকায় রুগ্ন হয়ে পড়ে যোগ হয় না।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্যকর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা ॥১৭॥

অন্বয়—কথং পুনর্যোগভবতীতি ক্ষাহার বিহারস্ত আহ্নি যুক্ত ইতি আহারঃ অন্নং বিহরণং ক্রমঃ। তৌ আহার বিহারৌ যুক্তৌ নিয়ত পরিমাণো যঃ প্রণবজপ উপনিষদ পাঠাদিষু যুক্তচেষ্টস্ত যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্ত যুক্তস্বপ্নাবোধস্ত যুক্তৌ স্বপ্নশ্চ অববোধশ্চ তৌ নিয়তকালৌ যোগিনঃ যোগঃ দুঃখহা সর্ব্বাণি দুঃখানি হন্তি ইতি দুঃখহা সর্ব্বসংসার ক্ষয়কৃৎ। ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—যে যোগির আহার ও বিহরণের পরিমাণ ঠিক আছে। যাঁর কর্ম্মে নিয়ত চেষ্টা আছে এবং যাঁর স্বপ্ন ও জাগরণের কাল ঠিক আছে তাঁরই যোগ সমস্ত ভবদুঃখ ক্ষয়কারী হয়।

যৌগিক—আহারের যেমন নিয়মটি ঠিক রাখা চাই বিহারেরও তেমনি ব্যবস্থা ঠিক রাখা চাই। এক যোজনের অধিক ভ্রমণ নিষিদ্ধ। আর কাজ করবার সময়টিরও বাঁধাবাধি নিয়ম চাই আজ সকালবেলা কাল সন্ধ্যা বেলা পরশ্ব ভোরবেলা এ রকম কল্লেও বা এখন একটু তখন একটু আর একবার একটু এ রকম কল্লেও যোগের সিদ্ধি হয় না। সুতরাং যুক্ত চেষ্টা হওয়া চাই আর নিদ্রার সময়ও ঠিক রাখা চাই জাগরণের কালেও ঠিক রাখতে হবে তাহলেই যোগে সকল দুঃখ নাশ হয়ে যাবে।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ যুক্ত ইত্যুচতে তদা ॥১৮॥

অন্বয়—অথাধুনা কদাযুক্তঃ ভবতীতি? উচ্যতে। যদা যস্মিন্‌কালে বিনিয়তং বিশেষেণ নিয়তং সংযতং একাগ্রমাপন্নং চিত্তং হিত্বা বাহ্যার্থ চিন্তাং আত্মনি এব কেবলে অবতিষ্ঠতে স্থিতিং লভতে তদা তস্মিন্‌কালে সর্ব্বকামেভ্যঃ দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়েভ্যঃ নিস্পৃহঃ নির্গতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্ত স বিগততৃষ্ণঃ স যোগি যুক্তঃ সমাহিতঃ ইত্যুচ্যতে ইতি কথ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—যখন ... এই প্রাপ্ত হয়ে বহির্ব্বিষয় চিন্তা ত্যাগ ক'রে কেবল আত্মাতে ... রে ... রে এবং সমস্ত কামনার স্পৃহাশূন্য হয় সেই সময়ই যুক্ত ... ।

যৌগিক— ... নিয়ম পা..ন ক'র্ত্তে কর্ত্তে যখন চিত্ত বিক্ষেপ অবস্থা ত্যাগ ক'রে ... তারি হয়ে উঠে এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগ থেকে যে কামনার উৎপ... হয় সে সমস্ত কামনাতে আর স্পৃহা থাকে না কেবল আত্মাতেই স্থিতি লাভ হয় তখনই যুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যথা দীপোনিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনো যত চিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥১৯॥

অন্বয়—নিবাতস্থঃ নিবাতে বাতবর্জ্জিতে স্থানে স্থিতঃ দীপঃ প্রদীপঃ যথান ঈঙ্গতে ন চলতিসা উপমা উপমীয়তে অনয়া ইত্যুপমা আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যত চিত্তস্য যোগিনঃ সমাধিং অনুতিষ্ঠতঃ সংযতান্তঃকরণস্য যোগিনঃ স্মৃতা যোগজ্ঞৈশ্চিত্তপ্রচারদার্শভিঃ চিন্তিতা।

বঙ্গানুবাদ—যেমন বায়ু শূন্য স্থানে স্থিত প্রদীপ চঞ্চল হয় না এই উপমাটি সমাধি অনুষ্ঠানকারী যোগির সংযত চিত্তেরই দৃষ্টান্ত।

যৌগিক—ক্রিয়া কর্ত্তে কর্ত্তে সমস্ত বৃত্তিগুলো যখন চিত্তে নিহিত হয়ে চিত্ত একাগ্র হয় ও ক্রমে নিরুদ্ধ অবস্থা আসে তখন চিত্তটি আত্মাভিমুখী হ'য়ে ক্রমে সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। প্রদীপের শিখাটি যেমন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়ে নিরাকারে মিশে যায় অচঞ্চল হলেও ঊর্দ্ধমুখী প্রবাহ থাকে তেমনি চিত্ত ক্রমে সূক্ষ্ম হয়ে আত্মায় মিশে যায় সুতরাং ঐ দীপের দৃষ্টান্ত অনুসারে যখন চিত্তের অবস্থা হয় তখনই সমাধির সময়।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগ সেবয়া।
যত্রচৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥২০॥

সুখমাত্যন্তিকং যৎতদ্বু   তীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং   তত্বতঃ ॥২১॥
যংলব্ধা চাপরং লাভং ম   ততঃ।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুন   চাল্যতে ॥২২॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখ সংযোগ বিয়োগং   গ সংজ্ঞিতম্।
সনিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিন্ন চেতসা ॥২৩॥

অন্বয়—যত্র যস্মিন্‌কালে যোগসেবয়ানিরুদ্ধং চিত্তং যোগানুষ্ঠানেন সর্ব্বতো নিবারিতপ্রচারং চিত্তং উপরমতে উপরতিং গচ্ছতি যত্র চ যস্মিন্ কালে চ আত্মনা সমাধি পরিশুদ্ধেনান্তঃকরণেন আত্মানং পরং চৈতন্যং সর্ব্বতোজ্যোতিস্বরূপং পশ্যন্ সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্ আত্মনি স্বে এব তুষ্যতি তুষ্টিং ভজতে। যত্র যস্মিন্‌কালে আত্যন্তিকং অত্যন্তমেব ভবতি ইতি অনন্তং বুদ্ধি গ্রাহ্যং বুদ্ধ্যা এব ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষয়া গৃহ্যতে ইতি অতীন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়গোচরাতীতং অবিষয়জনিতং যৎ সুখং তৎ বেত্তি তদীদৃশং সুখমনুভবতি যত্র চ সুখে স্থিতঃ অয়ং বিদ্বান্ তত্ত্বতঃ তত্বস্বরূপাৎ ন চলতি ন প্রচ্যবতে যংলব্ধা যমাত্মলাভং প্রাপ্য ততঃ অপরং লাভং অন্যল্লাভান্তরং অধিকং নমন্যতে ন চিন্তয়েৎ কিঞ্চ যস্মিন্ আত্মতত্ত্বেস্থিতঃ গুরুনাপি মহতাপি শস্ত্রনিপাতাদি লক্ষণেন দুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে তং দুঃখসংযোগ বিয়োগং দুঃখৈঃ সংযোগো দুঃখ-সংযোগস্তেন বিয়োগঃ তং যোগসংজ্ঞিতং যোগইত্যেবং সংজ্ঞিতং বিপরীত লক্ষণেন বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ স যোগঃ যথোক্ত ফলোযোগঃ নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতেন অধ্যবসায়েন অনির্ব্বিণ চেতসা ন নির্ব্বিণং অনির্ব্বিণং তচ্চেতঃ তেন নির্ব্বেদ রহিতেন চিত্তেন যোক্তব্যঃ অভ্যসনীয়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—যে অব স করিতে করিতে নিরুদ্ধচিত্ত উপশম প্রাপ্ত হয় যে দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণে আত্ম সাক্ষাৎজনিত আত্ম য অবস্থায় ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণী ন্দ্রিয় নি তিশয় সুখ অনুভূতি হয়। যে নিরতিশয় সুখলা ত অন্য কোন লাভকে আর অধিক বলে মনে হয় না। যে স্থায় স্থিত হলে মহদ্দুঃখেও বিচলিত হতে হয় না। সেই দুঃখ সংযোগের বিয়োগকেই যোগ বলে। সেই যোগকে অধ্যবসায়ের সহিত নির্ব্বেদ রহিত চিত্তে অভ্যাস করবে।

যৌগিক—এই যে পূর্ব্ব শ্লোকে সমাধির কথা বলা হলো তা দু রকম। (১) সম্প্রজ্ঞাত সমাধি (২) অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার চার রকমের। (১ম) সবিতর্ক (২) সবিচার (৩) সানন্দ (৪) সাস্মিতা। এই কয় শ্লোকে সমস্ত সমাধির কথা বলেছেন। যোগবলে চিত্তের বৃত্তি সকল যখন সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়। সেই অবস্থা প্রাপ্ত হলে মন নীচের সম্বন্ধ ত্যাগ করে সহস্রারে উঠে যায়। প্রথম চিত্ত স্থির হয়ে যায় সেই চিত্ত স্থির রাখতে অন্য কোন চেষ্টা করতে হয় না কিন্তু মনের সঙ্কল্প তখনও যায় না সেই অবস্থায় যে উপরতি হয় তাকে সবিতর্ক সমাধি বলে। তারপরই আর সঙ্কল্প থাকে না আত্মদর্শনে একটা তুষ্টি আসে ও আত্মবিষয়ে একটা বিচার আসে তাকেই সবিচার সমাধি বলে। তারপরই আত্মজ্ঞানের উদয়ে একটা আনন্দ অনুভব হয় তাকেই সানন্দ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। তারপরের অবস্থাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির শেষস্তর তখন পাবার আর কিছু থাকে না সেই পরাকাষ্ঠা স্থিতিই সাস্মিত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তারপর বৃত্তি আর কিছু মনে থাকে না সেই বৃত্তি বিস্মরণ অবস্থায় জ্ঞানের পরিপাক হয় তাকেই নির্ব্বাণ অবস্থা বলে। তখন গুরুতম দুঃখ এলেও বিচলিত কর্ত্তে

পারে না। কারণ মায়াতীত অব বিকার স্পর্শ কর্ত্তে পারে না। এই যোগই মোক্ষের পরম অধ্যবসায়ের সহিত ইহা অভ্যাস করবে।

কঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা স ষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয় গ্রামং বিনিয়ম্য সমং ,২৪॥
শনৈঃ শনৈরুপবমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া।
আত্মসং স্থং মনঃ.কৃত্বান কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

অন্বয়—সর্ব্বান্ সকলান্ সংকল্পপ্রভবান্ সংকল্পোপ্রভবোযেষাং তান্ কামান্ যোগপ্রতিকূলান্ অভিলাষান্ অশেষতঃ নির্লেপেন ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য মনসা এব বিবেকযুক্তেন চিত্তেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রামং ইন্দ্রিয়সমূহং সমস্ততঃ সমস্তাৎ সর্ব্বেভ্যঃ বিষয়েভ্যঃ বিনিয়ম্য নিয়মনং কৃত্বা প্রত্যাহৃত্য ধৃতিগৃহীতয়া ধৈর্য্যেন যুক্তয়া বুদ্ধ্যা নিশ্চয়াত্মিকয়া মনোবৃত্ত্যা শনৈঃ শনৈঃ ন সহসা উপরমেৎ উপরতিং কুর্য্যাৎ মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা চিত্তং আত্মনি সংস্থিতং কৃত্বা আত্মৈব সর্ব্বং ন ততোঽন্যৎ কিশ্চিদস্তি ইত্যেবং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমান পরমানন্দস্বরূপো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি নিবর্ত্ততে।

বঙ্গানুবাদ—স্রকচন্দনবনিতাদি ঐহিক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পারত্রিক সকল রকমের বাসনার সমূলে উচ্ছেদ ক'রে, বিবেকযুক্ত মনে সকল বিষয় থেকে ইন্দ্রিয় সকলকে প্রত্যাহার ক'রে ধীরে ধীরে ধৈর্য্য-যুক্ত বুদ্ধি দ্বারা উপরত হবে পরে মনকে আত্মাতে সংস্থিত ক'রে যখন আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। এইরূপ ধারণা দৃঢ় হয়ে যাবে তখন আর কিছু চিন্তা করবে না।

যৌগিক—মনই ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা মনকে নিয়ত কর্ত্তে পাল্লেই ইন্দ্রিয়গুলো পরিচালনার অভাবে আপনিই বিষয় ত্যাগ করবে।

গুরুর উপদেশ অনু' বসে মনকে কূটস্থে স্থির লক্ষ্য করতে পাল্লেই ইন্দ্রি সংস্রবে থাকিলেও কামনার উৎপত্তি হতে পায় না। থেকে ইন্দ্রিয়গুলোকে আত্মমুখী করাই প্রত্যাহা প্রত্যাহার সাধন হলেই বাসনা আর উৎপন্ন হতে পা 'তখন গুরুর উপদেশটি ঠিক মনে করে ধীরে ধীরে এক চক্র ে অন্য চক্রে প্রাণচালনা করলেই ব্রহ্মাকাশের ভেতোর দিয়ে যখন প্রাণ চলতে থাকে তখন ক্রমে সূক্ষ্ম হয়ে যায় মন আত্মামুখী হয়ে আত্মায় মিশে যায় সেইখানেই অর্থাৎ আত্মাতেই মনের স্থিতি হয় সেইরূপ অবস্থা এলে আর কিছু চিন্তা করতে নাই।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চল মস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈত দাত্মন্যেব বংশ নয়েৎ ॥২৬॥

অন্বয়—যতঃ যতঃ যস্মাৎ যস্মাৎ নিমিত্তাৎ শব্দাদেঃ চঞ্চলং অব্যর্থং চলং অতএব অস্থিরং মনঃ নিশ্চরতি স্বভাবদোষাৎ নির্গচ্ছতি ততস্ততঃ তস্মাৎ তস্মাৎ শব্দাদেঃ নিমিত্তাৎ এতৎ মনঃ নিয়ম্য তত্তন্নিমিত্ত যাথাত্ম্য নিরূপণেন অভ্যাসীকৃত্য বৈরাগ্যভাবনয়াচ এতন্মনঃ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ আত্মবশ্যতা মাপাদয়েৎ এবং যোগাভ্যাস বলাদ্ যোগিনঃ আত্মন্যেব মনঃ প্রশাম্যতি।

বঙ্গানুবাদ—এই চঞ্চল ও অস্থির মন স্বভাবদোষে যে যে বিষয়ে ধাবিত হবে সেই সেই বিষয় থেকে তাকে প্রত্যাহৃত ক'রে আত্মারই বশে রাখবে।

যৌগিক—পূর্ব্বের শ্লোকে কথিত উপায়ে ক্রিয়া কর্ত্তে কর্ত্তেই স্বাভাবিক চঞ্চল ও অস্থির মন হঠাৎ কোন একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে যায় সেই ভাবনায় সাবধান না হ'তে পাল্লে সে দিনকার ক্রিয়া কলের কাজ হয়ে গেলো প্রাণ চালনা হ'তে লাগলো বটে মন

কিন্তু দূরে পালয়েছে তাই যখন বিষয় গ্রহণ কর্ত্তে দেখবে তখনই অবিলম্বে মনকে ে 'রে এনে আত্মমুখী করে নিবে তাহ'লে ক্রমে অভ্যাস গ পূর্ব্বের সংস্কার নষ্ট হয়ে যাবে মনও পালাবে না।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমু
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষং ॥২৭॥

অন্বয়—হি যস্মাৎ এনং প্রশান্তমনসং প্রশান্তং মনোযস্য তং এনং শান্তরজসং প্রক্ষীণমোহাদিক্লেশং ব্রহ্মভূতং জীবন্মুক্তং অকল্মষং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবর্জ্জিতং যোগিনং উত্তমং নিরতিশয়ং সুখং আত্মানুভবরূপং উপৈতি উপগচ্ছতি।

বঙ্গানুবাদ—সেই সময়ে যোগীর মন প্রশান্ত হয়ে যায় রজোতমগুণ থেকে উৎপন্ন বিক্ষেপাদি দোষশূন্য হয়ে যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমান হয়ে যায়। সেই জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত যোগী নিরতিশয় আত্মানুভবজনিত সুখ আস্বাদন করেন।

যৌগিক—মনে যেমন কোন বৃত্তি উঠলো অমনি তাকে দূর করতে করতে আর কোন বৃত্তি উঠতে পায় না, লয় বিক্ষেপশূন্য হয়ে এক ধারা যুক্ত হয়ে যায় পরে আত্মসাক্ষাৎকারে আত্মাতে মিশে এক হয়ে যায় তখন আর কার্য্যাকার্য্যের ভেদ থাকে না। আত্মভাবাপন্ন সেই যোগী তখন ব্রহ্মানন্দ রস অনুভব করেন।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শ মত্যন্তসুখমশ্নুতে ॥২৮॥

অন্বয়—এবং অনেন প্রকারেণ সদা সর্ব্বদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্ যোগী যোগান্তরায় বর্জ্জিতঃ বিগত কল্মষ বিগত পাপঃ সুখেন

অনায়াসেন ব্রহ্মসং॰ সংস্পর্শো যস্য তৎ অত্যন্তসুখং নিরতিশয়মানন্দং অ॰

বঙ্গানুবাদ— দা মনকে বশীভূত করে যোগবিঘ্ন বর্জ্জিত যোগী হয় অনায়াসে ব্রহ্মস্পর্শজনিত নিরতিশয় সুখ লাভ করেন।

যৌগিক— যোগী ক্রিয়া শূন্য অবস্থায় ব্রহ্মে মিশে গেলেন তারপরই তাঁর ব্রহ্মে প্রবোধের উদয় হয়। ব্রহ্মে প্রবুদ্ধ হলে তখন পূর্ব্বের নিষ্ক্রিয় অবস্থা আর থাকে না ভোক্তা হয়ে ব্রহ্মানন্দ ভোগ কর্ত্তে পারেন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯॥

অন্বয়—যোগ যুক্তাত্মা সমাহিতান্তঃকরণঃ সন্ সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ সর্ব্বেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিষয়েষু সমং নির্ব্বিশেষং বিক্রিয়ারহিতং ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বিষয়ং দর্শনং জ্ঞানং যস্য সঃ যোগী আত্মানং স্ব স্ব রূপং সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং সর্ব্বভূতানি চ ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তানি আত্মনি একতাং গতানি ঈক্ষতে পশ্যতি।

বঙ্গানুবাদ—সমাহিতান্তঃকরণ হলেই যোগীর সমদর্শন হয়, ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সকল বস্তুই এক দেখেন। দেখেন তাঁর আত্মাতে সকল ভূত অবস্থান করছেন আর তাঁর আত্মাই সকল ভূতে অবস্থিত রয়েছেন দেখেন।

যৌগিক—এই নিরন্তর ব্রহ্মে প্রবুদ্ধাবস্থাপন্ন যোগীই জীবন্মুক্ত। তিনি জগতে যা কিছু সবই ব্রহ্ম এই দৃঢ় বোধ সম্পন্ন হয়ে ওঠেন কাজেই তাঁর আর তখন ভেদ কি? সবই যখন ব্রহ্ম তখন একটা অচল জড় পদার্থও সেই ব্রহ্ম আর সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মাও সেই ব্রহ্ম তাদের স্বাতন্ত্র্য

আর উপলব্ধি হয় না। চিরদিনের যে প্ৰে ... শ ব'য়ে বেড়ান যাচ্ছে সেই ভুল কেটে যায় দিক্ ভ্রম কে ... যেমনটি ঠিক সেই রকমটি। যে ভাগ্যবান সাধক ক্রিয় ... পরাবস্থায় থেকেছেন তিনি এর মর্ম্ম একটু বুঝতে ... এ বোঝবার জিনিষ নয়।

যোমাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি ... ত।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০॥

অন্বয়—যো যোগী মাং সর্ব্বস্যাত্মানং বাসুদেবং সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু ভূতেষু পশ্যতি ঈক্ষতে ময়ি চ সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বং ব্রহ্মাদিভূতজাতং পশ্যতি। তস্য এব আত্মৈকত্বদর্শিনঃ অহং ঈশ্বরো ন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি স চ বিদ্বান্ মে মম বাসুদেবস্য ন প্রণশ্যতি পরোক্ষঃ ভবিষ্যতি তস্য চ মম চ একাত্মকত্বাৎ স্বাত্মাহি মমাত্মনঃ প্রিয় এব ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—যে যোগী এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সকল স্থানে সর্ব্বাত্মাস্বরূপ বাসুদেব আমাকে দেখতে পান এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ আমাতেই আরোপিত দেখেন আমি কখনও তার পরোক্ষ হই না এবং সেও কখন আমার পরোক্ষ হয় না।

যৌগিক—যোগসিদ্ধি লাভ করলে সাধক যা কিছু দেখেন সবই ব্রহ্মের স্ফুরণ দেখতে পান আর সেই মহাচিৎস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মবস্তুতে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ বেপে রয়েছেন দেখেন তার পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হয় কিন্তু সেই অবস্থায় দেহ ধারণ কর্ত্তে গেলে বাইরের কাজ ত কর্ত্তেই হয় তখনও পরমাত্মা তাঁর লক্ষ্যের অন্তরে থাকেন না তিনিও পরমাত্মার করুণা দৃষ্টির অন্তরালে থাকেন না। তাঁর তখন উপাস্য উপাসক ভাব বজায় থাকে তাই বিশিষ্টাদ্বৈত অবস্থা

সর্ব্বভূত স্থিত মাং ভজত্যে কত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তম যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১॥

অন্বয়—সর্ব্বভূ ভূতেষু স্থিতং মাং বাসুদেবং ঈশ্বরং যঃ বিদ্বান্ এক তঃ মাং অভেদ মাশ্রিতঃ ভজতি স যোগী জ্ঞানীসন্ সর্ব্বথা াহপি সর্ব্বপ্রকারৈ বর্ত্তমানঃ অপি ময়ি বৈষ্ণবে পরমে পদে বর্ত নিত্যমুক্তঃ এবসঃ ন মোক্ষং প্রতি কেনচিৎ প্রতিবধ্যতে ইত্যর্থঃ

বঙ্গানুবাদ—আমাকে অভেদরূপে আশ্রয় ক'রে যে যোগী সকল ভূত স্থিত আমার ভজনা করে সেই যোগী যে রকম অবস্থাতেই থাকুক আমাতেই থাকে তার মোক্ষের কোন প্রতিবন্ধ হয় না।

যৌগিক—যিনি যোগক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করে ব্রহ্মে তন্ময় হয়ে আছেন তিনি জীবিত থেকে সংসারে প্রবেশ কল্লেও তাঁর আর সে ভাব বিচ্যুত হয় না। সুতরাং কর্ম্মফল আর তাঁকে স্পর্শ কর্ত্তে পারে না জন্মও হয় না তাঁর মোক্ষের আর কোনরূপ বিঘ্ন নাই।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুনঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥৩২॥

অন্বয়—হে অর্জ্জুন যঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু আত্মৌপম্যেন আত্মা স্বয়মেব উপমীয়ত ইতি উপমা তস্যাঃ উপমায়াঃ ভাব ঔপম্যং তেন স্বসাদৃশ্যেন সুখং যথামমসুখমিষ্টং তথা সর্ব্বপ্রাণিসাং সুখমনুকূলং যদি বা দুঃখং যচ্চ মম প্রতিকূলং অনিষ্টং যথাতথা সর্ব্বপ্রাণিনাং প্রতিকূলং দুঃখং ইত্যেব মাত্মৌপম্যেন সুখ দুঃখে অনুকূল প্রতিকূলে তুল্যতয়া সর্ব্বভূতেষু সমং তুল্যং পশ্যতি ন কস্যচিৎ প্রতিকূলমাচরতি স এব মহিং সকঃ যোগী সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠঃ পরমঃ উৎকৃষ্টঃ সর্ব্বযোগিনাং মধ্যে মতঃ অভিপ্রেতঃ।

বঙ্গানুবাদ—যিনি আত্মার তুলনায় ... বে সুখ বা দুঃখ তুল্য দেখেন তিনিই যোগীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যৌগিক—এই ব্রহ্মভাবাপন্ন যে ... খের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না কিন্তু ব্যুত্থানকালে যখন ... তি আসে তখন অন্য প্রাণীর সুখ দুঃখে আপনার সুখ দুঃখের ... য়। শোনা যায় কোন সাধুর নিকটে একজন এক গরুকে ... করে তাহাতে সেই সাধুর গায়ে ফুলে ওঠার দাগ হয়েছিল. আত্মভাব যতটুকু বিস্তৃত হয় সংসারীরও অন্য জীবের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ হতে দেখা যায়। যেমন প্রিয় খাদ্য যদি পুত্র বা সেইরূপ কোন আত্মীয় ভোজন করে তাহলে যেমন পিত্রাদির ভোজন প্রীতি হয় সেরূপ যাঁর আত্মাজগৎ বেপে গেছে তাঁর অন্য জীবের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ হবে না কেন?

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়াপ্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাং ॥৩৩॥

অন্বয়—সম্যগ্‌দর্শন লক্ষণস্য যোগস্য দুঃখ সম্পাদ্যতামালক্ষ্য শুশ্রূষু-ধ্রুবং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং অর্জ্জুন উবাচ। হে মধুসূদন যঃ অয়ং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিলক্ষণঃ যোগঃত্বয়া ঈশ্বরেন সাম্যেন সমত্বেন মনসোলয় বিক্ষেপ শূন্যতয়া কেবলাত্মা কারাবস্থানেন প্রোক্তঃ কথিতঃ এতস্য যোগস্য অহংস্থিরং অচঞ্চলাং স্থিতিং চঞ্চলত্বাং মনসঃ ইতি শেষঃ ন পশ্যামি নোপলভে।

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন বল্লেন হে মধুসূদন তুমি যে এই সাম্যযোগের কথা বল্লে মনের চঞ্চলতাবশতঃ আমি ত এর অচঞ্চলাস্থিতি দেখতে পাইনে।

যৌগিক—চিত্ত যখন লয় বিক্ষেপ শূন্য হয়ে সাম্যভাবে আসে তখনই যোগ হয়। সাধক মাত্রেই জানেন যে এই সাম্যভাব সহজে আসেনা

মনচঞ্চল থাকায় যাই স্থি[illegible]তে যায় আবার চমক ভেঙ্গে যায় দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে স্থির থাকে[illegible] স্থির হয় মাত্র এই অবস্থার কথাই অর্জ্জুন বলচেন।

চঞ্চলং হি[illegible] [illegible] বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং [illegible] মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং ॥৩৪॥

অন্বয়—হে কৃ[illegible] ভক্তজন পাপাদি দোষ কর্ষণাৎ কৃষ্ণ হি যস্মাৎ মনঃ চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলং কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং প্রমথ্নাতি শরীরং ইন্দ্রিয়ানি চ বিক্ষিপতি পরবশী করোতি কিঞ্চ বলবৎ প্রবলং ন কেনচিৎ নিয়ন্তুং শক্যং দুর্নিবারত্বাৎ। কিঞ্চ দৃঢ়ং তন্তু নাগবৎ অচ্ছেদ্যং তস্য এবম্ভূতস্য মনসঃ নিগ্রহং নিরোধং অহং বায়োরিবসুদুষ্করং মন্যে যথা বায়ো দুষ্করো নিগ্রহঃ ততোঽপি মনসো দুষ্করং মন্যে।

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে পরবশ করে দেয়, দুর্নিবার ও দৃঢ়, বাতাসকে যেমন নিরোধ করা কঠিন তা চেয়েও মনকে নিরোধ করা বেশী শক্ত।

যৌগিক—মনকে বশে আনা যে কি কঠিন তা সাধকমাত্রেই ক্ষণিক স্থিতিলাভ করেও বুঝতে পারেন। তাঁরা দেখে যে মনের স্বভাবই চঞ্চলতা কোনস্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারে না ইন্দ্রিয়-গুলোকে অবশ করে দিয়ে স্থির হতে দেয় না বশে আসে না আর বাসনা থেকে ভেদ করা যায় না কেমন তাতে জড়ায়ে থাকে বাতাস নিরোধ করা যেমন শক্ত মনকে বশে আনাও তা চেয়ে বেশী শক্ত তাই কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করে গুরুর শরণ নিচ্ছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে ॥৩৫॥

অন্বয়—হে মহাবাহো মনঃচলং স্ব ... লং দুর্নিগ্রহং দুঃখেনাপি-নিবোদ্ধুমশক্যং এতৎ যৎ ব্রবীষি ... য়ং নিঃসশয়মেব। তু কিন্তু হে কৌন্তেয় অভ্যাসেন ত ... চিত্তভূমৌ কস্যাং চিৎ চিত্তস্য সমান প্রত্যয়বৃত্তিঃ। বৈরা... । নাম দৃষ্টাদৃষ্টেষ্ট ভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাদ্বৈতৃষ্ণ্যম্ তেন চ ... ন গৃহ্যতে চিত্তস্য বিক্ষেপরূপ প্রচার নিরুধ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান বলেন হে মহাবাহো অর্জ্জুন তুমি যে বল্লে মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও দুর্নিরোধ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু হে কুন্তি নন্দন অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ইহা নিরোধ করা যায়।

যৌগিক—গুরু শিষ্যকে কর্ম্মে উৎসাহ দিবার জন্য তার কথা মেনে নিলেন বল্লেন, মন যে চঞ্চল ও দুনিগ্রহ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই তবে একে বশ করবার দুটী প্রধান উপায় যা, তা বলে দিলেন। প্রথম উপায় অভ্যাস। গুরু যে ক্রিয়ার উপদেশ দিয়েছেন সেই প্রাণায়াম আদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে দৃঢ় প্রযত্ন কোনরূপ শৈথিল্য ভাব না দেখান। দ্বিতীয় উপায় বৈরাগ্য। ইহ সংসারে যে সকল ভোগসুখ আমরা ইন্দ্রিয় বিষয় সংযোগে পাই আর পরলোকে পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যে সমস্ত স্বর্গাদিলোক আমরা পেতে পারি সেগুলি যে কিছুই নয় অনিত্য দিন কতক পরেই থাকবে না এইরূপ চিন্তা করলে মন বিষয় গ্রহণ কত্তে যাবে না আর অভ্যাস দ্বারা প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম হয়ে আত্মমুখী হয়ে যাবে তখন আপনিই বশ হবে।

অসংযতাত্মনা যোগোদুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনাতু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬॥

অসংযতাত্মনা অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং অসংযত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য তেন যোগঃ দুষ্প্রাপঃ দুঃখেন প্রাপ্যতে ইতি মে মতিঃ মমাভিপ্রায়ঃ

বশ্যাত্মনাতু অভ্যাস বৈরা · বশ্যত্ব মাপাদিত আত্মা মনো যস্যতেন উপায়তঃ যথোক্তাদুপায় া ভূয়োঽপি প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ অবাপ্তুং প্রাপ্তুং শক্যঃ।

বঙ্গানুবাদ—আ ম আত্মা অভ্যাস বৈরাগ্যে দ্বারা সংযত হয়নি তা দুষ্প্রাপ্য আর যারা যথোক্ত উপায় অনুসারে মনকে বশীভূত করি া করে তারা যোগ পেতে পারে।

যৌগিক—ভগবান পতঞ্জলি বলেন "শ্রদ্ধা বীর্য্য স্মৃতি সমাধি প্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাং" যাঁরা অভ্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতি যোগলাভের উপায় অবলম্বন করেন না তাঁদের যোগ হবে কি করে কিন্তু যাঁরা যত্নপরায়ণ হয়ে গুরূপদিষ্ট উপা অবলম্বন করেন। তাঁদের প্রথমে যোগে আত্মদর্শনে শ্রদ্ধা জন্মে চিত্ত ঐ বিষয়ে প্রসন্নতা লাভ করে। শ্রদ্ধা জন্মিলেই তাথেকে বী অর্থাৎ সমধিক উৎসাহ আসে। বীর্য্য থেকেই অনুভূত পদার্থের অবিস্মরণ হয় তাকেই স্মৃতি বলে। সেই সময় চিত্ত অব্যাকুল অবস্থা পায় ধ্যান শক্তি জন্মায়। সেই ধ্যান শক্তি থেকেই চিত্তের একাগ্রতা বা সমাধি জন্মে সমাধি হলেই প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের বোধ জন্মায় পরে জ্ঞাতব্য সাক্ষাৎকার হলেই যোগের সকল অঙ্গ পূর্ণ হয়।

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগ সংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণগচ্ছতি ॥৩৭॥

অন্বয়—হে কৃষ্ণ, অযতিঃ অপ্রযত্নবান শ্রদ্ধয়োপেতঃ যোগমার্গে শ্রদ্ধয়া আস্তিক্য বুদ্ধ্যা চ উপেতঃ প্রথমং যোগে প্রবৃত্তঃ যোগাচ্চলতি মানসঃ অন্তকালেঽপি চলিতং মানসং মনো যস্য স ভ্রষ্ট স্মৃতিঃ

যোগসং সিদ্ধং যোগফলং অপ্রাপ্য অলব্ধ্ব গতিং সুগতিং দুর্গতিং বা গচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ দৃঢ় যত্ন কর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত কিন্তু যোগপথ থেকে ভ্রষ্ট সিদ্ধিলাভ হয়নি এমন লোক যদি মারা যায় তার কি গতি হবে?

যৌগিক—যোগাচরণ করলে সকলে আর সিদ্ধিলাভ করে না কেউ বা অভ্যাস বৈরাগ্য শিথিলভাব করে ফেলে যোগে শ্রদ্ধা আছে কিন্তু শৈথিল্য বশতঃ ঠিক হয় না কেউ বা আবার বরাবর ঠিক পথে চলে দৈবক্রমে মৃত্যুকালে বিস্মরণ হয়ে যায় এরাত আর সংসার বন্ধন কাটাতে পারে না তাই তাদের কি হবে এই প্রশ্ন মনে জাগলো।

কচ্চিন্নোভয় বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃপথি ॥৩৮॥

অন্বয়—হে মহাবাহো ভগবন্ ব্রহ্মণঃপথি ব্রহ্ম প্রাপ্তিমার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ অপ্রাপ্তাত্মদর্শনঃ অপ্রতিষ্ঠঃ নিরাশ্রয়ঃ উভয় বিভ্রাটঃ কর্ম্মমার্গাৎ যোগমার্গাচ্চ পরিভ্রষ্টঃ ছিনাভ্রমিব যথা ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাৎ অভ্রাৎ বিশ্লিষ্টং অভ্রান্তরং চাপ্রাপ্তং সৎ মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বৎ ন নশ্যতি কিংবা নশ্যতি-ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ—হে ভগবন্ ব্রহ্মপ্রাপ্তি পথে বোকা হয়ে গেছে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়নি নিরাশ্রয় কর্ম্মমার্গ যোগমার্গ দুই পথ থেকে ভ্রষ্ট এমন যে ভ্রষ্ট যোগী সে কি মেঘ সমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড যেমন আপনি মিলয়ে যায় সেই রকম নাশ হবে না নষ্ট হবে না?

যৌগিক—ক্রিয়ার শৈথিল্য বশতঃই হোক আর দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃই হোক যে ভ্রষ্ট যোগী আত্ম সাক্ষাৎকার কর্ত্তে পারেনি তারও

আর অপুনরাবৃত্তি গতি ন ন কাজেই সংসারে আবার আসতে হয় এখন সংসারে এসে সং ঙ্গে মিশে তার আবার অধোগতি হয় কি না তাই ভি ! সৎকর্ম্ম করেছেন তাঁরা স্বর্গাদি লাভ করেন এঁর . জেই এঁর গতি সন্দেহপূর্ণ বলে জিজ্ঞাসা করছেন।

এতন্মে সং কৃষ্ণচ্ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।

ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্যছেত্তানহ্যুপপদ্যতে ॥৩৯॥

অন্বয়—হে কৃষ্ণ মে মম এতৎ পূর্ব্বদর্শিতং সংশয়ং সন্দেহং অশেষতঃ মূলোচ্ছেদেন ছেত্তুং অপনেতুং অর্হসি যোগ্যোভবসি। হি যস্মাৎ ত্বদন্যঃ ত্বত্তঃ অন্য কশ্চিৎ ঋষিঃ দেবে বা অস্য সংশয়স্য ছেত্তা নাশয়িতা ন উপপদ্যতে ন সম্ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ তুমিই আমার এই সন্দেহ নিরাসকর কারণ তোমা ছাড়া আর কেহই এই সংশয় ছেদন করতে পারবে না।

যৌগিক—শ্রীকৃষ্ণই কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ সনাতন পুরুষ যোগমার্গে আর আর যা কিছু দেবঋষির মূর্ত্তি দেখা যায় সে সকল পূর্ণবিভূতি সম্পন্ন বা সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্পন্ন নয় সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ছাড়া সকল প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিতে আর কে পারবে?

শ্রীভগবান উবাচ।

পার্থ নৈবেহনামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥

অন্বয়—হে পার্থ নৈবেহ নৈব ইহলোকে নামুত্র ন পরস্মিন লোকে তস্য যোগভ্রষ্টস্য বিনাশঃ নাশোনাম পূর্ব্বস্মাৎ হীন জন্ম প্রাপ্তিঃ বিদ্যতে অস্তি। হি যস্মাৎ হে তাত তমোহি আত্মানং পুত্ররূপেন ইতি

পিতা তাত উচ্যতে। পিতৈব পুত্র ... য়াঽপি তাত উচ্যতে শিষ্যঃ অপি পুত্রবৎ ইতি অপুত্রোঽপি তা ... । কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিৎ দুর্গতিং কুৎসিতাং গতিং ন গ ... ্তি।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন ইহলোকে ... লোকেই বল সেই যোগভ্রষ্টের বিনাশ অর্থাৎ হীনজন্ম ... হয় না কারণ শুভাচরণকারী কোন জীব কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় ...।

যৌগিক—যার গুরুর কৃপা লাভ হয়েছে সেত তৎপদ দর্শন করেছেই কাজেই সেই দর্শন বা ... সৎসংস্কার জন্মেছে। সেই সৎসংস্কারের বলে নিতান্ত অপক ... র আর রুচি থাকে না কারণ অপকর্ম্মের প্রবৃত্ত ব্যক্তি গুরুকৃপা লাভ করিলেও শ্রদ্ধাবান হয় না তার কথা কিছু জিজ্ঞাসা হয়নি শ্রদ্ধাবানের কথাই জিজ্ঞাসা হয়েছে। সৎসংস্কার না থাকলে আর শ্রদ্ধা হবে কি করে? যার সৎ সংস্কার জন্মে গেছে সে এ জীবনে বা পরজীবনে যে অবস্থাই পাউক সেই সংস্কার তাকে সৎপথে নিয়ে যাবে সুতরাং তার আর নীচতা আসবে কেমন করে?

প্রাপ্যপুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥

অন্বয়—যোগভ্রষ্টঃ অপ্রযত্নবান যোগী যোগমার্গে প্রবৃত্ত সন্ন্যাসী পুণ্যকৃতাং অশ্বমেধাদি যাজিনাং লোকান্ অর্চ্চিরাদি ব্রহ্মলোকান্ প্রাপ্য গত্বা তত্র শাশ্বতীঃ সমাঃ নিত্যাঃ সংবৎসরান্ উষিত্বা বাসমনুভূয় তদ্ভোগক্ষয়ে শুচীনাং যথোক্তকারিণাং শ্রীমতাং বিভূতিমতাং গেহে গৃহে অভিজায়তে উৎপদ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীজনগণের অর্জ্জিত ব্রহ্মলোকাদিতে

গমন ও সেখানে বহু বৎসর ক। তঃ ভোগক্ষয় হলে যথোক্ত ক্রিয়াশীল বিভূতিবানের গৃহে জন্মগ্রহণ

যৌগিক—যোগ মে (১) ক্রিয়ায় বিশ্বাস আছে কিন্তু ভোগবাসনা ক্ষয় হয় কর্ম শৈথিল্য বশতঃ ঠিক পথে উজুতে পারেনি (২) ক্রিয়া ঠিককরে , কিন্তু মৃত্যুকালে বিপাকবশতঃ ঠিক পথে যেতে পাল্লে না। প্রথ. অবস্থার যোগভ্রষ্টেরা ভোগাভিলাষী বলে তাদের পরলোকে পুণ্যকর্ম্ম বলে যে সব লোক ভোগ হয় সেই সব পুণ্যকারীর ন্যায় স্বর্গাদি লোক ভোগ ক'রে ভোগক্ষয়ে ভগবানে প্রেমভক্তিসম্পন্ন ধনবানের গৃহে জন্ম হয় কারণ সেখানে ভোগলাভও হয় আর ভগবদ্ভক্ত হবার সুবিধাও হয়। দ্বিতীয় অবস্থার যোগভ্রষ্টের জন্মের কথা পরের শ্লোকে বলেছেন।

অথবা যোগিনা মেব কূলে ভবতি ধীমতাং।

এতদ্ধিদুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশং ॥৪২॥

অন্বয়—অথবা পক্ষান্তরে শ্রীমতাং কূলাদন্যস্মিন্ দরিদ্রাণাং ধীমতাং বুদ্ধিমতাং যোগিনাং যোগারূঢ়ানাং ব্রাহ্মণাদীনাং কূলে বংশে ভবতি জায়তে হি যতঃ এতৎ জন্ম যদ্দরিদ্রানাং যোগিনাং কূলে জন্ম যৎ ঈদৃশং এবম্ভূতং জ্ঞানিনাং কূলে জন্ম লোকে জগতি দুর্ল্লভতরং পূর্ব্বমপেক্ষা দুঃখেন লভ্যতরং।

বঙ্গানুবাদ—অথবা বুদ্ধিমান দরিদ্র যোগিগণের বংশে জন্ম হয়। এ রকম জন্ম জগতে দুর্ল্লভ. পূর্ব্বে ধনীর বংশে শুদ্ধভাবযুক্ত হয়ে জন্মইত দুর্ল্লভ তা অপেক্ষাও এই জন্ম দুর্ল্লভতর।

যৌগিক—প্রথম প্রকারের যোগভ্রষ্টগণের জন্ম জনকাদির ন্যায় রাজর্ষির গৃহে হয় ইহাতে সে ভোগী হলেও শুদ্ধান্তঃকরণ ও সদা

সনাযুক্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের ে 'ণ আবার ব্যাসাদিরমত দরিদ্র যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে .আর ভগবল্লাভে নূতন প্রয়াস কর্ত্তে হয় না কুলক্রমাগতরীতি ল্লেই হলো। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা পরের জন্মই শ্রেষ্ঠ ও অধিকত দুল্ল

তত্রতং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পে .দহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসি ৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥

অন্বয়—হে কুরুনন্দন কুরু নামক শুদ্ধ রাজবংশধর তত্র শ্রীমতাং যোগিনাং বা কুলে তং পৌর্ব্বদেহিকং পূর্ব্বস্মিন্ দেহে ভবং বুদ্ধিসংযোগং ব্রহ্মবিষয়াবুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে প্রাপ্নোতি ততঃভূয়ঃ তস্মাৎ পূর্ব্বকৃতাৎ সংস্কারাৎ বহুতরং চ সংসিদ্ধৌ সংসিদ্ধিনি ত্তং যততে প্রযত্নং করোতি।

বঙ্গানুবাদ—হে কুরুনন্দন অর্জ্জুন! সেই যোগভ্রষ্ট পরজন্মে ধনীর বা যোগীর গৃহে পূর্ব্ব দেহে যে বুদ্ধি পেয়েছিল সেই বুদ্ধিযুক্ত হয় ও সংসিদ্ধির জন্য পূর্ব্বকৃত্য সংস্কার চেয়ে অনেক বেশী চেষ্টা করে।

যৌগিক—পূর্ব্বজন্মে যোগভ্রষ্ট হলেও ব্রাহ্মীস্থিতিপার্থার জন্য যে জন্য যে বুদ্ধি জন্মেছিল সে বুদ্ধি তার স্বাভাবিকের মত উৎপন্ন হয় পরে সিদ্ধি লাভের চেষ্টার সুবিধা হওয়ায়ও বাইরের প্রতিবন্ধক প্রভৃতি না থাকায় দৃঢ়তর যত্ন করেন।

পূর্ব্বাভ্যাসেন তে নৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতি বর্ত্ততে ॥৪৪॥

অন্বয়—স যোগভ্রষ্টঃ অবশঃ অপি কুতশ্চি দন্তরায়াদনিচ্ছন্নপিতেনৈব বলবতা পূর্ব্বাভ্যাসেন যঃ পূর্ব্বজন্মকৃতঃ অভ্যাসঃ তেন হ্রিয়তে সংসিদ্ধৌ

আকৃষ্যতে। ন কৃতং (যাগাভ্যাসজাৎ সংস্কারাৎ বলবত্তরম ধর্ম্মাদিলক্ষণং কর্ম্ম তদা জনিতেন সংস্কারেন হ্রিয়তে অধর্ম্মশ্চেৎ বলবত্তরঃ কৃত স্তেন যে স্কারো অভিভূতয়তে এব। তৎক্ষয়েতু যোগজঃ সংস্কারঃ স্ব র্য্যং ভতে। ন দীর্ঘকালস্থস্যাঽপি বিনাশস্ত স্যাস্তীতি। অতঃ। জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য স্বরূপং জ্ঞাতুমিচ্ছন্নপি সোঽপি শব্দব্রহ্মাতি এতে দোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান ফলং অপাকরিষ্যতি কিমুত বুদ্ধ্যা যো যোগং তন্নিষ্ঠোঃ াসং কুর্য্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ—সেই যোগভ্রষ্ট ানরূপ বিঘ্ন বশতঃ ইচ্ছাহীন হলেও বলবান পূর্ব্বসংস্কার তাকে যোগে আকৃষ্ট করে। অধর্ম্ম যদি প্রবল হয় যোগজ সংস্কার অভিভূত হয় ব কিন্তু তার ক্ষয়ে আবার যোগে মতি হয়। দীর্ঘকালেও সে সংস্কার নষ্ট হয় না। তার পরসে যোগের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করে বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান কল্লে যে ফল পাওয়া যায় তাকে অতিক্রম করে।

যৌগিক—ভোগাকৃষ্ট যোগভ্রষ্ট ভোগ কর্ত্তে গিয়ে অনেক নীচে পড়ে যান বটে কিন্তু গুরুক্রিয়ার যে সৎসংস্কার কিছুতেই নষ্ট হয় না যখনই বাগ পায় সৎসংস্কার তাকে টেনে উঁচুতে নিয়ে যায়। তারপর তার ক্রমে উর্দ্ধগতি আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় রকমের যোগভ্রষ্টের ত কথাই নাই তারত আর ভোগ স্পৃহা নেই সেই একবারে যে স্থানে নাদ বিন্দুতে লয় পায় সেই পরম স্থানে উঠে পরে। প্রথম অবস্থাপন্ন যোগীও জিজ্ঞাসা পরায়ণ হয়ে ক্রমে সেই পদ লাভ করেন। শব্দব্রহ্ম বলে বেদকে। সাধক দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখে গেছেন যে নাদের উত্থান হ'লে ক্রমে ঋগাদিবেদ সকল প্রকাশ পান পরে যখন সেই নাদ বিন্দুতে লয় পায় সেই অবস্থাই বেদাতিক্রমের অবস্থা। যোগভ্রষ্টেরা জিজ্ঞাসু হয়ে সেই অবস্থাই পান।

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সং কিল্বিষঃ।
অনেক জন্ম সংসিদ্ধস্ততো পরাং গতিং ॥৪৫॥

অন্বয়—যোগী যোগাভ্যাসী প্রযত্নাৎ তমা নং চেষ্টাধিক্যাৎ যত্নপরায়ণঃ উত্তরোত্তরং সমধিকচেষ্টাবান্ সংশুদ্ধকি ষঃ সংশুদ্ধপাপঃ অনেক জন্ম-সংসিদ্ধঃ অনেকেষু জন্মসু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারজমুপচিত্য তেনো পচিতেন অনেক জন্মকৃতেন সংসিদ্ধঃ ' ' লব্ধসম্যগ্‌দর্শনঃ সন্ পরাং শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতি প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—যোগী উত্তরোত্তর সম ি যত্নবান হ'য়ে পাপ মুক্ত হওয়ায় অনেক জন্ম সঞ্চিত সংস্কার ব া সংসিদ্ধিলাভ করতঃ পরাগতি প্রাপ্ত হয়েন।

যৌগিক—ক্রিয়ার সম্বেগ অনুসারে সিদ্ধি শীঘ্র বা বিলম্বে হয়। যাঁরা মৃদুমন্দ বেগ তাদের অনেক বিলম্বে। যাঁরা মধ্যম বেগ সম্পন্ন তাঁদের তা চেয়ে শীঘ্র। যাঁরা তীব্র বেগ তাঁদের শীঘ্র আর যাঁরা অতি তীব্র বেগ তাঁদের অল্প দিনেই সিদ্ধিলাভ হয়। কিন্তু এই বেগ জন্মাবার পূর্ব্বে চিত্তের যে ক্ষিপ্ত বা মূঢ় অবস্থা ছিল তা কাটাতে কত জন্ম গেছে তবে ভগবল্লাভের বাসনা জেগেছে কিন্তু আবার বিক্ষিপ্ত অবস্থা কাটতে এক জন্মেই হবে তা বলা যায় না তাই বলেছেন জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত সৎসংস্কার যখন প্রবল হয়ে সাধককে শুদ্ধচিত্ত করে যখন চিত্তের বিক্ষেপ থাকে না তখন আর যত্ন শিথিল করতে ইচ্ছা হয় না সেই যত্ন অধিক হলেই সমাধিলাভ হয় সেই সমাধি সবিকল্প থেকে ক্রমে নির্ব্বিকল্প হলে পরাগতি লাভ হয়।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌ যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥

অন্বয়—যোগী তপস্বিভ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠেভ্যঃ অধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রভ অপি অধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ মতঃ জ্ঞাতঃ কর্ম্মিভ্যশ্চ অগ্নিহোত্রাদি রিভ্যশ্চ যোগী অধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ তস্মাৎ তদ্ধেতোঃ হে অর্জ্জুন ত্বং যোগীৎ ।

বঙ্গানুবাদ—কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞান সম্প তাঁদের চেয়েও যোগী শ্রেষ্ঠ বলে জানা আছে আবার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম ণকারী ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ অতএব হে অর্জ্জুন তুমি যোগী ।

যৌগিক—যাঁরা কর্ম্মফল সন্ন্যাস করেন তাঁরাই যোগী কর্ম্মফল যিনি বাসুদেবে অর্পণ ক'রে ক র্ম করেন অনাসক্ত হওয়ায় তাঁর দৃষ্টি সর্ব্বত্র সমান সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের স্ফ রণ দেখতে পান তাঁদের অবস্থাই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ অবস্থা। কারণ ব ইরে যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞানী, ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মকারী বা চান্দ্রায়ণাদি তপস্যাপরায়ণ তাঁরা সকলেই ফলাকাঙ্ক্ষা রাখেন কাজেই গতায়াত ঘোচে না। আবার ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেও যাঁরা প্রাণায়ামাদি কর্ম্ম করেন তাঁরা কর্ম্মী, যাঁরা ভ্রূমধ্যে মন প্রাণকে স্থির করেন তাঁরাই তপস্বী আর যাঁরা তত্ত্ব জানবার জন্য মনে মন দেন তাঁরা জ্ঞানী এই সকল অবস্থা চেয়ে যাঁর ব্রহ্মে স্থিতি হয়ে প্রবোধ উদয় হয়েছে তিনিই যোগী তাঁর অবস্থাই সকল চেয়ে বড়। তাই গুরুদেব তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্তকে ঐ অবস্থা লাভ কর্ত্তে বলছেন।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান ভজতে যোমাং সমে যুক্ততমোমতঃ ॥৪৭॥

অন্বয়—সর্ব্বেষাং অপি যোগিনাং রুদ্রাদিত্য ধ্যান পরায়ণানাং যমনিযমাদি পরায়ণানাং মধ্যে যো যোগী শ্রদ্ধাবান শ্রদ্দধানঃ সন্ মদ্গতেনান্তরাত্মনা ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেন অন্তঃকরণেন মাং বাসুদেবং পরমেশ্বরং

ভজতে সেবতে সযুক্ততমঃ সেবতে স" "শয়েন যুক্তঃ ইতি মেমতঃ মম সম্মতঃ।

বঙ্গানুবাদ—যমনিয়মাদিপরায়ণ সমস্ত যোগিগণের মধ্যে যে শ্রদ্ধাবান হ'য়ে আমাতে অন্তঃকরণ সমাহিত ক'রে আমাকে ভজনা করে আমার মতে সেই যুক্ততম।

যৌগিক—এই সমস্ত যোগিগণের মধ্যে যিনি পরম শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে 'আমিতে' সমস্ত অর্পণ ক'রে ঐ দেবেরই সেবা করে 'আমির' প্রকৃত স্বরূপ জানবার চেষ্টা করে সেই সকলের শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে এই অব্যভিচারিণী ভক্তি আসা দরকার নতুবা জ্ঞানলাভ হয় না। তাই ভগবান এখানে ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে গেলেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্ম পর্ব্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎ সু-ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ধ্যানযোগ
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

স ।ঽধ্যায়।

শ্রী বান্ উবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ াগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং থা জ্ঞাস্যসিতচ্ছৃণু ॥১॥

অন্বয়—হে পার্থ ময়ি বক্ষ্যমানবিশেষণে পরমেশ্বরে আসক্তমনাঃ আসক্তং মনো যস্য স মদাশ্রয়ঃ অহমেব পরমেশ্বরঃ আশ্রয়ো যস্য স যোগং যুঞ্জন্ মনঃ সমাধানং কুর্ব্বন্ অসংশয়ং অবিদ্যমানঃ সংশয়ঃ যত্র জ্ঞানে তৎ যথা স্যাত্তথা সমগ্রং সমস্তং বিভূতিবলশক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্নং মাং পরমেশ্বরং যথা যেন প্রকারেন যেন জ্ঞানেন বা জ্ঞাস্যসি সংশয়মন্তরেণ এবমেব ভগবানিতি তৎ ময়া উচ্যমানং শৃণু।

বাঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান বল্লেন আমাতে আসক্তচিত্ত ও আমার শরণাপন্ন হয়ে যোগ অভ্যাস করিলে নিসংশয়রূপে আমাকে যেমন করে জানিতে পারবে তাই বলি শোন।

যৌগিক—ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত কর্ম্মের কথা বলে এলেন এখন সপ্তম অধ্যায়ে ভক্তি মিশ্রিত কর্ম্মের কথা বলছেন। প্রথম কর্ম্ম কর্ত্তে গেলেই 'আমিতে' চিত্তের আসক্তি চাই সেই আসক্তিপূর্ণ ভাব হলেই সাধক মদাশ্রয় হ'য়ে পড়েন, পরমাত্মাকে আশ্রয়রূপে পান। সুতরাং কূটস্থ পুরুষ যে দূরে দেখা দিচ্ছিলেন ক্রমে নিকটস্থ হ'য়ে আসেন, সাধক তখন দেখেন তিনিই একমাত্র আশ্রয় সমীপবর্ত্তী হওয়ায় উপাসনা (উপ—সমীপে+আসনা থাকা). আরম্ভ

হয়। ইহাই সাধনার দ্বিতীয় ক্রম। ...র ক্রমে ক্রমে ভগবানের বিভূতি, বল, ঐশ্বর্য্য, শক্তি প্রভৃতি গুণের জ্ঞান হতে থাকে। সেই জ্ঞানে আর সন্দেহ থাকে না।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞান মি বক্ষ্যাম্য শেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বানেহ ভূয়োন্যজ্‌জ্ঞা ব্য মবশিষ্যতে ॥২॥

অন্বয়—অহং তে তুভ্যং সবি ং বিজ্ঞানসহিতং সানুভব-সংযুক্তং ইদং জ্ঞানং মদ্বিষয়ং জ্ঞানং অশেষতঃ কার্ৎস্নেন বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি তজজ্ঞানং বিবক্ষিতং স্তৌ শ্রোতুরভিমুখীকরণায় যজজ্ঞাত্বা যজ্‌জ্ঞানং লব্ধা ইহ ভূয়ঃ পুনঃ অন্য কিঞ্চিদপি জ্ঞাতব্যং পুরুষার্থ সাধনম ন অবশিষ্যতে অবশিষ্টং ন ভবতি। মত্তত্ত্বজ্ঞোয়ঃ যঃ স সর্ব্বজ্ঞঃ ভবতীতি। অতো বিশিষ্ট ফলত্ব ং দুর্ল্লভতরং জ্ঞানং।

বঙ্গানুবাদ—আমি তোমাকে অনুভবের সহিত এই জ্ঞান সমগ্ররূপে বলবো যাজানলে এই জগতে জানবার আর কিছু বাকী থাকবে না।

যৌগিক—যখন সাধক উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন তখন তাঁর পরোক্ষ অপরোক্ষ সবই জানা হয়ে যায়। শ্রীবিন্দুথেকে সবই যেন অনুভূতিতে আসে জানবার আর কিছু বাকী থাকে না।

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তিতত্ত্বতঃ ॥৩॥

অন্বয়—মনুষ্যানাং অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্য ব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেব নাস্তি তেষাং মনুষ্যানান্তু সহস্রেষু অনেকেষু মধ্যে কশ্চিৎ একঃ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় যততি প্রযত্নং করোতি যততাং অপিসিদ্ধানাং প্রযত্নং কুর্ব্বতাং তাদৃশানাং মুমুক্ষুনাং সহস্রেষু কশ্চিৎ একঃ এব মাং পরমাত্মানং তত্ত্বতো যথাবৎ বেত্তি জানাতি।

বঙ্গানুবাদ—হাজার হা[illegible] মানুষের মধ্যে একজন হয়ত সিদ্ধি (মোক্ষ) লাভের জন্য যত্ন [illegible]। আবার সেই রকম হাজার হাজার যত্নকারীর মধ্যে একজন হয়ত [illegible]আত্মার স্বরূপতত্ত্ব জানতে পারে।

যৌগিক—সাধক এই তত্[illegible]ন কত কঠিন দেখ। প্রথম মানুষ হতে হবে তারপর আবার সি[illegible]লাভের জন্য চেষ্টা কর্ত্তে হবে। যদি ভগবৎ কৃপায় সদ্‌গুরু মেলে [illegible]লে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে করতে যখন আত্মায় স্থিতিলাভ হ[illegible] তখন সিদ্ধি হলো। তারপর যদি আলগা দাও তাহলে আবার [illegible]য়ার তাড়নে হটে যাবে। কাজেই আত্মায় স্থিতি লাভ হওয়ার [illegible] ও সমানভাবে খেটে গেলে, অভ্যাস আর বৈরাগ্য তীব্র কর্ত্তে পা[illegible]। তবে সমস্ত চব্বিশ তত্ত্ব থেকে পৃথক যে নিরঞ্জন পুরুষ 'আমি' তাঁর স্বরূপ জানা হবে আমিতে মিশে যাওয়া হবে। তবে বাসু[illegible]দবে গুরুপদে আত্মসমর্পণ কল্লে তিনি কৃপা করে মায়ার শক্তি কেটে দেন ও সাধককে আমিতে মিশয়ে নেন।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥

অন্বয়—ভূমিঃ ইতি পৃথিবী তন্মাত্র উচ্যতে ন স্থূলা, ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ইতি আপঃ রসতন্মাত্রং অনলঃ রূপতন্মাত্রং বায়ুঃ স্পর্শ-তন্মাত্রং খং শব্দতন্মাত্রং মনঃ মনসঃ কারণমহঙ্কারঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কার কারণং মহত্তত্ত্বং অহঙ্কারঃ অবিদ্যা সংযুক্তং অব্যক্তং যথা বিষসংযুক্তমন্নং বিষমুচ্যতে এবমহঙ্কার বাসনাবদব্যক্তং মূলকারণমহঙ্কার ইত্যুচ্যতে প্রবর্ত্তকত্বাদহঙ্কারস্য অহঙ্কার এব হি সর্ব্বস্য প্রবৃত্তিবীজং দৃষ্টং লোকে ইতীয়ং যথোক্তং মে মম প্রকৃতি প্রকরোতি ইতি ঐশ্বরী মায়াশক্তিঃ অষ্টধা অষ্টাভিঃ প্রকারৈঃ ভিন্না ভেদমাগতা।

বঙ্গানুবাদ—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই রকমে আমার ঐশ্বরী স্বা প্রকৃতি আট প্রকারে ভেদ হয়েছে।

যৌগিক—উপাসনায় প্রবৃত্ত হও য় সাধক এখন কূটস্থ চৈতন্যের নিকটে রয়েছেন কাজেই তিনি এখন াব দেখতে পাচ্ছেন ভগবান তাই লক্ষ্য করয়ে তাঁর নিজের প্র কেমন তাই দেখাচ্ছেন। পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, দশ ইন্দ্রি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত এই হলো চব্বিশ তত্ত্ব। এ চব্বিশ তত্ত্বই অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন সুতরাং অব্যক্তকে আর আ া ধরা হয় না তারপর পুরুষ এই পঁচিশ তত্ত্ব। তার মধ্যে প মহাভূত আর এগার ইন্দ্রিয় এগুলো প্রকৃতি-বিকৃতি কাজেই অ বিকৃত যে আট তত্ত্ব রইলো তাই প্রকৃতির আট ভাগ বলে দেখ ়চ্ছেন। সাধক জানেন যে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ আর শব্দ তন্মাত্র এইগুলিই ক্রমে ভূমি, জল, তেজ, বা অগ্নি, বায়ু ও আকাশ হয়েছে। তাই ঐ নাম দিয়েই তন্মাত্রা কটা বলেছেন। এদের স্থান ক্রমে মূলাধারাদি পাঁচ চক্রে। তারপরই মন। মন বলতে এখানে সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই বোঝাচ্ছে, কারণ মনই তাদের অধিনায়ক এই সমস্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত মনের স্থান হচ্ছে আজ্ঞা চক্রে যে চন্দ্রমণ্ডল দেখা যায় তাহাই। তারপর বুদ্ধি এরস্থান সেই বিবস্বান মণ্ডল অহঙ্কার বলতে এখানে মহত্তত্ত্বকে বোঝাচ্ছে। এই অহঙ্কারই সৃষ্টির মূলকারণ। অব্যক্ত অবিদ্যাযুক্ত হলেই সৃষ্টি হয়। এর স্থান আজ্ঞার উপর দশাঙ্গুলও সহস্রার।

অপরেয় মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥

অন্বয়—ইয়ং তু অষ্টধা ভিন্না অপরা শুদ্ধানর্থকরী সংসাররূপা বন্ধনাত্মিকা ইতঃ তু যথোক্ত তু অন্যাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণাং প্রাণধারণ নিমিত্ত ভূতাং মে প্রকৃতিং পরাং প্রকৃষ্টাং বিদ্ধি জানীহি। হে মহাবাহো পার্থ যয়া মে শুদ্ধ স্বরূপয়া প্রকৃত্যা ইদং জগৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মকং ধার্য্যতে অন্তঃপ্রবিষ্টয়া এব।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে যে আট ভাগে ভিন্না প্রকৃতির কথা বলা গেল তাহা অপরা প্রকৃতি তা ছাড়া আমার অন্য এক জীবরূপা প্রকৃতি আছে তাকে পরাপ্রকৃতি জানবে। হে মহাবাহো সেই সর্ব্বজীবের অন্তঃপ্রবিষ্টা প্রকৃতিই এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।

যৌগিক—সাধকের এখন সব প্রত্যক্ষবৎ অনুভব হয়েছে। তিনি দেখছেন যে প্রকৃতি দুই রকমের (১) অপরা বা জড় প্রকৃতি (২) পরা বা চৈতন্য প্রকৃতি। এই চৈতন্য প্রকৃতি বা চিৎশক্তিই জগতের কারণ। জড় প্রকৃতিই আট ভাগে বিভক্ত। পঞ্চতন্মাত্র, অহংতত্ব, মহত্তত্ব ও অবিদ্যা এ ছাড়া আর যে ষোলটি তত্ব সেগুলি সব প্রকৃতি-বিকৃতি। পঞ্চমহাভূত আর এগারটা ইন্দ্রিয় এরা সবই প্রকৃতি-বিকৃতি। এই অপরা প্রকৃতিকেই বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ বলে। সেই শক্তি হতেই সৃষ্টি। এই শক্তি চেতনের চেত্যভাব। ব্রহ্ম চিন্ময়। ব্রহ্মের যে স্পন্দনশক্তি তাহাই সৃষ্টি সংহারকারিণী মহামায়া জগদ্ধাত্রী। চিন্ময় ব্রহ্মই সদাশিব।

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয় স্তথা ॥৬॥

অন্বয়—সর্ব্বাণি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি ভূতানি এতদ্যোনীনি এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রকৃতিযোনীকারণভূতে যেষাং তানি ইতি ইত্যেবং উপধারয় জানীহি। যস্মানমম প্রকৃতিঃ সর্ব্বভূতানাং কারণং অতঃ

কৃৎস্নস্য সমস্তস্য জগতঃ অহং সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা প্রভবঃ উৎপত্তিঃ তথা প্রলয়ঃ বিনাশঃ। প্রকৃতিদ্বয় ণ অহং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরো জগতঃ কারণং।

বঙ্গানুবাব—এই পরাপ্রকৃতি আর অপরাপ্রকৃতি উভয়ই এই সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তির কারণ। জীব রাপ্রকৃতি কর্ত্তৃক ভোক্তারূপে আর অপরাপ্রকৃতি কর্ত্তৃক ভোগভূমি ড়দেহরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। আমিই আবার এই দুই প্রকৃতি ঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বররূপে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ।

যৌগিক—এখন সাধক দেখছেন য এই জগৎ চিজ্‌জড়াত্মক। সেই চিতের উপরই জড় ভাসছে। িতই আবার জড়ের কারণ। চিত আবার ব্রহ্ম থেকেই উৎপন্ন। ব্রহ্মর সিসৃক্ষা হলেই যে তাঁর ইসারা ক্রমে তাঁহা থেকে মহাপ্রকৃতি াচতে নাচতে বেরয়ে পড়েন ও সত্ত্ব রজ তমোগুণে দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন। আবার যেন তাঁরই ইসারায় মহাকালী সংহাররূপিণী হয়ে নাচতে নাচতে মহাকালে লয় হয়। তাহলেই এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি জীব সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্ম হতেই উৎপত্তি হয় আবার তাতেই লয় হয়।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥৭॥

অন্বয়—হে ধনঞ্জয় মত্তঃ পরমেশ্বরাৎ পরতরং অন্যৎ কিঞ্চিদপিনাস্তি কারণান্তরং কিঞ্চিৎ ন বিদ্যতে। অহমেব জগৎকারণং যস্মাৎ এবং তস্মাৎ ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বমিদং চিদচিদ্বস্তুজাতং সূত্রে মণিগণাইব প্রোতং অনুস্যূতং অনুগতং অনুবিদ্ধং।

বঙ্গানুবাদ—হে ধনঞ্জয় আমা হতে আর কোন বস্তুই পরমার্থতঃ সত্য বা স্বতন্ত্র নাই। রত্ন সকল সুতোতে গাঁথলে যেমন সমস্ত

মণিই সেই সুতোকে আশ্রয় করে থাকে তেম্নি আমাতে এই সমস্ত জগৎ গাঁথা আছে।

যৌগিক—সাধক যখন উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়ে কূটস্থ চৈতন্যের সমীপে থেকে ক্রমে তাতে মিশে এক হয়ে যান তখন তিনি দেখেন এক চৈতন্য ছাড়া আর কোন বস্তু নাই সবই সেই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া বস্তু নাই। কিন্তু ব্রহ্মে মিশে এক হয়ে থাকলে আর ত কিছু দেখাও যায় না শোনাও যায় না সুতরাং সেই অদ্বৈতভাব ত্যাগ করবার সময় দ্বৈতভাব এসে করে আবার ব্রহ্ম ও মায়া স্বতন্ত্র বলে মনে হলো এই মায়িক বিশ্বপ্রপঞ্চ মিথ্যা হলেও সত্য বলে অনুভূত হয় তখন দেখা যায় মায়া ও মায়ার অধীনে সত্য বলে যা কিছু মনে হচ্ছে সবই যেন প্রধান ব্রহ্মসূত্র আশ্রয় করে রয়েছে। মালা গাঁথলে যেমন সুতো গাছটি মূল অবলম্বন হলেও দেখা যায় না সেই রকম ব্রহ্মকে আশ্রয় করে এই অনন্ত কোটি বিশ্ব উদ্ভাসিত হচ্ছে বোঝা গেলেও ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান হয় না। বোঝা যায় সকল জীবের ভেতোরই 'আমি' রয়েছেন কিন্তু আমি আছেন বুঝলেও 'আমি'কে কেউ দেখতে পায় না।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশি সূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দং খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥

অন্বয়—কেন কেন ধর্ম্মেণ বিশিষ্টে তস্মি সর্ব্বমিদং প্রোতং? উচ্যতে। হে কৌন্তেয় অপ্সু জলেষু অহং রসঃ অপাং যঃ সারং রসস্তস্মিন্ রসভূতে মধুর রসে কারণ ভূতে ময়ি সর্ব্বা আপঃ প্রোতা শশি সূর্য্যয়োঃ সূর্য্য চন্দ্রমসোঃ অহং প্রভা প্রকাশং অস্মি সর্ব্বদেবেষু ওঙ্কার তস্মিন্ প্রণব ভূতে ময়ি সর্ব্বে বেদাঃপ্রোতাঃ তথা খে আকাশে শব্দঃ সারভূতঃ শব্দরূপে ময়ি খঃ প্রোতঃ। তথা নৃষু পুরুষেষু অহং

পৌরুষং পুরুষস্য ভাবঃ পৌরুষং যতঃ পুং বুদ্ধিঃ নৃষু। তস্মিন্নয়ি পুরুষাঃ প্রোতাঃ।

বঙ্গানুবাদ—হে কুন্তি নন্দন আমি জলে রস, শশি সূর্য্যে প্রভা, সকল বেদে আমি ওঙ্কার এবং পুরুষ মধ্যে আমি পৌরুষরূপে থাকি।

যৌগিক—এই শ্লোকে ভগবান ও অর্জ্জুনকে সর্ব্বত্র পরমাত্ম দৃষ্টি করতে ইসারা কল্লেন। দেখাচ্ছেন মায়াময় তিনি নিজ মায়াতে তাঁর স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন রেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানারূপে সেজে রয়েছেন। কিন্তু সকল বস্তুরই মূলতত্ত্বই তিনি যোগী সাধক নিজ শরীরেই বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছেন তাই বিশ্বজাত বস্তুসমূহের মূল তত্ত্বে তাঁর লক্ষ্য পড়ছে আর দেখছেন সবই আমির' খেলা। আমি ছাড়া কিছু নাই। সুষুম্নার মাঝে মূলাধার সহস্রার ব্যাপী ব্রহ্মাকাশে সকল বস্তুর স্বরূপ দেখা যায় তাই দেখছেন স্বাধিষ্ঠানে রসতত্ত্বই সকল তরল পদার্থের মূল আশ্রয়। ভগবান অর্থাৎ আমিত্ব যে চিৎশক্তি সে সকল তরল পদার্থেরই ধাতা। আবার দেখেন যে কূটস্থে পিঙ্গলার মুখে আমিই বিবস্বানরূপে আবার এ পিঠে ইড়া মুখে আমিই চন্দ্রমারূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। এই বিবস্বান মণ্ডলের ও চন্দ্রমণ্ডলের যে জ্যোতি সেও চিজ্জ্যোতিরই অংশ সুতরাং আমিই চিজ্জ্যোতিরূপে সকল প্রভার ধাতা। আবার বেদে যা কিছু উচ্চারিত সবই প্রণবার্থবাচক ব্রহ্মবাচক সুতরাং বেদেরও ধাতা সেই আমি। বিশুদ্ধে যে শব্দরূপী আকাশতত্ত্ব সেই আকাশতত্ত্বে শব্দরূপী আমিই ধাতা। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই চেষ্টার দ্বারা সৃষ্ট সুতরাং চেষ্টারূপ যে পৌরুষ সেই পৌরুষ হয়েই আমি সৃষ্ট জীবের ধাতা।

পুণ্য গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥৯॥

অন্বয়—অহং পুণ্যঃ সুরভি গন্ধঃ তস্মিন্ ময়ি গন্ধভূতে পৃথিবী প্রোতা পুণ্যত্বং গন্ধস্য স্বভা এব পৃথিব্যাং দর্শিতং অবাদিষু রসাদেঃ পুণ্যত্বোপলক্ষণার্থং। অপুণ্যত্বং তু গন্ধাদীনাং অবিদ্যাহধর্ম্মাদ্যপেক্ষং সংসারিণাং ভূতবিশেষসংসর্গ নিমিত্তং ভবতি। বিভাবসৌ অগ্নৌ তেজশ্চাস্মি দীপ্তিশ্চাস্মি সর্ব্বভূতেষু সকল প্রাণিষু জীবনং জীবন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি তজ্জীবনং রূপে ময়ি সর্ব্বে প্রাণিনঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। তপস্বিষু বাণপ্রস্থাদিষু তপঃ স্বরূপং তপঃ চ অস্মি তস্মিন্ তপসি ময়ি তপস্বিনঃ প্রোতা।

বঙ্গানুবাদ—আমি পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, অগ্নির দীপ্তি, সকল প্রাণীর জীবন (আয়ু) এবং তপস্বীগণের তপও আমি।

যৌগিক—সাধক দেখছেন যে মূলাধারে 'আমিই' গন্ধতন্মাত্রারূপে রয়েছেন, সেই গন্ধ অবিকৃত তাই পুণ্য বিশেষণ দিয়েছেন মণিপুরে আমিই তেজরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন; অনাহতে আমিই সকল প্রাণীর প্রাণবায়ুরূপে রয়েছেন। আবার মস্তকগ্রন্থি থেকে আজ্ঞা পর্য্যন্ত স্থানে আমি তপরূপে রয়েছেন এই সমস্ত বীজস্বরূপ মূলতত্ত্বে সমস্ত বস্তু যেন গাঁথা রয়েছে।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামাস্মি তেজস্তেজস্বিনামহং ॥১০॥

অন্বয়—হে পার্থ অর্জ্জুন, মাং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বেষাং চরাচরানাং ভূতানাং সনাতনম্ নিত্যং উত্তরোত্তর সর্ব্বকার্য্যেষু অনুস্যূতং বীজং প্ররোহকারণং বিদ্ধি জানীহি। কিঞ্চবুদ্ধিমতাং শক্তিমতাং অহং বুদ্ধিঃ বিবেকশক্তিরন্তঃকরণস্য অস্মি এবং তেজস্বিনাং প্রগল্‌ভানাং অহং তেজঃ প্রগল্‌ভতা অস্মি।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন আমাকে সকল ভূতের নিত্য বীজস্বরূপ জানিও। বুদ্ধিমানের আমি বুদ্ধি অ ; বিবেকশক্তি ও তেজস্বীর আমি তেজ। সকল বীজই অঙ্কুরোদগ র পর নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু ভগবদ্‌শক্তিরূপে বীজ নষ্ট হয় না স্বরূপাবস্থ ৈই থাকে।

যৌগিক—সাধকের ভগবৎ সান্নিধ যত প্রগাঢ় হচ্ছে ততই ভগবৎতত্ব স্বরূপভাবে উপলব্ধি হচ্ছে নি তাই দেখছেন যে বীজ থেকেই যেমন ফল শস্যাদির উৎপত্তি এবং শুক্রাদি থেকে যেমন জন্তু উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত বীজ স ই আবার ভগবান থেকে উৎপন্ন কামপুরচক্রে তিনি অনাদিকা বীজরূপে অবস্থান করেন। আবার বুদ্ধিতত্বও সেই ভগরূপী ভগবান থেকে প্রেরিত হচ্ছে ও ব্রহ্মতেজ প্রভৃতি ে তেজ বা ওজশতি দেখা যায় সেই ভগবচ্ছক্তি সবই আমির নানারঙ্গে খেলা।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগ বিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥

অন্বয়—হে ভরতর্ষভ ভারত বলবতাং ওজস্বিনাং কামরাগ বিবর্জ্জিতং কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ কামস্তৃষ্ণা অসন্নিকৃষ্টেষু বিষয়েষু রাগোরঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু দ্বাভ্যাং কামরাগাভ্যাং বিবর্জ্জিতং দেহাদি ধারণ মাত্রার্থং বলং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যং চ অহং অস্মি ন তু সংসারিণাং তৃষ্ণারাগকারণমস্মি। কিঞ্চ ভূতেষু প্রাণিষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ ধর্ম্মেন শাস্ত্রার্থেন অবিরুদ্ধঃ কামঃ যথা দেহধারণমাত্রাদর্থো অশন পানাদি বিষয়ঃ স কামঃ অস্মি।

বঙ্গানুবাদ—হে ভরতর্ষভ আমিই সাত্বিকবলযুক্ত ব্যক্তিগণের কামরাগ-শূন্য সাত্বিক বল আর প্রাণিগণের ধর্ম্মের অবিরোধি কামও আমি।

যৌগিক—সাধক ভগবান্ সন্নিধানে থাকিয়া দেখছেন যে তাঁহার ভেতোর যে সাত্ত্বিকবল সঞ্চ হচ্ছে সেও আমির খেলা তাতে ভগবৎ সত্তার অনুভূতি হচ্ছে সেই খানে তাঁর আর কিছু পাবার জন্য কামনা জাগছে না আর যা এসে উপস্থিত হয়েছে তাকে রক্ষার জন্যও আসক্তি নাই। আবার দেখছেন যে তাঁর যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অপূর কাম ছিল সে কাম উপশান্ত হয়ে ভগবদ্দর্শনের কামনা মুক্তি লাভের কামনা জেগে উঠে নই গুরুবাক্য শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত একত্রবাসে যে কামনাও যায় নাই তাহলেই তিনি দেখছেন যে এই কামও ভগবৎসত্তাকে আশ্রয় করে রয়েছে।

যে চৈব সাত্ত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥

অন্বয়—সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনির্ব্বৃত্তা যে চ ভাবাঃ যে চ পদার্থাঃ শমদমাদয়ঃ রাজসাঃ রজোনির্ব্বৃত্তা হর্ষদর্পাদয়ঃ যে ভাবা তামসাঃ চ তমোনির্ব্বৃত্তা যে শোক মোহাদয়ঃ ভাবাঃ। যে কেচিৎ ভাবা প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাৎ জায়ন্তে তান্ সর্ব্বান্ মত্ত এব জায়মানান বিদ্ধি জানীহি। যদ্যপিতে মত্ত জায়ন্তে তথাপি অহং তেষু ন বর্ত্তে জীববৎ তদধীনো ন ভবামি তে পুনঃ ময়ি মদ্বশাঃ মদধীনাঃ বর্ত্ততে।

বঙ্গানুবাদ—শমদমাদি যে সাত্ত্বিকভাব, হর্ষদর্পাদি যে রাজসিকভাবও শোকমোহাদি যে তামসিকভাব সবই আমা থেকে উৎপন্ন হয়েছে জানিবে। এখন সংশয় হতে পারে তাহলে কি আত্মাবিকারী? তাই বলেছেন আমি কিন্তু সে সকল ভাবের অধীন নই তারাই আমাকে আশ্রয় করে রয়েছে।

যৌগিক—সাধক আবার দেখছে যে যখন 'আমি' নিস্পন্দভাব ত্যাগ করে স্পন্দনযুক্ত হ'ন তখনই তাঁর স্পন্দনে প্রকৃতি নেচে

ওঠেন আর নাচের সঙ্গে সঙ্গে সত্বরজোতমোগুণ বেড়য়ে পড়ে জীব সেই সকল প্রকৃতির ভাবে মোহিত হ নানারকমের কাজ করতে থাকে ও জগতের বৈচিত্র্য বেড়ে যা কিন্তু সাধকের মূলকারণে আমিতে লক্ষ্য স্থির থাকায় দেখতে পান যে এই সব ভাব পরমাত্মা থেকে উঠেছে। পরমাত্মা আত্মস্বরূপে সর্ব্বদ পূর্ণ থাকেন অথচ এই মায়ার খেলা খেলেন। তাই সাধ দেখছেন এই সব বিকার পরমাত্মাকে স্পর্শ করতেও পারে : তিনি অবিকারী অথচ তাঁকে আশ্রয় করেই মায়াদেবীর ে জগল্লীলা। ভগবান নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব। যেমন সর্পবুদ্ধি দূর ত এলে দড়ি যেমন তেমনই থাকে সর্পত্ব বিকার দোষ তাকে ছুঁতে পারে না সেই রকম।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩॥

অন্বয়—এবম্ভূত মপি পরমেশ্বরং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বভূতাত্মানং নির্গুণং সংসারদোষবীজপ্রসাদকারণং মাং নাভি জানাতি জগদিত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্। তচ্চ কিং নিমিত্তং জগতোঽজ্ঞানং ইতি? উচ্যতে। গুণময়ৈঃ গুণবিকারৈঃ রাগদ্বেষমোহাদি প্রকারৈঃ এভিঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ ত্রিভিঃ ভাবৈঃ ত্রিবিধৈঃ পদার্থৈঃ ইদং সর্ব্বং জগৎ সমস্তং প্রাণিজাতং মোহিতং অবিবেকতামাপাদিতং সৎ এভ্যঃ যথোক্তেভ্যঃ গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণং অব্যয়ং ব্যয়রহিতং জন্মাদি সর্ব্বভাব বিকারবর্জ্জিতং মাং পরমাত্মানং ন অভিজানাতি জ্ঞাতুং ন শক্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—এই যে সত্বরজতমোগুণময়ভাবের কথা বলা গেল এই জগতের সকল প্রাণীই ওদেরই ভাবে মোহিত হয়ে রয়েছে ও সকলের অতিরিক্ত সকল ভাব বিকারবর্জ্জিত আমাকে তারা জানতে পারে না। সর্প ভয়ে আকুলব্যক্তি যেমন রজ্জুকে রজ্জু বলে জানতে পারে না সেই রকম।

যৌগিক—সাধকের এখন "আমি"তে লক্ষ্য পড়েছে তাই দেখছেন যে এই জগৎ 'আমিকে' জানতে পারে না ও জানতে চায়না সবাই প্রকৃতিদেবীর তিন গুণের মোহে পড়ে আছে আর মনে করছে প্রকৃতির এই গুণের খেলা ছাড়া আর কিছুই নাই। 'আমি'ই যে এই গুণের খেলা খেলাচ্ছেন অথচ আপনি অবিকারী আছেন সেটা কারও লক্ষ্যে পড়ে না কারণ ভ্রমে পড়লে ঐ রকমই হয়। যখন মানুষের দড়িকে সাপ বলে ভ্রম হয় তখন দড়ি দেখেই পালায় যতক্ষণ না দড়ির স্বরূপের জ্ঞান হয় ততক্ষণ দড়ি সাপই থাকে সেই রকম যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞান হয় ততক্ষণ জগৎ সত্য বলে মনে হয় জ্ঞান হলেই মিথ্যা মিথ্যাই হয়ে যায়।

দৈবীহ্যেষাগুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥১৪॥

অন্বয়—কথং পুনর্দ্দৈবীমেতাং ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীমায়ামতি-ক্রামন্তীতি? উচ্যতে। মম ঈশ্বরস্য এষা যথোক্তা গুণময়ী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া শক্তিঃ হি যস্মাৎ দেবী দেবস্য মহেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভাব ভূতা তস্মাৎ দূরত্যয়া দুঃখেন অত্যয়ঃ অতিক্রমনং যস্যাঃ সা দুরতিক্রমা। তত্রৈবংসতি সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেব মায়াবিনং স্বাত্মভূতং সর্ব্বাত্মনা যে প্রপদ্যন্তে ভজন্তি শরণং লভন্তে তে এতাং সর্ব্বভূত চিত্ত মোহিনীং মায়াং তরন্তি সুদুস্তরা মপি অতিক্রমন্তি। সংসারবন্ধনান্মুচ্যন্ত ইতি।

বঙ্গানুবাদ—আমার সত্বাদি ত্রিগুণময়ী মায়া নিতান্ত দুরতিক্রমনীয়া। যে সকল ব্যক্তি আমার শরণাগত হয়ে ভজনা করে তারাই এই দুরতিক্রম্যা মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।

যৌগিক—সাধক এখন ভগবৎ সমীপবর্ত্তী রয়েছেন তাই তাঁরই কৃপায় তিনি দেখছেন যে তাঁরই মায়াশক্তি এই সৃষ্টির বিস্তার

করে জীবসমূহকে মোহিত করে রেখেছেন তাঁকে জয় করাও সাধ্যে কুলোয় না। চণ্ডীতে দেখয়েছে যে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য গুরূপদেশক্রমে একান্ত মনে ই ভগবচ্ছক্তির আরাধনা করায় তাঁরই কৃপা বলে ভগবল্লাভ করেছিলেন। কপিলদেবও বলেছেন এই প্রকৃতি সাধারণ জীবের কটে কুলটার ন্যায় অধীনস্থ। পুরুষকে আত্মবিস্মৃত করেছেন কিন্তু দ য়া শরণাপন্ন জীবের নিকট কুলবধূর ন্যায় সুশীলা ও আজ্ঞাকারিণী ত ভগবল্লাভ করয়েছেন। তাহলেই যদি একমনে আমিতে লে থাকা যায় তাহলে আমির স্বরূপ জ্ঞান হয়। মহামায়া জগজ্জনন. প্রকৃতি নিজ সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে আপনার আবরণী বিক্ষেপণী শক্তি সরয়ে নেন ও আমির স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

নমাং দুষ্কৃতিনোমূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫॥

অন্বয়—দুষ্কৃতিনঃ পাপকারিণঃ মূঢ়াঃ আত্মানাত্মবিবেকহীনাঃ অতএব নরাধমাঃ নরানাং মধ্যে নিকৃষ্টাঃ মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ মায়য়া সংমুষিতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ হিংসানৃতাদিলক্ষণমাশ্রিতাঃ মাং পরমেশ্বরং ন প্রপদ্যন্তে ন শরণং গচ্ছন্তি।

বঙ্গানুবাদ—নিত্য পাপকারী বিবেকবিহীন নরাধমেরা মায়াকর্ত্তৃক জ্ঞানহারা হয়ে দম্ভদর্পাদি অসুরেরভাব প্রাপ্ত হয় কাজেই আমার শরণ গ্রহণ করে না।

যৌগিক—সাধক এখন দেখছেন যে মানুষ মায়া দ্বারা বশীভূত হয়ে চার রকম অবস্থা পায় তারা আর ভগবানের আদেশ পালন কর্ত্তে চায় না। (১) মূঢ় (২) নরাধম (৩) মায়া দ্বারা জ্ঞান বর্জ্জিত (৪) আসুরভাব প্রাপ্ত যারা বিষয়ে পূর্ণ আসক্তিযুক্ত তারা মূঢ় তাদের

নাকি বিষয়ে নেশা ধরে গেছে তাই তারা বিষয় ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না তবে যা' ‌ ‌টু ধর্ম্ম পালন করে পাছে বিষয় না পায় সেই ভয়ে আর পরলোকে বিষয় ভোগের আশায়। যাদের একটু জ্ঞান আছে অথচ দুষ্কর্ম্ম করে করে হৃদয়হীন হয়ে গেছে ভগবান পানে তাকাতেও ভ ‌ হয় গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশমত কাজ করতে বিরক্ত, তারাই নর ‌ । মায়ার আবরণ শক্তিতে যার জ্ঞান আবৃত, বিকৃত হয়েছে তা‌ ‌ তৃতীয় অবস্থার লোক। আর চতুর্থ অবস্থার লোক আবার অহ ‌ র উন্মত্ত ঈশ্বর আবার কে আমিই ত ঈশ্বর এইরূপ জ্ঞান হয়। তার ‌ খনও ভগবানকে চায় না।

চতুর্ব্বিধাঃ ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬॥

অন্বয়—হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন আর্ত্তঃ আর্ত্তিপরিগৃহীতঃ তস্কর-ব্যাঘ্র-রোগাদিনা অভিভূতঃ অভিভবমাপন্নঃ জিজ্ঞাসুঃ ভগবতত্ত্বং জ্ঞাতু মিচ্ছতিয়ঃ ‌র্থার্থী ধনকামঃ অত্র বা পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থলিপ্সুঃ, জ্ঞানী বিষ্ণোস্তত্ত্ববিচ্চ আত্মবিচ্চ চতুর্ব্বিধাঃ চতুঃপ্রকারা সুকৃতিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ মাং ভজন্তে সেবন্তে।

বঙ্গানুবাদ—হে ভরতবংশাবতংস অর্জ্জুন পূর্ব্বজন্মে পুণ্যকর্ম্মশীল চারি রকমের লোক আমার ভজনা করে। (১) আর্ত্ত ভীত বিপদাপন্ন যেমন দ্রৌপদী গজেন্দ্রাদি (২) জিজ্ঞাসাপরায়ণ যেমন মুচকুন্দ জনকাদি (৩) অর্থার্থী যেমন সুগ্রীব বিভীষণাদি (৪) জ্ঞানী যেমন সনকাদি শুকদেব।

যৌগিক—দুষ্কৃতিশালী চারি রকমের লোক ভগবানকে ভজনা করে না পূর্ব্বে দেখে গেলেন এখন আবার দেখছেন যে যাঁরা

ভগবানকে ভজনা করেন তাঁরাও চার রকমের (১) আর্ত্ত (২) জিজ্ঞাসু (৩) অর্থার্থী ও (৪) জ্ঞানী। এখন কথা যারা বিপদাপন্ন, রোগে কাতর, ভয়ে অভিভূত তারাই আর্ত্ত। দুষ্কৃতিশালীরাও ত ওরকম অবস্থা পায় তারা তাহলে কি মূঢ়তা ত্যাগ করে ভক্ত হয়ে যায়? তা যায় না কারণ তদ্দ্বারা ক্ষণিক ভগব স্মরণ কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, পৌরুষ দ্বারাই তারা আর্ত্ত নাশের (করে। পৌরুষের দ্বারা মিথ্যা চৌর্য্য প্রতারণা দ্বারা অর্থার্থী ই অর্থলাভ করবার চেষ্টা করে ভগবৎ ভজনা কর্ত্তে চায় না। যদিও করে ইষ্টলাভ হলেই তারা নিরস্ত হয় কিন্তু সুকৃতিশালী ভগ দর্শন না করে ছাড়ে না। একবার দর্শন হলে সেই ভগবৎরূপে মন পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করে ফেলেন। আর্ত্ত ও অর্থার্থীরা জিজ্ঞাসু হয়ে অবশেষে তত্বজ্ঞান লাভ করেন। জিজ্ঞাসুরা তত্বজ্ঞান লাভ করে ভগবৎকৃপা পান আর জ্ঞানীরাত সর্ব্বত্রই ভগবৎ স্ফুরণ দেখতে পান তাঁদের কামনার পরিসমাপ্তি হয়।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থ মহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥

অন্বয়—তেষাং চতুর্ণাং মধ্যে জ্ঞানী তত্ত্ববিৎ বিশিষ্যতে বিশেষমাধিক্য-মাপদ্যতে। কুতঃ যদসৌ নিত্যযুক্তঃ সদামন্নিষ্ঠঃ অতএব একভক্তিঃ একস্মিন ময্যেব ভক্তিঃ যস্য স। হি যতঃ অহং আত্মা জ্ঞানিনঃ তত্ত্ববিদঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ প্রেমাস্পদ "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ প্রেয়ো অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ আন্তরোঽয়ং আত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদ্ জ্ঞানিনঃ আত্মত্বাৎ বাসুদেবো প্রিয়ো ভবতি। স চ জ্ঞানী মম বাসুদেবস্য আত্মৈব ইতি মমাত্যর্থং প্রিয়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—এই চার রকম ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীই সকল চেয়ে বিশিষ্ট কারণ তিনি ভগবানে নিত্যযুক্ত থাকেন এবং ভগবান ছাড়া তাঁর অন্য কোন বস্তু ভজনার নাই। সেই আমিই জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয় এবং সেই ভক্তও আমার প্রিয়।

যৌগিক—আর্ত্ত জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ভক্তগণের অন্য কামনা থাকায় তাঁরা সেই কামনা পূরণ হলে খানিকটে ভগবানকে ভোলে, কিন্তু জ্ঞানীভক্ত আমি ছাড়া আর কিছু চায় না আমিতে সর্ব্বদাই যুক্ত আত্মপরায়ণ, আত্মা ছাড়া অন্য কিছুরই সত্তা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় না সুতরাং আমি তাঁর খুব প্রিয়বস্তু। আমাতেসর্ব্বদা যুক্ত থাকা বশতঃ আমিও তাঁর দর্শনের বাইরে থাকি না কাজেই তিনিও আমির বড়ই প্রিয়। জীবমাত্রেরই আত্মা প্রিয় বটে কিন্তু মায়ার দুটি অব্যর্থ শক্তির বশে থেকে কেউই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি কর্ত্তে পারে না কেবল জ্ঞানী আমির সন্ধান জানতে পারে আর আমিকে ছাড়ে না।

উদারাঃ সর্ব্বএবৈতেজ্ঞানী ত্বাত্মৈব মেমতং।
আস্থিতঃ সহি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিং ॥১৮॥

অন্বয়—ন তর্হি আর্ত্তাদয়ঃ বাসুদেবস্য প্রিয়াঃ? ন। কিং তর্হি? উদারা ইতি। এতে এয়ঃ সর্ব্বে উদারাঃ উৎকৃষ্টাঃ এব নহিকশ্চিদ্ভক্তো মম বাসুদেবস্য অপ্রিয়ঃ ভবতীতি জ্ঞানী তু অত্যর্থং প্রিয়ো ভবতি ইতি বিশেষঃ। তৎ কস্মাৎ ইতি? জ্ঞানীতু আত্মৈব নান্যঃ ইতি মে মম মতং নিশ্চয়ঃ সিদ্ধান্তঃ। হি যতঃ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা অহমেব ভগবান্ বাসুদেবঃ নান্যোঽস্মীতি এবং সমাহিত চিত্তঃ সন্ অনুত্তমাং গতিং সের্ব্বাত্তমাং গতিং গন্তুং মাং এব পরংব্রহ্ম আস্থিতং আরোঢ়ুং প্রবৃত্তঃ।

বঙ্গানুবাদ—অন্য আর্ত্তাদি ভক্তেরা আমার বাসুদেবের অপ্রিয় নয় কিন্তু জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয় কারণ জ্ঞানী আত্মাই ইহা আমার সিদ্ধান্ত। সেই জ্ঞানী সর্ব্বদা আমাতে চিত্ত সমাধান করতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি যে আমি আমাতেই আশ্রয় নিতে প্রবৃত্ত হয়।

যৌগিক—আর্ত্ত প্রভৃতি ভক্তেরা হলেই উদার, অর্থাৎ উৎ- ঊর্দ্ধে, আরাতুং শীলং এষাং আগমনশীল প্রকৃতির খেলা ছেড়ে ঊর্দ্ধে আত্মভাব পাবার জন্য প্রয়াসী কিন্তু আর্ত্ত প্রভৃতি তিন প্রকার, ভক্তের আমিকে পাওয়া একমাত্র উদ্দেশ্য নয় সহকারী উদ্দেশ্যও আছে আর জ্ঞানীর আমিই সব। আত্ম ছাড়া তার আর কিছুই নাই সুতরাং তিনি আত্মস্বরূপই হয়েগেছেন এই বিশেষ। আত্মাতে সর্ব্বদাই লেগে থাকায় আত্মাকেই সে পায় কারণ আত্মলাভ চেয়ে উৎকৃষ্ট গতি আর কিছু নাই।

বহূনাং জন্মনা মন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥১৯॥

অন্বয়—বহূনাং জন্মনাং জ্ঞানার্থসংস্কারাশ্রয়াণাং অন্তে সমাপ্তৌ বাসুদেবঃ সর্ব্বং বাসুদেবাৎ পরং ন কিঞ্চিদস্তি ইতি জ্ঞানবান প্রাপ্ত পরিপাকজ্ঞানং মাং বাসুদেবং প্রত্যগাত্মানং প্রপদ্যতে প্রত্যক্ষতঃ ভজতে সমহাত্মা ন তৎ সমোঽন্যোঽস্তি অধিকো বা অতঃ সুদুর্ল্লভঃ মনুষ্যানাং সহস্রেষু দুঃখেনাপি লব্ধু মশক্যঃ।

বঙ্গানুবাদ—বহু জন্মের পর বাসুদেবই সব এইরূপ জ্ঞানে জ্ঞানীভক্ত আমার ভজনা করে এরূপ মহাত্মা অতি দুর্ল্লভ।

যৌগিক—আত্মাই একমাত্র লভ্যবস্তু কারণ আত্মা ছাড়া সব বস্তুই অনিত্য এই জ্ঞান যাঁদের হয়েছে তারাই জ্ঞানবান। এই

জ্ঞানবানেরা সাধনের দ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হলে আত্মাস্বরূপ, আত্মাই যে সব আত্মা ছাড়া আর কোন বস্তু নাই এই জ্ঞানের পরিপাক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থা পেতে হলে অনেক জন্ম কেটে যায়। আবার সাধন অবস্থাতেও অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ হলে কামশূন্য অবস্থা পেয়ে আনন্দময় কোষে অহং কর্ত্তৃত্ব ও চিন্তন শক্তি ত্যাগ করে আনন্দময় কোষ ভেদ হলে পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থা পাওয়া যেতে পারে। এই অবস্থা যে সাধক পেয়েছেন তিনি মহাত্মা এবং এরূপ মহাত্মাও লক্ষের মধ্যে দুই একটি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০॥

অন্বয়—তৈঃ তৈঃ কামৈঃ পুত্রপশুস্বর্গাদিবিষয়ৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ অপহৃত বিবেক বিজ্ঞানাঃ স্বয়া আত্মীয়য়া প্রকৃত্যা স্বভাবেন, জন্মান্তরার্জ্জিত সংস্কার বিশেষেণ নিয়তাঃ নিয়মিতাঃ তং তং নিয়মং দেবতারাধনে প্রসিদ্ধঃ যঃ যঃ নিয়মঃ তং তং আস্থায় আশ্রিত্য অন্য দেবতাঃ ভগবতো বাসুদেবাদন্যঃ ইষ্টদাতৃত্ব শক্তি বিশিষ্ট দেবতাঃ প্রপদ্যন্তে ভজন্তে।

বঙ্গানুবাদ—যারা কামনাপরায়ণ তারা কামনা দ্বারা তাড়িত হয়ে আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সুতরাং নিজের কামনা পূরণ কর্ত্তে পারে যে সকল দেবতা যক্ষাদি তাদের আরাধনায় যে সব নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে আরাধনা করে ভগবল্লাভের চেষ্টাও করে না।

যৌগিক—কাম আর জ্ঞান দুটি বিপরীত বস্তু সাধক গোরা থেকে দেখছেন। সুতরাং কামনা পূরণ কর্ত্তে গেলে জ্ঞানের পথ আশ্রয় কল্লে হয় না, এইটেই সাধারণের বিশ্বাস ও ধারণা। কামীরা

এই ধারণার বশে জ্ঞানলাভ কর্ত্তে প্রস্তুত নয় সুতরাং কাম যাবত পূরণ হয় তারজন্য শাস্ত্রে যে সকল নিয়মাদি অবলম্বনের উপদেশ আছে তারা সেই সব নিয়মাদি পালন করতে খুব প্রস্তুতও। সেই সব নিয়ম পালন কর্ত্তে হলে যে সব দেবতাদির উপাসনার ব্যবস্থা আছে তাও করে। কিন্তু জ্ঞানলাভের দিকে এক পাও এগোয় না। জ্ঞানপথে গেলে যে শেষে পূর্ণকাম হয়ে যাবে, কোন কামনাই আর থাকবে না। অন্তঃকরণে চিরশান্তি লাভ করবে তা বুঝলেও মায়ার এমনি শক্তি যে অবশে কামনার জন্য ঘুরতে হবেই। চণ্ডীতে বলেছেন "জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি"। দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানবানদের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ ক'রে মোহে নিযুক্ত করেন।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্যতস্যাচলা শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১॥

অন্বয়—যো যো কামী যাং যাং তনুং দেবতারূপং মদীয়াং মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়া সংযুক্তো ভক্তশ্চ সন্ অর্চ্চিতুং পূজয়িতুং ইচ্ছতি প্রবর্ত্ততে তস্যতস্যকামিনঃ তাং এব দেবতাং প্রতি অহং অন্তর্য্যামী শ্রদ্ধাং ভক্তিং অচলাং স্থিরাং বিদধামি করোমি।

বঙ্গানুবাদ—যে যে সকাম ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক যে যে দেবতার মূর্ত্তির শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করে আমি সেই ভক্তের সেই মূর্ত্তিতে ভক্তি অচলা করে দিই।

যৌগিক—সাধক এখন দেখছেন যে যারই পূজা করুক সবই সেই ভগবানেরই পূজা, কারণ সকল মূর্ত্তি সকল বস্তুই 'আমিতে' গড়া আমি ছাড়া আর কিছু নাই। তাহলেও যে ভক্ত যে মূর্ত্তির পূজাতে

শ্রদ্ধাবান হয় অন্তর্য্যামী পরমাত্মা সেইরূপে তার কাছে দেখা দিয়ে তার কামনা পূরণ করেন ... রাও নিজ অভীষ্ট মূর্ত্তি ছাড়া অন্য মূর্ত্তি চায় না। পরম ভক্ত হনুমান বলেছিলেন "শ্রীনাথে জানকীনাথে নহি ভেদঃ কদাচন। তথাপি মম সর্ব্বস্বং জানকীহৃদিবল্লভঃ" যখন জ্ঞানের চরমসীমায় গিয়ে যে দিকে তাকায় সেই দিকেই ব্রহ্ম স্ফুরণ হয় তখনই অভেদ জ্ঞান দৃঢ় হয়।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধন মীহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

অন্বয়—যয়ৈব পূর্ব্বং প্রবৃত্তঃ স্বভাবতো যো যাং দেবতা তন্নুং শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু মিচ্ছতি সতয়েতি। সতয়া মদ্বিহিতয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়াযুক্তঃ সন্ তস্যাঃ দেবতায়াঃ রাধনং আরাধনং ঈহতে চেষ্টতে ততঃ তস্যাঃ আরাধিতায়াঃ দেবতাতন্বাঃ ময়ৈব পরমেশ্বরেন সর্ব্বজ্ঞেন ফলবিভাগজ্ঞতয়া বিহিতান্ নির্ম্মিতান তান্ কামান্ হি অবশ্যং লভতে চ। যস্মাৎ তে ভগবতা ও বিহিতাঃ কামাস্তস্মাৎ তানবশ্যং লভন্তে। হিতানিতি পদচ্ছেদে হিতত্বং কামনা মুপচরিতং কল্প্যং, ন হি কামা হিতাঃ কস্যচিৎ।

বঙ্গানুবাদ—সেই সকাম ভক্ত মদ্বিহিত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনার চেষ্টা করে আমিই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর তাহাকে তার ঈপ্সিত কামনা প্রদান করি।

যৌগিক—সাধক দেখেন যে সেই সকাম ব্যক্তি ভেদজ্ঞান হীন হয় না সুতরাং ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করিলেও তাদের ফল চিরস্থায়ী হয় না। তারা মনে করে যে তাদের আবাধিত দেবতা স্বতন্ত্র শক্তিসম্পন্ন, তারা সেই দেবতার নিকট হইতেই কামনা লাভ করিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভু ভগবান নিজেই সমস্ত দেবতা তিনি সেই

দেবতারূপেই দেবভক্ত ব্যক্তির কামনা পূরণ করেন। সাধক তোমার প্রাণায়াম কার্য্য করতে করতে চক্রে পাপরীতে যে সকল দেবতা আছেন দেখতে পাও, বুঝতে পাচ্ছ সে আমিরই গড়া কিন্তু তারা ফল দিয়ে সাধকের কামনা বাড়য়ে দেন ফল পাওয়াও সে আমির কাছেই কারণ আমি ছাড়া কিছু ত নাই।

অন্তবত্ত্ ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তিমামপি ॥২৩॥

অন্বয়—যস্মাদন্তবৎ সাধনব্যাপারা অবিবেকিনঃ কামিনশ্চতে অতঃ অন্তবদিতি। অল্পমেধসাং তু অল্পপ্রজ্ঞানাং তু তেষাং অবিবেকিনাং কামিনাং তৎফলং ময়াদত্তমপি অন্তবৎ বিনাশি যতঃ দেবযজঃ দেবান্ যজন্তি ইতি দেবযজঃ দেবান্ আরাধিত দেবভাবং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি মদ্ভক্তাঃ মামপি ঈশ্বরং যান্তি; প্রাপ্নুবন্তি এবং সমানেঽপ্যায়াসে মামেব ন প্রপদ্যন্তে অনন্ত ফলায়। অহো খলু কষ্টং বর্ত্তত ইত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্।

বঙ্গানুবাদ—সেই সকল অল্প বুদ্ধি ভক্তগণের ফলও অনন্ত হয় না অনিত্য হয়। কারণ দেবতারাধনাকারীরা দেবভাবকে পায় এবং আমার ভক্তেরা আমাকেই পায়।

যৌগিক—কামী ভক্তেরা যে ফল পান সে অনিত্য কারণ ভগবান্ 'আমিই' নিত্য পদার্থ আর সমস্ত পদার্থই অনিত্য। কামনা ত কখনও নিত্য নয় কাজেই অন্ত হয়ই তাহলেই অনিত্য কামনার জন্য যারা আরাধনা করে তাদের বুদ্ধি বড় কম, কারণ দেবতা আরাধনা করেই সেই দেবতারই ভাব পাওয়া যেতে পারে কিন্তু দেবতা তন্ত্র যত শ্রেষ্ঠই হউক নিত্য নয়, নশ্বর, সুতরাং ফল আর অনন্ত হবে কি করে? তবে নিত্য ধন পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পাবার চেষ্টা কল্লে সেই নিত্য পরমাত্মভাব পাওয়া যায়। চেষ্টা করতে পরিশ্রম উভয়ের

তুল্য হলেও কামনাপরায়ণেরা যা ফল পান সেটা অল্প দিনের জন্য, আবার নষ্ট হয়, কিন্তু নিষ্কামীরা সত্য অনন্ত ফল লাভ করেন।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাব মজানন্তো মমাব্যয় মনুত্তমম ॥২৪॥

অন্বয়—অবুদ্ধয়ঃ অবিবেকিনঃ মম অব্যয়ং ব্যয়রহিতং অনুত্তমম্ নিরতিশয়ং মদীয়ং পরং ভাবং পরমাত্মস্বরূপং অজানন্তঃ অব্যক্তং অপ্রকাশং মাং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং ঈশ্বরং ব্যক্তিমাপন্নং ইদানীং (লীলা বিগ্রহ পরিগ্রহাবস্থায়াং) প্রকাশং গতং মন্যন্তে।

বঙ্গানুবাদ—বুদ্ধিহীন অবিবেকীগণ আমার ক্ষয়োদয় রহিত নিরতিশয় পরমাত্মভাব জানতে না পেরেই প্রকাশহীন অব্যক্ত যে আমি আমাকে প্রকাশ প্রাপ্ত বলে মনে করে।

যৌগিক—সাধক এখন দেখতে পাচ্ছেন আত্মা নিত্য। এই নিত্য ভাব জানতে হলে বিবেকের দরকার, বুদ্ধিতত্ত্বকে পার হওয়া চাই, বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ হওয়া চাই তাহলেই আর কামের বশে আসতে হবে না তখন ভগবান পরমাত্মার যে পরম ভাব সেই আমিময় ভাব জানতে পারা যাবে। যারা সকাম উপাসক তারা আর কামের হাত এড়াবে কি করে? তারা বুদ্ধিতত্ত্বেই পৌছিতে পারেনি সুতরাং নিত্য আত্মবস্তুর সচ্চিদানন্দভাব জানতে না পেরে সেই পরমাত্মা থেকে ভিন্ন জ্ঞানে দেবতার পূজা করে। সেই পরমাত্মা সর্ব্বদাই একরূপ তাঁর প্রকাশভাব অর্থাৎ জীবাদির দেহের ন্যায় সীমাবিশিষ্ট ভাব নাই, অথচ তাহাকে প্রকাশযুক্ত অর্থাৎ মৎস্য কূর্ম্মাদি রূপবিশিষ্ট ও সসীম শক্তিযুক্ত মনে করে। কামনা এড়ায়ে বুদ্ধিতত্ত্ব পার হলেই কূট ভেদ হলেই 'আমিই আমি' এই জ্ঞান স্থায়ী হয়ে যায়।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যো' ায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫॥

অন্বয়—যোগমায়া সমাবৃতঃ যোগো গুণানাং যুক্তির্ঘটনং সৈব মায়া যোগমায়া তয়া সমাবৃতঃ সংচ্ছন্নঃ অহং সর্ব্বস্য জনস্য ন প্রকাশঃ কেষাঞ্চিদেবমদ্ভক্তানাং প্রকাশোঽহমিত্যভিপ্রায়ঃ। অতএব মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ জনঃ জ্ঞানিনং বিনা মাং অজং জন্মরহিতং অব্যয়ং ক্ষয়রহিতং নাভিজানাতি।

বঙ্গানুবাদ—যোগমায়া দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকায় আমি সাধারণের নিকট প্রকাশ হই না সেই হেতু যারা মূঢ় তারা আমায় জন্মনাশ বিহীন বলে জানে না।

যৌগিক—সাধক এখন দেখছেন আত্মার উৎপত্তি বিনাশ নাই, নিত্যবস্তু। যারা মায়ার মোহে আবৃত চক্ষু তারা আত্মার এই ক্ষয়োদয় শূন্য অবস্থা জানতে পারে না কারণ ত্রিগুণের যোগই যে মায়া সেই মায়া ভগবানের স্বরূপকে লোকচক্ষু থেকে আবরণ করে রেখেছে। সেই মায়া কাটলে মায়াতীত অবস্থা পেলে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই মায়াতীত অবস্থা পেতে গেলে ক্রিয়াশীল মাত্রেই জানেন যে প্রাণে মন দিয়া তারপর মনে মন দিয়া সাধনা করতে হয় সাধনা তীব্র হলে শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ হয়।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানিচার্জ্জুন।
ভবিষ্যানি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬॥

অন্বয়—হে অর্জ্জুন সমতীতানি ভূতানি সমতি ক্রান্তানি বর্ত্তমানানি অধুনা বিদ্যমানানি ভবিষ্যানি ভাবীনি চ ত্রিকালবর্ত্তিনী ভূতানি

স্থাবরজঙ্গমানি সর্ব্বানি অহং বেদ জানামি। মায়াশ্রয়ত্বান্মম তস্যাঃ স্বাশ্রয় ব্যামোহকত্বাভাবাৎ ইতি সিদ্ধং। মাং তু কশ্চন ন বেদ ন জানাতি মন্মায়ামোহিতত্বাৎ। প্রসিদ্ধং হি লোকে স্বাশ্রয়াধীনত্ব মন্য মোহকত্বং চ।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চরাচর সকল বস্তুকে আমি জানি। আমাকে কেউ জানে না।

যৌগিক—ভগবান চৈতন্য। তাঁকে আশ্রয় করেই প্রকৃতি গুণ নিয়ে জগৎ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করছেন। প্রকৃতিই পরমেশ্বরের শক্তি তিনি শক্তিমান। পরমেশ্বরের চিৎশক্তি অতি ব্যাপক সকল বস্তুর অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদাই বিদ্যমান সুতরাং তাঁর জানার বাইরে কিছু নাই ও থাক্তেও পারে না। কাজেই জীবের কাছে যেটা কাল দেশাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন খণ্ডরূপে বোধ হয় তাতেই বর্ত্তমান অতীত ভবিষ্যৎ সংজ্ঞা দিয়ে পৃথক করা হয়, পরমেশ্বরের কাছে সে সব ভেদ নাই কারণ তিনিই ওতপ্রোতভাবে সকল বস্তু বেপে রয়েছেন তিনিই আবার অপরিচ্ছিন্ন মহাকাল আমরাই অজ্ঞান বশতঃ কালকে খণ্ড বলে মনে করি ও তার নানা সংজ্ঞা দিই সুতরাং আমরা খণ্ডরূপে যতক্ষণ পরিচ্ছিন্নভাবে পরমাত্মাকে অনুভব করবো ততক্ষণ আমরা তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারবো না যখন তাঁকে পরিচ্ছেদ শূন্য এক অখণ্ড পূর্ণ বলে জ্ঞান জন্মাবে তখনই ঠিক জানা হবে।

ইচ্ছা দ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্ব মোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥২৭॥

অন্বয়—হে পরন্তপ হে ভারত সর্ব্বভূতানি সর্গে জন্মনি উৎপত্তিকালে ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন ইচ্ছা চ দ্বেষশ্চ ইচ্ছাদ্বেষৈ তাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতি ইতি ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থঃ তেন কেন ইতি বিশেষাপেক্ষায়ামিদমাহ

দ্বন্দ্বমোহেন দ্বন্দ্ব নিমিত্তঃ মোহঃ তাবেব ইচ্ছা দ্বেষৌ শীতোষ্ণবৎ পরস্পর বিরুদ্ধৌ সুখদুঃখতদ্ধেতু বিষয়ে যথাকালং সর্ব্বভূতৈঃ সংবধ্যমানৌ দ্বন্দ্বশব্দেনাভিধীয়তে। তত যদিচ্ছাদ্বেষৌ সুখদুঃখতদ্ধেতু সংপ্রাপ্ত্যালব্ধাত্মাসৌ ভরতঃ তদাতৌ সর্ব্বভূতানাং প্রজ্ঞায়াঃ স্ববশাপাদন-দ্বারেণ পরমার্থাত্মতত্ত্ববিষয় জ্ঞানোৎপত্তি প্রতিবন্ধ কারণং মোহং জনয়তঃ। নহীচ্ছাদ্বেষবশীকৃতচিত্তস্য যথাভূতার্থ বিষয়জ্ঞানমুৎপদ্যেতে বহিরপি কিমু বক্তব্যং তাভ্যামাবিষ্ট বুদ্ধেঃ সংমূঢ়স্য প্রত্যগাত্মনি বহুপ্রতিবন্ধজ্ঞানং নোৎপদ্যত ইতি? সংমোহং যান্তি সংমূঢ়তাং গচ্ছন্তি। যত এব মতস্তেন দ্বন্দ্বমোহেন প্রতিবন্ধ প্রজ্ঞানানি সর্ব্বভূতানি সংমোহিতানি মামাত্মভূতং ন জানন্তি অতএবাত্ম ভাবেন মাং ন ভজন্তে।

বঙ্গানুবাদ—হে ভরতবংশাবতংস শত্রুতাপন অর্জ্জুন, জীবউৎপত্তিকালে তাহার ইচ্ছা দ্বেষজনিত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব কর্ত্তৃক মোহ প্রাপ্ত হয় সেই জন্যই আত্মভাবে আমার ভজনা করে না।

যৌগিক—জীব যোগমায়া সমাচ্ছন্ন হয়ে আপনার আমিকে জানতে পারে না কেন? তাই বলেছেন। যখন পূর্ব্বকর্ম্মবশে জীব স্থূল শরীর পায় সেই সময়েই তার শরীরের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হয় সেই জন্য দ্বন্দ্বভাব সুখদুঃখ এসে তাকে তার দেহের প্রতি লক্ষ্য করয়ে দেয় দেহকেই আমি বলে মনে করে ফেলে কাজেই সত্যি আমিকে জানতে পারে না জানবার চেষ্টাও করে না। ভগবৎ কৃপায় সদ্গুরুলাভ হলে তিনিই জীবকে তার নিস্তারের উপায় দেখয়ে দেন তখন গুরূপদেশানুসারে কাজ করতে করতে দ্বন্দ্ব মোহ কেটে যায়। শরীরে আত্মবুদ্ধি থাকে না প্রকৃত আমিতে লক্ষ্য পড়ে তখন আমিতে লেগে থাকলেই আত্মত্রাণের উপায় হয়।

যেষাংত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্ব মোহ নির্ম্মুক্তাঃ ভজন্তে মাং দৃঢ় ব্রতাঃ ॥২৮॥

অন্বয়—পুণ্যকর্ম্মণাং পুণং কর্ম্ম যেষাং সত্বশুদ্ধি কারণং বিদ্যতে তেঁ পুণ্যকর্ম্মাণঃ তেষাং যেষাং তু জনানাং পাপং জন্ম জন্মান্তরকৃতং অন্তগতং সমাপ্তপ্রায়ং ক্ষীণং তে জনাঃ দ্বন্দ্ব মোহ নির্ম্মুক্তাঃ যথোক্তেন দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন নির্ম্মুক্তাঃ দৃঢ় ব্রতাঃ এবমেব পরমার্থতত্বং নান্যথা ইত্যেবং সর্ব্বপরিত্যাগ ব্রতেন নিশ্চিত বিজ্ঞানাঃ সন্তঃ মাং পরমাত্মানং ভজন্তে অনন্য শরণাঃ সেবন্তে।

বঙ্গানুবাদ—যে সকল পুণ্যকর্ম্মকারীজনগণের পাপ ক্ষীণ হয়েছে তারাই দ্বন্দ্ব মোহ থেকে মুক্ত ও দৃঢ় ব্রত হয়ে আমার ভজনা করে।

যৌগিক—যে কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় ও শরীর পবিত্র থাকে তাকেই পুণ্য কর্ম্ম বলে। আর যে কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত কলুষিত হয় শরীরও অশুচি হয়ে পড়ে তাই পাপ কর্ম্ম। গুরূপদেশে যে সাধক বিষয় চিন্তা ও কাম ক্রোধের বশ্যভাব ত্যাগ করে যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে পাপ হীন হয় ও পুণকৃৎ হয়ে ওঠে তার শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ আপনি দমিত হয় তার শরীরে আত্মবোধ লোপ পায় তখন আমি পাবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে ও আত্মদর্শনের জন্য কঠোর ব্রত অবলম্বন করে। সেই আমার ভক্ত ও আমার প্রকৃত ভজনা করে।

জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নং মধ্যাত্মং কর্ম্মচাখিলং ॥২৯॥

অন্বয়—জরামরণ মোক্ষায় জরামরণয়োঃ মোক্ষার্থং নিরসনার্থং মাং পরমেশ্বরং আশ্রিত্য মৎসমাহিতচিত্তাঃ সন্তঃ যতন্তি প্রযতন্তে তে

যৎ ব্রহ্ম পরং তদ্বিদুঃ জানীয়ুঃ কৃৎস্নং সমগ্রং অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্ম বিষয়ং বস্তু তদ্বিদুঃ অখিলং সমস্তং কর্ম্ম চ বিদুঃ তৎ সাধনভূতং অখিলং স রহস্য কর্ম্ম চ জানন্তি।

বঙ্গানুবাদ—জরামরণ থেকে মুক্তিলাভ কর্ত্তে যাঁরা আমাতে চিত্ত সমাধান করে নিষ্কামভাবে কর্ত্তে চেষ্টা করেন তাঁরাই পরমব্রহ্মকে জানতে পারেন, সমস্ত অধ্যাত্ম বস্তু ও জানেন আর ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য যে সাধন করতে হয় তাও জানেন।

যৌগিক—ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ব্রহ্মেরই আকার আছে তাই অবতার। রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতি আকারে উপাস্য। এই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় ভেদজ্ঞান শূন্য হয়ে একান্তভাবে সমাহিত চিত্ত হ'য়ে বহিপূর্জাও অন্তর্পূজা দ্বারা অথবা অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা কিম্বা দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা যে কোন রকম উপায়ে উপাসনা করলেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানতে পারবে। আর আত্মাকে আশ্রয় করে অধ্যাত্মবস্তুজাতকে জানতে পারবে ও সমস্ত সাধন অবগত হবে। ক্রিয়াবান সাধকও অক্ষয় ব্রহ্ম কূটস্থ পুরুষকে আশ্রয় ক'রে একান্ত চিত্তে ক্রিয়া নিযুক্ত থাকলে চিত্ত সমাধান হয়ে যাবে পরে সবিকল্প সমাধিতে সগুণ ব্রহ্ম ও কূটস্থ পুরুষের কৃপা লাভ করতঃ নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করবেন। তখন ক্ষরাতীত ও অক্ষরাতীত নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হবে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর চিদ্‌ঘনরূপে অনুভূত হবেন সাধকও ক্রমে সেই 'তৎ'রূপে আপনার 'ত্বং'কে মিশয়ে দিয়ে 'তত্ত্বমসি' এই বেদান্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ অনুভব করতে করতে পরমব্রহ্মে মিশে এক হয়ে যাবেন তাঁর আর জন্মও হবে না সুতরাং জরা আর হবে কি করে?

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়ানকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্ত চেতসঃ ॥৩০॥

অন্বয়—যে জনাঃ সাধিভূতাধিদৈবং অধিভূতঞ্চ অধিদৈবং তেন সহ বর্ত্ততে ইতি সাধিভূতাধিদৈবং তথা সাধিযজ্ঞঞ্চ অধিযজ্ঞেন সহ বর্ত্তমানং চ মাং বিদুঃ জানন্তি তে যুক্তচেতসঃ সমাহিত চিত্তাঃ সন্তঃপ্রয়াণকালে অপি মরণকালে অপি মাং বিদুঃ জানন্তি। ন তু তদপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি অতোমদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশ শঙ্কেতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ—যাঁরা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত জানেন, তাঁরা আমাতে সমাহিত চিত্ত হওয়াতে মরণকালেও আমাকে ভোলেন না। (অধিভূতাদির অর্থ অষ্টমাধ্যায়ে বলা হবে।)

যৌগিক—এখন জীবের মরণকালই বড় বিষমকাল। সেই সময়ে মনে যা উপস্থিত হয় পরের জন্মও সেইরূপ হয়ে যায়। যাঁরা সংসারে বিষয় নিয়েই কাটয়ে দেন তাঁদের মরণকালে বিষয় চিন্তা এসে উপস্থিত হয় কাজেই গতায়াত আর ঘুচবে কি করে? কিন্তু যাঁরা জীবিতকালে ভগবানকে চিন্তা করে কাটাতে পারেন তাঁদের মরণকালেও অবশভাবে ভগবানই এসে উপস্থিত হ'ন। যে ক্রিয়াবান সাধক আমাতে লক্ষ্য করে সাধন করে গেছেন কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি তাঁর মরণকালেও আমির জ্যোতির্ম্ময়রূপে তাঁর অবসান হয়। তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করেন কারণ তাঁর তখন অধিভূত অধিদৈব অধিযজ্ঞ ভাবের সহিত ভগবানকে জানা হয়ে যায়।

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম
পর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে জ্ঞান বিজ্ঞানযোগঃ
নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্[redacted]ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তং অধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১॥
অধিযজ্ঞং কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসিনিয়তাত্মভিঃ ॥২॥

অন্বয়—হে পুরুষোত্তম, তৎব্রহ্ম কিং? অধ্যাত্মং কিং? কর্ম্ম কিং? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তং, অধিদৈবং কিং উচ্যতে? হে মধুসূদন অত্র অস্মিন দেহে অধিযজ্ঞঃ কঃ? অত্র দেহে যো যজ্ঞোনির্ব্বর্ত্ততে তস্মিন কোঽধিযজ্ঞো অধিষ্ঠাতা? প্রয়োজক ফলদাতা চ কঃ? স্বরূপং পৃষ্ট্বা অধিষ্ঠান প্রকারং পৃচ্ছতি কথং? কেন প্রকারেণা সাবস্মিনদেহেস্থিতঃ যজ্ঞমধিতিষ্ঠতি? যজ্ঞ গ্রহণং সর্ব্বকর্ম্মনামুপলক্ষণার্থং। প্রয়াণকালে চ অন্তকালে এব কথং কেনোপায়েন বা নিয়াত্মভিঃ সমাহিত চিত্তৈঃ পুরুষৈঃ জ্ঞেয়োঽসি জ্ঞাতব্য ভবসি?

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন বল্লেন হে পুরুষোত্তম ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কাকে বলে? কর্ম্ম কি? অধিভূতইবা কাকে বলেছে, অধিদৈবই বা কাকে বলেছে? হে মধুসূদন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কি ও কেমন? মরণকালে সমাহিত চিত্তেরা কি উপায়ে তোমাকে জানিতে পারে?

যৌগিক—সাধক উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়ে কূটস্থ চৈতন্যের সমীপবর্ত্তী রয়েছেন তিনি সেই পরমপুরুষে লক্ষ্য স্থির করায় মনবুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অতিক্রম করে ঊর্দ্ধমুখী হয়েছে এ সময় জ্ঞাতব্য বিষয় তার

প্রত্যক্ষের মত প্রতীয়মান হচ্ছে। মনে যে সকল প্রশ্ন আসছে শরণাগত পালক ভক্তবৎসল ভগবান সবই সমাধান করে দিচ্ছেন। সেই সব মীমাংসা বাক্য যেরূপে উপস্থিত হচ্ছে তার পূর্ণ ধারণা না হওয়া পর্য্যন্ত সাধক প্রশ্ন কর্ত্তে ও সরল করে বুঝে নিতে ছাড়চেন না, তাই পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে যে মীমাংসা বাক্য সাধক শুনলেন তাতে তাঁর জিজ্ঞাস্য বেড়ে গেল তিনি ভাল করে জেনে নেবার জন্য তাঁর সর্ব্বাভীষ্ট প্রদাতা পরমপুরুষকে পুরুষোত্তম বলে ডাকলেন আর বিপদ আর যেন না হয় বলে তাঁর মধুসূদন নাম স্মরণ করে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ কি জিজ্ঞাসা করলেন এবং শেষে তিনি কি করে জীবের জ্ঞেয় হন সাধকেরও কেমন করে জ্ঞানের মধ্যে আসবেন তারই উপায় জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীভগবান উবাচ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূত ভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩॥

অন্বয়—অক্ষরং ন ক্ষরতীতি পরমাত্মা "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, তস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিবী বিধৃতে তিষ্ঠতঃ"। ইতি শ্রুতেঃ। ওঁকারস্য চ ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ইতি পরেণ বিশেষণাদ গ্রহণং। পরমং ইতি চ নিরতিশয়ে ব্রহ্মণি অক্ষর উপপন্নতরং বিশেষণং। ব্রহ্ম পরমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদব্রহ্ম। স্বভাবঃ স্বোভাব তস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাব স্বভাবঃ অধ্যাত্মমুচ্যতে আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রবৃত্তং পরমার্থ ব্রহ্মাবসানং বস্তু। ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ সত্তা উৎপত্তি উদ্ভবশ্চ "অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা"

ইতি ক্রমেণ ভবনং উদ্ভবঃ তৌ ভূত[redacted]বাস্তবৌ করোতি যো বিসর্গঃ দেবোতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপঃ যজ্ঞঃ স ইহ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দিতঃ।

বঙ্গানুবাদ—ভগবান বল্লেন যিনি পরম অক্ষর তিনিই ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপ যে প্রত্যক্ চৈতন্য তাকেই অধ্যাত্ম বলা যায়। জরায়ুজাদি প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যে দেবতোদ্দেশে ত্যাগরূপ যজ্ঞ তাকেই কর্ম্ম বলে।

অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বর ॥৪॥

অন্বয়—হে দেহভৃতাংবর দেহভৃতঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ তেষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ক্ষরঃ ক্ষরোতীতি ক্ষরোবিনাশী ভাবঃ যৎকিঞ্চিৎ জনিমদ্বস্তু ইত্যর্থঃ অধিভূতং ভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্য পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি পুরিশয়নাদ্বা পুরুষঃ আদিত্যান্তর্গত হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বপ্রাণিকরণানামনুগ্রাহকঃ অধিদৈবতং অধিষ্ঠাত্রীদেবতা পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী স্বাংশভূত সর্ব্বদেবতানামধিপতিঃ অত্র অস্মিন দেহে অহং এব অধিযজ্ঞঃ অস্মিন দেহে যো যজ্ঞস্তস্যাহমধিযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ—হে প্রাণিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন নশ্বর যে দেহাদি পদার্থ তাই অধিভূত। সমস্ত দেবতার উপর আধিপত্য করেন যে হিরণ্যগর্ভ পুরুষই অধিদৈবত এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ মনুষ্যের কর্ম্মময় শরীরে যে যজ্ঞ তার উপর আমার আধিপত্য তাই আমি অধিযজ্ঞ।

অন্তকালে চ মামেবং স্মরণ্ মুক্ত্বা কলেবরং।
যঃ প্রয়াতি সমদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫॥

অন্বয়—অন্তকালে মরণ সময়ে যঃ মাং পরমেশ্বরং বিষ্ণুং স্মরণ্ এব কলেবরম্ শরীরং মুক্ত্বা পরিত্যজ্য প্রযাতি গচ্ছতি স মদ্ভাবং বৈষ্ণবং তত্বং যাতি প্রাপ্নোতি অত্র সংশয়ঃ নাস্তি সন্দেহো ন বিদ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—মরণকালে যে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে সে আমার সেই ঐশ্বরিকভাব পায় সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

যৌগিক—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে যে সকল প্রশ্ন সাধকের মনে উপস্থিত হয়েছিল তারই উত্তরে সাধক দেখছেন সবই শ্রীবিন্দু থেকে মীমাংসা হয়ে তাঁর হৃদয়ে এসে পৌছুচ্চে। তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল তৎ ব্রহ্ম কি? তার উত্তরে বুঝলেন অক্ষরই পরম ব্রহ্ম। এখন অক্ষর বলতে কি বুঝায়? "যন্নক্ষীয়তে ন ক্ষরতীতি চাক্ষরং" যার ক্ষয় নাই ও যার ক্ষরণ হয় না অর্থাৎ চঞ্চল নয় তাই অক্ষর। যখন মায়া শূন্য অবস্থা তখন নির্গুণ, নিরাকার অপরিমেয় অনির্দ্দেশ্য ও অব্যয়। আবার যখন মায়াকে আশ্রয় করেন তখন সগুণ সাকার। ব্রহ্ম সকল অবস্থাতেই এক কেবল উপাধির জন্য ভেদ কল্পনা। ব্রহ্মই কূটস্থ পুরুষ তিনিই অক্ষর। সেই চিদ্‌ঘন স্বরূপ কূটে প্রতিবিম্বিত হয়ে নানা সাজ সেজে ফেলেন। সেইজন্য "নমস্তে বহুরূপায়" বলে সেই পরমাত্মা বিষ্ণুর পূজা করা হয়। সাধক কূটে একদৃষ্টি হয়ে তাকিয়ে আছেন চোখের পলক পড়ছে না কিন্তু দেখছেন একই জিনিষ অসংখ্য আকার ধারণ করে বেরুচ্চে, বায়স্কোপের ছবির মত হুর হুর করে বেরইয়ে পড়ছে। কি করে হচ্ছে কে কচ্চে তা জানা যায় না। এই কূটস্থ "তৎপদ"। একেই জ্ঞানীরা আকাশে বিস্তৃত চোখের মত দেখেন। সাধকও দেখছেন যেন একটী চোখ। চোখের চারিদিক উজ্জ্বল সাদা সূর্য্যের মত মাঝখানটা কাল রংয়ের। শাস্ত্রে বলে "কোদণ্ডদ্বয়মধ্যস্থং পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষা। কদম্ব-গোলকাকারং ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তিতে"। দুখানি ধনুক। একটার ছিলে আর একটার ছিলের উপর দিয়ে মুখোমুখী করে রাখলে যে রকম কদমেরমত গোল হয় সেই রকম গোলক। তা দেখলেই ব্রহ্মলোকে গমন হয়। দেখতে ছোট হলেও সেই গোলক অসীম ও মহান। এই বস্তুই তদ্‌ব্রহ্ম।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন অধ্যাত্ম কি? উত্তর স্বভাবই অধ্যাত্ম। স্বভাব অর্থাৎ পরমাত্মার আত্মভাব) স্ব স্বরূপে থেকেও প্রতি জীবদেহে ভোক্তৃভাবে আছেন তাকেই অধ্যাত্ম বলে। সাধক দেখছেন যে তাঁর যে "আমি ভাবটী" তাতে এতক্ষণ বুদ্ধি লাগানই হয় নি। বুদ্ধি কেবল এতদিন রূপ রস নিয়েই মাতোয়ারা ছিল এখন ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করায় বুদ্ধি আর অচল নেই বুদ্ধির অকম্পন অবস্থা এসেছে ও তাহার গতি এখন আমির দিকে স্থির হয়েছে। এই আমি ভাবাপন্ন বুদ্ধিই আমির স্বভাব ও তাকেই অধ্যাত্ম বলে।

(৩) তৃতীয় প্রশ্ন কর্ম্ম কি? উত্তর ভূত সমূহের ভাব কি না উৎপত্তি ও উদ্ভব কি না বৃদ্ধি করে যে বিসর্গ তাকেই কর্ম্ম বলে। যজ্ঞই তা হলে কর্ম্ম। যজ্ঞের দ্বারা যে আহুতি দেওয়া হয় তাহা আদিত্যমণ্ডলে গমন করে। আদিত্য থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে অন্ন ও অন্ন থেকেই জীবের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং যজ্ঞই কর্ম্ম। সাধক দেখছেন যে যজ্ঞই প্রাণযজ্ঞ। এক চক্র থেকে সমস্ত প্রাণকে অন্য চক্রে আহুতি দেওয়া। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধে যে পঞ্চাহুতি দেওয়া যায় সেই পঞ্চাহুতির পর ষষ্ঠচক্রে আজ্ঞায় যে বিসর্গ অর্থাৎ প্রাণাহুতির পর যে বিশ্রাম তাই কর্ম্ম। ঐ কর্ম্মে সাধক দেখছেন যে তাঁর ক্রমে আর নীচে নামতে হচ্ছে না। আজ্ঞায় স্থিতি হোয়ে গেছে। এই স্থিতির ফলেই জীবাত্মা পরমাত্মা মিশে যান। তাহলেই তিনি বুঝছেন ভূতভাব অর্থে তাঁর ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হয়ে যে জীবভাব বলে মনে হচ্ছে সেই জীবভাবটীই ভূতভাব তার যে উদ্ভব অর্থাৎ ঊর্দ্ধে স্থিতি তাই করে দেয় যে বিসর্গ অর্থাৎ প্রাণত্যাগ তাকেই কর্ম্ম বলে। তা'হলে কর্ম্ম বলতে প্রাণ কর্ম্মকেই বোঝাচ্ছে তাতেই চরমে পরাগতি লাভ হয়।

(৪) ৪র্থ প্রশ্ন অধিভূত কাকে বলে? উত্তর ক্ষয়ভাব অর্থাৎ যে ভাব নিত্য নয় নশ্বর ছায়া। জীবের শরীর স্থূল হোক আর সূক্ষ্মই হোক দুই নাশশীল এদেরই অধিভূত বলে। সাধক বুঝলেন যে বুদ্ধি যখন আমি ভাব ছেড়ে রূপ রসাদি নিয়ে মাতোয়ারা তখনই তাকে অধিভূত বলে। আমি ভাবাপন্ন হলেই অধ্যাত্ম হলো।

(৫) পঞ্চম প্রশ্ন অধিদৈবত কাকে বলে? পুরুষই অধিদৈবত ইহাই উত্তর। পুরুষ বলতে যিনি পুরে শুয়ে আছেন। দেহরূপ পুরে চৈতন্যরূপে যিনি শুয়ে আছেন। জীবের চিত্তে চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব রয়েছে তিনিই পুরুষ। সাধক দেখছেন যে তাঁর বুদ্ধি বহির্ব্যাপার ত্যাগ করে যখন ঐ চৈতন্যকে লক্ষ্য করে তার সঙ্গে মিশতে যান তখনই তার অধিদৈবত অবস্থা।

(৬) ষষ্ঠ প্রশ্ন অধিযজ্ঞ কি? জীব যে যজ্ঞ করেন সেই যজ্ঞের প্রবর্ত্তকরূপে যে রয়েছেন সেই বাসুদেবরূপী আমিকেই অধিযজ্ঞ বলে। শরীরের মধ্যে যে আগুন রয়েছে তাতে প্রাণের আহুতিরূপ যজ্ঞ সকলেই করে আবার সেই বায়ু ত্যাগ করতেও হয় এই রকম প্রাণের আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রাণিমাত্রেরই আছে। তবে গুরুর উপদেশ লাভ করলে এই বায়ু সুষুম্নার ভেতোর দিয়ে ও তার ভেতোরেও যে বজ্রা চিত্রা আছে তাদের ভেতোর দিয়ে পঞ্চচক্র ভেদ করে আজ্ঞায় পৌঁছায়। বুদ্ধিকে যখন ভেদ করে সেই বায়ু কূটস্থে স্থির হয়ে আমিতে পায় তখনই সাধক বুঝতে পারেন যে এই আমিই সকল জীবের ঐ যজ্ঞের প্রবর্ত্তক তাই তখন সাধক আমিকে অধিযজ্ঞরূপে দেখে ফেলেন। আমাদের সাধকের সেই অবস্থা এসেছে তাই তিনি দেখছেন যে এক আমিই বাসুদেবরূপী ভগবান তিনিই অক্ষর ব্রহ্ম কূটস্থ চৈতন্যরূপে সাধকের গুরুদেব সেজে উপদেশ দিচ্ছেন।

তিনিই সকল জীবের আত্মাস্বরূপ ব( )অধ্যাত্ম সকল দেবতার দেবভাবেরও অধিপতি তাই অধিদৈবত, সকল জীবে মায়াশ্রয় করে জীবভাবে প্রকাশমান তাই অধিভূত আবার যজ্ঞকর্ম্মেরও তিনিই প্রবর্ত্তকরূপে সকল জীবে বিরাজমান তাই তিনি অধিযজ্ঞ। তা হলে এক আমিই যখন সব তখন (৭) সপ্তম প্রশ্নের উত্তর আপনা আপনি মীমাংসা হয়ে যচ্ছে যে মরণকালে যখন স্থুল শরীরের বাঁধন কাটায় জীবের জ্ঞানশূন্য মূর্চ্ছাপন্ন অবস্থা আসে তখনও যে পূর্ব্বাভ্যাস বলে সেই আমিতে লেগে থাক্‌তে পারে তার আর অন্য গতি হয় না অনায়াসে পরাগতি লাভ করে।

যং যং বাপিস্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ ॥৬॥

অন্বয়—হে কৌন্তেয় কুন্তিনন্দন, অন্তে প্রাণবিয়োগকালে যং যং ভাবং দেবতাবিশেষং অন্যং বা স্মরণ্ চিন্তয়ন্ কলেবরং ত্যজতি শরীরং মুঞ্চতি তং তমেব স্মৃতং ভাবং এব এতি প্রাপ্নোতি সদা তদ্ভাবভাবিতঃ সর্ব্বদা তস্মিন ভাব তদ্ভাবঃ স ভাবিতঃ স্মর্য্যমানতয়াভ্যস্তঃ যেন স তদ্ভাবভাবিত তাদৃশ সন্।

বঙ্গানুবাদ—হে কুন্তিনন্দন চিরজীবন সর্ব্বদা চিন্তা করায় মরণকালে যে যাহা ভাবনা করে দেহত্যাগ করে সেই ভাবনা দ্বারা তন্ময়চিত্ত হওয়ায় সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক—মানুষের চেহারা তোলবার সময় বাইরের আকারটী যেমন করে রাখবে ফটোও ঠিক সেই রকম উঠবে। সেই রকম মরণ সময়ে স্থুলদেহকে ছেড়ে যখন সূক্ষ্মদেহ চলে যায় তখন মনে যে রকমের ভাবনা করে আকারে ভবিষ্য শরীরও তার অনুরূপ হয়।

যোগবাশিষ্ঠে ইহা প্রমাণ করে একটা গল্প আছে। নন্দিকেশ্বর তীব্রভাবে শিবের ভাবনা করে তাঁর সারূপ্য পেয়েছেন। তবেই সংসার চিন্তা করতে করতে শেষ শ্বাসটী বেরইয়ে গেলে পরজীবনে চিন্তানুরূপ সংসারী হয়। দেবতার চিন্তা করতে করতে গেলে সেই দেবতার ভাব পায়। পরাত্মার চিন্তা করতে করতে গেলেই মুক্তি-লাভ হয়। সেইজন্য সাধক সাবধান থাকবেন সর্ব্বদাই "তৎপদের" চিন্তায় অভ্যাস জন্মে নিতে পারলে মরণকালে তৎপদেই লীন হয়ে যাবে।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামে বৈষ্যস্য সংশয়ঃ ॥৭॥

অন্বয়—তস্মাদেবমন্ত্যাভাবনা দেহান্তর প্রাপ্তৌ কারণং তস্মাং সর্ব্বেষু কালেষু সর্ব্বদা প্রতিক্ষণং মামনুস্মর চিন্তয় তৎস্মরণং হি চিত্ত শুদ্ধিং বিনা ন ভবতি অতো যুধ্য চ যুদ্ধং চ স্বধর্ম্মং কুরু। ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ ময়ি বাসুদেবে অর্পিতে মনোবুদ্ধী যস্য তব সত্বং মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ সন্ মামেব এষ্যসি আগমিষ্যসি অসংশয়ঃ অত্র সংশয়ো নাস্তি।

বঙ্গানুবাদ—শেষের ভাবনাই যখন দেহান্তর প্রাপ্তির কারণ তখন সকল সময়েই আমাকে স্মরণ কর ও নিজের স্বধর্ম্ম পালনরূপ যুদ্ধ কর। এইরূপ মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করতে পাল্লেই আমাকে পাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যৌগিক—সেইজন্যই সাধককে গুরুর উপদেশ যে, সকল সময়ে অথবা সর্ব্বকালে মহানিশা সময়ে আমিকে স্মরণ রেখে আমি যাতে লক্ষ্য থেকে না যাই সেই রকমভাবে যুদ্ধ কর। তোমার অন্তর্যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়ো না। প্রাণায়ামের দ্বারা মন ও বুদ্ধিকে আমিতে লাগাও এই রকমে জীব উপাধিটুকু আর তোমার থাকবে না।

তোমার ত্বং ভাব তৎ-ভাবে মিশে এক হয়ে যাবে। তুমি আমিই হয়ে যাবে।

অভ্যাস যোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮॥

অন্বয়—হে পার্থ অভ্যাসযোগযুক্তেন ময়ি চিত্ত সমর্পণ বিষয়ভূত একস্মিন্ তুল্য প্রত্যয়াবৃত্তি লক্ষণো বিলক্ষণপ্রত্যয়ানন্তরিতঃ অভ্যাসঃ। স চাভ্যাস যোগঃ যেন যুক্তং তত্রৈব ব্যাপৃতং প্রবৃত্তং যোগিনঃ চেতঃ তেন চেতসা ন অন্য গামিনা ন অন্যত্র বিষয়ান্তরে গন্তুং শীলমস্য ইতি তেন দিব্যং দিবি সূর্য্যমণ্ডলে ভবং পরমং নিরতিশয়ং পুরুষং অনুচিন্তয়ন্ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুধ্যায়ন্ ইত্যেতৎ তমেব যাতি গচ্ছতি।

বঙ্গানুবাদ—হে পার্থ আমাতে চিত্ত সমর্পণরূপ অভ্যাস যোগযুক্ত হয়ে বিষয়ান্তর চিন্তারহিত চিত্তে দিব্য পরম পুরুষের চিন্তা করতে করতে তাঁহাকে পাওয়া যায়।

যৌগিক—জলে নুন ফেলে দিলে লবণযোগ হলো যাই লবণটুকু জলে মিশে এক হয়ে গেল তখন লবণযুক্ত হলো। সেইরূপ গুরুপদিষ্ট যোগ ক্রিয়ায় একটী তত্ত্ব আর একটীতে নিয়ে গিয়ে দুটো এক করে দিলে যুক্ত হলো। পৃথ্বিতত্ত্ব জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকশ মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি আদি তত্ত্বগুলি আমিতে মিশিয়ে এক হয়ে গেলেই যুক্তাবস্থা হলো তখন আমিই আমি মাত্র বোধ থাকে, পরে আবার ঐ আমি বোধও থাকে না। চৈতন্যঘনে সব গলে এক হয়ে যায় তখনই চিত্ত অনন্যগামী হয়ে গেলো সেই সময়ে ঐই অবস্থা পেলেই পরম পুরুষের দর্শন লাভ হয়।

কবিং পুরাণ মনুশাসিতারং
অণোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্যঃ।
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯॥
প্রয়াণকালে মনসা চলেন
ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রূবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥১০॥

অন্বয়—কবিং ক্রান্তদর্শিনং সর্ব্বজ্ঞং পুরাণং চিরন্তনং অনুশাসিতারং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রশাসিতারং অণোরণীয়াংসং অণোঃ সূক্ষ্মাৎ অনীয়াংসং সূক্ষ্মতরং সর্ব্বস্য ধাতারং সর্ব্বস্য কর্ম্মফলজাতস্য ধাতারং বিচিত্রতয়া প্রাণিভ্যঃ বিভক্তারং বিভজ্য দাতারং অচিন্ত্যরূপং নাস্যরূপং নিয়ত বিদ্যমানং অপি কেনচিৎ চিন্তয়িতুং শক্যং আদিত্যবর্ণং আদিত্যস্যেব নিত্য চেতনা প্রকাশো বর্ণো অস্য তমসঃ পরস্তাৎ অজ্ঞান লক্ষণাৎ মোহান্ধকারাৎ পরং প্রয়াণকালে মরণকালে অচলেন প্রচলনবর্জ্জিতেন মনসা তথা ভক্ত্যাযুক্তো ভজনং ভক্তিতয়াযুক্ত যোগবলেন চৈব সমাধিজসংস্কারপ্রচয়জনিতং চিত্তস্থৈর্য্যলক্ষণং যোগবলং তেন চ যুক্ত পূর্ব্ব হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিত্তং ততঃ উর্দ্ধগামিন্যা নাড্যাভূমি জয় ক্রমেণ ভ্রূবোর্ম্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণং সম্যক অপ্রমত্তঃ সন্ আবেশ্য স্থাপয়িত্বা যঃ অনুস্মরেদ্ অনুচিন্তয়েৎ স এবং বুদ্ধিমান যোগী তং কবিং পুরাণং ইত্যাদি লক্ষণ দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পরম পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং উপৈতি প্রতিপদ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—সেই পরমপুরুষ কবি অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, পুরাণ অর্থাৎ চিরন্তন্ সকল জগতের প্রশাসিতা সূক্ষ্ম অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর সকলের

বিধাতা অচিন্ত্যস্বরূপ, আদিত্যের ন্যায় নিত্য চৈতন্য প্রকাশ অজ্ঞান লক্ষণ মোহের অতীত। যে বুদ্ধিমান যোগী মরণ সময়ে মনকে একাগ্র করিয়া ভক্তিযুক্ত হয়ে যোগবলে অপ্রমত্ত হয়ে প্রাণকে ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে স্থাপন করেন তিনি সেই পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন।

যৌগিক—সাধক দেখছেন যে তাঁর গুরু কূটস্থ পুরুষ তাঁর শেষে কি করে পরমগতি লাভ হবে তাই বলেদিচ্ছেন। তিনি বলছেন মনকে অচল করে অর্থাৎ অন্য কোন চিন্তা মনে না আস্‌তে পায় এইরূপ অবস্থাপন্ন করে অর্থাৎ লক্ষ্য স্থির করে আর ভক্তিযুক্ত হয়ে আমি তাঁর চরণগত হবো অর্থাৎ বিষ্ণুর সেই তৎপদে মিশে এক হয়ে যাবো সেইরূপ দৃঢ় ধারণায় গুরু যে যোগের উপদেশ দিয়েছেন যাতে একটা তত্ত্ব পরতত্ত্বে মিশে এক হয়ে যায়, কার্য্য কারণে লয় পায়, সেই ক্রমে মন বুদ্ধিকে আত্মাতে লীন করবার উদ্যোগে প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থির কর্ত্তে পাল্লেই তখন পরম পুরুষের সমস্ত বিভূতিরাশি মনে স্মরণ হবে আর তিনি জ্ঞেয় হবেন ও জ্ঞানগম্য পুরুষকে পাওয়া যাইবে। তাঁকে কিরূপ স্মরণ কর্ত্তে হবে তারই ক্রমে বলছেন।

(১) তিনি কবি অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সবটাই পুরো জানেন তাই কালের আবর্ত্তনে নূতন নূতন আকার ধারণ করেন। সাধক হাঁ করে তাকায়ে আছেন একটা জিনিষ হলেও অনন্ত আকার তা থেকে বেরয়ে দেখা দিচ্ছে। (২) তিনি পুরাণ অর্থাৎ চিরকালই একরূপ সকল সাধকই তাঁর ঐ রূপই দেখেন। (৩) তিনি সমস্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা যে যা কচ্ছে সবই তিনি দেখছেন আমরা দেখতে পাইনা কারণ মায়ার আবরণী শক্তিতে ঢেকে ফেলে। (৪) তিনি সূক্ষ্মতম বস্তু কারণ পৃথিবীর যে অণু তাতে

জল তেজ বায়ু আকাশের অণু আছে। জলের অণুতে পৃথিবী ছাড়া সকল অণু আছে এইরূপ আকাশের অণুতে দশটী ব্রহ্ম অণু আছে। ব্রহ্মাণুতে আর কোন অণু নাই তাহলে ব্রহ্মাণুই সকল চেয়ে ছোট তা চেয়ে আর সূক্ষ্ম কিছু নাই। (৫) আবার সেই ব্রহ্ম অণুতে সমস্ত জগৎ বিধৃত হয় তাই তিনি সকল বস্তুর ধাতা। (৬) চিন্তা দ্বারা তাঁর রূপ ঠিক করতে পারা যায় না। যখন চিত্তের চিন্তনশক্তিটুকুও থাকে তখনও তাঁর স্বরূপ দেখা যায় না, যাই চিত্তের চিন্তনশক্তিও চলে যায় তাই তিনি দেখা দেন তাই অচিন্ত্যরূপ। (৭) পূর্ব্বের লয়যোগে যখন আকাশ তত্ত্ব ত্যাগ করে মন প্রাণ এক হয়ে সেই পরম পুরুষকে লক্ষ্য করে স্থির হয়ে যায় মনেরও গতি থাকে না প্রাণেরও স্পন্দন থাকে না তখন জগজ্জননী মহামায়া পুরুষ মিলনে প্রবৃত্তিযুক্তা হয়ে পড়েন। তখন তাঁর স্বপ্রকাশ সূর্য্যের মত ভাস্কররূপ দেখা যায় তখন তম ও সত্বতমক্ষেত্রের তমও অপসারিত হয়ে যায় তাই তিনি আদিত্যবর্ণ ও (৮) তমের পরস্থিত।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

অন্বয়—বেদবিদঃ বেদার্থজ্ঞা যৎ অক্ষরং নক্ষরতীতি অক্ষরং অবিনাশী বদন্তি "এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তীতি শ্রুতিঃ" বীতরাগাঃ বিগতোরাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ যতয়ঃ যতনশীলাসন্ন্যাসিনঃ যৎ ব্রহ্ম বিশন্তি সর্ব্ববিশেষ নিবর্ত্তকত্বেনাভিবদন্ত্যস্থূলমনণু ইত্যাদি কিঞ্চ বিশন্তি প্রবিশন্তি সম্যগদর্শন প্রাপ্তৌ সত্যাং যৎ অক্ষরং ইচ্ছন্তঃ

জ্ঞাতুমিতি বাক্যশেষঃ ব্রহ্মকার্য্যং গুরৌ চরন্ত্যাচরন্তি তৎ ব্রহ্মাখ্যং পদং পদনীয়ং বা স্থানং তে তুভ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেন অহং প্রবক্ষ্যে কথয়িষ্যামি।

বঙ্গানুবাদ—বেদবেত্তৃগণ যে ব্রহ্মকে অক্ষর বলেন আসক্তি বিহীন যতিরা যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে জান্‌তে ইচ্ছা করে ব্রহ্মচারীগণ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করেন সেই ব্রহ্মাখ্য পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলছি।

যৌগিক—সেই ব্রহ্মাখ্য পদ লাভ করার প্রকৃষ্ট উপায় বলবার আগে সেটা কি রকম তাই বলছেন। বেদবিদ্ অর্থে জ্ঞানী বেদ অর্থে জানবার বস্তু তাকে যিনি জেনেছেন তাঁরাই জ্ঞানী, জ্ঞানীরা যাঁকে অক্ষর বলেন যাঁরা যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসী তাঁরা বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করে সেই ব্রহ্মেতেই মিশে এক হয়ে যান, আর যাঁরা ব্রহ্মচারী যাঁরা সর্ব্বদাই ব্রহ্মেতে বিচরণ করেন তাঁরাও সেই ব্রহ্ম লাভের ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২॥
ওঁ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মব্যাহরণ্মামনুস্মরণ্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন দেহং স যাতি পরমাং গতিং ॥১৩॥

অন্বয়—সর্ব্বদ্বারাণি ইতি "স যোহবৈতদ্ভগবান্ মনুষ্যেষু প্রায়াণান্ত-মোঙ্কারমভিধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি তস্মৈ সহোবাচ। এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাহ পরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার (ক) ইত্যুপক্রম্য, যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেনৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং (খ) ইত্যাদিনা বচনেন। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাং (গ) ইতি চোপক্রম্য সর্ব্বেবেদা

যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি য যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্ত্বে পদং সংগ্রহেণ ব্রবী ম্যোমিত্যেতৎ (ঘ) ইত্যাদিভিশ্চ বচনৈঃ পরস্য ব্রহ্মণো বাচকরূপেন প্রতিমাবৎ প্রতীকরূপেণ বা পরব্রহ্ম প্রতিপত্তি সাধনত্বেন মন্দ মধ্যমবুদ্ধীনাং বিবক্ষিতস্য ওঙ্কারস্যোপাসনং যোগধারণা সহিতং বক্তব্যং। প্রসক্তাস্থ প্রসক্তঞ্চ যৎ কিঞ্চিদিত্যেব অর্থ উত্তরোগ্রন্থ আরভ্যতে। সর্ব্বদ্বারাণি সর্ব্বানিচতানি দ্বারানি চ সর্ব্বদ্বারাণ্যুপলব্ধৌ। সংযম্য সংযমনং কৃত্বা মনোহৃদি নিরুধ্য চ হৃদয়পুণ্ডরীকে মনো নিরুধ্য নিষ্প্রচারতামাপাদ্য প্রাণমপি মূর্দ্ধ্নি আধার ঊর্দ্ধগামিন্যা নাড্যো ঊর্দ্ধমারুহ্য আত্মনঃ যোগধারণা° আত্মবিষয় সমাধিরূপাং ধারণাং আস্থিতঃ প্রবৃত্তঃ ওঁ মিতি একাক্ষরং ব্রহ্মব্যাহরণ্ ব্রহ্মণোভিধান ভূতং ওঁকারং উচ্চারয়ন্ তদর্থ ভূতং মাং ঈশ্বরং অনুস্মরণ্ অনুচিন্তয়ন্ যো দেহং ত্যজন দেহত্যাগেন প্রয়াণমাত্মনঃ ন স্বরূপ নাশনেন প্রযাতি স পরমাং গতিং প্রকৃষ্টাং গতিং যাতি লভতে।

বঙ্গানুবাদ—সকল বিষয় প্রত্যাহার করে ও নবদ্বার রোধ করে মনকে হৃদয়পদ্মে সর্ব্বতোভাবে নিরোধ করে প্রাণকে মস্তকে ভ্রূর মধ্য স্থানে ধারণা করে আত্ম সমাধিরূপ যোগধারণা অবলম্বন করে ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি পরমাগতি পান।

যৌগিক—এখন সাধকের শেষ গতির দিকে লক্ষ্য হওয়ায় পরম করুণাময় গুরুদেব তাকে উপায় বলে দিলেন। তিনি পূর্ব্বেই বলেছেন যে জ্ঞান পথের যাঁদের অধিকার হয়েছে তাঁরা জ্ঞানের দ্বারাই আত্মাকে নিত্য বস্তু জেনে প্রকৃতি থেকে ভিন্ন, প্রকৃতির বশগত মন দেহ থেকে ভিন্ন জেনে দেহের মনের অবসাদে তাঁর কিছুই হয় না সুতরাং মৃত্যুকালে তার দেহ মনের চিন্তা থাকে না বলে জানতেও পারে না। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী হ'ননি তাঁদের

গতির কথাই বলছেন। সমস্ত দ্বার রোধ করে (উপায় গুরুর কাছে জানতে হয়) অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা চক্ষুদ্বয় অনামিকা ও কনিষ্ঠ দ্বারা মুখ ছিদ্র ও মধ্যমা দ্বারা নাসিকাদ্বয় রোধ ক'রে ও আসনে দ্বারা গুহ্য ও মূত্রদ্বার রোধ করলেই নবদ্বার রোধ হলো পরে সর্ব্ব অর্থাৎ বিষয়গুলি থেকে মন প্রত্যাহৃত করে হৃদয়চক্রে মনকে নিরোধ করতে হবে, মূলাধারাদিচক্রে কাম ক্রোধাদি আছে (প্রথম অধ্যায়ের দশম শ্লোকের চিত্র দেখ) তাদিগকে নাশ করতে হবে এবং প্রাণকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করে নিয়ে কূট ভেদ কল্লেই আত্মজ্যোতি দর্শন হবে সেই জ্যোতিতে স্থির দৃষ্টি করে মন বুদ্ধি লয় করে দিলেই পরমাত্মভাব পাওয়া যাবে। সেই সময় ব্রহ্ম অণুর স্মরণ কর্ত্তে হবে। ব্রহ্মনাড়ীর মাঝখানে ব্রহ্মাকাশ দিয়ে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে নিয়ে যেতে হবে। সেইখানে শিবশক্তি যোগ হলেই ওঁকারধ্বনি উৎপন্ন হবে সেই ধ্বনির মাঝখানে পরম জ্যোতি তাতে সেই জ্যোতিতে মন লয় করে দিতে পাল্লেই পরমাগতি লাভ হয়।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪॥

অন্বয়—হে পার্থ অনন্যচেতাঃ সন্ন অন্য বিষয় চেতো যস্য স তথাভূতঃ সন্ যোমাং নিত্যশঃ মাং পরমেশ্বরং নিত্যশঃ দীর্ঘকালত্ব মুচ্যতে ন ষন্মাসং সংবৎসরং বা কিং তর্হি? যাবজ্জীবনং সততং নিরন্তরং সর্ব্বদা স্মরতি তস্য নিত্য যুক্তস্য সদা সমাহিতস্য যোগিনঃ অহং পরমেশ্বরঃ সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ।

বঙ্গানুবাদ—হে পার্থ! অনন্যচিত্ত হয়ে যে যোগী নিরন্তর আমাকে যাবজ্জীবন স্মরণ করেন সেই নিত্যযুক্ত যোগীর আমি সুলভ।

যৌগিক—যার মন সর্ব্বদা আমিতেই লেগে থাকে একবারও আমি ছাড়া হয় না আমি নিত্য বস্তু বলে দৃঢ় ধারণা হয় সেই জন্য যে নিত্য যোগী হয়েছে সে আমাকে অনায়াসে পায়।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাগতাঃ ॥১৫॥

অন্বয়—মহাত্মানঃ যতয়ঃ পরমাং প্রকৃষ্টাং সংসিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং সিদ্ধিং গতাঃ প্রাপ্তাঃ মাং ঈশ্বরং উপেত্য মদ্ভাবমাপদ্য দুঃখালয়ং দুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনাং আলয়ং আশ্রয়ং আলীয়ন্তে যস্মিন্ দুঃখানি তৎ দুঃখালয়ং জন্ম অশাশ্বতং অনবস্থিতং স্বরূপং পুনর্জন্ম ন আপ্নুবন্তি ন লভন্তে।

বঙ্গানুবাদ—মহাত্মগণ পরম মোক্ষাখ্যগতি লাভ করায় নশ্বর সকল দুঃখের আশ্রয়ভূত পুনর্জন্ম আর প্রাপ্ত হয় না।

যৌগিক—এইরূপে আমির চিন্তা করতে করতে আমিকেই পেয়ে যায় আমিময় হয়ে যায়। সেই মহানুভব ব্যক্তিগণ মোক্ষ নামক পরমগতি পায় অনিত্য দুঃখের আকর আর পুনর্জন্ম পায় না। ব্রহ্মে মিশে ব্রহ্মই হয়ে যান।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥

অন্বয়—হে অর্জ্জুন আব্রহ্মভুবনাৎ ভবন্তি যস্মিন্ ভূতানি ইতি ভুবনঃ ব্রহ্মভুবনং ব্রহ্মলোকঃ ইত্যর্থঃ ব্রহ্মলোকেন সহ লোকাঃ সর্ব্বে পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তনস্বভাবাঃ। তু কৌন্তেয় কিন্তু হে কুন্তিনন্দন মাং একং উপেত্য প্রাপ্য পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তিঃ ন বিদ্যতে ন ভবতি।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গতি হলেও জীব আবার মর্ত্তলোকে ফিরে আসে কিন্তু হে কুন্তিনন্দন আমাকে পেলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

যৌগিক—অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস করলে সেই কর্ম্ম যদি নিরন্তর করা হয় তা হলে সহস্রারে গতি হতে পারে কিন্তু যদি আমিতে লক্ষ্য স্থির না থাকে তা হলে সেখান থেকেও আবার পতন হয়, আর আমিতে লক্ষ্য স্থির করে যদি আমি হয়ে যাওয়া যায় তা'হলে আর পুনর্জন্ম হয় না। মূলাধার থেকে সহস্রার পর্য্যন্ত সাতটী উর্দ্ধতন লোক আর মূলাধারের নিম্নে সাতটী পাতাল এই মোটে চোদ্দ ভুবন। এই চোদ্দ ভুবনের যেখানেই মনস্থির কর বা বাস কর কোথাও নিস্তার লাভের উপায় নাই। আমিতে মনস্থির করলে নিস্তার নিশ্চয়।

সহস্র যুগ পর্য্যন্ত মহর্ম্দ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগ সহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥

অন্বয়—সহস্রযুগ পর্য্যন্তং সহস্রানি যুগানি পর্য্যন্তং পর্য্যবসানং যস্যাহ্নঃ স্তদহঃ সহস্রযুগ পর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেঃ যৎ অহঃ দিনং তৎ যে বিদুঃ রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং অহঃ পরিমাণামেব যে বিদুঃ তে জনাঃ অহরাত্রবিদঃ কালসংখ্যাবিদঃ।

বঙ্গানুবাদ—চতুর্যুগ সহস্র যে ব্রহ্মার দিন ও চতুর্যুগ সহস্র যে তাঁহার রাত্রির পরিমাণ যাঁহারা জানেন তাঁহারাই অহোরাত্রবেত্তা।

যৌগিক—অহঃ বলে যে সময়ে সমস্ত বস্তু প্রকাশ হয় অন্ধকার ঘুচে যায় আর রাত্রি বলে যখন কিছুই প্রকাশ থাকে না অন্ধকারে পূর্ণ। তাহলেই সাধনার যে অবস্থায় আমির প্রকাশ হয়ে যায় তাই অহঃ আর যে অবস্থায় অপ্রকাশ থাকে তাই রাত্রি। যিনি এই

প্রকাশের অবস্থা ও অপ্র‍‍‍‍শের অবস্থা দুই-ই জেনেছেন তিনি অহোরাত্রবিদ্। এই অবস্থা পেতে হ'লে সহস্রযুগে অহঃ কালের আর সহস্রযুগে রাত্রিকালের পর্য্যবসান করতে হয়। যুগ বলতে শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ। যার দিবাভাগে হাজারবার মাত্র আর রাত্রিকালে ১০০০ বার মাত্র শ্বাস প্রশ্বাস হয়। ২১৬০০ বারের পরিবর্ত্তে শ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ২০০০ বারে পর্য্যবসান হয় তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন সুতরাং প্রকাশ অপ্রকাশ দুই-ই তাঁর জানা হয়।

অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে ॥১৮॥

অন্বয়—অহরাগমে অহ্ন আগমোঽহরাগমস্তস্মিন্ কালে অব্যক্তাৎ অব্যক্তং প্রজাপতেঃ স্বপ্নাবস্থা তস্মাৎ সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ ব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয়ঃ স্থাবর জঙ্গম লক্ষণাঃ সর্ব্বা প্রজাঃ প্রভবন্তি অভিব্যজন্তে রাত্র্যাগমে ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে তত্রৈব অব্যক্ত সংজ্ঞকে পূর্ব্বোৎপত্তিকারণে প্রলীয়ন্তে প্রলীনা ভবন্তি।

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মার প্রবোধ সময়ে দিন হয় তখন অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত প্রকাশিত হয় আর ব্রহ্মার রাত্রিতে সেই মুলকারণ অব্যক্তে সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক—সাধক এখন দেখ্ছেন যে সময়ে ব্রাহ্মীস্থিতিলাভ হয়ে আমির প্রকাশ হয় তখন দেখতে পান অব্যক্তরূপা প্রকৃতিশক্তি থেকেই যা কিছু বিশ্বে রয়েছে সব উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি থেকেই মহত্তত্ব তা থেকে অহঙ্কার এইরূপ ক্রমে সমস্ত বিশ্বের প্রকাশ হয়েছে। তখন বিবস্বানের প্রকাশও হয়। আবার দেখেন যে যখন তিনি সংসারভাবে মেতে থাকেন তখন বিস্বানও অস্ত যান তাঁর

অদর্শন হয় আর প্রকৃতির মায়ারূপা অন্ধকারে আমি পর্য্যন্ত লুকিয়ে যায় দেখতে পাওয়া যায় না। আমার আ...ও নাশ হয়ে যায়।

ভূত গ্রাম স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ। প্রভবত্যাহরাগমে ॥১৯॥

অন্বয়—হে পার্থ স এব অয়ং য পূর্ব্বস্মিনকল্পে আসীৎ স এবায়ং মান্য ইতি শেষঃ। ভূতানাং চরাচর প্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ ভূত্বা ভূত্বা উৎপদ্য এব রাত্র্যাগমে অহ্ন ক্ষয়ে প্রলীয়তে প্রলীনঃ ভবতি পুনরপি অহরাগমে অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ প্রভবতি জায়তে।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন, সেই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণিসকল ব্রহ্মাদিবার ক্ষয়ে রাত্রি উপস্থিত হলে অবশ ভাবেই লয় পায় আবার ব্রহ্মার দিবাগমে অস্বতন্ত্র হয়েই পুনরায় জন্মায়।

যৌগিক—সাধক তখন দেখেন যখন তাঁর আত্মা প্রকাশ গ্রহণ করায় তাঁর অহ বা দিন হয়েছে সেই সময়েই তিনি দ্রষ্টাস্বরূপ আত্মসংস্থিত হয়ে প্রকৃতি উৎপন্ন বস্তু সকল দেখতে পান কারণ তখন তাঁর আমি প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র। যাই তাঁর রাত্রি হয় মায়ার আবরণে তাঁর আমি আবৃত তখন তিনি দেখেন তাঁর আমি ভাবের স্বাতন্ত্র্য না থাকায় ওসব বস্তুজাত যে প্রকৃতির উদ্ভব তা তিনি দেখতে পান না. কারণ সবই প্রকৃতির গর্ভে লীন হয়ে থাকে। আবার দেখেন যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল বস্তুই তাঁর আমি থেকে হয়েছে আর সবই ভূত থেকে প্রস্তুত ভূতই তাদের উপাদান। তারা সবই পরিণামী একবার ভূত থেকে জন্মাচ্ছে আবার খানিক পরে আর থাকছে না।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০॥

অন্বয়—যদুপন্যস্তমক্ষরং তস্য প্রাপ্ত্যুপায়ো নির্দ্দিষ্ট ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যাদিনা। অথেদানীমক্ষরস্যৈব স্বরূপনির্দ্দিদিক্ষয়েদমুচ্যতে। অনেন যোগমার্গেন ইদং গন্তব্যং ইতি। তু কিন্তু তস্মাৎ অবক্তাৎ তু শব্দোঽক্ষরস্য বিবক্ষিতস্য অব্যক্তাদ্বৈলক্ষণ্য বিশেষণার্থঃ পরঃ ভূত গ্রাম বীজ ভূতাদবিদ্যালক্ষণাৎ অব্যক্তাৎ শ্রেষ্ঠঃ অন্যঃ বিলক্ষণোভাব ইত্যভিপ্রায়ঃ অব্যক্তঃ অনিন্দ্রিয়গোচর সনাতনঃ চিরন্তনো যঃ ভাবঃ সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিষু ন শ্যৎসু অপি ন বিনশ্যতি নাশমায়াতি।

বঙ্গানুবাদ—সেই সমস্ত ভূতসমূহের বীজভূত অবিদ্যা লক্ষণ যে অব্যক্ত তা চেয়ে শ্রেষ্ঠ অন্য এক অব্যক্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও চিরন্তনবস্তু ব্রহ্মাদি সকল ভূতের নাশেও তাহার নাশ হয় না।

যৌগিক—সাধক এখন দেখেন যে প্রকৃতিই অব্যক্ত। তা থেকেই এই ব্যক্ত ভাবাপন্ন বিশ্ব দৃষ্ট হচ্ছে, আবার ক্রমে তাতেই এসে লয় পাচ্ছে। কিন্তু সেই অব্যক্তই শেষ নয় তার পরও আছে। চিত্তকে অতিক্রম করে আনন্দময় কোষ ভেদ কল্লেই প্রকৃতি তখন তার শক্তিদ্বয়শূন্য অবস্থায় দেখা যায় কিন্তু তখন লক্ষ্য হয় অব্যক্ত পর্য্যন্ত সবই এক মহাসত্তার উপর নির্ভর করছে। সেই কেবল চৈতন্যরূপী সত্তাই সকল বস্তু সমূহের আদি কারণ। সেই কারণের আর কোনরূপ বিনাশ হয় না সেই সত্তারূপী পরমেশ্বর চিরন্তন অবিনশ্বর বস্তু।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥

অন্বয়—যোঽসৌ অব্যক্ত অতীন্দ্রিয়ঃ অক্ষরঃ প্রদেশনাশশূন্য তথাক্ষরাৎ সংভবতীহবিশ্বং শ্রুতিঃ ইত্যুক্তঃ শ্রুতিষু তং অক্ষর সংজ্ঞকমব্যক্তং ভাবং পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিং গম্যং পুরুষার্থং আহুঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা স পরাগতিঃ "শ্রুতি।" পরমগতিত্ব মেবাহ যং ভাবং প্রাপ্য গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে ন পুনঃ সংসারায় আগচ্ছন্তি তৎ মম বিষ্ণোঃ পরমং শ্রেষ্ঠং ধাম বাসস্থানং।

বঙ্গানুবাদ—সেই যে অব্যক্ত অক্ষর নামে পরমেশ্বরের ভাব তাহাই জীবের পরমগতি। সেই ভাব পেলে আর কেউ সংসারে ফিরে আসে না সেই আমার শ্রেষ্ঠ ধাম।

যৌগিক—এখন সাধক দেখেছেন যে চিত্ত ভেদ করে যখন অব্যক্তে মিশে গেলেন তখনও প্রকৃতির চঞ্চলভাব একটু অনুভূত হচ্ছে। সাধকের ত্বং ভাব তৎভাবে মিশছে কিন্তু তখনও এক হয়ে যায়নি, যাই যেখানে প্রকৃতি স্বতন্ত্রতা ত্যাগ করে পুরুষে মিশে এক হয়ে রয়েছেন সেইখানে গতি হয়, তাই সব নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা দৃশ্যভাবের নাশ হলো আমিই, আমি এই ভাবই প্রবল হলো তা থেকে আর পতন হয় না। সেই বিষ্ণুর পরমপদ তা চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ পদ নেই।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততং ॥২২॥

অন্বয়—হে পার্থ! যস্য পুরুষস্য অন্তঃস্থানি মধ্যস্থানি ভূতানি কার্য্যভূতানি কার্য্যং হি কারণস্য অন্তর্ব্বর্ত্তি ভবতি যেন পুরুষেণ সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং আকাশেনেবঘটাদ্ধি স পরঃ পুরুষঃ পুরিশয়নাৎ পূর্ণত্বাদ্বা পরোনিরতিশয়ো যস্মাৎ পুরুষান্ন কিঞ্চিৎ স অনন্যয়া আত্মবিষয়য়া ভ্যা জ্ঞানলক্ষণয়া লভ্যঃ প্রাপ্যঃ।

বঙ্গানুবাদ—হে পার্থ ভূতগণ যে পুরুষের মধ্যস্থিত, যিনি আকাশ যেমন ঘটকে ব্যাপে থাকে সেই রকম এই সমগ্র জগৎকে বেপে রয়েছেন সেই পরম পুরুষকে আত্মবিষয়িনী জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি দ্বারা পাওয়া যায়।

যৌগিক—এখন সাধক দেখছেন যে সেই আমিই এই চরাচর বিশ্বকে বেপে রয়েছে আমি ছাড়া আর কিছুই নেই কারণ আমিই এক অখণ্ড পূর্ণবস্তু জীববুদ্ধিতে আমরা তাকে খণ্ড মনে করি। যাই আত্মমুখী গতি নিয়ে জীব শ্বাস সূক্ষ্মতম করে নিয়ে গুরুবাক্যে বিশ্বাস রেখে উপরে উঠতে থাকেন, তখনই সেই পুরুষকে পেতে পারেন তখন দেখেন যে সেই আমিই পুরুষ সকল পুরে শয়ন করে রয়েছেন।

যত্র কালে ত্বণাবৃত্তি মাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥

অন্বয়—প্রকৃতানাং যোগিনাং প্রণবাবেশিত ব্রহ্মবুদ্ধীনাং কালান্তর মুক্তিভাজাং ব্রহ্মপ্রতিপত্তয়ে উত্তরো মার্গো বক্তব্য ইতি যত্র কাল ইত্যাদি বিবক্ষিতার্থ সমর্পনার্থ যুচ্যতে। হে ভরতর্ষভ যত্র যস্মিনকালে প্রয়াতাঃ মৃতাঃ যোগিনঃ কর্ম্মিণ শ্চোচ্যন্তে কর্ম্মিনস্তু গুণতঃ কর্ম্মযোগেন যোগিনাং ইতি বিশেষণাৎ যোগিনঃ অনাবৃত্তিং অপুনরাবৃত্তিং আবৃত্তিং চ পুনর্জ্জন্ম যান্তি প্রাপ্নবন্তি তং কালং দেবযানং পিতৃযানং বা বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি।

বঙ্গানুবাদ—হে ভরত বংশোদ্ভব যে কালে মরণ হইলে যোগিগণের অপুনরাবৃত্তি গতি ও যে কালে মরণ হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় তাই আমি বলবো।

যৌগিক—এখন সাধকের জানবার জন্য ইচ্ছা জাগলো যে

প্রয়াণকালে যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা যায় সেই সময় যোগীরা কি রকমে শেষ শ্বাস ত্যাগ করা মুক্তিলাভ করেন আর কি রকমেই বা পুনর্জন্ম হয়? পরম করুণাময় গুরুদেব কূটস্থ চৈতন্য সাধকের সকলই মীমাংসা করে দিচ্ছেন তাই তার প্রশ্নদ্বয়ের পরই মীমাংসার কথা বলা হচ্ছে।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥

অন্বয়—অগ্নিঃ কালাভিমানিণী দেবতা তথা জ্যোতিঃ. দেবতৈব কালাভিমানিণী অথবা অগ্নিজ্যোতিষি যথা শ্রুতে এব দেবতে তথা অহঃ দেবতাহরভিমানিণী। শুক্লঃ শুক্লপক্ষ দেবতা তথা ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্ তত্রাপি দেবতৈব মার্গ ভূতেতি। তত্র তস্মিন্ মার্গে প্রয়াতা মৃতা জনাঃ ব্রহ্মগচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ ব্রহ্মোপাসকাঃ ব্রহ্মোপাসনা পরায়ণাঃ। ক্রমেণ ইতি বাক্য শেষঃ। নহি সদ্যোমুক্তি ভাজাং সম্যগ্ দর্শন নিষ্ঠানাং গতিরগতির্ব্বা কচিদস্তি ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি "ইতি শ্রুতেঃ ব্রহ্মসংলীন প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি "ইতি শ্রুতেঃ ব্রহ্মসংলীন প্রাণা এব তে ব্রহ্মময়া ব্রহ্মভূতা এবতে।

বঙ্গানুবাদ—অগ্নি ও জ্যোতিকালাভিমানী দেবতা, অহঃ দিনাভিমানী দেবতা শুক্লপক্ষ দেবতা উত্তরায়ণ ছয় মাসে এই সকল দেবতাদের লক্ষিত পথে ব্রহ্মোপাসনা পরায়ণ লোকগণ প্রাণত্যাগ কালে ব্রহ্মকেই পান।

যৌগিক—সাধক তাঁর প্রশ্নের উত্তর কূটস্থ পুরুষের নিকট থেকেই পাচ্ছেন নিজবোধে আসছে। তিনি বুঝছেন যে যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের সদ্য মুক্তি হয় তাঁদের প্রাণের উৎক্রান্তিই হয় না কারণ তাঁর শরীরাদিতে সব ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে ব্রহ্মময় হয়ে গেছে তিনিও ব্রহ্মভূত

হয়ে গেছেন। তারপর যাঁরা যোগী তাঁদের উত্তরায়ণে অর্থাৎ উত্তর পথ আশ্রয় করে প্রাণ প্রয়াণ হয়। এখন উত্তর পথ হচ্ছে চিত্তের পরপারে তার নীচে নিম্নপথ বা দক্ষিণ পথ। সেই উত্তর পথ প্রাপ্ত হয়ে ছয়মাসকাল স্থিরভাবে পতন না হয়ে থাকতে হয়। তা হলেই ব্রহ্মের পরম শুক্লবর্ণ জ্যোতি যে জ্যোতি অগ্নির জ্যোতির ন্যায় তেজপূর্ণ অব্যক্তের উপরে আমির প্রকাশ কালে যে অহঃ যোগীরা পান সেই প্রকাশ সময়ে যে শুক্লজ্যোতি দেখতে পাওয়া যায় সেই জ্যোতিকে পেয়ে ব্রহ্মে লীন হতে পারেন। মরণকালে পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ বুদ্ধির অতীত অবস্থায় চিত্ত ভেদ করে স্থির হয়ে লক্ষ্য স্থির করে থাকৃতে পাল্লে তখন স্বাভাবিক শ্বাস ঊর্দ্ধগত হয়ে তাকে ঐ স্থির লক্ষ্যে নিয়ে যায়। সেখানে গুরুর উপদেশমত ঠক্কোর দিয়ে প্রাণের উৎক্রামণ করাতে পাল্লেই পরাগতি হলো। বিঘ্নবশতঃ যিনি সে সময়ে ঐ অবস্থা আনতে পারেন না তিনিই মৃত্যুর পর যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

ধূমোরাত্রি স্তথাকৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫॥

অন্বয়—ধূমঃ ধূমাভিমানিনীদেবতা রাত্রিঃ রাত্র্যভিমানিনীদেবতা তথাকৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষদেবতা ষণ্মাসাদক্ষিণায়নম্ ইতি চ পূর্ব্ববদ্দেবতৈব তত্র প্রযাতঃ যোগী কর্ম্মী চান্দ্রমসং চন্দ্রমসিভবং জ্যোতিঃ তৎফলং প্রাপ্য ভুক্তা তৎক্ষয়াদিহ নিবর্ত্ততে পুনরাবর্ত্ততে।

বঙ্গানুবাদ—ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন ছয়মাস এই সব দেবতাদের লক্ষিত পথে প্রাণপ্রয়াণশীল কর্ম্মীরা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিয়া সেখানে কর্ম্মফল ভোগ শেষ হইলে ইহলোকে নিবৃত্ত হয়।

যৌগিক—যাঁহারা কালচে রংয়ের জ্যোতি দেখতে পান শুক্লজ্যোতি দর্শন ঘটে না তাঁরা ...র স্থান ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে যে চন্দ্রমণ্ডল আছে তাতে গিয়ে পড়েন আর সেই সময় প্রাণ উৎক্রান্তি হলে মন সে সময়ে যে চিন্তা নিয়ে থাকেন সেই চিন্তানুরূপ দেহ প্রাপ্ত হন, তাঁদের গতায়াত আর ঘোচে না। তাই বলি সাধক সাবধান, কেবল ক্রিয়া পেলেই হলো না, খাটুতে হবে খেটে শুক্লজ্যোতি দর্শন ও তাকে পাওয়া চাই তবে কাজ হবে।

শুক্ল কৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥

অন্বয়—এতে পূর্ব্বোক্তে শুক্ল কৃষ্ণে জ্ঞানপ্রকাশকত্বাৎ শুক্লা তদ্ভাবাৎ কৃষ্ণা শুক্লা চ কৃষ্ণা চ শুক্ল কৃষ্ণে গতী জগতঃ ইত্যধিকৃতানাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ ন জগতঃ সর্ব্বস্যৈবেতে গতী সম্ভবতঃ। হি শাশ্বতে নিত্যে মতে অভিপ্রেতে সংসারস্য নিত্যত্বাৎ। তত্র একয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং যাতি মোক্ষং প্রাপ্নোতি। অন্যয়া কৃষ্ণয়া পুনঃ ভূয়ঃ আবর্ত্ততে।

বঙ্গানুবাদ—এই শুক্ল ও কৃষ্ণ দুটী পথই সংসারে নিত্যরূপে আছে। এদের একে অর্থাৎ শুক্লাগতিতে মোক্ষলাভ হয় আর কৃষ্ণাগতিতে পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয়।

যৌগিক—সাধক দেখছেন জীবের কর্ম্ম দ্বারা ঐ দুই রকম গতিই হয়। তার মধ্যে শুক্লগতি পেলে মোক্ষ নিশ্চয়, আর কৃষ্ণা গতি পেলে পুনর্ব্বার সংসারে আস্তে হয়।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥২৭॥

অন্বয়—হে পার্থ অর্জ্জুন এতে যথোক্তে সৃতী মার্গৌ জানন সংসারায় একা অন্যা মোক্ষায় চ ইতি কশ্চন কশ্চিদপি যোগী

যোগনিষ্ঠঃ ন মুহ্যতি সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদি ফলং ন কাময়তে কিন্তু পরমেশ্বর নিষ্ঠঃ এব ভবতি তস্মাৎ হে অর্জ্জুন সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ সমাহিতঃ ভব।

বঙ্গানুবাদ—হে পার্থ যোগনিষ্ঠ ব্যক্তি দুইটি মার্গের একটী মোক্ষজনক ও অপরটী সংসার প্রাপক জেনে কখন মোহ বশতঃ স্বর্গাদি ফল লাভের কামনা করেন না। হে অর্জ্জুন অতএব তুমি সর্ব্বকালে যোগযুক্ত হও।

যৌগিক—যখন শুক্লাগতি ভিন্ন মোক্ষলাভ হয় না তখন মুমুক্ষু যোগী শুক্লাগতিকে লক্ষ্য করেই জীবনের প্রতি কর্ম্ম প্রতি শ্বাস ত্যাগ করেন। কখন মোহ বশতঃ কৃষ্ণাগতিকে লক্ষ্য করেন না। কারণ তিনি জানেন যে শুধু কর্ম্ম করে গেলে কৃষ্ণাগতি পেতে হবে তাতে স্বর্গাদি ভোগের পর আবার সংসারে ফিরতে হবে। তাই লক্ষ্য ঠিক আমিতে রেখে যা কর তাতে শুক্লাগতি পাবেই। সেইজন্য সকল সময়েই যোগযুক্ত হও। প্রতিশ্বাসেই শুক্লজ্যোতিকে লক্ষ্য করো।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃ সু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্য ফলং প্রদিষ্টং।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম ॥২৮॥

অন্বয়—শৃণু যোগস্য মাহাত্ম্যং বেদেষু সম্যগধীতেষু যজ্ঞেষু সদ্‌গুণ্যো-নানুষ্ঠিতেষু তপঃসু সুতপ্তেষু দানেষু সম্যক্‌দত্তেষু চ এব যৎপুণ্যফলং প্রদিষ্টং শাস্ত্রেণ উপদিষ্টং ইদং বিদিত্বা সপ্তপ্রশ্ননির্ণয়দ্বারেণোক্তং সম্যগবধার্য্যানুষ্ঠায় যোগী তৎসর্ব্বং ফলজাতং অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতি পরং উৎকৃষ্টমৈশ্বরং আদ্যং আদৌ ভবং কারণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ স্থানং পদং উপৈতি প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ—সমগ্র বেদ সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিলে অঙ্গোপাঙ্গের সহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে শাস্ত্রবিহিতানুসারে তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে, দেশ কাল্ পাত্রানুসারে সম্যকরূপে দান করিলে, শাস্ত্রে যে পুণ্য হয় বলে নির্দ্দেশ করছেন, পূর্ব্বে সাতটী প্রশ্ন নির্ণয় পূর্ব্বক ধ্যেয় তৎ পদার্থ জেনে যোগী সেই সমস্ত পুণ্যফল অতিক্রম করেন এবং আদ্য উৎকৃষ্ট স্থা ন প্রাপ্ত হন।

যৌগিক—সাধক এখন বুঝতে পাচ্ছেন যে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপশ্চরণ ও দান করিলে স্বর্গ থেকে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পাওয়া যেতে পারে বটে কিন্তু আবার পতন হয়। কিন্তু লক্ষ্য স্থির করে যদি যোগের অনুষ্ঠান করা হয় তা হলেই শেষকালে পরাগতি লাভ হয়ই।

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে অক্ষর ব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোধ্যায়ঃ।

